ত্রিমূর্তি যখন ভয়ঙ্কর

সায়ন্তনী পূততুন্ড

boidownload.com

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

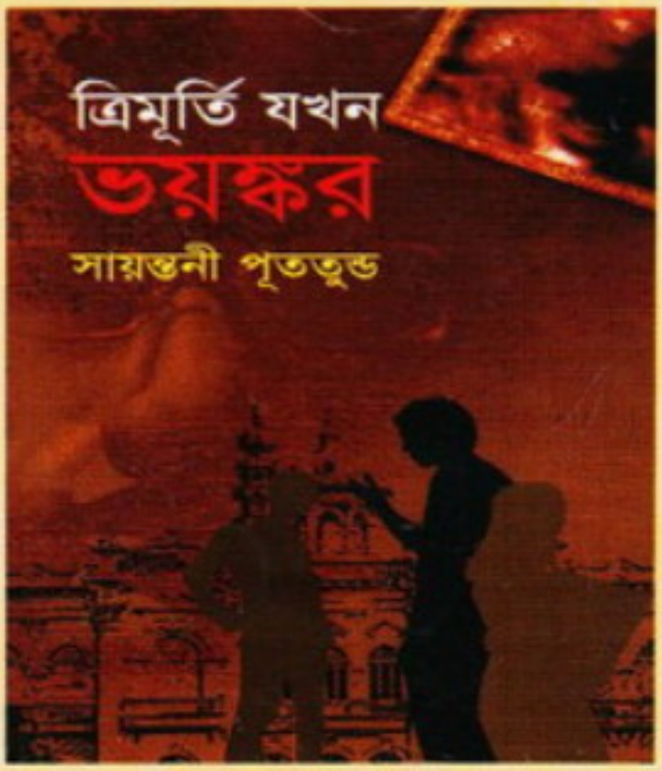

আধুনিক সময়ের এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তন্ময় চৌধুরী ছবি আঁকার জন্য তার বারাসাতের বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই তার সাথে এমন কিছু একটি ঘটে যাতে তিনি অসম্ভব ভয় পেয়ে যান। বাড়িতে ফিরে এসে অত্যন্ত ভয়াত ও অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে থাকেন। আর আঁকতে থাকেন একটি বাড়ির ছিন্ন ছিন্ন ভয়াবহ দৃশ্য! এমন পরিস্থিতিতে একদিন তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। মারা যাওয়ার আগে তিনি তার স্ত্রী ও ছেলেকে তার অসম্পূর্ণ ত্রিমূর্তি ছবিটিকে বারবার দেখান।

কিন্তু কেন? কি আছে সেই ছবিতে? তন্ময়ের মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক? তার ছেলের মনে অন্যরকম আশঙ্কা। স্ত্রীও অন্য কিছুই ভাবেন। এমন অবস্থায় তন্ময়বাবুর ভাগ্নে অধিরাজ নেমে পড়ে এ রহস্যের সমাধান করতে। এভাবেই গড়িয়ে চলে উপন্যাসের কাহিনী। চমৎকার ভাষা ও কাহিনির সুঠাম বুনটে সায়ন্তনী পূততুন্ড সৃষ্টি করেছেন 'ত্রিমূর্তি যখন ভয়ঙ্কর' নামের অসাধারণ উপন্যাস, সকল পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠতে পারে।

ত্রিমূর্তি যখন ভয়ঙ্কর

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

boierpathshala.blogspot.com

বইডাউনলোড.কম

ঝিঙেফুল • ঢাকা

ত্রিমুর্তি যখন ভয়ঙ্কর

boierpathshala.blogspot.com

12/6/15

আচমকা কিছু ভাঙার শব্দ!

কাজের মেয়েটা চা দিতে তন্ময়বাবুর ঘরে ঢুকেছিল। তার হাত থেকেই চায়ের কাপটা সপাটে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। কাপ প্লেট ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ! তার সঙ্গেই একটা আর্ত চিৎকার...!!!

—'কি হল...! বাবু...! কি হল...!'

তন্ময়বাবু চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছেন! কেমন অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন! হাত পা থরথর করে কাঁপছে! চোখদুটো বিস্ফারিত! শ্বাস যেন আটকে যাচ্ছে! প্রচণ্ড ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন!

মৃদুলা তখন ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিচ্ছিলেন। অন্যান্য দিনের মতোই ঠাকুরঘরে সবার মঙ্গল কামনা করে চলেছিলেন। ইদানীং তন্ময়বাবুর শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না! একটা মাইলড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন আগেই। মানুষটা দিন কে দিন কেমন যেন হয়ে গেল! এত বড় শিল্পী! ছবির জগতে আর্টিস্ট হিসাবে কত নাম ডাক! অথচ কয়েকদিন ধরেই অদ্ভুত একটা ভয়ে জবুথবু হয়ে আছেন!

মৃত্যুভয়! তন্ময়বাবুর দৃঢ় ধারণা খুব শিগগিরই তিনি মারা যাবেন! তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিষ্ঠুর শমন! মৃত্যু দরজায় করাঘাত করছে! আর বেশিদিন নেই তাঁর হাতে!

ভয়টা কি নেহাৎই একটা মাইল্ড অ্যাটাকের জন্য? যাঁরা তন্ময় চৌধুরীকে চেনেন তাঁরা এই কথাটা বিশ্বাসই করবেন না! এমন একটা প্রাণবন্ত মানুষ এই কারণে ভয়ে গুটিয়ে থাকবেন—এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। রীতিমতো রঙিন মেজাজের লোকটি পানের আড্ডায় গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন—'আমি তলানি অবধি বাঁচবো, সবটুকু না নিয়ে আমার শান্তি নেই...।'

তার ইয়ারবক্সীরা বলত—'হ্যাঁ, তন্ময়দা বাঁচতে জানেন বটে...'

সেই তন্ময়বাবুই আচমকা পালটে গেলেন! এমন পরিবর্তনের কথা কেউ ভেবেছিল!!!

ছবি আঁকার জন্য শিল্পীদের একটু নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন পড়ে। তন্ময়বাবু সেই জন্যই বছরখানেক আগে বারাসাতের দিকে চমৎকার একটা বাগানবাড়ি কিনেছেন। অতীতে সেই বাগানবাড়ি কোন জমিদারবংশের ছিল। বর্তমানে প্রায় কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে বাড়িটা তন্ময়বাবু অধিকার করেছেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মাসখানেক আগে কী এক খেয়ালের বশে তিনি সেই বাগানবাড়িতেই ছবি আঁকার নিভৃত সময়টুকু কাটাতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এর পরের ঘটনা যেমন ঘটা উচিত ছিল ঠিক তেমন ঘটল না!

তন্ময় মৃদুলাকে বলে গিয়েছিলেন মাসখানেক ওখানেই কাটাবেন, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। মৃদুলা জানতেন শিল্পী মানুষেরা এমনই খেয়ালি হয়ে থাকেন। নয় নয় করে তো প্রায় তিরিশ বছর মানুষটার সঙ্গে কাটিয়েছেন! লোকটার মেজাজ-মর্জি বুঝতে অসুবিধে হয় না তাঁর।

তাই এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। মানুষটা স্বাভাবিক জীবনের হৈ-হল্লায়, যান্ত্রিকতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাই একটু শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনের খোঁজেই সদ্য কেনা বাগানবাড়িতে যাচ্ছেন সেটা বুঝতেও অসুবিধে হয়নি তাঁর।

শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—'একমাস থাকার কি দরকার? সপ্তাহখানেক থাকলেই তো হয়। মানুষ নেই, জন নেই। কোন ইন্টেরিয়রে বাড়ি! শরীর খারাপ হলেও কেউ দেখতে আসবে না!'

—'আমি মানুষজন দেখতে যাচ্ছি না।' তন্ময় হেসে বলেন—'ছবি আঁকতে যাচ্ছি। ছবি আঁকার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আর লোকজন থেকে কাজ নেই...'

কেন কে জানে, মৃদুলার মন কেমন যেন খুঁতখুঁতিয়ে ওঠে—'আর যদি শরীর খারাপ হয়...?'

—'আমার শরীর খারাপ হয় না! আই অ্যাম দ্য আয়রন ম্যান।'

মৃদুলা তাঁর কথায় খুব আশ্বস্ত হননি। তবু মুখে কিছু বলেননি।

তন্ময়বাবু একদিন সকালে গোছগাছ করে বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তন্ময়বাবুকে শেষবারের মতো অনুরোধ করেছিলেন যদি অন্তত তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান কর্তা। কিন্তু সেই অনুরোধটুকুও তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন।

এর পরের খবর কেউ জানে না। তন্ময়বাবু চলে যাওয়ার পর পাঁচদিন সবই ঠিকঠাক ছিল। মোবাইলে স্বামীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন মৃদুলা। তন্ময় বেশ খুশি খুশি গলাতেই জবাব দিয়েছিলেন। তাঁকে আশ্বস্তও করেছিলেন যে সব ঠিকঠাক আছে...।

তারপরই যে কি ঘটল কে জানে! একমাস থাকার বদলে তন্ময়বাবু আটদিন পরেই ফিরে এলেন! কী হয়েছিল—কেন ফিরে এলেন, তা কাউকে বলেননি! স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেও পারছিলেন না! কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত চেহারা! অদ্ভুত তাঁর হাবভাব।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সেদিনটাও মনে আছে মৃদুলার!

কর্তা সেদিন বাগানবাড়ি থেকে ফিরলেন। কেমন যেন উলোঝুলো চেহারা! চোখ দুটো টকটকে লাল। মাথার চুল উস্কোখুস্কো! তাঁর মূর্তি দেখেই ভয় পেয়ে যান তিনি। জিজ্ঞাসা করেন—'এ কি! তোমার কী হয়েছে?'

তন্ময়বাবু ফিসফিস করে বলেন—'মৃদুলা..., বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ করে দাও। নয়তো...নয়তো...'

—'নয়তো কী?'

তিনি যেন থমকে যান। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। শুধু আস্তে আস্তে ভাঙা গলায় জানান—'আলো ভালো লাগছে না আমার...তুমি হরিকে বলো সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে।'

—'কিন্তু...'

—'প্লিজ মৃদুলা।' তিনি অসহায়ের মতো বলেন—'প্লিজ, আমার কথা শোন, দরজা-জানলাগুলো দিয়ে দাও...দরজা-জানলাগুলো...'

বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গেলেন! পাগলের মতো ছুটে ছুটে ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। শুধু বন্ধই নয়, পর্দাও টেনে দিয়েছিলেন! দিনের বেলায় সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল!

বিস্ময়ের অবধি ছিল না মৃদুলার। অবাক হয়ে বলেন—'কী করছো তুমি?'

—'মৃদুলা!' তিনি টের পেলেন তাঁর স্বামীর গলা কাঁপছে!

—'তুমি একবার দেখবে! কোন জানলা দরজা খোলা নেই তো! প্লিজ...প্লিজ একবার দেখে নাও...কোন দরজা জানলা খোলা থাকলে...খুব বিপদ! খুব বিপদ! দেখো মৃদুলা! ভালো করে দেখো...!

সেদিন তন্ময়বাবুর এই নিরর্থক ভয়ের কারণটা বোঝেননি তিনি।

কিন্তু দিন যত এগিয়েছে, ভয়ের পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়েছে! এক প্রখ্যাত শিল্পী নিজের বাড়িতেই স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে শুরু করলেন! বাড়ির একটা জানলাও কেউ খুলে দিলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন! নিজের ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোতেন না! এমনকি যে জলীয় আড্ডার প্রাণ ছিলেন তিনি, সেই আড্ডারও ধারকাছ ঘেঁষলেন না! তাঁর কড়া অর্ডার ছিল যে বাড়িতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না! এমনকি জার্নালিস্টদেরও ঢোকা বারণ!

তাঁর সমস্ত সত্তার উপর চেপে বসেছিল অপঘাতে মৃত্যুর ভয়! কেন?

কে জানে!

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হল তার নিজেরই সৃষ্টিতে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তিনি হঠাৎ করে টেম্পেরায় ছবি আঁকা শুরু করলেন! এবং সে সব কি ছবি! যে তন্ময় চৌধুরীর ছবি সচরাচর আশাবাদ বহন করত সেই তন্ময় চৌধুরীই এবার বীভৎসতার ছবি আঁকতে শুরু করলেন। আপেলের বুকে ছুরি বসানো—আর তার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত—এমন ছবি এঁকে নাম দিলেন—'ব্লিডিং এঞ্জেল!'

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আঁকতে শুরু করলেন একটা অদ্ভুত বাড়ির ছিন্ন ছিন্ন দৃশ্য! গোটা ছবির একটা সিরিজ! নাম—'দ্য স্ক্রিমিং হাউস!' একটা অদ্ভুত পুরোন বাড়ি। ছবিতে কখনও তার সিঁড়ির ভিতর দিয়ে উঠে এসেছে একটা রক্তমাখা হাত! কখনও করিডোরে রক্তের ধারা! কখনও বন্ধঘরের নির্জনতায় রক্তপান করেছে শয়তান! সমস্ত বাড়ির ছবিতে শুধু রক্ত...রক্ত...আর রক্ত...!

মৃদুলা ছবিগুলো দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। ভয় পেয়ে স্বামীকে বলেছেন—'একি অলুক্ষুণে ছবি আঁকছো তুমি!'

তন্ময়বাবু উত্তরে শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন স্ত্রীর দিকে। কোনমতে বিড়বিড় করে বলেছিলেন—'তুমি জানো না মৃদুলা...তুমি কিছু জানো না...'

—'কী জানি না?'

তিনি অদ্ভুত ভয়ার্তভাবে তাকালেন। আবার ফিসফিস করে বললেন—'বলবো!...তোমায় সব বলবো...আমি যদি না বেঁচে থাকি...তোমার সব জানা দরকার...!'

—'কি বলছ তুমি!' মৃদুলা এবার অসম্ভব শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। স্বামীর বুকে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন—'কি হয়েছে?...আমায় বল!'

—'বলবো...বলবো...' আপনমনেই কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলেন তিনি।

কিন্তু বলার সুযোগ আর এলো না, এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই একটা মাইল্ড অ্যাটাক। আর তারপরেই...

ছেলে দৌড়ল অ্যাম্বুলন্সে খবর দিতে! মেজদা মৃন্ময় ব্যাকুল হয়ে ভাইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন—'তনু...তনু...তোর কিচ্ছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।...সব ঠিক...'

—'অ—ই...অ—ই...ও...ও...'

অনেক কষ্টে একবার চোখ মেলে তাকালেন তন্ময়বাবু। আঙুল কাঁপছে, অসাড় হয়ে আসছে! তবু কোনমতে আঙুল তুলে দেখালেন—'ও-ই—যে!'

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মাথাটা ঝপ করে এলিয়ে গেল!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যেদিকে তিনি আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন সেখানে এখনও ক্যানভাসে জ্বলজ্বল করছে তাঁর অসমাপ্ত ছবি—তিনজন পুরুষের ছবি! একজন সামনে, একজন ডানদিকে আর একজন বাঁদিকে মুখ করে বসে আছে। তিনজনেরই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে শ্বদন্ত! আর দাঁত বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে! লাল রংটা তখনও শুকিয়ে যায়নি। শেষ টানটা এখনও লেগে ছবির গায়ে!

লাল রংটাতে রঙ কম আর রক্ত বলেই বেশি মনে হয়!!!

মৃত্যুর পরও তন্ময়বাবুর আঙুলটা ঐদিকেই নির্দিষ্ট ছিল। মনে হচ্ছিল কিছু যেন দেখাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু কী?...

১

অধিরাজ একদৃষ্টে ছোটমামার ছবির দিকে তাকিয়েছিল।

ছোটমামা নেই—এটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। কেমন অদ্ভুত প্রাঞ্জল ছিলেন ভদ্রলোক। শত কষ্টেও কাবু হতেন না! অনেক সংগ্রাম করে ছবির জগতে নাম করেছিলেন! মায়ের কাছে শুনেছে দাদুর নাকি ঘোরতর আপত্তি ছিল এ ব্যাপারে। এ বাড়ির ছেলে এত কিছু থাকতে শেষে কি না চিত্রকর হবে! দাদু নিজে সেই সময়ের দুঁদে উকিল ছিলেন! তন্ময়ের বড় দাদা চিন্ময় বিরাট বড় সার্জেন। তিনি এদেশে থাকেন না। বিদেশেই সেটলড! বালটিমোরে নিজস্ব নার্সিংহোমও আছে তাঁর।

পরের দাদা, অর্থাৎ মেজ ছেলে মৃন্ময় হাইকোর্টের জজসাহেব ছিলেন। বর্তমানে রিটায়ার্ড।

সেই ডাক্তার-ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির ছেলে কিনা পাতি বাউন্ডুলে চিত্রকর হবে! কোন বাবাই বা এটা মেনে নিতে পারেন! দাদুও পারেননি। ছোট ছেলেকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র করতেই গিয়েছিলেন! শেষরক্ষা অবশ্য অধিরাজের দিদিমাই করেন। তিনি রীতিমতো ফিট হয়ে, অসুস্থ হয়ে পড়ে দাদুকে জব্দ করে ফেলেছিলেন। অগত্যা চিরতার রস গেলার মতো মুখ করেই শেষপর্যন্ত দাদু ছোটছেলের দাবি মেনে নেন!

অধিরাজের মামাবাড়িতে বারবার বেড়াতে আসার অন্যতম মূল কারণও এই ছোটমামা। ছোটবেলায় অন্য দুই মামার সঙ্গে দেখা হওয়াটা তার রীতিমতো অপছন্দ ও অসন্তোষের কারণ ছিল। কারণ অন্য দুই মামাই কথায় কথায় পড়া ধরতেন। হয় অঙ্ক! নয় ইংরাজী গ্রামার!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

একমাত্র ছোটমামার ক্ষেত্রেই সেসবের বালাই ছিল না। তিনি চিরকালই অন্যরকম। তার আঁকা ছবির মানে অর্ধেক ক্ষেত্রেই বুঝত না ছোট্ট অধিরাজ। একবার একটা মেয়ের ছবি দেখে বলেছিল—'এটা কি এঁকেছ মামা! ঈগল পাখি?'

মামা কিন্তু একটুও রাগ না করে হেসে বলেছিলেন—'খুব ভুল বলিসনি রাজা! উলটো করে দেখলে ওটা ঈগল পাখির মতোই দেখাচ্ছে বটে! এটা তো আগে লক্ষ্য করিনি! বেশ বলেছিস।

তারপরই সস্নেহে বুঝিয়েছিলেন ছবি আঁকার মজাটা।

—'বুঝলি? আসলে ছবিটা কিসের সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তুই সেটা কিভাবে দেখছিস! প্রত্যেক শিল্পীই তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেন। এবার দর্শক সেটা কিভাবে নেবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেকটা ছবির পিছনে কিছু বক্তব্য থাকেই। এই তো ধর না! টেম্পেরা দেখেছিস তুই?

—'টেম্পেরা?'

—'হ্যাঁ টেম্পেরা। নাম শুনিসনি? টেম্পেরা, ফ্রেস্কো, সিলভার পয়েন্ট ড্রয়িং? এগুলো সব ছবির একেকটা নাম।'

তারপর খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রত্যেকটা ছবির গ্রামার। দেখিয়েছিলেন সিলভার পয়েন্ট ড্রয়িং এর উদাহরণ। ১৪৮১ সালে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা 'দ্য অ্যাডোরেশন অফ দ্য মেজাই' দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট অধিরাজ! এভাবেও ছবি আঁকতে পারে কেউ! রুপোর জল দিয়ে লাইন এঁকেও ছবি এঁকেছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি! এবং সে কি অপূর্ব সৃষ্টি!

—'রুপোর লাইনগুলোকে মোছা যায় না বুঝলি? ওগুলো পার্মানেন্ট!' ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'দেখে হাঁ হয়ে যাচ্ছিস তো? ভেবে দ্যাখ, কী নিপুণতার সঙ্গে ছবিগুলো আঁকতে হত। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই শেষ! সিলভার অক্সিডাইজড্ হয়ে বাদামী রঙের হয়ে যাবে! মোছার উপায় নেই!'

তারপরই চলে এসেছিলেন টেম্পেরায়। ছোটমামার অন্যতম প্রিয় সাবজেক্ট ছিল টেম্পেরা! তিনি ছবি আঁকার আগে একটা কাঁচা ডিম ভাঙছেন দেখে আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে অধিরাজ।

—'মামা, ছবি আঁকার আগে তুমি কাঁচা ডিম খাবে!'

মামা কুলকুল করে হেসে ফেললেন—'দূর বোকা! ডিম খেতে যাবো কেন? ডিমের কুসুম দিয়ে ছবি আঁকবো!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ডিমের কুসুম! কিন্তু ওটা তো খায়!'

—'খায়, আবার মাথায়ও মাখে।' ছোটমামা সজোরে হাসলেন—'তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস। কাঁচা ডিম মাথায় দিতে সে ওস্তাদ ছিল! তবে খাওয়া আর মাথায় মাখা ছাড়াও ছবিতেও, বিশেষ করে টেম্পেরায় ডিমের কুসুম খুব লাগে। টেম্পেরার নামই তো এইজন্যই হয়েছে। টেম্পেরা হচ্ছে এমন একটা ছবি যার সঙ্গে ওয়াটার-বেসড বাইন্ডিং মিডিয়াম...মানে ডিমের কুসুম গোছের কিছু টেম্পের...মানে মিক্স করা হয়!'

এরপরই ছোট্ট অধিরাজ জানতে পেরেছিল যে টেম্পেরায় খুব উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ছবিটা জমকালো হতে হবে। প্রাচীন মন্দিরের গায়ে বা ম্যানুস্ক্রিপ্টে যে জাতীয় জমকালো ছবি দেখা যায় তার অধিকাংশই টেম্পেরা ছবি! এমনকি অজন্তার গুহাচিত্রগুলোও!

—'এই দ্যাখ, এইগুলো দিয়ে আঁকে।' ছোটমামা দেখিয়েছিল টেম্পেরার রঙ। রঙগুলোর কয়েকটা নাম এখনও মনে আছে অধিরাজের। ভারমিলিয়ন, রেড আর্থ বা আয়রন অক্সাইড, ওয়াইন ব্ল্যাক, লিড টিন ইয়েলো, আল্ট্রামেরিন লাপিস লাজুলি আরও কত কি!

আর ব্রাশ! তাদেরও যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত নাম। কোনটা দেখতে মাথামোটা! সেটার নাম ফ্ল্যাট হগ হেয়ার ব্রাশ, সেবল ব্রাশ নং-৬...অত নাম এখন আর মাথায় নেই!

বাপ রে বাপ! ছবি-পাগল মানুষ বোধহয় একেই বলে।

—'টেম্পেরার নিয়ম কি বল তো?' ডিমের কুসুম ফেটাতে ফেটাতে বলেছিলেন ছোটমামা—'প্রথমেই কী আঁকবে সেটা ভেবে নিয়ে বসলে টেম্পেরা আঁকা যায় না। আসলে মানুষের মনের অবচেতন থেকেই উঠে আসে টেম্পেরা। প্রথমে একের পর এক রঙ চড়াতে হয়। শিল্পীর অবচেতনেই আস্তে আস্তে ঐ রংটার মধ্য দিয়ে ছবিটার স্বরূপ ফুটতে থাকে! এরপর শিল্পীকে শুধু ঐ রঙের মধ্য দিয়ে আসল ছবিটা খুঁজে নিতে হয়। টেম্পেরাকে তাই শিল্পীর অবচেতন মনের ছবিও বলতে পারিস!'

...হঠাৎ করে আজকে সেই কথাটাই বেশি মনে পড়ে গেল অধিরাজের। বলা ভালো তার মাথায় কথাটা যেন পেরেকের মতো গেঁথে গেল। টেম্পেরায় মানুষের অবচেতন মনের কথা উঠে আসে! যিনি আঁকছেন তাঁর মনের লুকোন কথাও তবে বেরিয়ে আসে!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ছোটমামাও তো টেম্পেরাতেই আঁকতেন!...মৃত্যুর আগে ঐ ত্রিমূর্তির ছবির দিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন! তবে কি তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন যা ঐ ছবির মধ্যেই লুকিয়ে আছে?...কি আছে ছবিতে?

—'প্রত্যেকটা ছবির এক-একটা মানে থাকে। কখনও সেটা ব্যক্তিগত, কখনও ইউনিভার্সাল মেসেজ! শুধু তোকে আসল কথাটা বুঝে নিতে হবে...'

অধিরাজ উঠে দাঁড়াল। তার মনে এখন অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করছে। ছবির মানে বুঝতে হবে...ছবির মানে বোঝাটাই খুব জরুরি! ছোটমামার কিসের ভয় ছিল? তিনি কয়েকদিন যাবৎ অদ্ভুত ব্যবহার করছিলেন, যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ! এমন কি হয়েছিল! কি ঘটেছিল তার সঙ্গে তা কেউ জানে না! মামীও নয়!

কিন্তু ছবিগুলো? ছবিগুলো নিশ্চয়ই জানে...নিশ্চয়ই জানে...!

২

সি.আই.ডি. অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জির এক্ষেত্রে কোন কাজ ছিল না। এই মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয়। ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন ম্যাসিভ হার্ট ফেইলিওরে মৃত্যু হয়েছে। একদম স্বাভাবিক মৃত্যু।

অফিসার ব্যানার্জীর তাই এখানে অফিসিয়ালি কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু কোথায় যেন অধিরাজের খটকা লাগছিল। বিশেষ করে তন্ময়ের শেষের কাজ আর ব্যবহারের সঙ্গে চেনা মানুষটাকে মেলাতে পারছিল না সে। অল্পদিন হলেও পুলিশি অভিজ্ঞতা বলছিল এর মধ্যে কোথাও কোন গোলমাল আছে। মস্তিষ্ক বলছে এটাই তো স্বাভাবিক! অথচ মন বলছে—মোটেও স্বাভাবিক নয়। কিছু গোলমাল আছে...আছেই!

সে শেষ কয়েকটা ছবি খুব খুঁটিয়ে দেখল। ছবিগুলো দেখলেই ভয় করে! মনে হয় ছবিগুলো যেন তেড়ে খেতে আসছে! আর প্রত্যেকটা ছবিতেই কমন জিনিস হল রক্ত! সঙ্গতভাবেই বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল—ছবিতে এত রক্ত কেন! এত খুনোখুনি কেন! তন্ময় চৌধুরীর বেশিরভাগ ছবিতেই সুন্দরী নারী পাওয়া যায়, অপূর্ব সিনারি থাকে, থাকে কিছু দুর্বোধ্য এক্সপ্রেশনও। কখনও কখনও সেই দুর্বোধ্যতার মধ্যেই সমাজচেতনাও উঠে আসত। ক্ষুধা, রিরংসা, মৃত্যুও যে আসেনি তা নয়। তবে বেশির ভাগটাই ফ্যান্টাসি ওয়ার্ক ছিল।

তবে এত রক্ত কেন? মামা এমন বীভৎসতার ছবি তো কখনও আঁকেননি! মৃত্যু এখানে কী বীভৎস রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে তা যারা দেখেছে তারাই বুঝতে পারবে। ছবিগুলোর নৃশংসতা এতটাই যে দর্শকের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সারা জীবন যিনি ফ্যান্টাসিতেই কাটালেন তাঁর শেষ ছবিগুলো এমন ভয়ঙ্কর! এ কি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ? না অন্যকিছু...!

—'রাজা, তুই কি আজ বাড়ি ফিরবি?'

অধিরাজ চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো! হয়তো ব্যাপারটা আদ্যন্ত স্বাভাবিক! হয়তো সে একটু বেশি ভাবতে গিয়েই ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলছে।

এমনই অনেক চিন্তা মাথায় ঘুরঘুর করছিল। সম্বিৎ ফিরল তন্ময়ের একমাত্র ছেলে, তার মামাতো ভাই শিলাদিত্যর কণ্ঠস্বরে—

—'উঁ।' সে আত্মস্থ কণ্ঠে বলে—'ফিরবো ভাবছিলাম।'

—'আজ না ফিরলে কি তোর খুব অসুবিধে হবে?' শিলাদিত্য বলে—'পিসিমণি কি বাড়িতে একা আছে?'

—'না...', অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'বাবা আছে। মা খুব কান্নাকাটি করছে। বাবাকে তাই বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছি। মাকে একা ছাড়া ঠিক নয়।'

শিলাদিত্য উস্কোখুস্কো চুলে আঙুল চালায়—'ভালো করেছিস। তবে পিসেমশাইকে ফোন করে বলে দে যে তুই আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাচ্ছিস।'

অধিরাজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

—'তোর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।' শিলাদিত্যের চোখ লাল। সে যথেষ্ট ক্লান্ত। তবু ঘনিয়ে এসে বলে—'যে যাই বলুক, আমি জানি বাবার মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিক নয়।'

সে স্তম্ভিত—'কী বলছিস?'

—'ঠিকই বলছি। তুই আজ থেকে যা। রাতে এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নিবি। কমলাকে বলা আছে। আমাদের রান্না তো আবার...'

—'না...না। সেসব ঠিক আছে।' অধিরাজ তাড়াতাড়ি বলে—'কিন্তু তোর এমন অদ্ভুত সন্দেহ হচ্ছে কেন? ডাক্তার তো পরিষ্কারই লিখে দিয়েছে...'

—'ডাক্তার যা-ই বলুক।' শিলাদিত্য স্পষ্ট স্বরে বলে—'আমি জানি মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। কেন একথা বলছি তাও তোকে বলব। তবে এখন নয়। মায়ের সামনে বলা যাবে না।'

শিলাদিত্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মৃদুলাকে এদিকেই আসতে দেখে চেপে গেল। সে চায় না তাদের গোপন কথোপকথন কেউ শুনে ফেলুক।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মৃদুলা বোধহয় এতক্ষণ অতিকষ্টে কান্নাটা চেপে রেখেছিলেন। অধিরাজকে সামনে দেখে তাঁর চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে শুরু করল। কোনওভাবে কান্না চাপার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখন আর কান্না বাঁধ মানল না। তিনি টলে পড়েই যাচ্ছিলেন। অধিরাজ তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলেছে।

—'রাজা...বাবা...!'

কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অধিরাজ ভেবে পায় না কি বলবে। পুলিশি কাঠিন্য দিয়ে যে সবকিছু এড়ানো যায় না এই প্রথম বুঝল সে। মামীর কান্নায় তারও একটা গোপন কষ্ট হচ্ছিল বুকের ভিতরে। শিলাদিত্য চোখ চেপে চলে গেল সেখান থেকে। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে মেজমামা, তথা মৃন্ময়ও সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। এই অস্বস্তিকর বেদনাদায়ক মুহূর্তের সামনাসামনি কেউই হতে চায় না।

মৃদুলা বেশ কিছুক্ষণ অসম্ভব কাঁদলেন। অধিরাজ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। এসব ক্ষেত্রে সান্ত্বনা দিয়ে লাভ হয় না সে জানে। তাই মামীকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ঐ অস্বস্তিকর মুহূর্তটুকু হজম করল সে।

একচোট কান্নাকাটির পর মৃদুলা একটু সংযত হলেন। আঁচল মুখে চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—'রাজা, তোমার কি একটু সময় হবে কথা বলার মতো?'

অধিরাজ অবাক হল। ঠিক এই কথাই একটু আগে শিলাদিত্য বলে গিয়েছে। এখন আবার মামীও বলছেন।

—'তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। তোমার মামার ব্যাপারে।' মৃদুলা ফিসফিস করে বলেন—'তুমি বাবা শিলাদিত্যকে কিছু বলো না। কিন্তু...কিন্তু..'

তিনি ফের কেঁদে ফেললেন। অধিরাজ তাঁর শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। মামী কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলার আগেই অশ্রু এসে গ্রাস করছে তার শব্দগুলোকে...।

—'তোমার মামা আমায় কখনও কিছু বলেনি।' কান্নামাখা গলায় জানালেন মৃদুলা—'শেষদিকে উনি আমায় কিছুই বলতেন না। কিন্তু...কিন্তু...ভীষণ ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এত ভয় ওঁর আগে কখনও দেখিনি...বাবা রাজা...!'

—'হ্যাঁ মামী।' সে আস্তে আস্তে শান্তস্বরে বলে—'বলো।'

—'আমার মনে হয়...আমার মনে হয়...'

তিনি ফের কান্নায় ভেঙে পড়লেন—

—'তোমার মামাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল...!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। মামাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল! কে? কেন? মামার জীবনে এমন কিছু গুপ্ত রহস্য থাকতেই পারে না যা নিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। মানুষটা চিরকালই খোলামেলা ছিলেন! অমন সদাহাস্যময় মানুষটাকে ব্ল্যাকমেল...! ভাবাই যায় না!

মৃদুলা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আরও খানিকটা কাঁদলেন। অধিরাজ হতবাকের মতো সেই কান্না দেখল। শোকগ্রস্ত এই মূর্তির সামনে কী বলবে ভেবে পেল না।

অনেকখানি কান্নার পর তিনি খানিকটা শান্ত হলেন।

—'মামী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আরেকটু খোলসা করে বলবে?'

মৃদুলা আর কিছু বলতে পারলেন না। শুধু এদিক ওদিক সন্তর্পণে দেখে নিয়ে ছোট্ট করে বললেন—'এসো।'

অধিরাজ মন্ত্রমুগ্ধের মতো মামীর পিছন পিছন গেলো। মামী আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে গেলেন।

দোতলার একদিকে তার ভাসুর মৃন্ময়ের ঘর। মেজ ও ছোট ভাই একসঙ্গেই থাকতেন। মেজভাই বিপত্নীক। তাই তাকে নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। নিজের মনে নিজে থাকতে ভালোবাসেন। ছোট ভাই আর ভ্রাতৃবধূকেও খুব স্নেহ করেন।

মৃদুলাকে দোতলায় উঠতে দেখে তিনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। রাশভারী মানুষটার মনে কি চলছে তা উপর থেকে বোঝা মুস্কিল। বোধহয় কোন কারণে তাঁর কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ করলেন না।

তার ঘরের উল্টোদিকেই তন্ময় আর মৃদুলার ঘর। দিব্যি পরিপাটী করে সাজানো! একটা রট আয়রনের ডাবল বেড। তার উল্টোদিকে সেগুন কাঠের মস্তবড় ওয়ার্ডরোব। ঝকঝকে মার্বেলের মেঝের উপর শৌখিন কাশ্মীরী কাজের কার্পেট পাতা! বিছানার একদিকে নাইটল্যাম্প। তার ডানদিকে বড়োসড়ো শোকেস। শোকেসে নানারকম মূর্তি রাখা। তন্ময়ের নানারকম কিউরিও সংগ্রহের শখ ছিল। বিরাট শোকেসের অর্ধেকই কিউরিওতে ভরা।

মৃদুলা আস্তে আস্তে কাঠের ওয়ার্ডরোবটা খুললেন। এই ওয়ার্ডরোবটা তন্ময়ের বড় প্রিয়। তাঁর সমস্ত দরকারী জিনিসপত্র এখানেই থাকত। তন্ময় বড় অগোছালো ছিলেন। মৃদুলা কখনও কখনও গোছানোর জন্য ওয়ার্ডরোবটা খুলতে গেলেই হাঁ হাঁ করে উঠতেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কি আশ্চর্য! তোমার জন্য কি আমার একটু প্রাইভেসি রাখারও উপায় নেই?'

কথাটা মনে পড়তেই জল ছলকে উঠল মৃদুলার চোখে। ভিতরে এখনও সাজিয়ে রাখা আছে লোকটার আঁকার সরঞ্জাম! নানারকমের রঙ। কোনটার তো আবার সিলও খোলা হয়নি এখনও পর্যন্ত!

একপাশ থেকে বেশ কয়েকটা কাগজের টুকরো বের করতে করতে মৃদুলা বললেন—'ও চলে যাওয়ার পর এই ওয়ার্ডরোবটা খুলেছিলাম। সবাই বলছিল সঙ্গে ওর প্রিয় তুলি আর কয়েকটা রঙ দিয়ে দাও। ওর সঙ্গেই চলে যাক'... বলতে বলতেই তার গলা ধরে এসেছে—'তখনই এটা খুলি। তোমার মামা তো আমায় এখানে হাত দিতে দিতেন না। রঙ তুলি খুঁজতে গিয়ে এগুলো বেরিয়ে পড়ল...'

—'কী এগুলো?'

মৃদুলা কোনও কথা না বলে কাগজগুলো অধিরাজের হাতে ধরিয়ে দিলেন। অধিরাজ একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। যে মানুষটা এখন আর নেই তার জীবনের গুপ্ত অংশটুকু খোলা কি ঠিক? যদি কোনও রহস্য থেকে থাকে তবে তো সে লোকটার সঙ্গেই চলে গিয়েছে!

—'দেখো।'

মৃদুলার অনুরোধ ফেলতে পারে না সে। তাই বাধ্য হয়েই কাগজগুলো খুলল।

কাগজগুলো আর কিছুই নয়—কয়েকটা চিঠি!

কাগজগুলো খুব পুরনো নয়। দেখলে মনে হয় খুব বেশিদিন আগে পাঠানো হয়নি। সাদা কাগজে হলদেটে ছাপ এখনও পড়েনি। নীল কালি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কথাগুলো খুব স্পষ্ট! যে লিখেছে সে বিন্দুমাত্রও ভণিতা করেনি। বরং সোজাসুজি বক্তব্যে চলে এসেছে।

'হয়তো তুমি আমায় চিনতে পারোনি। কিন্তু আমি পেরেছি। মনে পড়ে ২২শে অক্টোবর ১৯৯১?'

ঠিক তার পরের চিঠিটাতেই লেখা আছে—'তোমার জন্য একটা মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছিল। তার মাশুল দেওয়ার জন্য তৈরি হও।'

'টাকায় কিনতে পারবে না আমায়। তোমার সমস্ত রহস্য ফাঁস না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। তোমার সমস্ত সম্মান ধূলিসাৎ হতে দেখতে চাই আমি।'

তারপর...

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'ঠিক আছে। দেখা করো। কিন্তু আগেই জেনে রাখো, মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। তবু একবার তোমায় সুযোগ দেবো আমি। বারাসাতের বাগানবাড়িতে চলে এসো। ১২ই অগাস্ট, রাত আটটা! দেখা হবে। তবে চালাকি করার চেষ্টা করবে না, আর একা আসবে।'

অধিরাজ চিঠিগুলো খুব মন দিয়ে পড়ল। কোন সন্দেহই নেই যে চিঠিগুলো খুব সামান্য জিনিস নয়। বরং লেখার ভাষাতেই স্পষ্ট কেউ তন্ময়কে হুমকি দিচ্ছিল। এবং সে হুমকিও খুব সাধারণ নয়। যে ব্যক্তি চিঠিগুলো লিখেছে সে তন্ময়ের জীবনের কোন গূঢ় রহস্য জানে। এমন কোনও রহস্য যা তাঁর জীবনের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। ছারখার করে দিতে পারে তাঁর যাবতীয় সুখ।

কিন্তু কি এমন রহস্য? এমন সোজাসাপটা মানুষের জীবনে কী রহস্য থাকতে পারে?

—'চিঠিগুলো কবে এসেছে মামী? তুমি কিছু জানতে না?'

মৃদুলা চোখ মুছলেন—'নাঃ। কবে এসেছে আমি কিছুই জানি না। আমি পরশুই ওঁর ওয়ার্ডরোব ঘাঁটতে গিয়ে পেয়েছি। কাগজের তলায় লুকোনো ছিল।'

অধিরাজ একটু চিন্তায় পড়ে। এমন চিঠিগুলো মামা এভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? পুড়িয়ে দিলে বা ছিঁড়ে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। কোনওদিন কারুর হাতে পড়তে পারে এমন আশঙ্কা কি তাঁর হয়নি? না সময় পাননি?

৩

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অধিরাজ চিঠিগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল। কী এমন কাজ করেছিলেন মামা যার জন্য তাঁকে কেউ হুমকি দিচ্ছিল! এমনিতে এই জাতীয় প্রোফেশনে বিখ্যাত মানুষের জীবনে শত্রুর অভাব হয় না। এইসব লাইনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মানুষকে এমন কিছু কাজ করতে হয় যেগুলো খুব ভালো। আর এমনও অনেক কাজ করতে হয় যেগুলো খারাপ।

তেমনই কোন ঘটনা কি?

অনেকদিন আগে এমনই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল অধিরাজের। মামার বিরুদ্ধে একটা খবরই বেরিয়েছিল কাগজে। এক নব্য চিত্রশিল্পী দাবি করেছিলেন যে তাঁর একটি ছবি তন্ময় চৌধুরী নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। ছবিটার নাম কী ছিল এখন আর মনে নেই। নব্য চিত্রশিল্পীরও নাম মনে আসছে না। কিন্তু সেই চিত্রশিল্পী রীতিমতো দাবি করেছিলেন যে উক্ত ছবিটি তাঁরই। তিনি তন্ময়

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

চৌধুরীকে দেখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তন্ময় চৌধুরী ছবিটি তাঁকে আর ফেরত দেননি। উলটে আত্মসাৎ করেছিলেন।

গুরুতর অভিযোগ। ছেলেটি কেসও করেছিল তন্ময়ের বিরুদ্ধে! কিন্তু সে কেস টেঁকেনি। কারণ কোনভাবেই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা যায়নি। চিত্রশিল্পীমহল বলেছিল যে এটা প্রবীণ চিত্রশিল্পীকে হ্যারাস করার একটা ষড়যন্ত্র। মামা অবশ্য আমলই দেননি কথাটাকে। মিডিয়ার সামনেও হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন!

তবে কি অভিযোগটা সত্যি ছিল? এতদিন পর কি কেউ তার প্রমাণ পেয়েছিল! আর সেজন্যই হুমকি দিচ্ছিল তন্ময়কে?

অধিরাজ চিঠিগুলো খুব মন দিয়ে বারবার পড়ছিল। এমন কোনও কথা বা শব্দ আছে কি যেটা থেকে এই রহস্যে আলোকপাত হতে পারে?

একটা শব্দ আছে ২২শে অক্টোবর ১৯৯১।

কী হয়েছিল সেদিন?

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো বালিশের তলায় চালান করে দেয় সে। কেউ আসছে এদিকে। মামী অনেক বিশ্বাস করে চিঠিগুলো দিয়েছেন। অন্য কারুর হাতে পড়ে যাক, বা আর কেউ জেনে যাক সেটা হয়তো তার ভালো লাগবে না। অধিরাজ মাথার বালিশের তলায় চিঠিগুলো চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

মুহূর্তের মধ্যেই শিলাদিত্য এসে ঘরে ঢুকল। এসেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সে। তার হাবভাব দেখে অবাক অধিরাজ! কিন্তু কোনও কথা বলল না। শুধু আড়চোখে ব্যাপারটা জরিপ করল।

—'মা কিছুতেই ঘুমোচ্ছে না। এখনও জেগে আছে।' শিলাদিত্য লাজুক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে—'সেইজন্যই এমন চোরের মতো আসতে হল। আমি চাই না যে মা জানুক...কিছু...বুঝতেই পারছিস...।'

অধিরাজ মাথা নেড়ে বোঝালো যে সে বুঝেছে। তার সঙ্গে একটু সতর্কতা অবলম্বন করে বালিশের উপর পিঠ চাপা দিয়ে বসল। চিঠিগুলো শিলাদিত্যর চোখে না পড়াটাই বাঞ্ছনীয়।

শিলাদিত্য হাতে করে বেশ কয়েকটা ছবি এনেছে। তন্ময়ের আঁকা শেষ কয়েকটা ছবি! সে সেগুলো এগিয়ে দিয়ে বলে—'দ্যাখ।'

—'কী এগুলো?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'বাবার লাস্ট ছবিগুলো।'

অধিরাজ ফের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। এমনিতে সে বেশি কথা বলে না। কিন্তু চোখদুটো খুব ভাষাময় হওয়ার জন্য তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ধরতে অসুবিধা হয় না শিলাদিত্যর।

—'তুই আগে এগুলো দ্যাখ।' সে পরনের ধরা সামলে আসন পেতে বসল—'তারপর আসল কথায় আসছি।'

অধিরাজ আস্তে আস্তে ছবিগুলোয় চোখ বোলায়। এই সেই বীভৎস ছবিগুলো! একটা অদ্ভুত বাড়ির টুকরো টুকরো ছবি! পুরনো দালানগুলো অনেকটা এমনই দেখতে হয়। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জায়গার জন্য আলাদা আলাদা ছবি। কোথাও বাড়ির সিঁড়ি, কোথাও করিডোর, কোনোটা আবার ছবি দেখে মনে হচ্ছে বসার ঘর। আলোছায়ায় অদ্ভুত ছবিগুলো! প্রত্যেকটা ছবিতেই লাল রঙটা বেস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে! আর সব ছবিতেই রক্তারক্তি কাণ্ড!

লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেই ত্রিমূর্তি ছবিটা! কি ভয়ঙ্কর ছবিটা! দেখলেই মানুষ আঁতকে উঠবে।

সে একের পর এক ছবিগুলো দেখে আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখে—'দেখলাম, এবার বল্।'

—'তুই লাস্ট যে ছবিটা দেখলি, মারা যাওয়ার আগে বাবা বারবার ওটাকেই দেখাচ্ছিল। আর..'

—'আর...?'

শিলাদিত্য একটু নড়েচড়ে বসে—'বললে তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না। কিন্তু ছবিতে যে তিনজন লোক আছে, আমার বারবার মনে হচ্ছে আমি তাদের কোথাও দেখেছি।'

—'কোথাও দেখেছিস মানে?' অধিরাজ উত্তেজনায় সটান হয়ে উঠে বসে—'কোথায় দেখেছিস?'

—'আমার স্পষ্ট মনে নেই।' শিলাদিত্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলল—'কিন্তু আমি শিওর...তিনজনকেই আমি দেখেছি কোথাও। তিনটে মুখই খুব চেনা চেনা লাগছে।'

—'সে কি!' সে বলে—'এরকম কি করে হয়? এমনও হতে পারে যে এমন আদলেরই মুখ দেখেছিস কোথাও...'

—'তিনরকম আদলের মুখই দেখছি!?' শিলাদিত্য রীতিমতো নাছোড়বান্দা—'উঁহু, এই তিনজনকেই দেখেছি। এই তিনটে মুখই। তুই তো জানিস বাবা কিচ্ছু

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভুলতো না। একজনকে একবার দেখলেই দিব্যি ছবি এঁকে দিতে পারতো—এমন স্মৃতিশক্তি ছিল।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও ঐ বাবারই ছেলে।' সে জোর দিয়ে বলে—'আমি শিওর এই তিনজনকেই দেখেছি। অন্য কাউকে নয়!'

অধিরাজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! কি বলছে শিলাদিত্য! এই লোক তিনটে তবে কাল্পনিক নয়! বাস্তব!

—'আমি এও বলতে পারি যে বাবার ছবিতে যে বাড়িটার টুকরো টুকরো ছবি দেখছিস সেই বাড়িটাও আমি চিনি।'

অধিরাজ মেরুদণ্ড টান করে বসে। কি বলছে ছেলেটা! বাড়িটাও চেনে!

—'এটা বারাসতের বাগানবাড়িটারই ছবি। আমি বাগানবাড়িটা দেখেছি। এই ডাইনিং হল, এই সার সার সিঁড়ি, এই লম্বা করিডোর...সবটাই হুবহু ঐ বাড়িটার মতন। বাবা ঐ বাড়িটারই ছবি এঁকেছে রাজা! বারবার ঐ বাড়িটারই ছবি এঁকেছে, তাও এমন ভয়ঙ্করভাবে। তুই কোনদিন ভাবতে পেরেছিলি বাবার মতন মানুষ এমন বীভৎস ছবি আঁকবে!'

অধিরাজ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল শিলাদিত্যের দিকে। এবার শুধু আস্তে আস্তে বলল—'স্ট্রেঞ্জ!'

—'শুধু তাই নয়...' শিলাদিত্য একটু থেমে থেমে বলে—'শেষের কয়েকদিন তুই বাবার আতঙ্ক দেখিসনি, রাজা! মানুষ কতটা ভয় পেলে এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে তা বাবাকে না দেখলে কখনও জানতে পারতাম না!

—'একটা কথা বল।' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—' তোর মেমারি খুব শার্প বলেই জিজ্ঞাসা করছি। ভালো করে ভেবে দেখ তো, ২২শে অক্টোবর, ১৯৯১ বললে কি তোর কিছু মনে পড়ে?'

'—২২শে অক্টোবর?' শিলাদিত্য বলল—'২২শে অক্টোবর তো বাবার জন্মদিন! কিন্তু ১৯৯১ সাল বলে তেমন কিছু তো আলাদা করে মনে পড়ছে না...।'

—'ভালো করে ভেবে দেখ শিলা। হয়তো তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, নেহাতই সাধারণ...তবু এমন কিছু যার এফেক্ট এখন পড়তে পারে?'

শিলাদিত্য খুব মন দিয়ে ভাবছে। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলে—'নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না। এইটুকু শুধু জানি, সে বছরই বাবা প্রথম বিদেশ সফর করেন।'

—'হুম।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ চিন্তায় ডুবে যায়। মামীর দেওয়া চিঠিগুলোয় মনে হয় কেউ মামাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। আবার শিলাদিত্য যে কথা জানাল তাও ফেলে দেওয়ার নয়। মামা এতকিছু থাকতে বাগানবাড়ির ভিতরের দৃশ্যই আঁকলেন কেন? তাও একটা দুটো নয়! একের পর এক!

গোলমাল আছে! কিছু তো গোলমাল আছে।

—'রাজা, আমার মনে হয় বাবাকে কেউ খুব ভয় দেখাচ্ছিল! অথবা কোন কারণে ভয় পেয়েছিলেন। এই কার্ডিয়াক ফেইলিওরটা তারই ফল!'

অধিরাজ তার দিকে তাকায়। তন্ময়ের এই ছবিগুলো খুব স্বাভাবিক নয়। এমনি এমনি তিনি এগুলো আঁকেননি। তিনিই একসময়ে বলেছিলেন টেম্পেরায় আর্টিস্ট তার অবচেতনের কথাগুলো বলে দেন। তাই যদি হয় তবে তাঁর নিজেরই ছবিতে অবচেতনে বারবার এই বাড়িরই ছবি উঠে এসেছে কেন?

একমাত্র এর উত্তর দিতে পারে ঐ বাগানবাড়িই।

—'শিলা, বারাসাতের বাড়িটা একবার দেখাতে পারিস?'

শিলাদিত্য চকিতে তাকায়—'কবে দেখতে চাস বল।'

—'কালকে হলেই ভালো হয়।'

—'হয়ে যাবে।'

৪

বারাসতের বাগানবাড়িটা আকারে বিরাট! দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে! কোনও যুগে এটা জমিদারবাড়ি ছিল। বাগানের কেয়ারি এখনও আগের মতোই। সম্ভবত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মালী আছে। তার ছোট্ট বাড়িও বাগানের একপাশে চোখে পড়ল।

অধিরাজ গাড়ি থেকে নেমে ভালো করে গোটা জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কতবড় এরিয়া তা শুধু চোখে দেখে বোঝা অসম্ভব! বাগানটাই প্রকাণ্ড! তার ডানদিকে একটা বিরাট পুকুর! সবুজ জলে একফোঁটা কচুরিপানার অস্তিত্বও চোখে পড়ল না! তার মানে এটারও রীতিমতো দেখভাল করা হয়! বাগানের বাঁদিক থেকে আবার দূরদূরান্ত পর্যন্ত আমবাগান। সার সার নারকেল, সুপুরী গাছও চোখে পড়ে! ত্রিসীমানায় আর কোনও বাড়ি নেই! এমনকি শহরের শব্দের বাহুল্যও স্পর্শ করতে পারেনি এই জায়গাকে। একেবারে শান্ত নিস্তব্ধতা জুড়ে আছে সবখানে। সব মিলিয়ে শিল্পীর নিভৃত সাধনার উপযুক্ত জায়গাই বটে!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'এখানে এসে পড়লে মনে হয় না এর কাছেই একটা গোটা শহর আছে।' অধিরাজ সজোরে একটা শ্বাস টেনে বলে—'হুঁ, ফ্রেশ এয়ার!'

—'এত চুপচাপ, আর শহর থেকে অনেকটা দূরে বলে এই জায়গাটা বাবার খুব পছন্দ হয়েছিল। এক কথায় কিনে ফেলেছিলেন।'

—'বুঝেছি!' অধিরাজ বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিরাট বাড়ি। সচরাচর 'বিরাট' শব্দটা আজকাল বাড়ির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ কমে গিয়েছে। বাক্সবাড়ির জ্বালায় আজকাল এমন বাড়ি খুব একটা দেখা যায় না!

লোহার গেটের মাথার উপর সুন্দর মাধবীলতার কারুকার্য! যেন কেউ আলতো করে একটা চাঁদোয়া তৈরি করেছে! গেটের ঠিক দুদিকে দুটো সিংহের মার্বেল মূর্তি। এখনও মার্বেল ফলকের উপর সোনালি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে বাড়ির নাম—'সিংহ ভবন।'

—'আশ্চর্য! গড়পরতা জমিদার-বাড়ির নামই সিংহ ভবন কেন হয়?'

অধিরাজের কথায় হেসে ফেলল শিলাদিত্য—'শুনেছি এই জমিদারদের টাইটেল ছিল সিংহ! এদেরই বর্তমান উত্তরাধিকারী অমরপ্রসাদ সিংহ বস্টনে থাকেন। তিনিই এই বাড়ির প্রাক্তন মালিক।'

—'তাই?' সে বলল—'তা তিনি বস্টনে বসে বসে বাড়ি বিক্রি করলেন কী করে? না এখানে এসেছিলেন?'

—'আজকাল কি আর মালিকের সশরীরে থাকার প্রয়োজন থাকে? ব্রোকাররা কাজ অনেক সহজ করে ফেলেছে।'

—'ও! ভায়া ব্রোকার কেনা!'

—'বলতে পারিস।' শিলাদিত্য যেন কাউকে খুঁজছে—'তবে বাবার সঙ্গে অমরবাবুর কথা হয়েছে। তিনি সমস্তটাই তাঁর সেক্রেটারির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর সেক্রেটারি কাম কেয়ারটেকার মনমোহন ঝাঁ-ই ব্রোকারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে তাঁরই ভূমিকা বেশি।'

—'সেক্রেটারি—বেশ বিশ্বস্ত বলতে হবে।'

—'তা বটেই।'

শিলাদিত্য এদিক ওদিক দেখে। সম্ভবত সে কাউকে খুঁজছে।

—'কাউকে খুঁজছিস?'

—'হ্যাঁ, বাবার কেয়ারটেকার মোহনদাকে খুঁজছি।' তার মুখে অসন্তোষের ছাপ—'লোকটা একটা ক্যালাস। কালই ফোনে বলেছি। অথচ লোকটার পাত্তাই নেই।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তোর কাছে চাবি নেই?'

—'আছে।'

—'তাহলে চল। দেরি করে লাভ নেই।'

শিলাদিত্য লক্ষ্য করছিল অধিরাজের পকেট থেকে একটা কিসের যেন শিশি উঁকি মারছে! এখানে আসার পথে সে একবার নিজের অফিসে ঢুঁ মেরেছে। সম্ভবত অফিস থেকে কিছু যেন নিয়ে এসেছে। অনেকবার জিজ্ঞাসা করবে করবে করেও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। এবার আর থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলল।

—'কোন্‌টার কথা বলছিস? এই বোতলটা?' অধিরাজ মুচকি হাসে—'এটা একটা ম্যাজিক। সি.আই.ডি.-র লোক ভাই, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কাজে লাগতে পারে।'

—'ঠিক বুঝলাম না।' শিলাদিত্য চোখ কুঁচকায়।

—'দরকার পড়লেই বুঝতে পারবি।' অধিরাজ এগিয়ে যায়—'আগে ঢুকি তো। তারপর দরকার পড়লে নিজেই দেখতে পাবি।'

শিলাদিত্য আর কথা বাড়ায় না।

বহুদিনের পুরোন জমিদার বাড়ি। কিন্তু কাছে যেতেই কাঁচা রঙের গন্ধ পেল অধিরাজ! বোধহয় সদ্য সদ্যই বাড়িটাকে সাদা রঙ করা হয়েছে। এখনও কাঠের দরজা জানলা থেকে কাঁচা টার্পেনটাইনের গন্ধ উবে যায়নি।

—'নতুন রঙ করা হয়েছে নাকি বাড়িটাকে?' অধিরাজ অবাক হয়ে বলে—'গন্ধের চোটে তো মনে হচ্ছে রঙ করা হয়েছে সাতদিনও হয়নি! মামা রঙ করালেন কবে?'

এইবার শিলাদিত্যর কপালে ভাঁজ পড়ল—'তাই তো! এ বাড়িটা নতুন করে কবে রঙ হল তা তো আমিও জানি না!'

—'মামা তোকে কিছু বলেনি?'

—'না তো!' শিলাদিত্য বলে—'তাছাড়া এটা তো বিক্রির পরই নতুন করে রঙ করা হয়েছিল। আবার নতুন করে রঙ করার দরকার তো ছিল না!'

সেকি! অধিরাজ বিস্ময়টা গিলে নেয়। শেষের কদিন তন্ময় যে অবস্থায় ছিলেন তাতে তিনি এত কিছু ছেড়ে গোটা বাড়িটা রঙ করাবেন এটাও ঠিক বিশ্বাস হয় না! যিনি বাড়ির লোকের সঙ্গে ভালো করে একটা কথাও বলতেন না তিনি বাড়িটাকে বিনা কারণে হঠাৎ রঙ করাতে গেলেন কেন! এমনকি সে খবর শিলাদিত্যও রাখে না!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তার মনে যে সন্দেহটা দানা বাঁধছিল সেটা ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না।

কাল ছবিগুলো নিয়ে সে অনেক রাত অবধি বসেছিল। বারবার বের করার চেষ্টা করেছে ছবিগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকা মর্মার্থ! অনেক ভাবার পর যে সম্ভাবনাটার কথা মনে হচ্ছিল সেটা তার কাছে অসম্ভব। অথচ ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না!

এবার বাড়িটাকে হঠাৎ রঙ করার কথা শুনেই আবার সে সন্দেহটা মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল।

মানুষ শব্দ দিয়ে শব্দ ঢাকে, আর রঙ দিয়ে...

—'ঐ যে আসছেন লাটসাহেব!'

শিলাদিত্যের রাগত স্বরে চিন্তাসূত্র ভেঙে যায় অধিরাজের। সে দেখতে পেল একটা কালো, সিড়িঙ্গে চেহারার লোক দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে!

—'বাবু, আপনারা এসে গিয়েছেন! আমি সকাল থেকেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলুম।'

অপেক্ষার এই নমুনা! অধিরাজ লোকটার গা থেকে দেশি মদের গন্ধ পায়! লোকটা এই সাতসকালেই চড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই শিলাদিত্য বলে—'আমরা প্রায় দশ মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করছি! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

—'আমি একটু মালীর ঘরে ছিলুম বাবু।'

—'সেখানে বসে ঠুংঠাং চলছিল!' অধিরাজ এবার তার পুলিশি স্বরটা বের করে এনেছে—'এখনও গা থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে!'

লোকটা প্রায় নাসিকাবিস্তৃত জিভ কাটল। সে লক্ষ্য করল লোকটার জিভটা প্রায় নাক পর্যন্ত এসেছে! কথাগুলোও কেমন যেন ফসফস করে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল। সম্ভবত ওর সামনের পাটির বেশ কয়েকটা দাঁত নেই!

—'বাড়িটা রঙ করালে কবে?'

শিলাদিত্যর প্রশ্নের উত্তরে সে যা জানাল তাতে দুজনেই অবাক। তন্ময় নাকি যেদিন এ বাড়ি থেকে ফিরে গিয়েছিলেন তার ঠিক দুদিন পরেই ফোন করে বাড়ি রঙ করার নির্দেশ দেন। মোহন তাঁকে বোঝানোরও চেষ্টা করেছে যে কয়েকদিন আগেই এ বাড়ি রঙ করা হয়েছে। এখনই পয়সা নষ্ট করে ফের রঙ করার কিছু হয়নি। কিন্তু বাবু নাছোড়বান্দা। রঙ করিয়েই ছাড়লেন শেষমেষ!

অধিরাজ কথাটা শুনেই আবার তার লজটাই বলল—'স্ট্রেঞ্জ!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এবার ভেতরে ঢোকার পালা!

—'তুমি বাইরেই থাকো।' সে মোহনকে বলে—'দরকার পড়লে ডাকবো।'

—'ঠিক আছে বাবু।'

প্রথমে ঢুকতেই পড়ল একফালি বাগান। বাড়ির ভিতরেই ফাঁকা জায়গা দেখে সুন্দর ছোট ছোট গুল্মের বাগান করা হয়েছে। তার পাশ দিয়েই লম্বা করিডোর চলে গিয়েছে ভিতরের দিকে। একদম সাদা মার্বেল পাথরের! ঝকঝকে তকতকে! দেখলেই মনে হয় এ মার্বেল জমিদারি মেজাজের মার্বেল বটে!

জমিদারদের বাড়িগুলো তথা পুরোনো প্রাসাদের একটা আলাদা ফিচার আছে। বেশ খানিকটা লম্বা করিডোর গলিঘুঁজির মতো এঁকেবেঁকে চলতেই থাকবে! খানিকটা গোলক ধাঁধার আবেশও তৈরি করে। অধিরাজ হয়তো এ বাড়িতে প্রথমবার ঢুকেই বেশিদূর এগোতে পারত না! কিন্তু শিলাদিত্য এর আগেরবার এসে বাড়িটা ঘুরে দেখেছে। উপরন্তু তার স্মরণশক্তি মারাত্মক!

—'তোর এগজ্যাক্ট লোকেশনগুলো মনে আছে শিলা? এ করিডোরের তো দেখছি শেষ নেই!'

—'আছে।' শিলাদিত্য বলে—'বাবা প্রথম যে ছবিটা এঁকেছিলেন তাতে করিডোরের পাশের থামের পর দুদিকে তিনটে রুম ছিল! একটু এগিয়ে ডান হাতে পড়বে। তিনটে রুমে আদ্যিকালের সব ফার্নিচার সাজানো ছিল। আমার এখনও মনে আছে। অন্যসব জায়গায় করিডোরের অপোজিটে একেকটা থামের পর ঠিক চারটে করে রুম ছিল। একমাত্র ঐ পোর্শনটাতেই মাত্র তিনটে ঘর! সম্ভবত দুটো ঘরকে ভেঙে একখানা লম্বা ঘর বানিয়েছিলেন কোন শৌখিন জমিদার! সেইজন্যই...'

—'বুঝেছি। চল।'

কয়েকমিনিটের মধ্যেই সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল। অধিরাজ চমৎকৃত। সত্যিই অবিকল এই বাড়ির ছবি এঁকেছেন মামা! কোথাও একটু ত্রুটি নেই! সেই বড় বড় থাম! দুদিকে তিনটে ঘর! এমনকি উঁচু হাতে টাঙানো ঝাড়টার নকশা আর দেওয়ালগিরিগুলো পর্যন্ত নিখুঁত! যে একবার এই বাড়িটা দেখেছে তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব নয় যে এই বাড়িটার ছবিই এঁকেছেন শিল্পী।

—'শিলা, একটু সরে দাঁড়া তো।'

সে পকেট থেকে সেই বোতলটা বের করে এনেছে! মাথার কাছটা টিপতেই স্প্রে-এর মতো কিছু বেরিয়ে এলো।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'এটা কি?'

অধিরাজ কোন উত্তর না দিয়ে জিনিসটা দেওয়ালে আর মেঝেতে স্প্রে করছে। এমনিতে স্প্রে-টা অন্যান্য স্প্রে'র মতোই দেখতে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মেঝেতে দেওয়ালে ঘন আর উজ্জ্বল নীল ছাপ ছাপ দাগ হয়ে গেল! সাদা মার্বেলের বুকে ঘন নীল ছাপ স্পষ্ট!

—একি!'

—'ঘাবড়াস না।' সে বলল—'ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি থাকবে না।'

কথাটা বলেই তার ক্যামেরা বের করে টকাটক ছবি তুলতে লাগল!

—'তুই ঠিক কি করছিস রাজা?'

অধিরাজের ছবি তোলা শেষ হলে সে গভীর দৃষ্টিতে শিলাদিত্যের দিকে তাকায়—'তোর মনে আছে ছবিটা? সেখানে শুধু করিডোর বা ঘর কিংবা দেওয়ালগিরিই ছিল না, মেঝের উপর রক্তের ধারাও এঁকেছিলেন মামা!'

—'হ্যাঁ...!'

—'সেক্ষেত্রে যদি লোকেশনটাও সত্যি হয় তবে রক্তের দাগটাও সত্যি হবে। অন্তত তোর মুখ থেকে শোনার পর আর ছবিগুলো দেখার পর আমার এই সন্দেহটাই হয়েছিল!'

—'কিন্তু রক্তের দাগ তো দেখছি না!' শিলাদিত্যর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। সে হাত দিয়ে মুছে বলে—'করিডোর তো একদম পরিষ্কার!'

—'করিডোর পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলে দেখবি কী করে?' সে নীল দাগগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে করতেই বলে—'রক্তের দাগ মুছে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালে নতুন রঙ করে সম্ভবত এটাই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল!'

—'তবে...! তবে তুই বুঝলি কি করে?'

অধিরাজ বোতলটা তুলে বলে—'বলেছিলাম না ম্যাজিক? চোখকে রক্তের দাগ মুছে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

—কিন্তু এটা কি?'

—'এটা? ল্যুমিনল স্প্রে।' সে তখনও মাটিতে বসে পড়ে দাগগুলো পর্যবেক্ষণ করছে—'ল্যুমিনল পাউডার, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড মিশিয়ে এই সলিউশনটা বা স্প্রে'টা তৈরি করা হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিনে যে আয়রন থাকে তার টাচে সেই স্প্রে এলেই নীল রঙের দাগ ছাড়ে। খুব সামান্য রক্তের ট্রেস থাকলেও এই স্প্রে তা খুঁজে বের করে। এই যে নীল রঙের জ্বলজ্বলে দাগগুলো

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দেখছিস না? এগুলো সব রক্তের দাগ! যতই ধোয়ামোছা করো না কেন—ল্যুমিনল স্প্রে ঠিক আসল গল্পটা খুঁজে বের করবেই!'

শিলাদিত্য ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে ঢোক গিলে বলে—'তুই এর থেকে কী বুঝছিস?'

সে পকেট থেকে গ্লাভস বের করে পরতে পরতে বলল—'শুধু এইটুকু বুঝছি যে এখানেই আসল গল্পটা লুকিয়ে আছে। আমি শিওর, এখানে একটা খুন হয়ে গিয়েছে। যদিও লাশটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু বোধহয় সেটাও আশেপাশেই কোথাও আছে!'

—'খুন!'

—'হ্যাঁ খুন!' অধিরাজ ঝুঁকে পড়ে নীলচে দাগগুলো ছুঁয়ে বলল—'নীল দাগের পরিমাণ দেখেছিস? এগুলো সবই শুকনো রঙের দাগ! এত রক্ত যার ক্ষরণ হয়েছে সে বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। তাও এ তো সবে শুরু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিঁড়িতেও রক্তের দাগ পাওয়া যাবে। যেখানে যেখানে ছবিতে রক্তের দাগ ছিল সেই সব জায়গাতেই রক্ত থাকা উচিত।'

৫

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অধিরাজের সন্দেহই সঠিক।

ছবিতে যেখানে যেখানে রক্ত ছিল ঠিক সেখানেই ল্যুমিনল স্প্রে নীল রঙের ছাপ রাখল! অর্থাৎ ওখানে রক্ত পড়েছিল কোনসময়ে। এবং সে একটু-আধটু রক্ত নয়। রীতিমতো রক্তের ধারা! বড় বড় উজ্জ্বল নীল ছোপগুলো দেখে ভয় হচ্ছিল শিলাদিত্যর! সত্যিই যদি ওগুলো রক্তের ছাপ হয়ে থাকে তবে কী পরিমাণ খুনোখুনিই না হয়েছে!

তবু সে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না যে তার বাবা কাউকে খুন করে থাকতে পারেন। তন্ময়ের মতো অমন ঠাণ্ডা মানুষ কাউকে খুন করবেন তা ভাবতেই কষ্ট হয়!

ভাবতে অধিরাজেরও কষ্ট হচ্ছিল! তবু কিছুই বলা যায় না! মনুষ্যচরিত্র! নিজের কেরিয়ারে অনেক শান্তশিষ্ট খুনীও দেখেছে সে!

সিঁড়ির উপরে সবচেয়ে বেশি রক্তের ট্রেস পাওয়া গেল।

—'এখানে খুনই হয়েছে। আমি শিওর! এত রক্তপাত হলে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না!'

—'কিন্তু রাজা! সেক্ষেত্রে...'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'লাশের কথা আমি ভুলিনি। জানি যতক্ষণ লাশ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ খুন হয়েছে কথাটাও বলা যায় না। আমার মনে হয় লাশটাও একটু খোঁজাখুঁজি করলেই পাওয়া যাবে!'

এইবার শুরু হল খোঁজাখুঁজি। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল দুজন। বৈঠকখানা, অন্দরমহল, নাটমহল, বিলিতিঘর, খাজাঞ্চিখানা, রসুইঘর, তোষাখানা—প্রায় সবই আঁতিপাতি করে খোঁজা চলল। কিন্তু লাশ তো দূরের কথা—আর কোথাও রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

আবার পরিচিত লজটা উঠে এল অধিরাজের মুখে—'স্ট্রেঞ্জ! শুধু একতলার সিঁড়িতে আর করিডোরে আর বারমহলেই রক্তের দাগ! দোতলায় কোথাও রক্তের দাগই নেই! এর মানে বুঝলি?'

শিলাদিত্য বোকার মতো উত্তর দেয়—'না।'

অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে—'এর মানে হল দোতলায় খুনটা হয়নি। একতলাতেই হয়েছে। সম্ভবত সিঁড়িতেই খুনটা হয়েছিল। কারণ সিঁড়িতেই রক্তের দাগ বেশি! এরপর যে দাগগুলো দেখেছিস সেগুলো ফ্ল্যাট দাগ! মানে ঘষা ঘষা আর কি! তার মানে খুনী এরপর লাশটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে বাইরের দিকে! টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ই রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে করিডোরে আর বারমহলে!'

সে নিজের মনেই কি যেন ভাবছে আর বলছে—'বারমহলটা পিছনদিক দিয়ে সবচেয়ে বাইরের অংশ! শিলা...!'

শেষ কথাটার উচ্চারণে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস ছিল! শিলাদিত্য অবাক হয়ে দেখে উত্তেজনায় অধিরাজের চোখ চকচক করছে।

—'বল।'

—'বাড়িটার পিছনদিকে কি আছে?'

—'কেন ঢোকার সময়ে দেখিসনি? একটা বিরাট আমবাগান...।'

অধিরাজ অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলে—'আমবাগান...আমবাগান...! শিলা, তোদের কেয়ারটেকারকে একবার ডাক তো।'

—'মোহনদাকে? কেন?'

—'একটা সন্দেহ হচ্ছে। একটু কনফার্ম করে নিতে চাই...'

—'ওকে, ডাকছি দাঁড়া।'

মোহনকে ডাকা হল।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজের পুলিশি ভঙ্গিটা ফের ফিরে এসেছে—'তুমি তো এখানে লোক লাগিয়ে রঙ করিয়েছ তাই না?'

মোহন ঢোঁক গিলল—'হ্যাঁ বাবু।'

—'রঙ করার সময়ে কিছু দেখতে পাওনি?'

এবার সে যেন একটু ঘাবড়ে গিয়েছে। আমতা আমতা করে বলে—'কি দেখবো বাবু?'

অধিরাজ পেল্লায় এক ধমক দিয়ে বলল—'যা জিজ্ঞেস করছি ঠিক তার উত্তর দাও। রঙ করার সময়ে কোন বাদামী দাগ বা লাল রক্তের মতো কিছু দেখেছ?'

—'না তো...'

—'ঠিক করে মনে করো।'

—'না বাবু।'

অধিরাজ হাল ছেড়ে দেয়—'বেশ, ঠিক করে মনে করো, ১২ই অগাস্ট রাতে এখানে কিছু হয়েছিল?'

—'কি হবে বাবু...?'

—'ফের পালটা প্রশ্ন? কিছু হয়েছিল কি না সেটা বলো।'

—'না বাবু, তেমন কিছু তো হয়নি।' মোহন যেন মনে করার চেষ্টা করে—'এই তো, রাত ন'টা নাগাদ আমি রান্নাবান্নার কাজ করছিলুম দোতলায়। বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম উনি তখন খাবেন কি না। উনি বললেন যে খাবেন না। ওনার অত তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাই দেরিতে খাবেন। আমি তাই ফিরে এলুম। মালির ঘরে বসে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলছিলুম। সবে কথা বলতে শুরু করেছি এমন সময় বাবু ফের মালির ঘরে এসে উপস্থিত!'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কি বাবু। ওনার ঐ রাতেই গাছ লাগানোর শখ হয়েছিল। মালির ঘরে দুটো চাঙারিতে চারাগাছ ছিল। উনি ঐ চারাগাছ কোদাল আর বেলচা নিয়ে চলে গেলেন।' মালি বারবার বারণ করেছিল। বলেছিল কাল সকালেই সে গাছদুটো লাগিয়ে দেবে। কিন্তু বাবুর তখন গাছ লাগানোর শখ হয়েছে। উনি কোন কথাই শুনলেন না।'

—'চারাগাছ কোদাল আর বেলচা! হুঁ। অধিরাজ কি যেন ভেবে নেয়—'ঠিক আছে। আপাতত তুমি যাও। দরকার পড়লে ফের ডাকবো।'

মোহন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চলে যায়। দুই বাবুর মাথায় কি চলছে সে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সম্ভবত কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। বরং জেরার ঠ্যালায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে বলেই মনে হল।

—'সেই রাতে কোদাল আর বেলচার প্রয়োজন পড়েছিল।' অধিরাজ বারমহল দিয়ে আমবাগানের দিকে পা বাড়ায়—'মনে হচ্ছে লাশ খুঁজতে বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই শিলা। সবকিছুই এখানে আছে।'

বারমহল থেকে বাইরে যেতেই বিরাট একখানা আমবাগান পড়ল। এই আমবাগানটাকে ঢোকার সময়েই দেখেছিল ওরা। কিন্তু তার ব্যাপ্তি তখন বোঝা যায়নি। এবার পিছনদিকে আসতেই বাগানের বিশালত্বটা মালুম হল। যত দূরেই তাকাও না কেন শুধু আমগাছের ভিড়। ছোটবড়, নানান সাইজের গাছে ভর্তি! কোথাও কোথাও আবার বোলতার চাক। গোঁ গোঁ করে হলুদ হলুদ পতঙ্গগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে বিক্ষিপ্ত।

—'এতবড় বাগানে কোথায় খুঁজবি তুই?'

শিলাদিত্যের কথা শুনে মুচকি হাসে অধিরাজ।

—'দেখে যা।'

ফের খোঁজাখুঁজি শুরু হল। আমবাগানটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল। তবু যাকে বলে 'চাপ্পা চাপ্পা ছান মারা'—ঠিক সেইভাবেই খুঁজছিল দুজন।

আমবাগানের মাটি বেশ এবড়োখেবড়ো। বেশিরভাগটাই ঘাসে ভরা! কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও বা শুকনো, রুক্ষ! একটা মাটির ঢিবি দেখে শিলাদিত্য সন্দেহ প্রকাশ করছিল। অধিরাজ মাথা নাড়ল—'নাঃ, ওটা নয়। ওখানে ঘাস আছে।'

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা জায়গা দেখে থেমে গেল সে। চতুর্দিকে শুকনো, সবুজ ঘাস আছে। কিন্তু শুধুমাত্র ঐ একটা বিশেষ জায়গাতেই ঘাস নেই। চতুর্দিকে ঘাসের দঙ্গলের মধ্যে একদম ন্যাড়া একটা চতুষ্কোণ জায়গা!

—'পেয়েছি মনে হচ্ছে।' অধিরাজ হাঁটু গেড়ে বসে মাটিটা পরীক্ষা করছে—'হুঁ, আলগা মাটি! ঝুরঝুরে...শিলা! তোর মোহনদাকে আরেকবার ডাক তো। এবার মালিকেও সঙ্গে আনতে বল। জায়গাটা খুঁড়তে হবে।'

শিলাদিত্য শুকনো মুখে মোহন আর মালিকে ডাকতে গেল।

অধিরাজ বসে বসে জায়গাটা পরীক্ষা করছিল। গোটা বাগানের মাটি থেকে এই অংশের মাটিটা একদম আলাদা। দেখলেই মনে হয় কেউ জায়গাটা খুঁড়েছে! সে ল্যুমিনল স্প্রে-টা আরেকবার ছিটিয়ে দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যা ভেবেছিল! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মাটির উপর নীল নীল উজ্জ্বল ছাপ ফুটে উঠেছে। তবে খুব বেশি পরিমাণে নয়! ফোঁটা ফোঁটা! সে আশেপাশের ঘাসে লক্ষ্য করল। ঘাসের গায়ে কোথাও কোথাও ফোঁটা ফোঁটা লালচে বাদামী রঙ চোখে পড়ে! কিন্তু সেটা এতই সূক্ষ্ম যে চট করে ধরা পড়ে না। তবু আছে! রক্তের দাগ আছে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিলাদিত্য মোহন আর মালি রামশরণকে নিয়ে এসে হাজির! রামশরণের মুখ গম্ভীর। এখন সে সবে নাস্তা করতে বসেছিল চাপাটি আর ডাল দিয়ে। ঠিক তখনই গিয়ে বাবু হাঁকডাক করতে শুরু করেছেন। এখনই কোদাল নিয়ে গিয়ে হাজির হতে হবে!

বাবুদের মেজাজ মর্জি কিছুই বোঝে না সে। কেউ রাতের বেলায় গাছ পুঁততে ছোটেন, তো কেউ সকালবেলায়!

কিন্তু তাকে গাছ পুঁততে বলা হল না। অধিরাজ গম্ভীর মুখে বলল—'এই জায়গাটা খোঁড়ো।'

মালি সপ্রশ্ন চোখে তাকায়। তার মুখে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'—কি হল? খোঁড়ো!'

সে প্রায় করলা খাওয়া মুখ করে খুঁড়তে শুরু করে।

অধিরাজ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকেই। শিলাদিত্যর বুকের ভিতরে গুড়গুড় করে! সত্যিই কি কোন লাশ আছে ওখানে! যদি সত্যিই থাকে! তবে কি হবে? বাবার নামের আগে খুনীর ছাপ পড়বে। অতবড় একজন শিল্পীর নামের আগে 'খুনী' বিশেষণ!

সে ভাবতে পারছিল না! সব জায়গায় বাবার কত সম্মান! মৃত্যুর পরেও কত মানুষ এসে সম্মান জানিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন! সমস্তটাই মাটিতে মিশে যাবে। এমনকি তাকে বন্ধুরা যে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখত—তাও কি আর থাকবে! একটা খুনীর ছেলেকে কি কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখে!

শিলাদিত্য যেন স্বচক্ষে দেখতে পেল হাজার হাজার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে! সেইসব চোখে ঘৃণা!

—'সা—ব।'

তিন ফুট খোঁড়ার পরই মালির বিস্মিত চিৎকার! একটা বিকট মাংসপচা গন্ধ নাকে এসে ঝাপ্টা মারল। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অধিরাজ ছাড়া বাকি তিনজনই দেখল মাটির ভিতর থেকে উপরে উঁচিয়ে আছে একটা ফ্যাকাশে হাত!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শিলাদিত্যর দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উলটে আসছিল। সে আর সামলাতে পারল না। কোনমতে একটু তফাতে গিয়েই বমি করে ফেলল।

মালি আর কেয়ারটেকারের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। তারা বড়বড় চোখে এমনভাবে হাতটার দিকে তাকিয়েছিল যেন এক্ষুনিই হার্টফেল করবে!

তাদের অবস্থা দেখে অগত্যা অধিরাজই এগিয়ে এলো।

—'সরো, আমি দেখছি।'

সে অতি সাবধানে কোদাল দিয়ে লাশের উপর থেকে মাটি সরাতে শুরু করে। একটু এদিক ওদিক হলেই হলেই লাশটার গায়ে কোপ পড়ে যাবে—যেটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়! খুব সন্তর্পণে আশেপাশের মাটি সরিয়ে লাশটাকে তুলে আনতে হবে! এ যে কোনও হাতের কাজ নয়। একমাত্র প্র্যাকটিসড হ্যান্ডই পারে নিখুঁতভাবে লাশটাকে তুলে আনতে!

বেশ খানিকটা খোঁড়ার পর লাশটাকে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল। অধিরাজ ফের হাতে গ্লাভ্‌স পরে নিয়েছে। এ দুর্গন্ধে খুব অসুবিধে হচ্ছিল না। তার কাজই প্রায় মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। ঘেন্না পেলে তার চলবে না!

লাশটা উলটে ছিল। অধিরাজ সেটাকে চিৎ করে দিয়েছে! বয়স পঞ্চাশের একটা লোকের মৃতদেহ। পচন ধরতে শুরু করলেও মুখটা স্পষ্ট!

—'রাজা!...এ তো!...এ তো...!'

অধিরাজ অবাক হয়ে তাকায় শিলাদিত্যর দিকে।

—'তুই চিনিস?'

শিলাদিত্যর ফের বমি আসছিল। অতিকষ্টে সেটাকে চেপে বলল—'আমি একে চিনি! ইনিই তো...'

—'কে?'

—'ইনিই তো এ বাড়ির প্রাক্তন মালিক অমরপ্রসাদ সিংহর সেক্রেটারি! মনমোহন ঝাঁ—যার কথা সকালেই বলছিলাম!'

অধিরাজের মনে পড়ল। এর কথাই সকালে বলছিল শিলা! জমিদার বংশের শেষ উত্তরাধিকারীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেক্রেটারি! এই বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা যিনি করেছিলেন!

—'মনমোহন ঝাঁ!'

সে লাশ বেরোতে পারে এমন আশঙ্কা করেছিল বটে! কিন্তু এই মানুষটির লাশ বেরোতে পারে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি!

—'রাজা! লাশের পাশে...ওটা...ওটা কি!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ দেখল ডেডবডির পিছন থেকে একটা চকচকে কিছু উঁকি মারছে! সে গ্লাভস পরা হাতে ডেডবডি সরিয়ে জিনিসটা তুলে নিয়েছে।

জিনিসটা আর কিছুই নয়। একটা বড়সড় ছুরি! এখনও সেটার ফলায় শুকনো রক্ত লেগে আছে।

—'তোর ঐ ছবিটার কথা মনে আছে শিলা?' সে আস্তে আস্তে বলে—' একটা আপেলের গায়ে ছুরি বসানো, আর আপেলটার গা বেয়ে রক্ত পড়ছে!'

শিলাদিত্য স্তম্ভিতের মতো মাথা নাড়ে। ছবিটার কথা তার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ছে। ছবিটার নাম ছিল 'ব্লিডিং এঞ্জেল।' ছুরি বসানো আপেল!

—'মামা মার্ডার ওয়েপনটার কথাও বাকি রাখেননি।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'সেটাকেও ছবিতে এঁকে রেখে গিয়েছেন!'

লাশের গায়ে অনেকগুলো ক্ষত। মনে হয় একবার মেরেই খুনীর শান্তি হয়নি। বারবার মেরে গিয়েছে। যতক্ষণ না লোকটা শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে ততক্ষণ শান্তি হয়নি!

অধিরাজ মৃতদেহটা নড়াতে গিয়ে দেখল আরও কিছু একটা আটকে আছে লাশের পিঠের ঠিক নীচে। একটা ঘড়ি! বিদেশী হাতঘড়ি!

শিলাদিত্য আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কান্নামাখা অস্পষ্ট গলায় বলতে থাকে—'এটা তো বাবার ঘড়ি!...হাতে ঢিলে হত...এটা বাবার ঘড়ি...এটা বাবার...ওঃ ঈশ্বর...।'

অধিরাজ তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। শিলাদিত্য বাচ্চা ছেলের মতো ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার কান্নার কারণটাও বুঝতে পারে অধিরাজ।

—'শিলা, কাঁদিস না।' সে আস্তে আস্তে বলে—'এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। প্রথমে পুলিশে খবর দিতে হবে। এটা যদিও সাধারণ খুনের মামলা নয়। সি আই ডি আসবে। অনেক কাজ বাকি আছে। এ-ভাবে ভেঙে পড়িস না!'

—'কিন্তু বাবা মনমোহনবাবুকে কেন...? আমি বিশ্বাস করি না...বিশ্বাস করি না রাজা!...বিশ্বাস করি না...!'

উত্তরে সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! তন্ময়ের মতো লোক খামোখা মনমোহনের মতো একজনকে খুন করতে যাবেন কেন সেটা সে নিজেও বুঝতে পারছে না!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

৬

পুলিশ প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ এসে বডি নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেয়ারটেকার আর মালিকে সঙ্গে নিয়ে গেল থানায়। তাদের এজাহার নেওয়া হবে। এভিডেন্স ব্যাগে করে ঘড়ি আর ছুরিটাও গেল সঙ্গে। আপাতত শিলাদিত্যকে অল্প জিজ্ঞাসাবাদ করে রেহাই দিলেও পুলিশী গ্রহ যে সহজে ছাড়বে না তা বোঝা যায়।

শুধু গ্রহই নয়, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা তথা বিরক্তিকর উপগ্রহ হয়ে প্রেসও এসে হাজির! কোথা থেকে তারা খবর পায় কে জানে! গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছে সবাই! স্বর্গীয় শিল্পী তন্ময় চৌধুরীর বাড়ির বাগান থেকে লাশ বেরিয়েছে—এ খবর তো রীতিমতো হটকেক। তাদের ভনভনানির চোটে টেঁকার উপায় নেই। সুযোগ পেলেই হাতে 'বুম' নিয়ে তেড়ে আসছে...

—'স্যার...স্যার...আপনার কি মনে হয়? ...তন্ময় চৌধুরীই কি লোকটাকে খুন করেছিলেন?'

—'খুনের মোটিভ কী?'

—'এই লোকটির সঙ্গে তন্ময়বাবুর কি শত্রুতা ছিল...?'

—'আপনি কি এসব বিষয়ে কিছু জানতেন না?'

বেচারা শিলাদিত্য গুম মেরে বসেছিল বৈঠকখানায়। এতক্ষণ ধরে প্রেস নামক দৈত্যের সঙ্গে যুঝে এসেছে সে। যতই বলে 'নো কমেন্টস' ততই যেন বেশি করে চেপে ধরে। খবরের কাগজের লোকেরা একবার ধরলে সহজে ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত পুলিশই সিংহ দরজা বন্ধ করে দিয়ে রীতিমতো হুজ্জতি করে তাদের তাড়িয়েছে।

অধিরাজও মুখ কালো করে তাকিয়েছিল তার দিকে। শিলাদিত্য যে রীতিমতো ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছে সেটা না বললেও চলে। তার অশৌচের না কামানো দাড়ি, না আঁচড়ানো চুল, চোখের তলায় কালি আর সজল চোখ দেখে মায়াও হচ্ছিল! এতখানি ধাক্কা সামলানো সত্যিই খুব সহজ ব্যাপার নয়।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিলাদিত্য মুখ খুলল—'রাজা, তোর কি মনে হয়? মনমোহনবাবুকে কি বাবাই...?'

অধিরাজ তাকে বাধা দেয়—'ওসব কথা এখন থাক না।'

—'না রাজা। আমায় বলতে দে...', শিলাদিত্য ভেজা ভেজা চোখ তুলে তাকায়—'তোর কি মনে হয় সেটা আমায় সাফ সাফ বল্। সত্যিই কি বাবা...'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আমি ভাবছি অন্য কথা।' সে নড়েচড়ে বসে—' মামা যদি খুনটা করেই থাকেন তবে নিজেই ঐ ছবিগুলো আঁকতে গেলেন কেন? এমনকি মার্ডার ওয়েপনটাও ছাড়েননি! কি দরকার ছিল নিজেরই কীর্তির প্রমাণ ঐভাবে রেখে যাওয়ার? যে খুন করছে সে তো ব্যাপারটা লুকোতেই চাইবে!'

—'মানে?'

—'মানে আমি ঠিক অঙ্কটা মেলাতে পারছি না।' তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত—'যেটা চেপে যাওয়া উচিত মামা সেটা ফলাও করে বলতে গেলেন কেন? ব্যাপারটা আমার ভীষণ অদ্ভুত লাগছে।'

শিলাদিত্য কোন কথা না বলে অধিরাজের দিকেই চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

—'আরও একটা জিনিস ভীষণ স্ট্রেঞ্জ লাগছে।'

—'কি?'

—'মামার সব ছবিগুলোরই মিনিং আছে।' সে বলে—'অন্তত এ বাড়িতে আসার পর তুই আর আমি সেটা ভালোভাবেই বুঝেছি। কিন্তু শেষ ছবিটার কোন মানে পাচ্ছিস? তিনটে লোক তিনদিকে মুখ করে বসে আছে। তার উপর তুই আবার বললি যে তিনটে লোককেই তুই দেখেছিস।'

—'আমি এখনও বলছি যে দেখেছি।' শিলাদিত্য জোর গলায় বলল—'ঐ তিনটে মুখই মামার ভীষণ চেনা!'

অধিরাজ হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকায়—'কোথায়? কোথায় দেখেছিস?'

—'সেটা মনে করতে পারলে তো হয়েই গিয়েছিল!' তার চোখটা নিষ্প্রভ হয়ে আসতে আসতেও যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠে। শিলাদিত্য তড়াক করে সোজা হয়ে উঠে বসে।

—'কি হল?'

সে উঠে দাঁড়িয়েছে—'রাজা, বোধহয় আমি মনে করতে পেরেছি যে লোক তিনটেকে কোথায় দেখেছি!'

—'সে কি!' উত্তেজনায় অধিরাজও লাফিয়ে উঠেছে—'কোথায় দেখেছিস?'

—'আয়...আমার সঙ্গে আয়...দেখাচ্ছি।'

শিলাদিত্য প্রায় দৌড়ে বৈঠকখানা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন অধিরাজও!

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই করিডোর ডানদিকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অন্দরমহলের দিকে। আর বাঁদিকে পড়ে বিলিতিঘর। এর মাঝখানেই উঠোনে নাটমহল। একসময়ে এখানেই যাত্রাপালা বা কবিগান হত।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অবশ্য বাঈ নাচ এভাবে খোলা জায়গায় হত না। তারজন্য কয়েকটা ঘর পরেই একটা বিরাট জলসাঘর আছে! সকালবেলাই সেই জলসাঘরটা দেখেছে দুজনে। জমিদারদের শখ ছিল বটে! গোটা জলসাঘরের দেওয়ালই প্রায় কাঁচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। মাথার উপর জমকালো বেলোয়ারি ঝাড়টা এখনও আছে। তবে এখন আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু একটা পেল্লায় তম্বুরা-তবলা আর নানান সাইজের হুঁকো দিয়েই ঘরটা সাজানো।

বিলিতিঘরটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং! তখনকার আমলে অনেক জমিদারই সাহেবদের সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা নিজের কদর বাড়ানোর জন্য বিলিতিঘরের বন্দোবস্ত রাখতেন। একটা সাধারণ ডাইনিংরুম থাকতো। তার পাশাপাশি সাহেবিকায়দায় খাবার বন্দোবস্তও ছিল।

বিলিতিঘরটাও আসলে সাহেব অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘর। কোন সাহেব এলে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হত এই ঘরেই। সাদামাটা খাওয়ার ঘরের মতো নয়। একেবারে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো জমকালো ডাইনিংরুম। এখনও প্রমাণ হিসাবে সেখানে একটা মার্বেলের ডাইনিং টেবিল আছে। একপাশে শো-কেসে সাজানো নানাধরনের কাঁচ আর চায়না ক্লে এর বাসনপত্র! কাঁচের গ্লাস এমনকি ন্যাপকিন পর্যন্ত এখনও সাজানো আছে ঘরটাতে। এ পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারী হয়তো এ দেশে এলে এই সাহেবী ঘরটা ব্যবহার করতেন। তাই বাসনপত্র এখনও সুসংরক্ষিত!

বিলিতিঘরের দেওয়ালে রুপোলি ফ্রেমে বাঁধাই করা বড় বড় অয়েল পেইন্টিং! সাহেবরা যাতে খেতে খেতে জমিদারদের পূর্বপুরুষদের তেজি রাজকীয় ছবি দেখতে পান সেইজন্যই বোধহয় তাদের নাকের সামনেই অয়েল-পেইন্টিংগুলো রাখা হয়েছে! চারখানা অয়েল পেইন্টিং-এ এ বংশের পূর্বপুরুষদের ছবি। নীচে আবার নামও উল্লেখ করা।

শিলাদিত্য একেবারে বিলিতিঘরের সামনে এসে থামলো! দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখালো...

—'ঐ দ্যাখ...'

অধিরাজ অবাক হয়ে দেখে বিলিতিঘরের দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে চার জমিদারের ছবি। যার মধ্যে প্রথম তিনজনই তার চেনা!

—'এই তিনজনই...'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিলাদিত্য বলে—'হ্যাঁ, এই তিনজনকেই দেখেছিস বাবার ছবিতে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'স্ট্রেঞ্জ!' অধিরাজের মুখটা কেমন যেন বোকার মতো হয়ে গেল—'এর মানে কি!'

শিলাদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে নিজেও এর মানে জানে না।

বিকেলের দিকে দুজনেই বাড়ি ফিরে এল। অধিরাজ আর নিজের বাড়ি ফিরে যায়নি। শিলাদিত্যর যা মনের অবস্থা তাতে তার সঙ্গে থাকাটাই এখন জরুরি। মামী নিজেই ভেঙে পড়েছেন, তাঁকেই কে সামলায় ঠিক নেই। মেজমামা আবার বিশেষ কথাবার্তা বলারই লোক নন। এ মুহূর্তে বাড়িতে একটা অ্যাকটিভ লোকের থাকা দরকার যে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সারা রাস্তার অর্ধেক অবধি দুজনের কেউই কোন কথা বলেনি। অধিরাজের মনে হচ্ছিল যে শেষ ছবিটার কোনও মানে আছে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে কোন মানেই বেরোয় না। যখন শিলাদিত্য বলেছিল যে সে ছবির তিনজন লোককে সে চেনে, তখন মনে হয়েছিল হয়তো আবছা একটা সূত্র পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পুরোটাই আলেয়া! মামার শুরুর দিকে ছবিগুলোর মানে যদি বা পাওয়া গেল শেষের ছবিটার কোনও অর্থই নেই। এত কিছু থাকতে ঐ জমিদারবংশের তিনজন উত্তরাধিকারের ছবিই আঁকতে গেলেন কেন? তাও আবার অমন ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত ছবি!

কোনকিছুই হাতড়ে পাওয়া যাচ্ছে না! যদি ঐ তিনজন জীবিত থাকতেন তাহলে অন্তত এইটুকু আন্দাজ করা যেত যে হয়তো কোনভাবে এই ঘটনার সঙ্গে তাদের যোগ আছে! কিন্তু তাদের ছবির নীচেই জন্ম ও মৃত্যুর ডেটও দেওয়া আছে। যারা জীবিতই নেই তাদের এক্ষেত্রে কী ভূমিকা থাকতে পারে?

এছাড়া আরও একটা কথা তার মনে হচ্ছিল। বেছে বেছে ঐ তিনজনকেই আঁকা হল কেন? চতুর্থজন কি দোষ করলেন। ওখানে তো মোট চারজনের ছবি ছিল। মামার কি চতুর্থজনের মুখ মনে ছিল না? তাঁর স্মৃতিশক্তি শিলাদিত্যর থেকেও প্রখর ছিল! আর পোর্ট্রেট আঁকায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার! তবে তিনজনই কেন?

শিলাদিত্যকে একথা জিজ্ঞাসা করতেই তার উত্তর— 'হতে পারে চতুর্থজনকে আঁকার সময়ই পাননি বাবা! তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আঁকাটা ইনকমপ্লিট ছিল! হয়তো চারনম্বর জমিদারকেও আঁকতেন। কিন্তু তার আগেই...'

অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'বোধহয় তুই ঠিকই বলেছিস। ছবিটা ভালো করে দেখতে হবে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শিলাদিত্য করুণ স্বরে বলল—'তুই কি ধরেই নিয়েছিস যে বাবাই খুনটা করেছে?'

—'জানি না শিলা। যুক্তি বলছে যে হয়তো মামাই কাজটা করেছেন। কিন্তু ফিলিংস বলছে অন্য কথা!' সে মাথা ঝাঁকায়—'বারবার মনে হচ্ছে আমরা কিছু মিস করে যাচ্ছি! এমন কিছু যা "ধরি ধরি" করেও ধরতে পারছি না। শুধু মনের ভিতরটা খুঁতখুঁত করছে। শেষ ছবিটার মানেটা যদি বোঝা যেত...' বলতে বলতেই ফের বলে—'আরেকবার বিলিতিঘরটা দেখা দরকার! আমার মনে হচ্ছে ওখানেই কিছু আছে...ওখানেই এমন কিছু আছে যা মামা বলে যেতে চেয়েছিলেন।'

—'ঠিক আছে। তোকে চাবিটা দিয়ে দেবো। তুই দেখে যাস।' শিলাদিত্য অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—'পুলিশ, সি আই ডি যা খুশি করুক রাজা! তুই তোর মতো করে তদন্ত চালা! আমি তোকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। আর কাউকে নয়...কাউকে নয়...'

অধিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল—'থ্যাঙ্কস।'

৭

কিছুদিন শনিগ্রহের মতো এ বাড়িতে পুলিশি উৎপাত লেগে থাকল। অধিরাজের সৌজন্যে আর তন্ময় চৌধুরীর সুবাদে পুলিশ বা সি আই ডি কোনরকম হ্যারাসমেন্ট করেনি। অধিরাজের মনে হচ্ছিল উলটে তারা বরং নিশ্চিন্তেই আছেন। তন্ময়ই যে খুনী সে বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহই নেই। এবং যেহেতু মূল সাসপেক্ট মৃত মানুষ—সুতরাং সমস্তটাই আইনের উর্ধ্বে। মরণোত্তর সাজা দেওয়ার উপায় নেই। আর কারুর সাজা কারুর সন্তানকে দেওয়া যায় না। সুতরাং একটা কেস লড়ার খরচ কমল সরকারের! হয়তো দুই পক্ষই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় মিটিয়ে নেবে। কোর্ট অবধি কেস গড়াবে না!

অধিরাজ একবার এডিজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'স্যার, আপনারা কি তন্ময় চৌধুরীকেই অপরাধী ভেবে নিয়েছেন?'

—'কোন সন্দেহ আছে ব্যানার্জী?'

এডিজি সাহেব কথাটা বলেই একটু কোমল স্বরে নেমে এলেন—'এ কথা আমরা বলছি না, এভিডেন্স বলছে! লাশটা পাওয়া গিয়েছে ওনারই বাগানবাড়িতে। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে যে ছুরির বাঁটে ওনারই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গিয়েছে! ডেডবডির কাছেও যে ঘড়িটা পড়েছিল সেটাও যে তন্ময়

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

চৌধুরীরই সেটাও ওঁর ছেলে আর স্ত্রী কনফার্ম করেছে! এরপর আর কি ভাবব?'

—'যে চিঠিগুলো আপনাদের দিয়েছিলাম...'

—'সেই ব্ল্যাকমেলিং লেটারগুলো? ওগুলো মনমোহন ঝাঁ-এরই লেখা। শিলাদিত্যবাবু ওনাকে আইডেন্টিফাই করার পর আমরা ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম! ওঁর মা আর স্ত্রী ছিলেন বাড়িতে। ওদের দিয়েই লাশ ফের আইডেন্টিফাই করানো হয়েছে। তখনই ভদ্রলোকের হাতের লেখার নমুনা নিয়েছিলাম। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট সাফ সাফ বলেছেন যে হাতের লেখাটা হাড্রেড পার্সেন্ট মনমোহন ঝাঁ এরই! চিঠিগুলো ওঁরই লেখা!'

অধিরাজ একটু নিশ্চিন্ত হয়। যাক, তাহলে ব্ল্যাকমেলিংটা যে মনমোহন ঝাঁ-ই করছিলেন তা বোঝা গেল। পুলিশ আর সি আই ডি সেইজন্যই এত নিশ্চিত। মোটিভও পেয়ে গিয়েছে কিনা!

সে বুঝতে পারছিল না কি করবে! এভিডেন্স আছে, মোটিভ আছে, মামা নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে গিয়েছেন ছবিগুলো এঁকে! সব দিক দিয়েই, সবকিছুই নির্দেশ করছে তন্ময়েরই দিকে।

অথচ শিলাদিত্য কিছুতেই সেকথা মানতে চায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে তন্ময় এ কাজ করতেই পারেন না। সারা বিশ্ব একদিকে দাঁড়ালে সে বোধহয় একাই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। আর অধিরাজের উপর তার অগাধ ভরসা!

অথচ অধিরাজ নিজেই কোনও কূল খুঁজে পাচ্ছে না!

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যার,...প্লিজ ডু মি আ ফেভার। মনমোহন ঝাঁ এর ফ্যামিলির ঠিকানাটা কি পেতে পারি?'

—'অফিসিয়ালি তদন্ত চলাকালীন পেতে পারো না।' এডিজি সাহেব মুচকি হাসলেন—'কিন্তু প্রাইভেটে এইটুকু ফেভার তোমায় করতেই পারি।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!'

মনমোহন ঝাঁ এর বাড়ি খুঁজে পেতে খুব অসুবিধা অবশ্য হল না। নিউ ব্যারাকপুরে তার নিজস্ব বাড়ি আছে। বাড়িটা দেখলে মনে হয় বহু পুরোন। হঠাৎ করে দেখলে পোড়োবাড়ি বলে মনে হয়! কোনকালে বোধহয় গায়ে প্লাস্টার বা রঙের প্রলেপ ছিল! এখন আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু দাঁত বের করা ইঁট আর চুন সুরকির ধ্বংসবাশেষ!

একচিলতে বারান্দায় একটা খাঁচা ঝুলছে। তার মধ্যে একটা সবুজ রঙের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

টিয়াপাখি খুব মনোযোগ সহকারে একটা কাঁচালঙ্কা খাচ্ছিল। অধিরাজকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—'এই...এই...মি—ঠু...মি—ঠু...!'

ধ্বংসস্তূপের একপাশে একটা ডোরবেলের অতিজীর্ণ কঙ্কাল! দেখলে মনে হয় বহুদিন কেউ এটার গায়ে হাত রাখেনি!

সে অতি সন্তর্পণে ডোরবেল বাজায়। মিনিট পাঁচেক পরেই দরজা খোলার শব্দ! দরজা খুলে এক মাঝবয়েসী মহিলা বেরিয়ে এলেন! পরনে একটা রঙ ওঠা কাপড়! চোখে দুনিয়ার সমস্ত ক্লান্তি! গায়ে কোনও অলঙ্কার নেই।

অধিরাজ লক্ষ্য করল ভদ্রমহিলার সিঁথি সম্পূর্ণ সাদা! সম্ভবত ইনিই মনমোহন ঝাঁ-এর স্ত্রী!

—'কাকে চাই?'

—'আমি থানা থেকে আসছি...একটা তদন্তের ব্যাপারে। মনমোহন ঝাঁ-এর খুন সংক্রান্ত...'

ভদ্রমহিলা সরে দাঁড়ালেন—'আসুন।'

ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বলল অধিরাজ। ভদ্রমহিলার হাবেভাবে মনে হল পুলিশি অত্যাচারে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।

বাইরে থেকে দেখে যতটা খারাপ অবস্থা মনে হয়েছিল বাড়ির ভিতরটা কিন্তু অত খারাপও নয়। বরং তুলনামূলকভাবে ভালোই। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল বেশ গদিওয়ালা পুরু সোফা, প্লাজমা টিভি আর অত্যাধুনিক রেফ্রিজারেটর। অর্থাৎ একেবারেই হাভাতে পার্টি নয়।

আরেকটু ইতিউতি চাইতেই দেখা গেল বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধাকে। তিনি বারবারই চিৎকার করে জানতে চাইছেন—'অ বৌ, কে এল?...এই বেলায় কে এল?'

—'আমার শাশুড়ী।' অধিরাজের অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ধরতে পেরেই যেন ভদ্রমহিলা বললেন—'কানে ঠিকমত শোনেন না! চোখেও ভালো দেখতে পান না।'

—'ও।'

—'থানা থেকে এসেছে মা।' ভদ্রমহিলা প্রায় চিৎকার করেই উত্তরটা দিলেন—'আপনার ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে।'

বৃদ্ধা কথাটা শুনেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। অধিরাজের নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। আজ পর্যন্ত সে এই অনুভূতিগুলোকে পুলিশী নির্লিপ্ততার জাঁতায় পিষে ফেলতে পারেনি।

Scanned by CamScanner

সে বৃদ্ধার কান্না দেখে মনে মনে ভাবছিল, সব মহিলা কি একইরকমভাবে কাঁদেন! মামীও এইভাবে কাঁদেন! তার মাও এইভাবেই কাঁদেন! সব মা, বোন, স্ত্রীদেরই কান্না কি একরকম!

—'বসুন।'

হাত বাড়িয়ে মহিলা সোফাটা নির্দেশ করলেন। অধিরাজ চুপচাপ সোফায় বসে পড়ে।

—'বলুন কি জানতে চান?'

—'আপনি তন্ময় চৌধুরীর নাম শুনেছেন?'

ভদ্রমহিলার মুখটা একটু শক্ত হয়ে গেল—'হ্যাঁ, কয়েকদিন যাবৎই শুনছি।'

—'তার আগে শোনেননি?'

—'না।'

—'আপনার স্বামী তার বসের একটি বাগানবাড়ি ওঁকে বিক্রি করেছিলেন। সে বিষয়ে কখনও কিছু শুনেছেন?'

—'না।'

অধিরাজ একটু থেমে যায়। তারপরই ফের জিজ্ঞাসা করে—'১২ তারিখ রাতে কী হয়েছিল মনে আছে আপনার?'

—'১২ তারিখ উনি সকালে এক পার্টির সঙ্গে মিটিং করতে যান। দুপুর বারোটা নাগাদ ফিরে আসেন।' ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বলেন—'ওঁকে তখন খুব চিন্তিত লাগছিল। একটু রেস্টলেস যেন। সন্ধে সাতটা নাগাদ ফের বেরিয়ে যান...'

—'বেরোবার আগে কিছু বলেছিলেন যে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বা কোথায় যাচ্ছেন...এসব কিছু...?'

—'হ্যাঁ। বলেছিলেন বারাসাতের বাগানবাড়িতে যাচ্ছেন। ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিটিং আছে।'

অধিরাজ আবার একটু থামে। এখানেও কোন আশার আলো নেই। মনমোহন বাড়িতে বলেই গিয়েছেন যে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।

—'আপনার স্বামী যে তন্ময় চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করতেন সেটা জানতেন কি?'

ভদ্রমহিলার মুখ ফের শক্ত হয়ে ওঠে—'না।'

—'ব্ল্যাকমেলের বিষয়টা কি সেটাও নিশ্চয়ই জানেন না।'

—'না।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ হাল ছেড়ে দেয়। এভাবে হবে না! হয় ভদ্রমহিলা কিছুই জানেন না—নয়তো কিছুই বলবেন না!

সে উঠতে গিয়েও থমকে যায়। হঠাৎ একটা জিনিস মনে পড়ে যায়। একটু ইতস্তত করতে করতে বলে—'আর বেশি বিরক্ত করবো না ম্যাডাম। শুধু আরেকটা প্রশ্ন!'

—'বলুন।'

—'২২শে অক্টোবর, ১৯৯১ বললে আপনার কিছু মনে পড়ে কি?'

ভদ্রমহিলার জাপানি মুখোশের মতো মুখে এবার যেন কয়েকটা রেখা পড়ল। অধিরাজ উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকেই। ঢিলটা ঠিকঠাক লাগল কি?

ভদ্রমহিলা ঠোঁট কামড়ে ধরেন। যেন অনেকদিন পরে একটা ক্ষতস্থানে হাত পড়ে গিয়েছে। কাঁপা গলায় জবাব দিলেন—

—'হ্যাঁ। ১৯৯১ সালের ২২শে অক্টোবর আমাদের একমাত্র মেয়ে মিঠু কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।'

—'কার অ্যাক্সিডেন্টে?'

—'হ্যাঁ', ভদ্রমহিলা শক্ত মুখে বললেন—'ওর বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। ফেরার পথেই একটা গাড়ি বেসামাল হয়ে আমাদের মেয়েকে চাপা দিয়ে দেয়। উনিও আহত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মেয়েটা ওখানেই...'

তিনি কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। অধিরাজ বলে—'আপনারা থানায় ডায়রি করেননি?'

—'করেছিলাম। কিন্তু কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, যে ট্র্যাফিক পুলিশটা ওখানে দাঁড়িয়েছিল সে পর্যন্ত মিথ্যে করে বলল যে সে ছুটন্ত গাড়ির নম্বর দেখতে পায়নি।'

পরের শব্দগুলো দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে বললেন মহিলা—'আমার স্বামী ঐ গাড়ির ড্রাইভারের মুখ দেখতে পেয়েছিলেন! তিনি সেকথা বারবার পুলিশকে জানালেও কোন ফল হয়নি...বারবার আমাকে বলতেন—'সুধা, স্কাউন্ড্রেলটার মুখ আমি সারাজীবনেও ভুলবো না! যে আমাদের মিঠুকে কেড়ে নিয়েছিল... ক্ষমা করবো না...কোনদিন ক্ষমা করবো না...!'

মহিলা ফের কাঁদছেন দেখে অধিরাজ লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতদিনে ব্ল্যাকমেলিঙের কারণটা বোধহয় বোঝা গেল।

বাইরের টিয়াপাখিটা ফের আনুনাসিক স্বরে ডেকে উঠেছে— 'এঁই... মিঁ—ঠু...মিঁ—ঠু...!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

৮

—'২২শে অক্টোবর, ১৯৯১!' শিলাদিত্য চোখ কপালে তুলে ফেলেছে—'অ্যাক্সিডেন্ট! কি বলছিস?'

—'হ্যাঁ। ভালো করে চিন্তা কর। ১৯৯১ সালের ২২শে অক্টোবর কি মামার কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? বা গাড়িতে কাউকে ধাক্কা মেরেছিল? তুই জানিস কিছু?'

—'না।' সে একটু কনফিউজড—'যদিও তখন আমি নেহাতই ছোট ছিলাম। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হলে অন্তত জানতাম।'

—'কী করে জানতিস? ১৯৯১ সালের তোর বয়েস কত ছিল? হার্ডলি নয়-দশ!"

—'হ্যাঁ, কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে সেবার বাবা বিদেশ সফরে যাচ্ছিলেন। আমি যথারীতি ঘ্যানঘ্যান করে কান্নাকাটি করছিলাম। তাই আমাকে আর মাকেও গাড়িতে করে বিমানবন্দর অবধি নিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি ড্রাইভার শান্তিদা চালাচ্ছিল। বাবা এয়ারপোর্টের ভিতরে চলে যাওয়ার পর আমি, মা ঐ গাড়িতেই বাড়ি ফিরে আসি। রাস্তায় যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটত তাহলে শিওর আমি জানতাম। নয়-দশ বছর বয়েসে আর কিছু না হোক অ্যাক্সিডেন্টটা বুঝতে কষ্ট হয় না!'

অধিরাজ চুপ করে যায়। শিলাদিত্য খুব ভুল বলেনি। সেদিন মামার সঙ্গে ও গিয়েছিল যখন, তখন কিছু হলে নিশ্চয়ই ও জানতো।

ভদ্রমহিলা কি করে ভুল বললেন? না তার স্বামীরই ভুল হয়েছিল? কিন্তু তা কি করে হয়? একমাত্র মেয়েকে যে শেষ করে দিল তাকে চিনতে এত বড় ভুল কি হওয়া উচিত!

বোধহয় না!

অধিরাজ এ ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে পাচ্ছিল না! এতক্ষণ অবধি অন্তত সমস্ত ঘটনা তন্ময়ের দিকে নির্দেশ করছিল। মনমোহন ঝাঁ-এর স্ত্রীয়ের সঙ্গে কথা বলে মোটামুটি একটা ছবি এঁকে নিয়েছিল সে। হয়তো মামার গাড়িতে চাপা পড়ে মনমোহন ঝাঁ-এর মেয়ের মৃত্যু হয়! তখনই হয়তো ভদ্রলোক মামাকে দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু কিছু প্রুভ করতে পারেননি। ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা বড় কঠিন। মামা তাঁর প্রভাব খাটিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু দুজনের কেউ ভাবতে পারেননি জীবনের ঘোরপ্যাঁচে আবার এইভাবে দেখা হয়ে যাবে। মামা লোকটাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু সে মামাকে চিনে নিয়েছিল। আর তারপর থেকেই আক্রোশে ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে।

এই অবধি ঘটনাটা মনে মনে সাজিয়ে ফেলেছিল অধিরাজ। বেশ দুয়ে দুয়ে চার মিলেও গিয়েছিল। কিন্তু শিলাদিত্যর কথায় গোটাটাই ফের ঝাপসা হয়ে গেল।

শিলাদিত্য অধিরাজের এই বিহ্বলভাব দেখে একটু রেগেই যায়। রাগতস্বরে বলে—'তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করছিস না? দাঁড়া, মাকে ডাকি...'

মৃদুলাও অবশ্য নতুন কিছু বললেন না। তিনি শিলাদিত্যর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করেন—'না, রাজা...ঐ দিন সত্যিই কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি আমাদের। আমরা সোজা তোমার মামাকে এয়ারপোর্ট অবধি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। মেজ ভাশুরঠাকুরও সেদিন বাড়ি ছিলেন না। কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সেইজন্যই আমরা দুজনে মিলে এয়ারপোর্ট অবধি গিয়েছিলাম। তারপর ফেরার পথে কিছু শপিং করে ফিরে আসি। সারারাস্তায় কিছু হয়নি! তোমার মামা শান্তিকে কড়া করে বলে দিয়েছিলেন যেন কোনভাবেই র‍্যাশ ড্রাইভিং না করে। তাই সেদিন ও একবার ওভারটেক পর্যন্ত করেনি—অ্যাক্সিডেন্ট তো দূরের কথা!'

—'হুঁ।' অধিরাজ ফের চিন্তায় পড়ে। মামী আর শিলাদিত্য দুজনেই সম্ভবত ঠিক কথা বলছে। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তবে মামার গাড়ি মনমোহনের মেয়েকে চাপা দেয়নি। দিতেই পারে না!

তবে ঠিক কি হয়েছিল? মনমোহন কি একজনের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপালেন?

কিন্তু সেক্ষেত্রেও মামার ভয় পাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! যদি মনমোহন ভুলই করে থাকেন তবে তন্ময় ঘাবড়ে যাবেন কেন? লোকটাকে খুনই বা করতে যাবেন কোন আক্কেলে? যেখানে তাঁর ড্রাইভার, ছেলে ও স্ত্রী-ই জানে যে আদৌ সেদিন কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি সেখানে তাঁর ভয় পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না!

অধিরাজ আর কথা না বাড়িয়ে প্রসঙ্গটাকে ওখানেই চেপে দিল।

সে রাত্রে তার ঠিকমত ঘুম হল না। অধিরাজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোটা ঘটনার কথাই ভাবছিল! তার মনের অবস্থা বলাই বাহুল্য! ভাবতে ভাবতেই কখন যেন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও গেরো! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দেখল সে একটা জিগস পাজল সলভ করতে বসেছে! অথচ একটা প্রয়োজনীয় টুকরোই হাওয়া! অনেকটা বানিয়ে ফেলার পরও একটা টুকরো কিছুতেই সঠিক জায়গায় বসছে না! শিলাদিত্য পাশে বসে বিকট হাঁ করে হাসছে!

যে ছবিটা সে তৈরি করছিল তার তিনদিকে তিনজন লোক বসে দাঁত বের করে হাসছেন! আর সে বারবার খুঁজে বেড়াচ্ছে—চার নম্বর লোকটা কোথায় গেল...!

খুঁজতে খুঁজতে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে যখন ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে! বসার ঘরের ঘড়িতে একটা ঘন্টা পরে থেমে গেল। চতুর্দিক তখনও অন্ধকার!

বিছানার পাশেই জলের জার আর গ্লাস রাখা ছিল। সে জলের গ্লাসটায় জল ভরে ঢকঢক করে খেল। একটু আগেই গলা শুকিয়ে কাঠ ছিল! জলের গ্লাসটা শেষ করে বেশ তৃপ্তি হয় তার!

জানলার পর্দাগুলো হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছিল। রাতে জানলা বন্ধ করে শোওয়ার অভ্যেস তার নেই। তাই বাইরের প্রাকৃতিক হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে সাদা পর্দা! চট করে দেখলে মনে হয় সাদা শাড়ি পরা কেউ হাত নেড়ে কাছে ডাকছে।

সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নাঃ, আর ঘুম হবে না। একটু আগের স্বপ্নটার কথা ভাবতেই ভয়াবহ হাসি পেয়ে গেল! মানুষের মাথা খারাপ হলে তবেই বোধহয় এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে! মাথাটাই গিয়েছে বোধহয়!

অধিরাজের আর শুয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল না। একটু চা খেতেও ইচ্ছে করছে। কিন্তু এ বাড়িতে আবার সকাল সাতটার আগে উনুন জ্বলে না। এতক্ষণ কি করবে ভাবতে ভাবতেই মনে হল মামার ছবিগুলো আরও একবার দেখলে মন্দ হয় না। এমনিতেই ছবিগুলো রীতিমতো তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! বিশেষ করে শেষ ছবিটা। সত্যিই কি ওটা ত্রিমূর্তি? না শিলার কথাই ঠিক। চারনম্বর ছবিটা মামা আঁকার সময় পাননি! না কি তিনটেই এঁকেছিলেন? অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

পরে একবার ঐ বিলিতিঘরটা ভালো করে দেখে এসেছে অধিরাজ! ভেবেছিল হয়তো তিন জমিদারের ছবি এঁকে বিলিতিঘরের কথাই বলতে চেয়েছিলেন তন্ময়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তা মোটেই নয়। ঐ ঘরে ছুরি, কাঁটা, চামচ আর ডিশ ছাড়া কিছুই নেই। খাওয়াদাওয়ার সরঞ্জামেই ভর্তি। ছুরি দেখে তার মনে

Scanned by CamScanner

একটা আশা জেগেছিল বটে, কিন্তু সে ছুরির বর্তমানে জং পড়ে যা অবস্থা তাতে নাকও কাটবে না!

তন্নতন্ন করেও সেখানে এমন একটা জিনিসও পাওয়া গেল না যা সন্দেহের উদ্রেক করে। অর্থাৎ ঐ ঘরটাতে কিছুই নেই।

তখনই তার মনে হচ্ছিল যে ছবিটার হয়তো কোন মানেই নেই! অথবা হয়তো ওটা অপ্রকৃতিস্থ চিন্তা ভাবনার ফসল। কিংবা ওটার অন্য কোন মানে আছে।

যে মানেটা সে খুঁজেই পাচ্ছে না!

অধিরাজ একমুহূর্ত ভেবে তন্ময়ের ছবির ঘরের দিকেই গেল। ছবিগুলোই আরেকবার ভালো করে দেখা যাক। ওর মধ্যেই হয়তো কিছু লুকোন আছে! হয়তো এমন কিছু আছে যা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে না! আরেকবার খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

এতদিন এমন অনেক কেস সে সলভ করেছে যাতে একের পর এক সাসপেক্ট এসে কেসের গতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। কিন্তু এ কেসের গতিপ্রকৃতিই আলাদা! এখানে একাধিক সাসপেক্ট নেই। একজনই আছে! কিন্তু সেখানেও গোলমাল! খানিকটা যদি বা মিলল, বাকিটার গোড়াতেই একখানা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন!

সে আস্তে আস্তে সব ছবিগুলো ফের দেখতে শুরু করে। যথারীতি ভয়ঙ্কর সব ছবি! রাতের বেলায় দেখলে আরও ভয় লাগে। কতখানি অপ্রকৃতিস্থ হলে একজন মানুষ এই জাতীয় ছবি আঁকেন! মনের অবচেতনে কতখানি দাগ কাটলে এমন আতঙ্কের বাস্তব ছবিগুলো আসে! অধিরাজ ছবিগুলো দেখতে দেখতেই ভাবছিল...কী হয়েছিল সেই রাতে! এগজ্যাক্টলি কী হয়েছিল? ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট বলছেন ছুরিতে মামারই হাতের ছাপ! তাহলে লোকটাকে মামাই...

দেখতে দেখতেই হঠাৎ একটা ছবিতে এসে তার চোখ আটকে গেল! এটা কি! এই সেই সিঁড়ির ছবিটা না! সে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায়! এ কি! এটা তো আগে কখনও চোখে পড়েনি। অথবা তখন বাড়িটা দেখেনি বলেই জিনিসটা লক্ষ্য করেনি। এমনকি শিলাদিত্যর অমন কম্পিউটার মার্কা মগজও ব্যাপারটাকে ওভারলুক করে গিয়েছে!

যতদূর মনে পড়ছে সিঁড়িটার ডানদিকে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি ছিল! ছবিতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সেটা বাঁ দিকে! আবার সিঁড়ির বাঁদিকের দেওয়ালটা এখানে ডানদিকে চলে এসেছে! জায়গাটা একই, ছবিতে ঐ জায়গাটার ছবিই আছে। কিন্তু উলটো! এমনকি...

অধিরাজ চোখ সরু করে দেখার চেষ্টা করে। সিঁড়ির পাশের দেওয়ালে ওটা কিসের চিহ্ন! উল্টোনো তিনের মতো লাগছে। সে খুব মনোযোগ সহকারে দেখছে! উলটানো তিনের মতো...কিসের...!

তার বুক উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে! এটা কি করে মিস করে গেল! ওটা আর কিছুই না! একটা ওঁ এর উল্টোনো সংস্করণ!

গোটা ছবিটাই উল্টোনো। সিঁড়ির কাছের দৃশ্যটা মামা উলটো এঁকেছেন।

সে আস্তে আস্তে বলে—'মা-ই গ-ড!'

৯

মা তারা গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল শিলাদিত্য! অধিরাজ তাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে নিজেই হাওয়া! কোন টাইমজ্ঞান নেই ছেলেটার! ঠিক দশটায় এখানে তাকে দাঁড়াতে বলেছিল সে! বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে পই পই করে বলেছিল শিলাদিত্য—'তোর দশটা কটার বাজবে আগে বল। আমার ব্যাঙ্কের কাজ আছে। তেমন হলে সেরে এসে দাঁড়াবো।'

অধিরাজ হেসে বলেছে—'দশটা মানে নটা বেজে ষাট মিনিট। আমার কয়েকটা জিনিস দেখার আছে। সেগুলো দেখেই পৌঁছে যাব গ্যারাজে। সেখান থেকে আরেকবার বারাসাতের বাড়িতে যাব।'

—'বেশ।'

আর কথা বাড়ায়নি শিলাদিত্য। কথামতোই দশটার সময় এসে দাঁড়িয়েছে মা তারা গ্যারাজের সামনে। এই গ্যারাজের মালিক সুভাষবাবু তাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত। তাদের বাড়ির সব গাড়িই বিগড়ে গেলে মেরামত করা হয় এখানেই। দাদুর আমল থেকেই বংশানুক্রমে এই প্রথা চলছে। আগে সুভাষবাবুর বাবা গাড়ি মেরামত করতেন। তখন হয়তো গ্যারাজটা এতবড় ছিল না। এখন আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়েছে।

—'কতক্ষণ দাঁড়াবেন এই রোদের মধ্যে?' সুভাষবাবু হেসে বললেন—'ভেতরে এসে বসুন না। এক কাপ চা বা কফি...।'

—'নাঃ।' সে বিরক্ত হয়ে বলে—'আমি এখানেই ঠিক আছি।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কেউ আসার কথা আছে নাকি?'

সে একটু পোষাকি হেসে বলে—'হ্যাঁ।'

সুভাষবাবু হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অধিরাজকে উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন।

তাকে দেখতে পেয়ে শিলাদিত্য একেবারে ফেটে পড়ে—'এই তোর ন'টা বেজে ষাট মিনিট? এখন দশটা বেজে পঁয়তাল্লিশ বাজে! এই যদি তোর টাইমজ্ঞান হয়...'

—'ওরে বাবা।' সে হেসে ফেলল—'তুই আজকে একেবারে আগ্নেয়শিলা হয়ে আছিস দেখছি!'

—'ইয়ার্কি নয়! এই তোর পাংচুয়ালিটি?'

অধিরাজ পকেট থেকে একটা পুরোনো খবরের কাগজ বের করে এনেছে—'এটা খুঁজে পেতেই দেরি হয়ে গেল ভাই। এবার ঠাণ্ডা হ, প্লিজ।'

—'কি এটা?'

—'কিছুই নয়। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯১ এর আনন্দবাজার। খুঁজে পেতে জান কয়লা হয়ে গিয়েছে। প্রায় নিউজপেপার লাইব্রেরী আর ক্রাইম রেকর্ডস তন্ন তন্ন করে খুঁজে এই কাগজটা পেয়েছি।'

অধিরাজ কাগজটা এগিয়ে দিয়েছে—'দ্যাখ। মনমোহনের স্ত্রী খুব ভুল বলেননি। সত্যিই ২২শে অক্টোবর ওদের একমাত্র মেয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। বাচ্চা মেয়ে। ক্লাস ওয়ানে পড়ত। ছবিটা খুব স্পষ্ট না হলেও দেখতে পাবি।'

শিলাদিত্য বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

অধিরাজের কথাই সত্যি! কাগজে ২২ তারিখের খবর হিসাবেই আছে ছোট্ট কলামটা। নিতান্তই ছোট্ট আকার। চোখে প্রায় পড়ে না। অধিরাজ লাল পেন দিয়ে দাগ মেরে রেখেছে বলেই দেখতে পেল।

খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী ২২ তারিখ বেলা বারোটায় একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার যশোহর রোডের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করে। মিতালি ঝাঁ নামের একটি ক্লাস ওয়ানে পড়া বাচ্চা মেয়ে বাবার হাত ধরে স্কুল থেকে ফিরছিল। আচমকা সাদা অ্যাম্বাসাডারটি বেসামাল হয়ে পড়ে। এবং বাচ্চা মেয়েটিকে পিষে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটির বাবাও আহত হয়েছিলেন। তার পা ভেঙে গিয়েছিল। তার চিৎকারে লোকজন জমে যায়। মেয়েটিকে হাসপাতালে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেখানেই মেয়েটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

সেই অ্যাম্বাসাডারটি কিন্তু দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যায়। তার এখনও পর্যন্ত কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশেরা জানান যে ঘটনার আকস্মিকতায় তারা গাড়ির নম্বর নোট করে নিতে পারেননি। মিতালির বাবা মনমোহন ঝাঁ অবশ্য এ বিষয়ে পুলিশের দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন!

শিলাদিত্য খবরের কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে—'বুঝলাম! কিন্তু হঠাৎ তুই এই ব্যাপারটাকে নিয়ে পড়েছিস কেন? আমার মায়ের কথায় কি এখনও বিশ্বাস হয়নি তোর?'

তার কণ্ঠস্বর বেশ ক্ষুব্ধ শোনাল। স্বাভাবিক। অধিরাজ বুঝল এবং বিষয়টাকে সে রীতিমতো সেন্টিমেন্টাল ইস্যু করে ফেলেছে।

—'বিশ্বাস হয়েছে। তবে রুটিন কোয়ারি।'

—'বেশ, কর তোর রুটিন কোয়ারি।'

অধিরাজ মা তারা গ্যারাজের ভিতরে ঢুকে পড়ে। শিলাদিত্য তখনও গোঁজ হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। সে কোনক্রমে 'বাবা...বাছা' করে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভিতরে ডেকে নেয়।

অধিরাজকে দেখলেই সুভাষবাবু যেন একটু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। পুলিশের লোককে বিশ্বাস নেই। ওদের মনে কখন যে কি চলে বোঝাই মুশকিল!

—'বলুন।'

অধিরাজ কোনরকম ভনিতা না করেই সোজাসুজি বক্তব্যে চলে আসে—'আপনাদের খাতা চেক করে আমায় একটা তথ্য জানান।'

—'কি তথ্য?'

—'১৯৯১ সালের ২২শে অক্টোবরের পর থেকে দিন পনেরোর রেকর্ড দেখে বলুন যে চৌধুরী বাড়ির কোন সাদা অ্যাম্বাসাডর এখানে মেরামতির জন্য এসেছিল কিনা!'

—'১৯৯১ সাল!' তিনি প্রায় আকাশ থেকে পড়েন—'অতদিন আগের কথা!...তাছাড়া ওঁদের বাড়ির সব গাড়িই এখানেই সার্ভিসিং করানো হয়! আর তার মধ্যে দুটো সাদা অ্যাম্বাসাডার তো প্রায়ই সার্ভিসিঙের জন্য আসে!'

—'আমি সার্ভিসিঙের কথা বলিনি। বলেছি মেরামতির জন্য এসেছিল কিনা! অ্যাক্সিডেন্ট হলে একটা গাড়িকে যেভাবে মেরামত করতে হয় তেমন করতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছিল কিনা।' অধিরাজ গম্ভীরভাবে বলে—'এটা একটা খুনের কেস। প্লিজ একটু ভালোভাবে দেখুন। ১৯৯১ এর রেকর্ড নেই আপনাদের?'

—'আছে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুভাষবাবু উঠে দাঁড়ান—'একটু অপেক্ষা করুন। দেখে বলছি।'

অধিরাজ তার গমনপথের দিকে তাকিয়েছিল। শিলাদিত্যর মুখ কালো হয়ে আছে। সে মাঝে মাঝে অধিরাজের দিকে তাকাচ্ছে বটে—কিন্তু সে চাউনিতেও অভিমান স্পষ্ট!

সুভাষবাবু বোধহয় ভেতরে গিয়ে ওদের জন্য দু কাপ চা দিতে বলে দিয়েছিলেন। একটা নিকষ কালো ছেলে এসে দু কাপ চা টেবিলের উপর রাখল।

—'আমারটা নিয়ে যা বুলু।' শিলাদিত্য বিষণ্ণ মুখে জানায়—'আমি এখন চা খাবো না।'

বুলু একবার শিলাদিত্যর মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে—'বাবু দিতে বললেন যে...!'

—'বাবু যাই বলুক। আমি চা খাবো না।'

—'বাবু বললেন দিতে...'

বাচ্চা ছেলেটা নাছোড়বান্দা! সে শিলাদিত্যকে চা খাইয়েই ছাড়বে!

শিলাদিত্য বোধহয় ছেলেটাকে এক ধমক দিতেই যাচ্ছিল। অধিরাজ তার আগেই তাকে বাঁচায়। সে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বলে—'থাক, রেখে যাও। দু কাপ চা নাহয় আমিই খাবো।'

ছেলেটা দুজনের দিকেই কিম্ভূতকিমাকার একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়।

—'আহহ। এতক্ষণে এক কাপ চা পাওয়া গেল।'

অধিরাজ শিলাদিত্যকে প্রায় দেখিয়ে দেখিয়েই চায়ের কাপে চুমুক দেয়। সে প্রায় অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে! প্রবল কিছু একটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুভাষবাবু প্রায় একটা চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়ে এদিকেই আসছেন দেখে চেপে গেল!

—'১৯৯১ বললেন না? তারিখটা কত ছিল?'

—'২২শে অক্টোবর। তবে ২২শে অক্টোবর থেকে মিনিমাম ৭ই নভেম্বর অবধি দেখুন।'

—দেখছি।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সুভাষবাবু নাকে একটা হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন। থেকে থেকেই আপনমনে বিড়বিড় করছেন—'হুঁ-উ-উ, ২২শে অক্টোবর...২২শে অক্টোবর...২২শে অক্টোবর—হুঁ-উ-উ-উ-উ-উ'

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবেই চলে গেল। সুভাষবাবু নাকের সামনে খাতা ধরে—'হুঁ-উ-উ-উ' 'হুঁ-উ-উ-উ-উ' করতে করতে বিড়বিড় করছেন। অধিরাজ একখানা চায়ের কাপ শেষ করে দ্বিতীয় কাপটা ধরেছে। শিলাদিত্য তার দিকে একবার আগুন মেশানো আর সুভাষবাবুর দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

—'২২শে অক্টোবর...হ্যাঁ, পেয়েছি'...।

অধিরাজ সোজা হয়ে বসে। সুভাষবাবু পাতার পর পাতা উলটে চলেছেন। সে ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করে—'ন্‌ন্‌ন্‌নাহ্' তিনি মাথা ঝাঁকাচ্ছেন—'অদ্ভুত ব্যাপার তো! প্রত্যেক মাসেই গাড়িদুটো একবার না একবার আসেই। কিন্তু গোটা অক্টোবর বা নভেম্বরে দুটোর কোনটাই আসেনি! ফের এসেছিল জানুয়ারিতে! কিন্তু স্রেফ সার্ভিসিঙের জন্য। তার বেশি কিছু নয়।'

অধিরাজ যেন হতাশ হয়। অন্যদিকে শিলাদিত্যর মুখে স্বস্তির ছাপ প্রকট।

—'শুধু সার্ভিসিং! মেরামতির কাজ নয়?'

—'একদম নয়।' সুভাষবাবু জোর গলায় বলেন—'কিছু মেরামত করা বা কোন অ্যাপারেটাস পালটানো হলে এখানেই তার চার্জ লেখা থাকতো। কিন্তু সেরকম কিছু লেখা নেই।'

—'হুঁ।' অধিরাজের ভুরুদুটো কুঁচকে গিয়েছে। সে আবার উচ্চারণ করল তার অভ্যস্ত শব্দটা—'স্ট্রেঞ্জ!'

সেখান থেকে বেরিয়ে দুজনে ফের রওনা দিল বারাসাতের বাগানবাড়ির দিকে। রাস্তায় শিলাদিত্য মুখ হাঁড়ি করে বসেছিল। অধিরাজ চিন্তান্বিত। সে মাঝেমধ্যেই বিড়বিড় করে বলছে—'স্ট্রেঞ্জ!...স্ট্রেঞ্জ!'

শিলাদিত্য আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলে—'এতে স্ট্রেঞ্জের কি পেলি?'

—'স্ট্রেঞ্জ না?' সে বলল—'যেখানে গাড়িদুটো প্রতি মাসে সার্ভিসিং হয় সেখানে অক্টোবর আর নভেম্বর—এই দুমাস গাড়িদুটোর সার্ভিসিং হল না কেন?'

—'কোনভাবেই স্ট্রেঞ্জ নয়।' শিলাদিত্য বলে—'কারণ প্রত্যেকবার বাবাই শান্তিদাকে নিয়ে যেতেন গাড়ি সার্ভিসিং করাতে, এই দু মাস বাবা ছিলেন না তাই...'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কেন? শান্তিদা নিজেও তো নিয়ে যেতে পারতো।'

—'বাবা সেটা মোটেই পছন্দ করতেন না।'

—'হুঁ।' সে আর এ বিষয়ে কথা বাড়ায় না—'বাই দ্য ওয়ে, তোকে যেটা আনতে বলেছিলাম—এনেছিস?'

—'হ্যাঁ।' শিলাদিত্য পাটের ব্যাগ থেকে তন্ময়ের আঁকা সিঁড়ির ছবিটা বের করে আনে।

—'কিন্তু এটা কেন?'

—'দেখতেই পাবি।'

সারা রাস্তায় আর কোন কথা বলেনি অধিরাজ। সে শুধু ছবিটায় ডুবে ছিল।

বারাসাতের বাড়িতে ঢুকেই সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সিঁড়িটার গায়ে সামান্য ধুলো জমেছে। হয়তো পুলিশি জেরার চোটে মোহন ফুরসত পায়নি পরিষ্কার করার। সাদা সাদা মিহি পাউডারের মতো ধুলো। অধিরাজ হাত রাখতেই তার আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল সিঁড়ির গায়ে।

—'শিলা, স্পটের সঙ্গে ছবিটা মিলিয়ে দেখ।' সে বলল—'দেখ তো কোন ডিফারেন্স পাস কি না!'

—'ডিফারেন্স?'

—'হ্যাঁ, ডিফারেন্স। ভালো করে দ্যাখ্।'

শিলাদিত্য ভালো করে ছবিটার সঙ্গে সিঁড়িটাকে মিলিয়ে দেখতে শুরু করে। অধিরাজ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখতে দেখতে তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে ওঠে। সে হাঁ করে কিছু বলতে যায়। কিন্তু বলতে গিয়েও বলল না! সে ফের সিঁড়িটাকে দেখে, তার পাশের মূর্তি, এমনকি দেওয়ালের 'ওঁ' টাকেও মন দিয়ে জরিপ করল। আবার চোখ কুঁচকে মিলিয়ে দেখতে দেখতেই উত্তেজিত স্বরে বলে—'রাজা...! এটা তো...'

—'ইয়েস! উলটো।' অধিরাজও উত্তেজিত—'গোটা ছবিটাই উল্টো! এমনকি 'ওঁ'টাও।'

—'কিন্তু উলটো কেন?'

সে এবার পায়চারি করতে করতে বলল—'কারণ ওটা রিফ্লেকশন মাত্র! আয়নায় যে প্রতিবিম্ব পড়ে তা সবসময়ই উলটো হয়! এটাও হয়েছে!

—'রিফ্লেকশন!'

—'ইয়েস, রিফ্লেকশন' অধিরাজ সজোরে শ্বাস টানে—'তুই শুনলে খুশি হবি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যে এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো লোকটার লাশটাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন মামা! সম্ভবত লাশটাকে মাটি চাপা দেওয়াও তাঁরই কাজ। কিন্তু খুনটা মামা করেননি।'

—'হোয়াট!' শিলাদিত্যর এতক্ষণের অভিমান মুহূর্তেই গায়েব। সে প্রায় লাফিয়ে উঠেছে—'কি বলছিস? তোকে রীতিমতো চুমু খেতে ইচ্ছে করছে রাজা! সত্যি!'

—'এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর নই। কিন্তু মোস্ট প্রব্যাবলি যেটা হয়েছিল তা হল মামা খুনটা হতে দেখে ফেলেছিলেন...। আর সেইজন্যই ইমেজটা অমন উলটো এঁকেছেন।'

—'কি করে?'

—'এইটার জন্য।' অধিরাজ আঙুল তুলে সামনের দিকে ইশারা করে।

সিঁড়ির ঠিক সামনাসামনিই একটা ঘর। সম্ভবত এটাই কাছারিঘর! আর সেই ঘরের ঠিক শেষপ্রান্তে একটা বিরাট মাপের আয়না! একদম সিঁড়িটার সোজাসুজি!

—'বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না! দেখেছিস?'

—'তুই...তুই কি বলছিস? বাবা ঐ ঘর থেকে...'

—'আমি বলছি না। অনুমান করছি মাত্র!' অধিরাজ বলে—'তোর বিশ্বাস না হলে কাছে গিয়ে দেখ। আমি এখান থেকেই স্পষ্ট আমাদের রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি আয়নাটায়!'

—'সে তো আমিও পাচ্ছি...কিন্তু...'

অধিরাজ শিলাদিত্যর মনের অবস্থা বুঝতে পারে। সে আস্তে আস্তে বলে—'দ্যাখ। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর নই যে ঘটনাটা এমনই ঘটেছে। কিন্তু মনে হয় খানিকটা এমনই। মামা সম্ভবত ঐ ঘরেই বসে আঁকছিলেন, বা অন্য কিছুতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজ করতে করতেই কোনভাবে চোখ গেল বেলজিয়াম গ্লাসের ঐ আয়নাটায়। তখনই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা চোখে পড়ল। ইমেজটা উলটো হলেও বুঝতে পারলেন কি ঘটছে! ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে একটা মানুষকে খুন হতে দেখলেন। ভয়ের চোটে চেঁচাতেও পারলেন না। সম্ভবত বাক্‌শক্তি কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিল!' সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—একজন সাদাসিধে নির্বিরোধী মানুষ যখন চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড দেখেন তখন তার রি-অ্যাকশন এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক। বেশিরভাগ মানুষই বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন! মামারও অবস্থা তাই হয়েছিল!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শিলাদিত্য অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল—'তাহলে সেক্ষেত্রে বাবা পুলিশ ডাকলেন না কেন? পুলিশ ডাকাটাই তো স্বাভাবিক ছিল।'

—'নাঃ।' সে মাথা নাড়ল—'প্রচণ্ড ভয় পেলে মানুষের চিন্তাভাবনা অত স্বাভাবিক থাকে না। আস্ত একটা খুন হতে দেখলে তো আরও বেশি থাকে না। তুই ভেবে দ্যাখ, তুই থাকলে কি করতিস? তোর চোখের সামনে একটা খুন হল! খুনীকে হয়তো একঝলক দেখতে পেলি। তখন তোর নিজের প্রাণের ভয়টাই বেশি চেপে ধরবে। খুনী যদি টের পায় তার কাজের একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে, তাহলে কি সে ছেড়ে দেবে? সাক্ষীটিকেও নিকেশ করবে! তুই সেই ভয়ে একটু আওয়াজও করতে পারলি না।'

—'হুঁ।'

—'তারপর যখন সে চলে গেল, তখন তুই হয়তো দৌড়ে গিয়ে দেখলি লোকটা বেঁচে আছে কিনা! হয়তো বোকার মতো তার বুকে বসানো ছুরিটা টেনে বের করার চেষ্টাও করলি! তারপর যখন মাথায় একটু বুদ্ধি জোগাবে তখন কি করবি? পুলিশ ডাকবি? পুলিশ তো এসে আগে তোকেই ধরবে! তোর ঘরে একটা আস্ত লাশ পড়ে আছে। ছুরির বাঁটে তোরই হাতের ছাপ! একটু আগেই ছুরিটা ধরেছিস! লোকটাকেও ছুঁয়েছিস হয়তো। হয়তো তার গায়ের রক্ত তোর হাতে অলরেডি লেগেও গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে পুলিশ ডাকতে যায় তার মতো তিস মার খাঁ কেউ নেই!'

—'বুঝেছি।'

—'মামা তখন ঠিক তাই করলেন যা যে কোন সাধারণ মানুষ করতো। কোনভাবে টেনেটুনে লাশটাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এলেন। বারমহলে লাশ রেখে মালির কাছে গেলেন বেলচা আর কোদাল চাইতে! তারপরের ঘটনা তুই বুঝতে পারছিস।'

শিলাদিত্য চুপ করে থাকে। তার মুখে ফের বিষণ্ণতা নেমে এসেছে—'বাবার ভয়ের কারণ এখন কিছুটা বুঝতে পারছি। কিন্তু বাবা কাউকে বললেন না কেন?'

—'কী বলতেন? তিনি একটা আস্ত লাশ পুঁতে রেখেছেন বাগানবাড়িতে এই কথা বলতেন? বলতেন লোকটার লাশ তার বাগানবাড়িতেই পড়েছিল? সেখানে আর কেউ ছিল না—অথচ তিনিও লোকটাকে খুন করেননি। এই থিওরি তোরা বিশ্বাস করতিস? অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেই তিনি বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ভয় থেকেই গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

যার ফলস্বরূপ প্রথমে ঐ পিকিউলিয়ার বিহেভিয়ার ও পরে কার্ডিয়াক অ্যাটাক।'

—'কিন্তু দুটো কথা বুঝতে পারছি না রাজা! চিঠিগুলো তবে মনমোহনবাবু কাকে লিখেছিলেন? বাবাকেই কি? আর মৃত্যুর আগে বাবা বারবার ঐ ত্রিমূর্তিটাই দেখালেন কেন?'

—'এই দুটো প্রশ্নের উত্তর যেদিন জানতে পারবো শিলা, সেদিন এটা আর রহস্য থাকবে না।'

অধিরাজ একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে। তার মুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেল ধোঁয়ায়!

—'ছবিটা আরেকবার ভালো করে দেখতে হবে। ঐ ছবিতেই কিছু আছে যা আমরা দেখতে পারছি না, বা বুঝতে পারছি না। ভালো করে দেখতে হবে... দেখতে হবে...।'

১০

—'সুরজিৎ, আমাকে একটা ফেভার করতে হবে ভাই।'

সুরজিৎ ট্র্যাফিকের লোক। অধিরাজের সঙ্গে তার বেশ ভালো সম্পর্ক। কখনও কখনও তার বাড়িতে আসে। এখন ও পেট্রোলিং-এ আছে। কিন্তু তার ঘোড়া-পুলিশ হওয়ার খুব শখ। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে বাইকের বদলে একটা ঘোড়া পাওয়ার। কিন্তু উপরমহল তাকে ঘোড়া দিতে নারাজ! একদিন কয়েক পাত্র পেটে যাওয়ার পর সে সখেদে বলেই ফেলেছিল—'দাদা, ঘোড়া না দিলে আমি আমরণ অনশন করবো।'

—'সেকি! ঘোড়ায় চড়ার এত শখ কেন তোমার? বাইকই তো ভালো!'

—'ধুসসস্। কোন শালা বলে বাইক ভালো...' বলেই তার মনে পড়ে গেল একটু আগেই এক ডাকসাইটে অফিসার কথাটা বলেছেন। সে জিভ কাটে—'সরি...সরি...দাদা...আপনাকে মিন করিনি কিন্তু।'

—'ওকে...ওকে...,' অধিরাজ হাসি চেপেছিল। অধস্তন কর্মচারীর সামনে কথায় কথায় হাসা উচিত নয়।

—'ভেবে দেখুন। সরকার বাইকের জন্য যে পেট্রোল খরচা দেয় তাতে কি কুলোয় আমাদের? ঐ খরচায় বাইক চালাতে হলে তো হয়েইছিল। তার উপর আমার বাইকটা দেখুন! কোন আকবরী আমলের লজঝড়ে মাল! ব্রেকটাও গিয়েছে! চেঞ্জ করবো তার উপায়ও নেই।'

—'হুঁ।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তার চেয়ে ঘোড়া কত সুবিধের দেখুন। তেলও লাগে না। স্টার্ট দেওয়ার ঝক্কিও নেই। ব্রেক খারাপ হওয়ার চান্সও নেই।'

অধিরাজ মাথা নাড়ে—সত্যিই অকাট্য যুক্তি!

—'তাছাড়া ছোটবেলায় রবিনহুডের গল্প পড়ে আমার নিজেকেও রবিনহুডের মতো ভাবতে ইচ্ছে করে। ফ্যান্টাসি আর কি! বাইকে চড়ে কি রবিনহুড হওয়া যায়। তার জন্য ঘোড়া লাগে...ঘোড়া...!'

সেই বেচারার রবিনহুড হওয়ার শখ এখনও যায়নি। মাঝখানে সরকার দয়াপরবশ হয়ে তাকে পেট্রোলিং থেকে সরিয়ে পাইলট ভ্যানের ডিউটি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তার ঘোড়ার দুঃখ যায়নি। শেষপর্যন্ত 'ধুত্তোর' বলে সে আবার পেট্রোলিং এ ফেরত এসেছে।

অধিরাজের প্রশ্নটা শুনে সে একেবারে লাফিয়ে পড়ে—'কী ফেভার, একবার বলে দেখুন স্যার, আপনার জন্য জানও হাজির।'

সে এবার সত্যিই হেসে ফেলল—'নাঃ, জান টান দিতে হবে না। কিন্তু একটা ইনফরমেশন দিতে হবে। ব্যাপারটা যদিও খুব লিগ্যাল নয়।'

—'কি যে বলেন স্যার, আমরা যে গাড়ি সাইড করে তোলা তুলি সেটা বুঝি খুব লিগ্যাল?' কথাটা বলেই দেখল অধিরাজ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। সে ফের জিভ কাটে— 'সরি...সরি...স্যার। বলুন কি করতে হবে।'

—'১৯৯১ সালের ২২শে অক্টোবর যশোহর রোডে ট্র্যাফিকের কে কে অন ডিউটিতে ছিল সে তথ্যটা এনে দিতে পারবে?'

—'১৯৯১ সালের ২২শে অক্টোবর!' সে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একটা মাছি সুযোগ পেয়ে তার মুখে ঢোকার চেষ্টা করছিল, হাত নাড়িয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলে—'কিন্তু স্যার...সেটা তো আপনি কন্ট্রোলরুম থেকেই জানতে পারেন!'

—'পারি। কিন্তু অফিসিয়ালি কাজটা করা একটু মুশকিল।'

—'অ!' সুরজিৎ বলে—'আপনি আনঅফিসিয়ালি জানতে চান। যশোহর রোড তো আপাতত দুই ঘোষের এরিয়া!'

—দুই ঘোষ?'

—'প্রদীপ ঘোষ আর অসিত ঘোষ।' সে বলে—'যশোহর রোডে এখন ওদেরই প্রতাপ! ওদেরই এখন পোয়াবারো! রাতের ট্রাকগুলো...'

অধিরাজ ফের কঠিন দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দেয়। সুরজিৎ ছেলেটা ভালো। কিন্তু বাজে কথা বলা তার একটা বদভ্যাস!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'সরি...সরি...স্যার...' সে কান চুলকোতে চুলকোতে বলে—'আমি ইনফরমেশনটা আপনাকে দিয়ে দেবো। আমার এক দাদা কন্ট্রোলরুমে আছে। ঐ পাড়াতুতো দাদা আর কি। আমি চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

—'চার-পাঁচ ঘণ্টা একটু বেশি দেরি হয়ে যায়। আগে জানালেই ভালো।'

অধিরাজ পকেট থেকে পাঁচশো টাকার নোট বের করে আনে।

—'একি স্যার, আপনি কেন? ছি...ছি...'

—'নাও। তোমার মেয়ে হয়েছে সে খবর পেয়েছি। ভেবেই নাও এটা একটা ছোট প্রেজেন্ট। মিষ্টি খেও।'

আবার আকর্ণবিস্তৃত জিভ কেটে সে টাকাটা পকেটে পোরে—'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। একঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে ওই দুই ট্র্যাফিকের পাব্লিকের নাম, ধাম, ঠিকানা সব দিয়ে দেব।'

অধিরাজের সহকর্মী পবিত্র পাশের টেবিল থেকে ব্যাপারটা নোটিস করছিল। সুরজিৎ চলে যেতেই হেসে বলল—'কি অবস্থা হয়েছে ট্র্যাফিকের! হায়ার অথোরিটিকেও বোধহয় কাজ করানোর জন্য ওদের ঘুষ দিতে হবে!'

অধিরাজ নিজের টেবিলে ফিরে এসে ত্রিমূর্তির ছবিটা দেখতে দেখতে বলল—'হুঁ, শুধু ট্র্যাফিক নয়—সবক্ষেত্রেই! শুনলাম সাউথ সিটিতে ফ্ল্যাট কিনেছ?'

পবিত্র কথাটার ভিতরে প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা খেয়ে থেমে গেল।

ছবিটা খুব মন দিয়ে দেখছিল অধিরাজ! টেম্পেরার ছায়া ছায়া পটভূমিকায় ছবিটা আঁকা! তিনজন মানুষ তিনদিকে তাকিয়ে বসে আছেন! কিন্তু ছবিটা সম্পূর্ণ নয়। ফাইনাল টাচ দেওয়া হয়নি।

তবে শিলাদিত্যর কথাই কি ঠিক? মামা কি এরপর চতুর্থ লোকটিকেও আঁকতেন?

সে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করে। টেম্পেরার ঘন লালচে প্রেক্ষাপটে ওটা কি? ঠিক তিনজনের মাথার মাঝখানে...! কালো কালো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে না? সাদা চোখে ধরা খুব মুশকিল! একেবারেই হাল্কা একটা ব্রাশস্ট্রোক। কিছু একটা ফুটে উঠতে চেয়েছিল যেন। কিন্তু সময়াভাবে হয়নি।

—'পবিত্র, আতসকাঁচ আছে?'

পবিত্র বিনাবাক্যব্যয়েই আতসকাঁচ এগিয়ে দেয়।

আতসকাঁচ দিয়ে দেখতেই ব্যাপারটা ফুটল! ওটা আরেকটা মানুষের মাথা!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু চার নম্বর ছবিটা নয়! এ ছবিটা একদম আলাদা! এখানে একটা মানুষের মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে! অর্থাৎ মুখ নয়, শুধু মাথার পিছনটা! কেউ যেন একদম উল্টোদিকে তাকিয়ে বসে আছে! পুরো অবয়বটা ফোটেনি! কিন্তু মাথার পজিশন দেখে বোঝা যায় যে ছবির চতুর্থ মানুষটি সম্পূর্ণ পিছন ফিরে আছেন। তার গোটা শরীরটা দেখা যাচ্ছে না! বোধহয় সেটা আঁকার সময় পাননি মামা!

অধিরাজ আবার নিজের মনে মনেই বলে—'স্ট্রেঞ্জ!'

তার মানে এটা ত্রিমূর্তির ছবি নয়! চারমূর্তির ছবি!

আচমকা তার সুরজিতের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎচমকের মতো কয়েকটা শব্দ মাথার ভিতরে যেন ফেটে পড়ল। কেঁপে উঠল অধিরাজ! এ কি হতে পারে!!! এও কি সম্ভব! এই ছবিটার মানে কি শেষে এই! ওঃ ঈশ্বর!

সে আতসকাঁচটা ঠক করে নামিয়ে রাখে! নাঃ, মামা সবটাই বলে গিয়েছেন! কিছুই বাকি রাখেননি!

অধিরাজ টেবিলের উপর থেকে ফোন তুলে নেয়।

—'হ্যালো সুরজিৎ। আমায় আরেকটি ইনফর্মেশন দিতে হবে তোমাকে। যশোহর রোডের আশেপাশে সব মিলিয়ে মোট কটা গ্যারাজ আছে?'

—'হয়ে যাবে স্যার।'

অধিরাজ ফোন নামিয়ে রাখে। তার বুকের ভিতরে দামামা বাজছে। সে মামার ছবিটার মর্মার্থ বুঝে গিয়েছে! এবার শুধু প্রমাণ পাওয়ার পালা!

১১

পাঁচশো টাকার কি মহিমা!

মুহূর্তের মধ্যেই দুটো ফ্যাক্স চলে এল। একটাতে গ্যারাজের লিস্ট, আরেকটাকে ট্র্যাফিক কনস্টেবলদের নাম।

অধিরাজ সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটালো। প্রথমে ট্র্যাফিক পুলিশদের জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু তারা কেউ মুখই খোলে না। সাফ সাফ জানিয়ে দিল, অতদিন আগের কথা তাদের স্পষ্ট মনে নেই। শুধু এইটুকুই মনে আছে যে অ্যাক্সিডেন্টে একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গিয়েছিল। এর বেশি কিছু বলতে পারবে না।

অনেক গ্যারাজ ঘোরার পর শেষপর্যন্ত মকবুল মিঞার গ্যারাজেই সাদা গাড়িটার খোঁজ মিলল। মকবুল মিঞা জানায় যে ২২ তারিখ দুপুরবেলায় একটা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

গাড়ি এসেছিল বটে। সাদা অ্যাম্বাসাডারই ছিল। গাড়িটার বনেট বসে গিয়েছিল। স্ক্র্যাচও ছিল!

—'আপনার মনে আছে লোকটাকে? যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন?'

—'খুব মনে আছে! যা গরগর কচ্ছিল! আর কি তাড়া!' মকবুল ফিসফিস করে বলে—'ছার, গাড়িতে রক্ত লেগেছিল! বুঝেছিলাম এ গড়বড়ে কেস! তাই গাড়িটার নম্বরও টুকে রেখেছিলাম।'

গ্যারাজের মালিকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অবাক হয় অধিরাজ।

—'নম্বরটা কি এখনও আছে আপনার কাছে?'

—'নিশ্চয়।'

মকবুর মিঞা খোঁজাখুঁজি করে গাড়ির নম্বরটা বের করে দেয়। সে এক ঝলক দেখে নেয় নম্বরটা। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে!

সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে শিলাদিত্যকে ফোন করে।

—'শিলা, বাড়িতে আছিস? বাড়িতেই থাক। কোথাও বেরোবি না। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। মামার ছবিটার মানে বুঝতে পেরেছি আমি।'

১২

—'খুনটা কেন করতে হল মেজমামা?'

অধিরাজের প্রশ্নটা শুনে শিলাদিত্য চমৎকৃত! সে গর্জন করে ওঠে—'রাজা কী বলছিস তুই? কাকে বলছিস?'

মৃণ্ময় কিন্তু খুব শান্ত দৃষ্টিতেই তাকালেন—'ওকে বলতে দাও শিলাদিত্য। কাকে খুন করেছি আমি?'

—'প্রত্যক্ষে দুটো খুন করেছেন আপনি, আর পরোক্ষে একটা!' অধিরাজ ঠাণ্ডা গলায় বলে—'প্রথমত ২২শে অক্টোবর, ১৯৯১ সালে একটা বাচ্চা মেয়েকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছেন। সেই দুর্ঘটনাকে চাপার জন্য টাকা খসিয়েছেন। সাধারণ ট্র্যাফিক কনস্টেবল কি জজ সাহেবের বিরুদ্ধে মুখ খোলে? কেউ মুখ খোলেনি। তাই ঘটনাটা চাপাই পড়ে গিয়েছে।'

—'প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

—'আছে। মা তারায় মেরামত করালে জানাজানি হতে পারে এই ভয়ে আপনি যে মকবুল মিঞার গ্যারাজে গাড়িটা মেরামত করিয়েছিলেন, দেরিতে হলেও তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি। সে আপনাকে দেখেছে, আইডেন্টিফাইও করতে পারবে। উপরন্তু সে গাড়ির টায়ারে রক্ত দেখে আপনার

Scanned by CamScanner

অজান্তেই গাড়ির নম্বর টুকে রেখেছিল। সে গাড়ির নম্বর মিলিয়ে দেখলেও দেখা যাবে যে সেটা আপনার পুরোন অ্যাম্বাসাডারেরই নাম্বার।'

—'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট'—

—'তবে মনমোহন ঝাঁ এর মৃত্যুটাকে কি বলবেন আপনি? ওটা তো খুনই।'

—'কে বলল আমি খুনটা করেছি?'

—'আপনার ভাই, তন্ময় চৌধুরীই বলে গিয়েছেন!' সে ত্রিমূর্তির ছবিটা তুলে ধরে—'এটাকে ত্রিমূর্তির ছবি ভেবে বারবার ভুল করছিলাম আমরা! আসলে এটা চারটে মূর্তির ছবি। চার নম্বর মূর্তিটা কমপ্লিট করতে পারেননি ছোটমামা! আসলে এটা বাগানবাড়ির চার জমিদারের চারদিকে বসে থাকার ফটো। আজকে যখন আমার এক অধস্তন কর্মচারী আমায় বলল—'দুই ঘোষের এলাকা' তখনই আমার হঠাৎ মনে হল যে—এভাবেও তো বলা যায়! বারাসাতের জমিদারদের টাইটেল ছিল সিংহ! তাহলে এটাকে—চার সিংহের ছবিও বলা যায়! চার সিংহ বললেই কি মনে পড়ে মামা? চারটে সিংহ চারদিকে মুখ করে বসে আছে যার মধ্যে তিনটে সিংহ প্রমিনেন্ট! অশোক চক্র ছাড়া আর কি হতে পারে! আর এখানে অশোক চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত একজনই আছেন! হাইকোর্টের জজসাহেব!'

—'ফাইন...বলে যাও।'

—'আপনি ল'এর লোক বলেই বাগানবাড়ি কেনার সময়ে ছোটমামা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানেই মনমোহন ঝাঁ-এর সঙ্গে আপনার দেখা হয়। মনমোহন আপনাকে দেখেই চিনতে পারেন! আপনিই সেই লোক যে তার মেয়েকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছিল। ব্যস, তারপর থেকেই শুরু হয় ব্ল্যাকমেলিং! সে চিঠি লিখে আপনাকে ভয় দেখায়। খুনের কেসের তামাদি হয় না। তার উপর সে বোধহয় আপনাকে এও বলে যে আপনার ভাইকে সব বলে দেবে!'

—'এটা কি তোমার অনুমান?'

—'বলতে পারেন—যুক্তিযুক্ত অনুমান। আসলে চিঠিগুলো সে ছোটমামাকে নয়, আপনাকেই লিখেছিল! একের পর এক চিঠি দিয়ে আপনাকে হুমকি দিচ্ছিল। আপনি ভয় পেয়ে যান। সে ১২ই অগাস্ট আপনাকে বাগানবাড়িতে দেখা করতে বলে। বোধহয় প্রথমেই তাকে খুন করার ইচ্ছে আপনার ছিল না। কিন্তু সে স্পট হিসাবে বাগানবাড়ি বেছে নিয়েছিল একটাই কারণে—যাতে ছোটমামাকে সে সব জানাতে পারে। কিন্তু আপনি তা কী করে হতে দেবেন?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ছেটিভাই, যে আপনাকে এত ভালোবাসে, তাকে সব জানতে দিতে পারেন কি করে আপনি? সেইজন্য...'

—'ব্যাপারটা মোটেই অত সিম্পল ছিল না।' এবার মৃন্ময়ের শান্তমুখে উত্তেজনার ছাপ লাগল—'আমি ওকে না মারলে ও-ই আমাকে মারতো। লোকটা একটা বদ্ধ পাগল। ওর মাথার ঠিক ছিল না। আমায় ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল।'

—'মাথা তো আপনারও ঠিক ছিল না। আপনি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে লোকটাকে মেরে দিলেন। তারপর চুপচাপ পালিয়ে এলেন। কেয়ারটেকার তখন মালির ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করছিল, সে কিছুই দেখতে পেল না। শুনতে পেল না।

যখন আপনাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল তখন সম্ভবত কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন ছেটিমামা। অথবা ছুরি খাওয়ার পর মনমোহনবাবু চেঁচাতে না পারলেও কোন শব্দ করেছিলেন। মামা চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালেন। পড়বি পড়, চোখ গিয়ে পড়ল আয়নায়। পুরো দৃশ্যটা উনি দেখলেন আয়নায়। কিন্তু ভয়ে টুঁ শব্দটি করলেন না। বরং উলটে ভয় পেয়ে মনমোহনের লাশটা পুঁতে দিলেন আমবাগানে।'

—'বলে যাও...শুনি আর কি কি জানো তুমি।'

—'ছেটিমামা এরপর অসম্ভব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। বলাবাহুল্য রীতিমতো ম্যানিয়াক হয়ে গেলেন। যা মুখে কাউকে বলতে পারলেন না তা ছবিতেই আঁকতে শুরু করে দিলেন।' অমিরাজ একটু থেমে বলে—'আপনি সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন চিঠিগুলো না পুড়িয়ে ফেলে। ঠিক কীভাবে সেটা পরিষ্কার নয়—কিন্তু চিঠিগুলো গিয়ে পড়ল সোজা ছেটিমামার হাতে। তিনি সেদিন খুনীর মুখ দেখতে পাননি—কিন্তু চিঠিগুলো পেয়ে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে খুনটা কে করেছিল। কাউকে বলতেও পারলেন না। নিজের দেরাজে এনে চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখে দিলেন।'

শিলাদিত্য চোখ গোলগোল করে শুনছিল। তার যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। অমিরাজ এসব কি বলছে। ও কি পাগল হয়ে গেল। শেষে মেজ জেঠু...।

—'আগে যে ভয়টা শুধু ভয়ই ছিল সেটা একেবারে দমবন্ধ করা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল। যে ঘটনার ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে বসেছিলেন সেই ঘটনার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশটি তার নিজের ঘরেই ঢুকে বসে আছে—এ শক আর সহ্য হল না। একটা মাইল্ড অ্যাটাক ছিলই। তার উপর আর চাপ নিতে পারলেন না। কার্ডিয়াক ফেইলিওর হয়ে গেল। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি খুনী কে সে সম্পর্কে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ইঙ্গিত দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তার না বলা কথাগুলো থেকে গেল তাঁরই আঁকা টেম্পেরাগুলোয়!'

অধিরাজ থামল—'দ্যাটস অল্।'

মৃন্ময় মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। এবার খুব শান্ত গলায় বললেন—'আমি এসব করতে চাইনি রাজা! মনমোহনকে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। বারবার বলেছিলাম ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। টাকাও দিতে চেয়েছিলাম। ও বুঝল না! বলল ভাইকে সব বলে দেবে। আমি সেই ভয়ে পড়ি কি মরি করে বাগানবাড়িতে পৌঁছলাম। ক্ষতিপূরণ দিতেও চাইলাম। কিন্তু ও উলটে আমাকেই মারতে এল। আমি কি করতাম রাজা!...কি করতাম তুমিই বল!'

—'জানি না।' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'শুধু এইটুকু বলতে পারি, যেটুকু প্রমাণ আছে আমার হাতে তা দিয়ে আপনাকে কাঠগড়ায় তোলা যাবে না! কিন্তু আপনার বিবেচনার উপর আজও আমার বিশ্বাস আছে। আমি আজও বিশ্বাস করি, আপনি একজন ভালো জজ!'

কথাটা বলেই সে বেরিয়ে যায়। তার পিছু পিছু শিলাদিত্যও।

মৃন্ময় আস্তে আস্তে তাদের গমনপথের দিকে চোখ তুলে তাকান। শিলাদিত্য কি তাঁর দিকে চূড়ান্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল?...

১লা অক্টোবর ২০১০

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় হেডলাইনে খবরটা পেল অধিরাজ। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মৃন্ময় চৌধুরী স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় বাষট্টি বছর! বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে বিপত্নীক মানুষটি কিছুদিন ধরেই হতাশায় ভুগছিলেন। বিশেষত তার ভাই তন্ময় চৌধুরীকে মৃত্যুর পর আরও ভেঙে পড়েছিলেন...ইত্যাদি ইত্যাদি...সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে তাঁর লেখা সুইসাইড নোট, যা মনমোহন ঝাঁ-এর মৃত্যু রহস্যের সমস্ত জট খুলে দিয়েছে।

এর ঠিক পাশেই সুইসাইড নোটের ফটোকপি—

মৃন্ময় লিখেছেন—"প্রিয় রাজা, তন্ময় সম্পূর্ণ নির্দোষ, মনমোহন ঝাঁকে আমিই খুন করেছি। তুমি সঠিক বলেছ। তিনটে মানুষকে খুন করেছি আমি। কিন্তু একটাও করতে চাইনি, বিশ্বাস করো। মনমোহনের মেয়েকে চাপা দিতে চাইনি—কিন্তু সে মুহূর্তেই ব্রেক ফেল হল! মনমোহনকে খুন করতে চাইনি—

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যদি ও নিজেই গোঁয়ারের মতো আমাকে খুন না করতে চাইত তবে এ হত্যাটা ও হত না।

আর তন্ময়। তাকে চিরকাল পুত্রসম ভেবে এসেছি। তার প্রাণ কী করে নিতে পারি! অথচ তা-ও সম্ভব হল। সবই অদৃষ্ট। আমি খুনী হতে চাইনি—তবু হলাম।

এরপর সত্যিই কি বেঁচে থাকার মানে থাকে? আমি মনে মনে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঠিক তখনই তুমি আমায় ধরে ফেললে, তুমি ছাড়া হয়তো কেউই আমাকে ধরতে পারত না। কিন্তু তবু তোমাকে শত্রু ভাবতে পারছি না। তুমি আমার বড় আদরের একমাত্র ভাগনে। জীবনে অনেক আইনের রক্ষক দেখেছি, কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই তোমার মতো সৎ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার দেখিনি। আইনের সামনে তুমি তোমার মামাকেও রেয়াত করোনি। আশীর্বাদ করি, অনেক উন্নতি হোক। আমার অভিজ্ঞতা বলছে অনেক দূর যাবে তুমি। কিন্তু সেদিন গর্ব করার জন্য আমি থাকবো না। একেই বলে—অদৃষ্ট। ভালো থেকো।

মৃন্ময় চৌধুরী

অধিরাজ আকাশের দিকে তাকায়। ব্যাপারটা দুঃখজনক ঠিকই কিন্তু...

এবারও জাজমেন্টে ভুল করেননি জজসাহেব। শুধু এর জন্যই তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

সে সবার অলক্ষ্যেই ভেজা চোখ মুছে নেয়...

Scanned by CamScanner

এবং...আত্মহত্যা?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com

প্রাক্‌কথন

তনিমাদেবী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রোজ রাতেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেন! দৃশ্যটা দেখলেই তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন দ্বিগুণ গতিবেগে চলতে থাকে! এ যেন ট্র্যাপিজের খেলার মতো অসহনীয়। দেখতে দেখতেই বুক গুড়গুড় করতে থাকে তাঁর। কি করছে মেয়েটা! একটু ফস্কালেই...

আজ এই নিয়ে সাতদিন হল। কাল রাতেও দেখেছেন সেই একই দৃশ্য। প্রথম প্রথম চিৎকার করে সাবধান করতেও চেয়েছেন। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। ফ্ল্যাট দুটো মুখোমুখি হলেও এখান থেকে আওয়াজ অতদূর যায় না। বরং সেই চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে তার স্বামী পরেশবাবু ছুটে এসেছিলেন— 'কি হল? কি হল...?'

তনিমা আপাদমস্তক কুলকুল করে ঘামছেন—'ঐ মেয়েটা কি করছে দেখো!'

'কে কি করছে?'

'ঐ যে! ওদিকের ব্যালকনিতে ...'

পরেশবাবু সামনের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে তাকিয়ে দেখলেন। বলাই বাহুল্য কিছুই দেখতে পেলেন না। রাতের অন্ধকারে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু চোখের চশমাটা ঠিক করে ভুরু কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছেন তিনি।

'ব্যালকনিতে কি?' তিনি অবাক—'কিছুই তো নেই!'

তনিমা ভয়ের চোটে চোখ বুঁজে ফেলেছিলেন। এবার চোখ খুলতেই একটা জবরদস্ত ধাক্কা লাগল। সত্যিই তো! ও ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে কেউ নেই। অথচ কয়েক সেকেন্ড আগেই তো দেখেছেন...।

তিনি বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নেন। কিন্তু উদ্বেগ কমে না! যা দেখেছেন তাকে নেহাৎ চোখের ভুল বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। কিছু তো গোলমাল আছেই।

রোজ রাতে ঠিক এগারোটার সময়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো তনিমার অভ্যাস। খাওয়া দাওয়ার পর আধঘণ্টা ব্যালকনির গাছেদের সঙ্গে কাটানো তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন। পরেশ এ নিয়ে হাসাহাসি করলে বলেন—'গাছ বলে কি প্রাণী নয়? আমার তো বরং ওদের সঙ্গে সময় কাটাতেই ভালো লাগে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সেদিনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গাছগুলোকে দুচোখ ভরে দেখছিলেন তিনি। আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোর আলো নিভে গিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার...

হঠাৎই চোখে পড়ল সেই হাড় হিম করা দৃশ্য!

উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা নাইটি উড়ছে ফুরফুর করে। চোখে কালো চশমা। হাতে স্টিক। সুমিতা।

প্রথমে কৌতূহল হয়েছিল। এত রাতে অন্ধ মেয়েটা বারান্দায় কি করছে। জ্যোৎস্নায় কালো চশমা স্পষ্ট। হাতের স্টিকটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ব্যালকনির একদম ধারে। রেলিঙের খুব কাছে।

তারপর যা দেখলেন তাতে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল। সুমিতা ঘনিয়ে এসেছে একদম ধারে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে পড়ল রেলিঙের উপরে। তার শরীরের গোটাটাই বাইরে। আলতো ভাবে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে। একটু ব্যালান্স এদিক ওদিক হলেই সপাটে বারোতলার উপর থেকে নীচে পড়বে।

কি করতে চায় মেয়েটা! আত্মহত্যা?

প্রচণ্ড আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তনিমা। পরেশ দৌড়ে এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা যেন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ব্যালকনি থেকে। যেন উবেই গিয়েছে স্পিরিটের মতো।

আজও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেন না তনিমা। ব্যাপারটা ঠিক কি হয়? রোজই মেয়েটা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। রোজই ভয়ে দুরুদুরু বুকে ঘটনাটা নীরব দর্শকের মতো দেখেন। সেই একই ভঙ্গি। সাদা নাইটি অল্প অল্প ওড়ে। রেলিঙের উপর ভর করে বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা। যেন এখনই লাফিয়ে পড়বে। দিল...এই বুঝি লাফ দিল...।

শেষপর্যন্ত অবশ্য লাফ মারে না। কয়েকমুহূর্ত পরেই ফের ফিরে যায় ঘরে। তনিমার মনে হয় মেয়েটা হয়তো আত্মহত্যা করতে চায় না। বরং যেন তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যই দাঁড়িয়ে থাকে অমন করে।

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! যে চোখে দেখতেই পায় না সে বুঝবে কি করে তার সামনের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে আরেকজন দাঁড়িয়ে মহা আতঙ্কে তাকিয়ে আছে এদিকেই!

তনিমারও কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এই দৃশ্যটা দেখার। রোজ রাতে তিনি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান, আর রোজই এই দৃশ্য।

সান্যালদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সদ্ভাব নেই। তবু একদিন রীতিমতো বাড়ি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সুমিতার সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু দরজার বাইরে থেকেই ফেরত আসতে হল। কারণ তখন ভেতরে যথারীতি খণ্ডযুদ্ধ চলছে।

'তুমি তো একেবারে পটের বিবি দেখছি। কেন সোনার অঙ্গ নাড়াতে কি খুব কষ্ট হয়। বললাম জলটা একটু নিয়ে খাও, সেটুকু তোমার দ্বারা হয় না। এমন দামী কাঁচের জারটা ভাঙলে তো।' ভেতর থেকে মিসেস সান্যাল, তথা মল্লিকার খ্যানখ্যানে গলায় চিৎকার—'পেয়েছ তো বিনা মাইনের চাকর-বাকর। তাই গায়ে লাগে না। করো যত পারো বাপের পয়সা ধ্বংস করো...।'

সেদিন কলিংবেল বাজানোর সাহসটুকুও পাননি তনিমা। বাইরে থেকেই ফিরে এসেছিলেন। তার সঙ্গে মনে মনে জন্মেছিল একটা ধিক্কার। ছিঃ—এর নাম মা! যে ভাষায় মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে তাতে সুমিতার জায়গায় তিনি থাকলে আগেই আত্মহত্যা করতেন।

কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলেটাও তদনুরূপ। সে আবার শখের থিয়েটার দল বানিয়ে বাপের পয়সা ওড়ায়। মায়ের চিৎকারে সে তাল মেলায় না বটে, কিন্তু সায় আছে। দিদিকে হ্যাটা করতে পারলে সে খুশিই হয়।

এমন একটি বিচিত্র ফ্যামিলির সঙ্গে সদ্ভাব করবে এমন মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে নেই। একমাত্র বাপ ও মেয়েটি ছাড়া আর সকলেই বোধহয় মানসিক রোগী!

রবিবার রাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই ভাবছিলেন তনিমা। ভগবানের কি আশ্চর্য নিয়ম। তার মতো মানুষও আছে যিনি সন্তানের মূল্য ভীষণ ভাবে বোঝেন।

আবার এমন মানুষও আছে যারা সন্তানকে হেলাফেলা করে। অথচ তারাই মা হতে পেরেছে।

কিন্তু তিনি পারেননি।

মনে মনে ভাবেন কি করে পারেন মল্লিকা অন্ধ মেয়েটাকে অত কড়া কথা শোনাতে। নাই বা হলো নিজের সন্তান। তবু একটা প্রাণী তো। একসঙ্গে থাকলে বাড়ির কুকুর বিড়ালটার প্রতিও মানুষের একটা মায়া জন্মায়। আর এতো একটা আস্ত মেয়ে! অন্ধ—অসহায়। শরীরে একটা খুঁৎ থাকলেও কি মিষ্টি দেখতে মেয়েটাকে। একটুও কী ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না? একটুও মায়া হয় না?

আর মিঃ সান্যালই বা কি? কোন প্রাণে চুপ করে সব সহ্য করেন। তাঁর নিজেরই তো মেয়ে। একটুও কী খারাপ লাগে না?

মনে মনে এসব কথাই ভেবে যাচ্ছিলেন তনিমা। ভাবতে ভাবতেই বিরক্তি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ক্রমশই বাড়ছিল সান্যালদের প্রতি। মানুষ এমন নিষ্ঠুরও হয়। বিরক্তির সঙ্গে অবিমিশ্রত ঘৃণার উদ্রেকও হচ্ছিল তাঁর...

ঠিক তখনই...আবার...আবার সেই দৃশ্য।

সুমিতা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ব্যালকনির দিকে। পরনে সাদা নাইটি। অদ্ভুত ব্যাপার। আজ আর চোখে কালো চশমাটা নেই। একমাথা চুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘাড় ছাড়িয়ে।

তনিমা ফের দমবন্ধ করে ব্যাপারটা দেখতে থাকেন। নির্বাক...বিহ্বল।

সে ব্যালকনির দরজা খুলে দু মিনিট দাঁড়াল। বোধহয় কিছু ভাবছে। মাথায় আলতো করে হাত বোলালো। তারপর আবার পা বাড়াল সামনের দিকে। রোজকার মতোই ব্যালকনি ঘেঁষে...!

তনিমা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ব্যাপারটা দেখছেন। আজ হাবভাব কেমন যেন অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে মেয়েটার। আগের চটপটে ভাবটা আর নেই। আজ যেন অনেক শান্ত, অনেক ধীর, স্থির। অল্প অল্প করে পা বাড়াচ্ছে। যেন মনে মনে কি ভাবছে।

সুমিতা একদম ব্যালকনির সামনে এসে দাঁড়াল। আজ কিন্তু রেলিঙের উপর আর উঠে দাঁড়াল না। বরং তনিমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন রেলিঙটা নড়বড় করছে। সুমিতা এগোচ্ছে...আগে...আরো আগে! পা টা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলিঙের গায়ে...।

পরক্ষণেই রেলিঙটা হুড়মুড় করে খুলে পড়ে গেল। ব্যালান্স হারিয়ে ফেলল সে। গোটা শরীরটা টাল সামলাতে না পেরে এক ঝাঁকুনিতে বাইরে! মুহূর্তের মধ্যে একটা আর্তচিৎকার...। তনিমা দেখলেন বারোতলা থেকে লাট খেতে খেতে নীচের দিকে সবেগে পড়ে যাচ্ছে একটা মানুষের দেহ!...তার সঙ্গে আর্তচিৎকার...

'বাঁ—চা—ও ... বাঁ—চা—ও...'

আর বেশি কিছু বলার অবসর মিলল না। নীচে প্রচণ্ড শব্দ। বহুতলের নীচে দাঁড়িয়েছিল একটা গাড়ি। দেহটা বারোতলার উপর থেকে তারই উপর আছড়ে পড়েছে। ঝনঝন করে ভাঙল গাড়ির কাঁচ।

তনিমার শুধু এইটুকু মনে আছে অজ্ঞান হয়ে বারান্দায় পড়ে যাওয়ার আগে একটা চিৎকার করে উঠতে পেরেছিলেন তিনি...!!!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

১

লাশটাকে খুব মন দিয়ে দেখছিল অধিরাজ।

মেয়েটা একেবারে সটান বারোতলা থেকে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মারুতি এইট হান্ড্রেডের উপর এসে পড়েছে। বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি গাড়ির ছাতটাও ধ্বসে গিয়েছে। গাড়ির কাঁচও চুরমার।

ফ্ল্যাটের নীচে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গিয়েছে। উপর থেকেও অনেকে সভয়ে তাকিয়ে নীচের দৃশ্যটা দেখছেন। ঘটনাটা রাতেই অনেকে টের পেয়েছিলেন। যাঁরা পাননি তাঁরাও সকালে এসে কৌতূহলে ভিড় জমাচ্ছেন।

'একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আত্মহত্যা স্যার।' অধিরাজের জুনিয়র অফিসার অর্ণব এসে বলল—'এমনকি একজন মেয়েটাকে ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়তেও দেখেছেন। আই উইটনেস আছে। অন্য কোন ব্যাপার নয়।'

'আত্মহত্যা হলে ব্যালকনির রেলিঙ সুদ্ধ পড়বে কেন? আমার তো সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে। মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যালকনির রেলিঙের স্ক্রু কোনকারণে ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই রেলিঙসুদ্ধই পড়েছে।'

অধিরাজ ঝুঁকে পড়ে দেহটা দেখছিল। তার হাতে সাদা গ্লাভস। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ-ফুট চার ইঞ্চি লম্বা হওয়ার ফলে অন্যদের তুলনায় তাকে একটু বেশিই ঝুঁকতে হয়। লম্বা হওয়ার জন্য তার সিনিয়রেরা অনেকেই পেছনে 'মনুমেন্ট' বলেও ডাকেন।

'না স্যার, মেয়েটি নিজেই হয়তো লাফিয়ে পড়েছে। ওর সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ছিল। অন্তত একজন এই দাবি করছেন।'

'একজন দাবি করছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। মেয়েটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছেন এক মহিলা। ঠিক উল্টোদিকের ফ্ল্যাটেই থাকেন। উনিই বললেন যে মেয়েটা রোজই সুইসাইড অ্যাটেম্পট করার কথা ভাবত। রোজই নাকি এসে রেলিঙের উপর দাঁড়াত। আর বারবার রেলিঙের ওপর চাপ পড়ায় হয়তো স্ক্রুগুলো ঢিলে হয়ে গিয়েছে।'

অধিরাজ অর্ধনিমীলিত রাগত দৃষ্টিতে তাকায়—'আর ভদ্রমহিলা স্রেফ দেখতেন? ট্র্যাপিজের খেলা দেখার মতো?'

অর্ণব কি বলবে ভেবে না পেয়ে ঢোঁক গিলল। বাদামি রঙের লম্বা যুবকটিকে তার অধস্তনরা একটু ভয় পায়। বয়েস ছেলেটার নিতান্তই কম। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, লম্বাটে ধারালো মুখের গড়ন আর রাগী

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

রাগী চোখ দেখলে যে কেউই সমীহ করবে। সকলেই মোটামুটি জানেন যে অধিরাজ ব্যানার্জি অন্যান্য অফিসারদের মতো বেশি চ্যাঁচানো বা লম্ফঝম্প করা পছন্দ করেন না। খুব অল্প কথাই বলেন তিনি। কিন্তু যেটুকু বলেন তাই হাড় হিম করার জন্য যথেষ্ট।

সে একটু চুপ করে থেকে মিনমিন করে বলে—'ইয়েস স্যার...।'

'তিনি কোথায় এখন?'

—'উনিও ইলেভেন্থ্ ফ্লোরে থাকেন। তবে ঐ দিকের ফ্ল্যাটে।' অর্ণব উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা দেখায়।

—'হুঁ।'

সে আস্তে আস্তে বলে—'তিনি কি তাঁর ঘরেই আছেন?'

—'ইয়েস স্যার।'

—'ঠিক আছে। ওনাকে পরে দেখছি। আগে ঐ মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কথা বলবো। তারা কোথায়?'

—'ইলেভেন্থ্ ফ্লোরেই...'

—'ওকে।' সে পিছন ফিরে কনস্টেবলদের নির্দেশ দেয়—'বডি পোস্টমর্টেমের জন্য চালান করে স্পটটাকে সিল করে দাও। আমি দেখতে চাই না পাবলিক হল্লা করে জায়গাটাকে ঘেঁটে দিচ্ছে। এটা আত্মহত্যা কি না তা এখনও ফুললি কনফার্মড নয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার?'

—'ইয়েস স্যার।'

এ ফ্ল্যাটের লিফটটা আবার কোন কারণে বিগড়ে গিয়েছে। অর্ণব সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অজানা কারুর উদ্দেশে শাপশাপান্ত করছিল। একেই বারোতলায় কেস! তার উপর লিফট বন্ধ। স্যার যেমন দিব্যি তরতর করে উঠছেন তাতে তার রীতিমতো লজ্জাই করছিল। ওদিকে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তার প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছে। ফর্সা মুখ চোখ লাল।

—'দিনে কটা ডন বৈঠক মারা হয় অর্ণব?'

অর্ণব আশা করেছিল যে এমন একটা খোঁচা খুব শিগগিরই আসতে চলেছে। মাত্র ছ-তলার সিঁড়ি ভেঙেই তার যে অবস্থা তাতে এ প্রশ্ন অবধারিত ছিল।

—'স্যার আজকাল আর তেমন...' সে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে লজ্জিত স্বরে বলে—'আসলে সময় পাই না।'

অধিরাজ তাকে একবার অপলক দেখে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়েছে—'আবার শুরু করে দাও। নেয়াপাতি বেড়েছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মনে মনে কয়েকবার জিভ কেটে বলল অর্ণব—'অফকোর্স স্যার...।'

বারোতলায় উঠে ঠিক ডানদিকের ফ্ল্যাটটাই সান্যালদের ফ্ল্যাট। দরজাতেই সোনালি রঙে নেমপ্লেটে বাড়ির সদস্য সদস্যাদের নাম লেখা আছে।

—'মিঃ কৃষ্ণদাস সান্যাল, মিসেস মল্লিকা সান্যাল...মিঃ অঞ্জন সান্যাল।' নেমপ্লেটটায় একবার আলগা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল অধিরাজ—'স্ট্রেঞ্জ!'

অর্ণব বোঝে না এতে 'স্ট্রেঞ্জে'র কি আছে। মানুষের বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট ঝুলবে এ আর আশ্চর্য কি। তাতে গৃহকর্তার নামও থাকাই স্বাভাবিক।

—'সবটাই স্বাভাবিক। আশ্চর্য একটাই। যে মেয়েটা মারা গিয়েছে তার নাম নেমপ্লেট দেখছি না।'

—'কেন? মেয়ের নাম তো আছে একটা...'

—'ওটা মিসেস। মেয়েটা অবিবাহিত। অতএব তার নামের আগে একটা মিস ঝুলবে। মিসেস নয়।' সে বিড়বিড় করে বলে—'স্ট্রেঞ্জ! মেয়েটার নাম নেমপ্লেটে নেই কেন?'

সান্যালদের ফ্ল্যাটের ভিতরে তখন যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল এক ভদ্রমহিলা আলুথালু বেশে বসে প্রলাপ বকছেন। অধিরাজ হাবভাব দেখে বুঝল ইনিই মিসেস সান্যাল। উল্টোদিকে এক ভদ্রলোক গুম মেরে বসে আছেন। চোখে রিমলেস চশমাটা নাক সংলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়েছে। যেন সেটাও 'লাফ মারবো...মারবো' করছে। সম্ভবত ইনি মিঃ সান্যাল। তার পাশেই সোফায় বসে আছে বছর উনিশ কুড়ির একটা ছেলে। কৃষ্ণদাস সান্যালের ছেলে।

উল্টোদিকে এক বছর তিরিশের যুবক শোকগ্রস্ত হয়ে বসেছিল। এটা কে সেটা ঠিক বুঝল না অধিরাজ। হয়তো পাড়া-প্রতিবেশীদের কেউ হবে।

ঘরে আরও নানা রকমের লোক বসেছিল। হাবভাব দেখে মনে হয় দুঃখ পাওয়ার চেয়ে মজাই বেশি পেয়েছে। অধিরাজকে ঘরে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাল তারা। কৃষ্ণদাসবাবুর মুখ ভাবলেশহীন। তার ছেলে অঞ্জনের চোখে একটা ভয়ের ছাপ পড়ল।

—'কিছু মনে করবেন না।' অধিরাজ বুঝতে পারছিল এই মুহূর্তে তার উপস্থিতি ঠিক অভিপ্রেত নয়, তা সত্ত্বেও সে আস্তে আস্তে নীচু স্বরে বলে—'জানি একটা মিসহ্যাপ হয়ে গিয়েছে...তবু একটা রুটিন এনকোয়ারি করতেই হবে।'

—'আর কি এনকোয়ারি করবেন অফিসার?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কৃষ্ণদাস ধীর স্বরে বলেন—'এটা তো আত্মহত্যার কেস! আমার মেয়েটা হয়তো আত্মহত্যা করেছে...'

উল্টোদিকের বছর ত্রিশের যুবকটি এতক্ষণ মুখ নীচু করে বসেছিল। হঠাৎ তড়াক করে স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠল। যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে।

—'বাজে কথা...বিশ্বাস করি না...আমি বিশ্বাস করি না এ আত্মহত্যা...বাজে কথা বলছেন আপনারা...এ খুন...প্রিপ্ল্যানড মার্ডার...!'

তার কথা শুনে সকলেই চমকে উঠেছে। অধিরাজ মুখের শান্তভাব বজায় রেখেই তার দিকে তাকায়—'আপনি...?'

—'প্রীতম...', কৃষ্ণদাসবাবু যেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ফুঁসে ওঠেন—'স্টপ টকিং জিবারিশ!'

—'হোয়াট জিবারিশ!' ছেলেটা আঙুল তুলে মল্লিকার দিকে দেখায়—'অফিসার, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন...দিনের পর দিন উনি মিতাকে মেন্টাল টর্চার করে গিয়েছেন কি না! কথায় কথায় উঠতে বসতে খোঁটা দিতেন। সবসময় অত্যাচার করতেন উনি মিতার উপর।'

কথাটা শোনার পরই মল্লিকার প্রলাপ আরও বেড়ে গেল। তিনি হাউ হাউ করে বলে যেতে থাকলেন যে তিনি মেয়েটার সৎমা হতে পারেন। কিন্তু কখনও তাকে মায়ের অভাব টের পেতে দেননি। বরং নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন মেয়েকে। সবসময় মাছের মুড়োটা তাকেই খেতে দিতেন। সবচেয়ে দামী জামা এ বাড়িতে সে-ই পরত। কখনও অন্যান্য সৎ মায়েদের মতো তাকে দিয়ে ঘরের কোন কাজ করাতেন না। চাকর-বাকর না এলে নিজে খেটে মরেছেন কিন্তু তাকে কোনদিন কুটোটিও নাড়তে দেননি...ইত্যাদি... ইত্যাদি...।

অধিরাজ চুপচাপ গোটা ভাষণটাই শুনল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই প্রীতম ফের বলে উঠেছে—'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। মিতাকে আপনি সারাদিন শুধু গালাগালি দিতেন। গায়ে হাতও তুলেছিলেন বেশ কয়েকবার! মিতা আমায় নিজে বলেছে।'

—'শাট আপ স্কাউন্ড্রেল!' চেঁচিয়ে উঠলেন কৃষ্ণদাস—'লজ্জা করে না বলতে? তোমার জন্যই আজ এই অবস্থা। মিতা তোমার জন্যই আত্মহত্যা করেছে।'

অর্ণব ফিসফিস করে—'স্যার, লেগে গিয়েছে।'

অধিরাজ তার দিকে একটা আগুনে দৃষ্টিপাত করতেই সে ফের ঢোঁক গিলে থেমে গেল।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কৃষ্ণদাসবাবু বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তাঁকে বাধা দিল অধিরাজ।

—'আপনাদের যদি পারস্পরিক দোষারোপ শেষ না হয়ে থাকে তবে আপাতত এখানেই ব্রেক দিন। আমরা একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে নিই। বাদবাকিটা না হয় তারপরই হবে।'

—'অফিসার আপনি জানেন না, এই ছেলেটা একটা অপদার্থ, একটা রাস্কাল। আমার মেয়েটাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করতো...'

—'এক মিনিট।' কড়া গলায় এবার বাধ্য হয়েই বলে সে—'তার আগে বলুন উনি কে?'

কৃষ্ণদাসবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলেন।

—'উনি কি বলবেন? আমি বলছি।' প্রীতম একটা রোষকষায়িত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি সুমিতার স্বামী।'

অর্ণব বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ শুনছিল মেয়েটা অবিবাহিত। এখন আবার শুনছে বিবাহিত। তার আবার স্বামীও আছে। সে একবার প্রীতমকে আপাদমস্তক দেখে নিল। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় গাঁজাখোর। একখানা লাল টি শার্ট পরে আছে। বুকের উপর কালো রঙের একটা কুমির আঁকা। পরনের জিন্সটা যে কতদিন ধোয়া হয়নি তা ভগবানই জানেন। সেটা আবার শতচ্ছিন্ন।

এই লোকটা সুমিতার স্বামী ভাবা যায় না!

—'সুমিতাদেবী বিবাহিত ছিলেন!' অধিরাজও বিস্মিত। কিন্তু মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়েনি—'কিন্তু একটু আগেই যে শুনলাম উনি অবিবাহিত ছিলেন!'

প্রীতম হাত দিয়ে চোখের কোল মুছছে—'আমরা তিন মাস আগেই বিয়ে করেছি। কিন্তু এই মহিলা...!' সে আবার মল্লিকাকে দেখায়—'এই মহিলার ভয়ে মিতা বাড়িতে কিছু বলতে পারেনি। আমিও ওর মুখ চেয়ে চেপে গিয়েছিলাম।'

—'সম্পূর্ণ বাজে কথা।' কৃষ্ণদাস ফের তেড়ে ওঠেন—'মিতা তোমার মতো ভ্যাগাবন্ডকে বিয়ে করতেই পারে না।'

—'আমার কাছে প্রমাণপত্র আছে, রেজিস্ট্রির কপি...'

—'পুরোটাই জাল।'

—'প্রমাণ করতে পারবেন যে জাল?'

অধিরাজ দেখল এ বিবাদ আপাতত থামার নয়। সে মল্লিকার দিকে তাকায়—

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ম্যাডাম প্লিজ...'

—'বলুন।'

—'আমরা একবার সুমিতার ঘরটা ভালো করে দেখতে চাই।'

তিনি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন—'আসুন...'

মল্লিকা এগিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে। তার পিছন পিছন গেল অধিরাজ আর অর্ণব।

—'স্যার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না?'

—'করবো।' অধিরাজ চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বলে—'আপাতত চুলোচুলিতে ব্যস্ত আছে। একটু বাদে যখন মারপিট করে হতক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন রুটিন কোয়ারি সেরে নেব। আপাতত সুমিতার ঘরটাই দেখি।'

সুমিতার ঘরটা বেশ বড়। তবে তেমন সাজানো গোছানো নয়। বরং উল্টোটাই। অর্ণব বোধহয় তার সারাজীবনে এমন অগোছালো ঘর কখনও দেখেনি। চতুর্দিকে জামা কাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিছানাটা একদম বারান্দার দিকে মুখ ফেরানো। অর্থাৎ বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেই কেউ বারান্দার একদম সোজাসুজি মুখ করে দাঁড়াবে। বিছানার ঠিক ডানদিকেই সুন্দর ছিমছাম অ্যাটাচড টয়লেট।

বাঁদিকে একটা ড্রেসিং টেবিল। তাতে সুন্দর করে গোছানো আছে কয়েকটা চিরুনি। একটা আবার হাতির দাঁতের। এখনও একগোছা চুল লেগে আছে তাতে। বেশ কয়েকরকমের বিদেশি পারফিউম। লাল নীল শিশিতে এক-এক রকমের ক্রিম। বডি স্প্রে, লিপস্টিক, আরও মেয়েলি প্রসাধনের জিনিসপত্র।

ড্রেসিং টেবিলের পাশেই একটা পড়ার টেবিল। তার উপর বই ছড়ানো রয়েছে। গোটা কয়েক খাতাও। পড়ার টেবিলের উপর সুন্দর শোকেসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই সাজানো। অধিরাজ উলটে পালটে দেখলেও বইগুলোর বিশেষ কিছুই বুঝল না। কারণ গোটাটাই ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা। খাতাগুলোও অনুরূপ। ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখার জন্য টেবিলের উপরে একটা টাইপ রাইটারও আছে। তার পাশে একতাড়া সাদা কাগজ।

—'দেখুন কি দেখবেন।' মল্লিকাকে ক্লান্ত লাগছিল। অধিরাজ তাকে চোখ কুঁচকে দেখছে। মহিলা দেখতে ভালো। যদি সবসময় ভুরু কুঁচকে না থাকতেন তবে বোধহয় তাকে আরও একটু ভালো লাগত। তাঁর চেহারায় মেয়েলি কমনীয়তার চেয়ে কাঠিন্যটাই বেশি প্রকট। নাকটা এতই উঁচু আর চোয়ালের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হাড় এতটাই শক্ত যে, যে কেউ দেখলেই বলে দেবে, ইনি খুব নমনীয় মহিলা নন!

—'অর্ণব, ভালো করে ঘরটা দেখো।' অধিরাজ বলল—'দেখো কিছু পাও কি না। আর বারান্দাটা ভালো করে দেখবে। দেখো কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে কি না। পারলে ব্যালকনি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্টও তোল। ফরেনসিকের কাজে লাগবে।'

'ওকে স্যার।'

অর্ণব চলে গেল আদেশ পালন করতে। এবার অধিরাজ একদম মল্লিকার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়—'ম্যাডাম, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল...!'

মল্লিকা ফের নাটকীয় ভঙ্গিতে মড়া কান্না কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই ফের প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। মেয়েটা তাঁর স্নেহে আর বাবার আদরে পুরো গোল্লায় গিয়েছিল। এমনকি ঐ বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো প্রীতমের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করত। না বলে বিয়েও করে ফেলেছে। এত স্নেহের এই প্রতিদান! ঐ হতভাগার সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাচ্ছিল বলেই তো ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন। তাই বলে আত্মহত্যা করবে! এভাবে বাবা মাকে বিনা কারণে ফাঁসানোর মানে কি!

অধিরাজ চুপ করে তার উচ্ছ্বসিত কান্নার বান সহ্য করল। এ বিষয়ে সে চিরকালই ধৈর্যশীল।

বেশ খানিকক্ষণ কান্নাকাটির পর মহিলা একটু জিরোনোর জন্য থামলেন।

—'ম্যাডাম, কাল যখন ঘটনাটা ঘটে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'মানে...মানে...,' মহিলা প্রায় চোখে অন্ধকার দেখলেন—'আপনি আমায় সন্দেহ করছেন...!'

—'না...না...তেমন কিছু নয়।' সে আলতো স্বরে বলে—'এটা একটা রুটিন প্রশ্ন।'

মল্লিকার চোখে অন্ধকার জমল—'আমি...আমি তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর একটু টায়ার্ড ছিলাম। একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিলাম।'

—'সুমিতাদেবী কি তখনও জেগেছিলেন?'

—'নাঃ, ও তো সাড়ে ন'টা নাগাদ রোজ শুয়ে পড়ে।'

—'কালও তাই পড়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ। সাড়ে নটা নাগাদই আলো নিভে গিয়েছিল ওর ঘরের।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ একটু ভাবে—'আচ্ছা, কিছুদিন যাবৎ কি আপনাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য চলছিল? কোনরকম অশান্তি?'

মল্লিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। নেহাৎই মামুলি।'

—'তবু শুনি।'

—'প্রীতমের সঙ্গে ওর মেলামেশাটা আমাদের কারুরই পছন্দ ছিল না। প্রীতম ওর প্রাইভেট টিউটর ছিল একসময়ে। তখন থেকেই মেলামেশা...' ঝাঁঝালো সুরে বলেন মল্লিকা—'একনম্বরের বজ্জাত ছেলে। ড্রাগসের নেশা আছে। কতবার যে মিথ্যা কথা বলে মিতার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তার হিসেব নেই।'

—'হুঁ।' সে বলে—'ওরা দুজনে যে বিয়ে করে ফেলেছেন সেটা আপনারা জানতেন?'

—'না বললে জানবো কি করে?' মল্লিকা বলেন—'আজই বলল তাই শুনলাম। যদিও আমার বিশ্বাস ওটা জাল...।'

—'আচ্ছা...' অধিরাজ মাটির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলে—'আপনি বললেন যে প্রীতমবাবু মিতাদেবীর কাছ থেকে টাকা নিতেন। কিন্তু মিতা দেবী টাকা পেতেন কোথায়? মানে ওনার সোর্স অব ইনকাম কি?'

—'মিতার সোর্স অব ইনকামের অভাব কি?' তিনি যেন একটু রেগেই বললেন— 'ওর মা তো ওর বাবার ব্যাবসার ফিফটি পার্সেন্টের পার্টনার ছিলেন। সেই শেয়ার আঠারো বছরের পর থেকেই মিতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে গিয়েছে। তার টাকা প্রতি বছর ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। তার উপর ওর মা ওর দাদুর একমাত্র সন্তান। দাদু বিরাট বড়লোক। তিনি মারা যাওয়ার পর আন্দাজ প্রায় আশি লাখ টাকা নগদ আর চল্লিশ লাখ টাকার প্রপার্টি মিতা পেয়েছে, ওর টাকার অভাব কিসের!'

—'মিতাদেবীর অবর্তমানে সে টাকা কে পাবে?'

—'ওর বাবা! আর কে আছে?'

—'কেন? ওনার স্বামী?'

মল্লিকা মুখটা বিকৃত করে বলেন—'প্রীতম? আমি মনেই করি না ও মিতার স্বামী। ওর কাগজপত্র সব জাল।'

—'জাল জানলেন কি করে?' অধিরাজের দৃষ্টি শাণিত হয়ে ওঠে—'আপনি কাগজ দেখেছেন?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মহিলার মেয়ালের হাত নড়ে ওঠে—'না। কিন্তু আমি জানি।'

—'যদি জান না হয় তবে তো প্রীতমবাবুই ওয়ারিশ।'

তিনি যেন জোরালো স্বরে বলেন—'ওটা জানই।'

অধিরাজ আর কথা বাড়ায় না। স্মিত হেসে বলে—'ঠিক আছে। আপনি কমার ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা ঘরটা দেখেই আসছি।'

মল্লিকার বোধহয় ইচ্ছে ছিল না ও-ঘর থেকে নড়ার। কিন্তু একরকম নেনতা মুখ করেই চলে গেলেন।

অর্ণব বারান্দায় আতশকাঁচ নিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজছিল। অধিরাজ আস্তে আস্তে সেদিকেই যায়।

—'কিছু পেলে?'

—'নাঃ স্যার। হয় এটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট, নয় আত্মহত্যা।' অর্ণব আতশকাঁচটা চোখ থেকে সরিয়ে নেয়—'

ব্যালকনিতে কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই।'

—'রেলিঙটা?' সে একটু ভেবে বলল—'ওটা দেখেছিলে?'

—'রেলিঙেও কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই স্যার।'

—রেলিঙে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই!' অধিরাজ অবাক দৃষ্টিতে তাকায়—'কি বলছ! তা কি করে হয়? ব্যালকনিটা আছে যখন তখন কেউ না কেউ এদিকে এসে রেলিঙ ধরে তো দাঁড়াবেই। বাদবাকিদের কথা ছাড়ো, এই ব্যালকনি থেকেই মেয়েটা লাফিয়ে পড়েছে। আর কারুর না থাক, তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো থাকবে!'

—নাঃ স্যার। কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।'

—'কই...দেখি?'

সে নিজেই অর্ণবের হাত থেকে আতশকাঁচটা টেনে নেয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে গোটা ব্যালকনিটাই দেখছে। কালান্তক রেলিঙটাও দেখল। কিন্তু আশ্চর্য! কোন ফিঙ্গারপ্রিন্টই নেই। একটা ছাপ পর্যন্ত নেই!

দেখতে দেখতেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেই চিরপরিচিত লব্জ...

—'স্ট্রেঞ্জ!'

সে বারবার পরীক্ষা করে দেখল। কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো দূর! সামান্য ছাপও নেই।

অর্ণব অবাক হয়ে অধিরাজের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখে একটা চিন্তার ছাপ। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। চোখ কুঁচকে গিয়েছে।

—'স্যার, এনি প্রবলেম?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'গোটাটাই প্রবলেম অর্ণব। ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকার মানে জানো?'

সে বোকার মতো মাথা নাড়ে।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকার অর্থ, কেউ ব্যালকনি আর রেলিঙকে ভালো করে মুছে দিয়েছে। এতটাই ভালো করে সাফা করেছে যে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্টও দেখা যাচ্ছে না!' অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে—'কিন্তু কেন? এটা আত্মহত্যার কেস হলে রেলিঙটা মুছে দেওয়ার দরকার পড়ল কেন?'

অর্ণব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। কথাটা বেশ লাগসই বলেছেন স্যার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকাটাই এ বিষয়ে অস্বাভাবিক।

—'চলো ভিতরে যাওয়া যাক।' অধিরাজ ভেতরের দিকে পা বাড়িয়েই থেমে যায়। বারান্দার ঠিক সামনেই পাপোশের উপর একজোড়া মেয়েলি জুতো। বেশ দামী ঘাসের চটি। সম্ভবত বিদেশি।

—এটা কি?' সে জুতোদুটো তুলে নেয়।

—'জুতো স্যার...'

—'জুতো তো আমিও দেখছি।' সে বলল—'কিন্তু এখানে কেন?'

—'আমি কি করে বলব স্যার?'

—'তা বটে।' অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'তুমি কি করে বলবে।'

সে জুতোটা তুলে ভালো করে দেখল। ছ-নম্বর সাইজের জুতো। এ বাড়িতে ঢোকার সময়েই সে দেখেছে যে সান্যালরা প্রত্যেকেই ড্রয়িংরুমে চটি পরে বসে আছেন। প্রত্যেকেরই পায়ে এইরকম চটিই ছিল। সবার পায়ে যখন চটি আছে, আর এই বেওয়ারিশ চটিটা সুমিতার ঘর আর বারান্দার মাঝখানের পাপোশে পড়ে ছিল, তখন সম্ভবত এই চটিটা সুমিতারই।

—'অর্ণব কখনও শুনেছ যে কেউ আত্মহত্যা করার আগে সযত্নে চটি খুলে পাপোশের উপর রেখে দিয়েছে?'

—'না তো...'

—'হুঁ।' সে আত্মমগ্নভাবেই বলে—'যে আত্মহত্যা করতে যাবে সে চটি খুলে রেখে যাবে কোন দুঃখে? যতদূর আমি জানি, সুইসাইডাল মানসিকতায় এত খুঁটিনাটি জিনিস মাথায় আসে না। যে আত্মহত্যা করবে সে জুতো পরেই আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা করার আগে জুতো খুলে রেখে যাবে কেন?'

অর্ণব কি বলবে ভেবে পায় না! স্যার একটা সামান্য জুতো নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন কে জানে! মেয়েটার শখ হয়েছিল জুতো খুলে আত্মহত্যা করার—করেছে! কিন্তু তা নিয়ে এত চিন্তার কী আছে!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ ঘরে ফিরে গেল। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটা দেখতে দেখতে তার মুখে চিন্তার ছাপ ফের প্রকট হয়ে উঠেছে। মাপা চোখে সে কি যেন খুঁজছিল।

—'কী খুঁজছেন স্যার?'

—'উঁ।' সে যেন ঘুম ভেঙে ওঠে—'তেমন কিছু না। ভাবছি এই দাগটা কিসের?'

অর্ণব অধিরাজের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল মেঝেতে কিসের যেন দাগ। কিছু ঘষার দাগ। যেন কিছু ঘষটে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খাটের ঠিক সামনেই দাগটা স্পষ্ট। ঠিক তার পাশেই ছোট ছোট চতুষ্কোণ দুটো সাদা দাগ। মার্বেলের মেঝে হলেও বেশ স্পষ্ট দাগটা।

—'কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ।' অর্ণব অবাক হয়ে বলে—'কিন্তু স্যার...'

—'টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ নয়।' অধিরাজ মাথা নাড়ে—'দাগটা শুধু বিছানার সামনে অবধি আছে। তারপর আর নেই। তাছাড়া এই স্কোয়্যার দাগগুলো কিসের? স্ট্রেঞ্জ!'

অর্ণব 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই' নিধিরাম সর্দারের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দাগটা যে কিসের তা সেও বুঝতে পারছে না!

—'যাক গে।' অধিরাজ উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শোনে। ভিতরের ঘর এখন শান্ত। সম্ভবত শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই থেমেছে।

—'মনে হচ্ছে শ্বশুর আর জামাই দুজনেই এখন ইন্টারভ্যাল দিয়েছে।' অধিরাজ ঘাসের চটি দুটো ফের তুলে নেয়—'চলো, বাকি রুটিন কোয়ারিটা সেরে নিই। তারপর যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, তার সঙ্গে কথা বলে আজকের মতো কাজে ইতি দেবো।'

—'আপনার কি মনে হয় স্যার?' অর্ণব কৌতূহলী—'আত্মহত্যা না...?'

—'বলা যায় না অর্ণব।' অধিরাজ চিন্তিত স্বরে বলে—'যখনই বিরাট প্রপার্টির ব্যাপার আসে তখনই দেখেছি আত্মহত্যা আর অ্যাক্সিডেন্টের প্রব্যাবিলিটি বড় বেশি বেড়ে যায়। আর এখানে তো ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার আর কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার!'

সত্যিই কৃষ্ণদাসবাবু আর প্রীতম দুজনেই হাঁফিয়ে পড়েছিলেন। কাঁহাতক আর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা যায়! বেশ কিছুক্ষণ দুজন দুজনকে গাল দেওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দুজনেই।

Scanned by CamScanner

—'যাক।' অধিরাজ মুচকি হাসে—'এখন যখন দুজনেই পেয়েছেন তখন কয়েকটা প্রশ্ন করা যাক।'

কৃষ্ণদাস আর প্রীতম পরস্পরের দিকে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করলেন।

—'কৃষ্ণদাসবাবু, কাল রাতে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

কৃষ্ণদাস ক্লান্ত স্বরে বলেন—'আমি গত সাতদিন ধরেই বাড়ি ছিলাম না। বিজনেসের কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। আমার ফেরার কথা ছিল না। কিন্তু খবর পেয়েই কাল রাত্রের ফ্লাইটে...'

—'যাওয়ার আগে সুমিতাদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তখন কি ওকে কোনভাবে আপসেট মনে হয়েছিল?'

—'আপসেট!' কৃষ্ণদাস অবাক হয়ে বলেন—'কই না তো!'

—'কোন মনোমালিন্য হয়েছিল আপনার সঙ্গে...'

—'সে তো খুবই সাধারণ।' তিনি আস্তে আস্তে বলেন—'বাবা মেয়েতে অমন সামান্য ঠোকাঠুকি তো হয়েই থাকে।'

—'কি বিষয়ে ঝামেলা হয়েছিল?

ভদ্রলোক প্রীতমের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন—'আমরা ওর আর প্রীতমের মেলামেশা পছন্দ করতাম না।'

অধিরাজ এবার প্রীতমের দিকে ফিরেছে—'আপনি কাল কোথায় ছিলেন?'

—'আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম।' সে অবাক হয়ে বলে—'আর কোথায় থাকবো?'

—'আপনার বাড়ি কোথায়?'

—'আমি ঢাকুরিয়ায় থাকি।'

—'শেষ কবে সুমিতাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

—'সাতদিন আগে...,' সে ও এবার অগ্নিদৃষ্টিতে সবাইকে মেপে নেয়—'তারপর তো ওরা মিতাকে বাড়িতেই আটকে রেখেছিলেন। আর দেখা করতে পারিনি।'

—'সাতদিন আগে...,' অধিরাজ একটু ভাবে—'তখন কি সুমিতাদেবীকে কোনও কারণে আপসেট লেগেছিল?'

—'আপসেট তো ও সবসময়ই থাকতো।' প্রীতম বলে—'সবসময়ই কাঁদতো আর বলতো—"নতুন মায়ের কথা আর সহ্য হয় না। দেখো একদিন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আমি ঠিক আত্মহত্যা করবো।" আমি ওকে বোঝাতাম। সান্ত্বনা দিতাম। বলতাম যে, এমন দিন বেশি দিন থাকবে না।'

কৃষ্ণদাসবাবু ফের তেঁড়েফুড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই অধিরাজ হাত নাড়িয়ে তাঁকে থামিয়েছে—'দেখা না হলেও ফোনে তো কথাবার্তা হত নিশ্চয়ই।'

—'হ্যাঁ, কালও কথা হয়েছিল।' কাল ও খুব কাঁদছিল আর বলছিল—'আমার আর ভালো লাগে না...আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।' প্রীতম ফুঁপিয়ে ওঠে— 'তখন কি জানতাম সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করবে?'

—'হুঁ।' সে আর কথা বাড়ায় না। কৃষ্ণদাসবাবুর বিপরীতে এক বছর কুড়ির যুবক চুপ করে মাথা নীচু করে বসেছিল। কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে অঞ্জন। এবার প্রশ্ন তারই উদ্দেশে— 'আপনি কাল রাতে কোথায় ছিলেন?'

—'আ...আ...আমি...,' অঞ্জন তোৎলাতে শুরু করে—'আমি কাল ছিলাম না...মানে বাড়িতে ছিলাম না...'

—'কোথায় ছিলেন?'

—'আমার থিয়েটারের দল আছে...তার শো ছিল...'

—'সারারাত শো ছিল?'

—'না, রাত এগারোটা অবধি...বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল...' অঞ্জন কেঁদে ফেলল—'এসে দেখি এই কাণ্ড...।'

সে অঞ্জনের আঙুলের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ বলল—'আপনার হাতটা একবার দেখি।'

—'হা...হাত...'

—'হ্যাঁ...হাতটা একবার দেখি...' সে তার অপেক্ষা না করেই অঞ্জনের হাতটা টেনে নিয়েছে। খুব মন দিয়ে আঙুল আর আঙুলের ফাঁকগুলো দেখছে। মিনিট খানেক নাড়াচাড়া করে হাত ছেড়ে দিয়েছে।

—'ঠিক আছে। আপাতত এখানেই এনকোয়ারি শেষ। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে ফের আরেকটু কষ্ট দেবো।'

অধিরাজ আর কথা বাড়ায় না। আপাতত জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নেই। এমনিতেই একটা বড় অঘটন ঘটে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ওদের বিনা কারণে আর জ্বালিয়ে কাজ নেই।

অর্ণব আর অধিরাজ ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। এখন গন্তব্য তনিমা চ্যাটার্জীর ফ্ল্যাট।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আপনি ছেলেটার হাতে কি দেখলেন স্যার?'

অধিরাজ মুচকি হাসে—'ছেলেটা এই বয়সেই পাক্কা গাঁজাখোর। ওর চোখ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তাই হাতটাও একবার দেখে নিলাম।'

—'এই বয়েসেই...'

—'এই বয়েসের ছেলে-মেয়েরাই তো বেশি খায়। শুধু গাঁজা কেন? ও ছেলে বোধহয় ড্রাগও নেয়।'

—'ড্রাগ...!'

—'হ্যাঁ। দেখে মনে হল।'

—'স্যার, আমার তো প্রীতমকে দেখেও নেশারু মনে হচ্ছিল।'

অধিরাজ আবার হাসে—'উনি তো আরও উচ্চদরের নেশাড়ু। উনি গাঁজা খান না। তবে হেরোইনের পাক্কা অভ্যাস আছে।'

—সে কি! বুঝলেন কি করে?'

—'নাক দেখে। লক্ষ্য করোনি? বারবার থেকে থেকে নাক টানছে। নাক দিয়ে অষ্টপ্রহর জল পড়ছে।'

—'সে তো সর্দির জন্যও হতে পারে।'

—'সর্দির নাক টানা একটু অন্যরকম। কেমন বলে বোঝাতে পারবো না। তবে দেখলে বুঝতে পারি। এ সর্দির নাকটানা নয়, হেরোইনের সিম্পটম।'

অধিরাজ কথাটা বলেই তনিমাদের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ালো।

২

তনিমা চ্যাটার্জী গভীর শকে ছিলেন। ভালো করে কথা বলতে পারছিলেন না। ভয়ে তাঁর মুখ রক্তহীন। পরেশ চ্যাটার্জী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। অমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখের সামনে দেখে বলাই বাহুল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।

একেই মনের এই অবস্থা! তার উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা এর মতো পুলিশি উপদ্রব! অধিরাজ ভদ্রমহিলার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বুঝল এই মুহূর্তে তাকে জেরা না করলেই ভালো হয়। তনিমার মুখে কেউ যেন মোমের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। অধিরাজকে ঘরে ঢুকতে দেখে রক্তহীন মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

কিন্তু ডিউটি! প্রশ্ন না করে উপায় নেই।

অধিরাজ খুব নরম দৃষ্টিতে দেখল মহিলার দিকে। পুলিশি চাউনিটা এই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মুহূর্তে আর নেই। খুব কোমল কণ্ঠস্বরে বলল—'বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। কিন্তু বুঝতেই পারছেন তো...এইরকম একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আপনি একমাত্র আই উইটনেস। তাই...কয়েকটা প্রশ্ন করবো—জাস্ট রুটিন এনকোয়ারি।'

ভদ্রমহিলা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছেন। তার গলার হাড় সামান্য নড়ল।

—'বেশিক্ষণ সময় নেবো না ম্যাডাম...জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন।'

এইবার আস্তে আস্তে বললেন তনিমা—'বলুন।'

—'কাল রাতে ঠিক কী দেখেছিলেন আপনি...?'

প্রশ্নটা শেষ করার আগেই তিনি সজোরে কেঁদে উঠলেন। অধিরাজ লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এমন পরিস্থিতির সামনে পড়তে তার ভালো লাগে না। পেশায় প্রায় কসাইয়ের কাজ করলেও কসাইয়ের মতো নিষ্ঠুর এখনও হয়ে উঠতে পারেনি সে।

অতএব কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল। ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে শান্ত হলেন।

টেবিলের উপরেই কাঁচের জারে জল রাখা ছিল। তার পাশে গ্লাস। অধিরাজ নিজেই জলের গ্লাসে জল ভরে নীরবে তনিমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তিনি ফের উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তার দিকে।

—'রিল্যাক্স। উত্তেজিত হবেন না।' সে সস্নেহ স্বরে বলে—'নিন, জল খান।'

তনিমা জলের গ্লাসটা তার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। মনে হল খানিকটা যেন আশ্বস্তও হয়েছেন। জল খেয়ে মুখ মুছে গ্লাসটা সরিয়ে রাখলেন।

—'রিল্যাক্স।' সে মিষ্টি হাসল। এমনিতে তার চোখ দুটো বেশ রাগী রাগী হলেও হাসলে অদ্ভুত মিষ্টি লাগে।

—'ভয় পাবেন না। একদম ধীরে সুস্থে ভেবে বলুন। কাল ঠিক কি হয়েছিল?'

তনিমা আস্তে আস্তে যা যা দেখেছেন তার সবটাই বলেন। এমনকি গত সাতদিন ধরেই যে তিনি ঐ দৃশ্য দেখে চলেছেন তাও বললেন। বলতে বলতেই তিনি অসম্ভব ঘামছেন দেখে অধিরাজ উঠে গিয়ে একবার পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে এল। আরেকবার ইশারায় পরেশকে বলল এ সি-টা বাড়িয়ে দিতে।

—'আপনি মেয়েটিকে বরাবর একাই দেখেছেন। কখনও মনে হয়নি তার পিছনে কেউ আছে? কিংবা আশেপাশে কেউ...?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'নাঃ। মেয়েটি একাই থাকতো। কখনও ওর আশেপাশে কাউকে দেখিনি আমি।'

—'কাল রাতে যখন ঘটনাটা ঘটে তখন কি ওদের ফ্ল্যাটের সমস্ত আলো নেভানো ছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবে আপনি ওকে দেখতেন কী করে?'

—'ল্যাম্পপোস্টের আলোটা ওদের ব্যালকনিতে পড়ত। আমাদের হাউজিং কমপ্লেক্সের রাস্তায় রাতের বেলায় প্রচুর ল্যাম্পপোস্ট জ্বলে।'

—'ওঃ।' অধিরাজ লক্ষ্য করল ভদ্রমহিলা ঢোঁক গিলছেন বারবার।

—'আরেকটু জল খাবেন?'

তনিমা মাথা নেড়ে বললেন যে খাবেন।

—'আচ্ছা...,' গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতেই বলে অধিরাজ—'আপনি এই ঘটনার কথা মেয়েটির বাড়িতে জানানোর চেষ্টা করেননি? মানে...মেয়েটি যে সুইসাইডের কথা ভাবছে বা চেষ্টা করছে সেটা তার বাবা-মাকে জানানোর কথা মনে হয়নি আপনার?'

—'বিশ্বাস করুন...,' তনিমা অধিরাজের হাত চেপে ধরেছেন—'আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। এমনিতে সোসাইটিতে কেউই ওদের খুব একটা পছন্দ করে না। আমার ওদের সঙ্গে আলাপ নেই। ঐ সামান্য 'হাই...হ্যালো' হয় আর কি! তা সত্ত্বেও আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে...।'

অধিরাজ তাঁর হাতের উপর নিজের হাত আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে রাখে। অর্ণব তার কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে যাচ্ছিল। স্যার যে এমন কোমল ভাবেও কথা বলতে পারেন তা তার চিন্তার অতীত।

—'তারপর? কি হল? বলতে পেরেছিলেন ওদের?'

—'না, তখন ওখানে দক্ষযজ্ঞ চলছিল। আর ঢোকার সাহস হয়নি।'

—'দক্ষযজ্ঞ!'

তিনি গোটা ব্যাপারটা খুলে বলেন। শুনে অধিরাজ চিন্তিত মুখে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সান্যাল পরিবারের প্রতি শুরু থেকেই তার বিতৃষ্ণা হয়েছিল। এখন তনিমার কথা শুনে যেন সেটা আরও বাড়ল।

—'হুম।' সে আস্তে আস্তে বলে—'মেয়েটির যা পারিবারিক পরিস্থিতি, তাতে তার আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক নয়।'

—'ও আত্মহত্যাই করেছে!' তনিমা ভেঙে পড়লেন—'গত সাতদিন ধরে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ও ঐ রেলিঙের ওপরে এসে দাঁড়াচ্ছিল। পরও ওকে রেলিঙের গায়ে ঝুঁকে পড়ে কিছু করতে দেখেছিলাম। বোধহয়...বোধহয়...।'

'বোধহয়...?'

'বোধহয় ও স্ক্রুগুলোই খুলছিল।' তিনি ভাঙা গলায় বলেন—'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি...।'

অধিরাজের কপালে ভাঁজ—'আপনি ঠিক জানেন ও স্ক্রু খুলছিল?'

'জানি না।' তনিমা ঢোঁক গিললেন—'তখন বুঝিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...'

'আচ্ছা। ঠিক আছে।' সে নরম সুরে বলে—'একটা কথা মনে করে বলতে পারবেন?'

—'বলুন...'

—'আপনি সাতদিন ধরে যা যা দেখেছেন, কালও অবিকল তাই-ই হয়েছিল? এমন কিছু দেখেছেন কি যেটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে? বা অন্যরকম মনে হয়েছে?'

তিনি বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। যেন কালকের দৃশ্যটা ফের ভাবার চেষ্টা করছেন।

—'হ্যাঁ, কাল ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়েছিল।'

অধিরাজ সোজা হয়ে বসে।

—'কাল ও দরজার সামনে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। কেন ঠিক জানি না।' তনিমা বললেন,—'তাছাড়া অন্যান্য দিন যেমন তাড়াহুড়ো করে হাঁটে ঠিক তেমন হাঁটছিল না। একটু যেন সতর্ক।'

—'আর কিছু?'

—'হ্যাঁ...মনে পড়েছে...,' তিনিও সোজা হয়ে বসেছেন—'কাল ওর চোখে কালো চশমাটাও ছিল না।'

—'কালো চশমা?'

—'হ্যাঁ। ব্লাইন্ডরা যে জাতীয় চশমা পরে সেই রকম চশমা পরে রোজ এসে দাঁড়াত। কাল সেই চশমাটা চোখে ছিল না।'

—'কালো চশমা! স্ট্রেঞ্জ!'

—'হ্যাঁ। দূর থেকে তো অত বোঝা যায় না। আমার ব্যালকনি থেকে মুখ খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কালো চশমাটা বোঝা যেত। ওটা আর স্টিক দেখেই বুঝতাম ওটা সুমিতা।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ একটু চুপ করে যায়। কি যেন মনে মনে ভাবছে। অর্ণব দেখে স্যারের মুখ বেশ গম্ভীর। চোখদুটো কেমন যেন অন্যমনস্ক। এ দৃষ্টি সে চেনে। স্যার কিছু অস্বাভাবিক খুঁজে পেয়েছেন। যার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না!

—'মিসেস চ্যাটার্জী। একটু আপনার ব্যালকনিটা দেখতে পারি?'

—'হ্যাঁ...আসুন।'

তনিমা উঠে গেলেন। অধিরাজ আর অর্ণব তাঁকে অনুসরণ করল।

তনিমার ব্যালকনিটুকু ভারি চমৎকার। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। টবে ছোট ছোট ফুলগাছ দিয়ে সুন্দর সাজানো। গাছগুলো বেশ সতেজ। দেখলেই মনে হয় রীতিমত যত্ন করা হয়।

অধিরাজ একদম উল্টোদিকের ব্যালকনির মুখোমুখি দাঁড়াল। এখান থেকে ওদিকের ভিউ বেশ স্পষ্ট। একদম প্রমিনেন্ট মুখ না বোঝা গেলেও মোটামুটি কি হচ্ছে, কি ঘটছে—তা ভালোই দেখা যায়।

—'মেয়েটি ওখানেই এসে দাঁড়াত তাই না?' ওদিকের ব্যালকনিটা দেখিয়ে বলল অধিরাজ।

—'হ্যাঁ, প্রথমে রেলিঙ ধরে দাঁড়াত। তারপর রেলিঙের উপরে উঠে...'

—'রেলিঙ ধরে দাঁড়াতে দেখেছেন আপনি?'

—'হ্যাঁ' বেশ জোরালো গলায় বলেন তনিমা—'রোজই রেলিঙ ধরে দাঁড়াত প্রথমে...।'

অধিরাজ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে—'ঠিকই ধরেছি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দেওয়া হয়েছে।'

—'কিছু বললেন?'

—'উঁ?' সে যেন এবার সচেতন হয়—'নাঃ, কিছু নয়। থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইন্ড কো-অপারেশন।'

তনিমাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অধিরাজ। মনে মনে বোধহয় কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। অর্ণব তাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করল না। সে জানে একটু পরেই স্যার মুখ খুলবেন।

ঠিক তাই হল। একটু পরেই অধিরাজ বিরক্ত হয়ে নিজেই বলে—'কেসটায় কিছুই মিলছে না অর্ণব। চতুর্দিকে শুধু অসঙ্গতি আর অসঙ্গতি!'

—'স্যার?'

—'অদ্ভুত নয় তো কি? একটা অন্ধ মেয়ে ব্যালকনিতে এসে রোজ দাঁড়ায়।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

রেলিঙ ভেঙে পড়েও যায়। অথচ অ্যাক্সিডেন্ট কেস নয়। ধরে নিলাম সে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে ব্যালকনির রেলিঙের স্ক্রু আগের দিন রাতে এসে খুলবে কেন? অথচ ব্যালকনির রেলিঙ থেকে সব ফিঙ্গার প্রিন্ট হাওয়া। তাছাড়া অত কষ্ট করবে কেন? রেলিঙ টপকে লাফ মারলেই তো হত! এমনকী আত্মহত্যার আগে সাতদিন আত্মহত্যার রিহার্সালও দেয়। তাও আবার কালো চশমা পরে!'

—'কালো চশমা তো অন্ধরা পরেই থাকে স্যার। এতে অস্বাভাবিক কী?'

—'গোটাটাই অস্বাভাবিক।' অধিরাজ বলে—'অন্ধরা চশমা পরে কেন? অন্ধ চোখ দুটো দুনিয়ার সামনে থেকে ঢাকার জন্য। বিকৃত চোখ কাউকে দেখাতে চায় না বলে। কিন্তু নিজের ঘরে, নিজের বাড়িতে, রাতের বেলায় নিভৃতে সে নাকের উপর একটা চশমা দিয়ে রাখবে কোন যুক্তিতে? বাড়ির লোকেদের কাছে তার লুকোনোর কিছু নেই। রাতের বেলায় নিজের ঘরে তো চশমা পরার আরও মানে হয় না। যেখানে সে একা, তাকে দেখার আর কেউ নেই—সেখানে সে খামোখা একটা চশমা পরবে কেন? গোটাটাই ইললজিক্যাল।'

সে একটু থেমে বলে—'এতেই শেষ নয়। শেষ দিন তার চোখে কালো চশমাটা ছিল না। সেটাই বরং স্বাভাবিক। কিন্তু সে আবার আত্মহত্যার আগে জুতোজোড়া খুলে সরিয়ে রাখে! মিসেস চ্যাটার্জী বললেন না দরজার সামনে মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল? আসলে জুতোজোড়া খোলার জন্য থেমেছিল। আশ্চর্য! যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে তার প্রাণের মায়া নেই। অথচ জুতোর জন্য কি মায়া! পিকিউলিয়ার!'

অধিরাজ ছটফট করতে করতে হেঁটে বেড়াতে থাকে—'কাজের সঙ্গে বিহেভিয়ারের কোন মিল নেই। সাতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে আত্মহত্যা করে কেউ শুনেছ কোনদিন! অদ্ভুত...অদ্ভুত...!'

—'স্যার, জুতোর মধ্যে কিছু নেই তো?' অর্ণব একটু ভেবে বলে—'হয়তো এমন কিছু যা খুব দামী...যা নষ্ট হোক মেয়েটি চায়নি।'

অধিরাজ অবাক দৃষ্টিতে অর্ণবের মুখের দিকে তাকায়। তার মুখে প্রশংসার ছাপ।

—'বাঃ, অর্ণব! তুমি যে হঠাৎ যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছ। গুড থিঙ্কিং। হ্যাঁ...হতে পারে এমন কিছু...অন্তত হওয়া আশ্চর্য নয়।'

অর্ণব মনে মনে নিজেরই পিঠ চাপড়াবে কিনা ভাবছিল। তার আগেই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সিনিয়র অফিসার বললেন—'তাহলে এক কাজ করো। তোমারই যখন মাথায় এসেছে তখন তুমিই বরং আরেকবার সান্যালদের ফ্ল্যাটে যাও। সেখান থেকে সুমিতার সটিফুটি আর ওদের কাছ থেকে ওর কোন মেডিক্যাল প্রেসক্রিপশন বা সার্টিফিকেট থাকলে নিয়ে এসো। আর পারলে ঐ রেলিঙটাকেও ফরেনসিকে পাঠিয়ে দাও। গোটা ঘটনা থেকেই বড় আঁশটে গন্ধ আসছে।'

—'মেডিক্যাল সার্টিফিকেট?'

—'হ্যাঁ। দেখা দরকার যে মেয়েটি বহুদিন ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিল কিনা। অন্তত তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলে ভালো। কিংবা তার ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস ছিল কি না।'

অর্ণব বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। কি কুক্ষণে যে কথাটি বলতে গিয়েছিল! এখন তাকে ফের ঐ বারোতলার সিঁড়ি ভাঙতে হবে!

৩

—'আহা! এ একেবারে বিলিতি ঘাসের চটি।' পবিত্র জুতোজোড়া খুব মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে—'ফার্স্ট ক্লাস জিনিস। কোথায় পেলে?'

অধিরাজ মুচকি মুচকি হাসে—'ওটা ভিকটিমের জুতো পবিত্র। খালি হাতে নেড়ে চেড়ে এভিডেন্সের বারোটা বাজিও না।'

—'ভিকটিমের জুতো!' পবিত্র হতাশ হয়ে জুতোটা সরিয়ে রেখেছে—'আমি ভাবলুম তুমি বোধহয় আমার জন্য এনেছো।'

অধিরাজ হাতে গ্লাভস পরে জুতোটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—'তোমার জন্য পারলে পটাশিয়াম সায়ানাইড আনা উচিত ছিল। দেখি ডক্টর চ্যাটার্জীকে ম্যানেজ করে কিছু পাই কি না।'

—'এই...এই....' পবিত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে টেবিলের উপরে—'ভালো মনে করিয়েছ। আমার বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেড়েছে। আমার বৌ কয়েকদিন ধরে পটাশিয়াম সায়ানাইডের বায়না করছে।'

—'ইঁদুরকে খাওয়াবে?' অধিরাজ মনোরম ভ্রূভঙ্গি করে বলে—'না তোমায়...?'

—'নিজে খাবে।' পবিত্র বলে—'বিয়ের পাঁচ বছর বাদে বুঝতে পেরেছে যে আমার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া ভালো ছিল। তাই...আর কি...!'

অধিরাজ অন্যমনস্ক ভাবে হাসে। তার উগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন কিছু যেন

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

খুঁজে বেড়াচ্ছে জুতোটাতে। টিপে টিপে দেখছে যে জুতোর ভিতরে কিছু আছে কি না। কিন্তু তেমন কিছু বোঝা গেল না।

—'এত টেপাটেপি করছ কেন? জুতোর মধ্যে গুপ্তধন আছে না কি?'

—'উঁ' অধিরাজ সম্বিৎ ফিরে পায়—'নাঃ, কিছুই নেই। নেহাৎই সাধারণ ঘাসের চটি।'

—'তুমি কি ভাবছিলে? ওর ভিতরে মোহর আছে? অথবা একটা হীরে...'

—'উঁহু?' সে মাথা ঝাঁকায়—'ওসব কিছু নেই। কিন্তু কিছু তো আছেই... নয়তো...'

বলতে বলতেই সে থেমে গিয়েছে। ঘাসের চটির উপরে যেখানে আঙুলের ছাপ পড়ে সেই জায়গাটা খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলে...'এটা কি...!'

—'কি? গুপ্তধনের নকশা?'

—'না।' সে উত্তেজিত হয়ে ডাকে—'অর্ণব...অর্ণব।'

অর্ণব বেচারা চেয়ারে বসে একটু জিরোচ্ছিল। অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অফিসে ঢুকেই একখানা দেড় লিটারের জলের বোতল ঢকঢক করে শেষ করেছে। আপাতত ফ্যানের তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কিন্তু বসের ডাকে ফের দৌড়ে এসেছে।

—'ইয়েস স্যার?'

—'ফরেনসিক এক্সপার্ট ডক্টর চ্যাটার্জীকে একটা ফোন মারো তো।' অধিরাজ উত্তেজিত—'জিজ্ঞাসা করো যে সুমিতার পায়ে কটা আঙুল আছে?'

—'আঙুল?'

—'হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করো যে ওর দুটো পায়ে কটা করে আঙুল আছে?'

অর্ণব বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না যে আত্মঘাতিনীর পায়ের আঙুলের সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক কি!

তবু কিন্তু কিন্তু করতে করতে সে ফোনটা করেই ফেলে। না করে আর যায় কোথায়। বসের অর্ডার বলে কথা।

—'হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জী?'

ওপাশ থেকে উত্তর এলো—'কোন সন্দেহ নেই অর্ণব যে ডক্টর চ্যাটার্জীই বটে।'

অর্ণব ডক্টরের কথায় হেসে ফেলে—'হ্যাঁ স্যার, অফিসার ব্যানার্জী জানতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

চাইছেন যে আজ সকালে যে সুইসাইডাল কেসটার বডি এসেছে তার পায়ে কটা আঙুল আছে?'

—'অফিসার ব্যানার্জী? মানে রাজা?'

—'ইয়েস স্যার।'

—'তার জানার ছিল যখন, তখন তিনি কোথায়? তুমি ফোন করছো কেন?'

অর্ণব কি বলবে ভেবে পায় না। ডক্টর চ্যাটার্জী মাঝেমধ্যেই এমন আলটপকা কথা বলে ফেলেন।

—'আজকাল কি মোবাইলে কথা বলতেও তার অসুবিধে হচ্ছে না কি? না ল্যাজ মোটা হয়েছে তার? দাও...দাও, ফোনটা তাকে দাও দেখি...'

অর্ণব অগত্যা ফোনটা অধিরাজকেই দিয়ে দেয়।

—'হ্যাঁ স্যার...,' অধিরাজ নরম গলায় বলে

—'তুমি এত উন্নাসিক কবে হলে?'

একখানা বাউন্সার! অধিরাজ একটু হকচকিয়ে যায়—'স্যার?'

—'যা তোমার জিজ্ঞাস্য সেটা জুনিয়রকে দিয়ে করাচ্ছ কেন?' ডক্টর চ্যাটার্জীর গলায় রাগ রাগ—'এরপর কোন জুনিয়র অফিসারের ফোন আমি ধরবো না বলে রাখলাম! অসীম চ্যাটার্জী চুনোপুঁটিদের সঙ্গে কথা বলে না।'

—'খেয়েছে!' অধিরাজ বিড়বিড় করে বললেও চ্যাটার্জী সাহেব শুনে ফেলেছেন কথাটা...

—'কি?'

—'কিছু না স্যার...'

সে কণ্ঠস্বর আরও নরম করে উপর্যুপরি বেশ কিছুক্ষণ তৈলপ্রদান করে। অনেক হাওয়া-টাওয়া দেওয়ার পর যখন ডক্টর চ্যাটার্জী একটু ঠান্ডা হলেন তখন ফের প্রশ্নটা করল—'স্যার, মেয়েটির পায়ের আঙুল...'

—'ইয়েস, পাঁচটা।'

—'দু-পায়েই?'

—'কোন সন্দেহ নেই যে দু-পায়েই'...ডক্টর চ্যাটার্জী ফের উষ্ণ—'নয়তো কি আমি তোমায় ভুল বলছি?'

—'না...না...তা কেন?' সে আরও বিনয়ী—'আচ্ছা, এটা কি আত্মহত্যা বলেই মনে হয় আপনার? রেলিঙটা দেখেছেন ভালো করে?'

—'আচ্ছা বিপদ! দেখব না তো কী? রেলিঙের স্ক্রুগুলো আপনা থেকে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ঢিলে হয়ে যায়নি। তেমন হলে নাট, স্ক্রুতে জঙ থাকত। কিন্তু এগুলো একদম নতুন। দেখলেই বোঝা যায় যে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খোলা হয়েছে। এমনকি রেলিঙের গায়ে স্ক্রু-ড্রাইভারের আঁচড়ও দেখেছি আমি। স্ক্রু খুলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার আঁচড় লাগিয়েছে। সব মিলিয়ে যা বুঝছি, তাতে আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হবে?'

—'না, তবু একটা রিকোয়েস্ট ছিল...'

—'বলো।'

—'মেয়েটির নাইটিটা একবার ভালো করে দেখবেন? যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছু পাওয়া যায়। অথবা পিঠের দিকে কোন হাতের তালু বা পাঁচ আঙুলের ছাপ দেখা যায়...।'

ডক্টর চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর শান্ত গলায় বলেন—'সে তো দেখতেই পারি। কিন্তু ব্যাপারটা কী রাজা? তুমি কি সন্দেহ করছ যে এটা খুন? আত্মহত্যা নয়?'

—'না, স্যার।' সে বলল—'আপাতদৃষ্টিতে তো আত্মহত্যাই মনে হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীও আছেন। তিনি নিজের চোখে মেয়েটকে পড়ে যেতে দেখেছেন।'

—'তবে? তারপরও খুঁতখুঁত করছ কেন? ঝামেলা তো চুকল।'

—'তবু স্যার...রুটিন কোয়ারি। একদম শিওর হয়ে যাওয়া ভালো।'

—'তোমার রুটিন কোয়ারির ঠ্যালায় দেখছি আমায় ওভারটাইম করতে হবে।' ডক্টর চ্যাটার্জী হেসে উঠলেন—'ঠিক আছে। আমি দেখছি। আজ রাতের মধ্যেই বলে দিতে পারবো যে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে কি না।'

—'থ্যাঙ্কস স্যার...'

ফোনটা কেটে দিয়ে অর্ণবকে ফিরিয়ে দেয় অধিরাজ। তার কপালের ভাঁজগুলো বেশ প্রকট। সে চিন্তিত দৃষ্টিতে জুতোটা দেখে যাচ্ছে। দেখতে দেখতেই ঠোঁট কামড়ে উচ্চারণ করল সেই শব্দটা।

—'স্ট্রেঞ্জ!'

অর্ণব বুঝতে পারে না জুতোর মধ্যে স্ট্রেঞ্জের কি আছে। নিতান্তই তো একটা ঘাসের জুতো। তার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কি আছে?'

প্রশ্নটা করতেই অধিরাজ জুতোজোড়া তাকে দেখাল।

—'এই দেখো।' জুতোর ঠিক যেখানে পায়ের আঙুলের ছাপ পড়ে সেখানে আঙুল রেখে সে বলে—'কটা আঙুলের ইম্প্রেশন দেখতে পাচ্ছ?'

Scanned by CamScanner

অর্ণব ভালো করে দেখে। পাঁচটা আঙুলের ছাপ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

—'স্যার...আমি তো পাঁচটাই...'

—'খুব মন দিয়ে দেখো। একদম সাইডে...'

এবার ব্যাপারটা অর্ণবের কাছে পরিষ্কার হল। দুটো চটির একদম সাইডে আবছা ভাবে আরেকটা ছোট ছাপ দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা আঙুলের চাপ খানিকটা ঢেকে দিয়েছে বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আরেকটা ছোট্ট আঙুলের ছাপ কড়ে আঙুলের সঙ্গে মিলেমিশে পাশেই রয়েছে।

—'স্যার...এ তো...!'

—'হ্যাঁ, অর্ণব।' অধিরাজ জুতোটাকে সরিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে আনতে আনতে বলে—'ছটা আঙুলের ছাপ। ঘাসের চটি বলেই ছ নম্বর আঙুলটার ইম্প্রেশন দেখা গেছে। অন্য স্যান্ডাল হলে এত সহজে বোঝা যেত না।'

অর্ণব ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করে। তবে কেসটা কি অন্যদিকে এগোচ্ছে? কোন গোলমেলে দিকে মোড় নেবে?

—'কিছু গোলমাল আছে অর্ণব।' অধিরাজ সিগ্রেটের প্যাকেটটা অর্ণবের দিকে এগিয়ে দিয়েছে—'ঘটনার যে দিকটা আমাদের দেখানো হচ্ছে, তার পেছনেও আরও কিছু লুকিয়ে রয়েছে—এমন কিছু যা আমাদের চোখে পড়ছে না। ডু ওয়ান থিং...'

—'ইয়েস স্যার?'

—'সান্যাল পরিবারের প্রত্যেকের ঠিকুজি কুলুজি হাজির করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ধোঁয়ায় অধিরাজের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়—'দেখো, কারুর নামে পুলিশ রেকর্ড আছে কি না। এমনকি প্রীতমকেও বাদ দেবে না। সবার ইতিহাস জানা জরুরি।'

—'ওকে।'

—'আরও একটা ইনফর্মেশন চাই আমার।'

অধিরাজের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগল শুনতে—'ঐ পরিবারের কার পায়ে ক-টা আঙুল আছে সেই তথ্যটাও আমার চাই। ছ-আঙুলওয়ালা লোক বা মহিলাটিকে সত্যিই এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন আমার।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

৪

অর্ণব সারাদিন ধরে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ জড়ো করছিল। কৃষ্ণদাসবাবুর অফিস, প্রাক্তন স্ত্রীয়ের বাড়ি, অঞ্জনের থিয়েটার ক্লাব, প্রীতমের পাড়া—সব জায়গায় ঘুরে এসেছে সে।

উত্তেজনার চোটে তার নাওয়া খাওয়া কথা মনেই ছিল না। সমস্ত দিন বাইরে টো টো করে ঘুরে যখন সে ফের অফিসে ফিরল ততক্ষণে তার পেটে চিনচিন করছে ক্ষিদে। গলা শুকিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে যে একটু বসতে পেলে বাঁচে!

ফিরে এসে দেখে অফিস প্রায় ফাঁকা। অনেকেই চলে গিয়েছেন। অর্ধেক আলো নিভে গেছে। কিন্তু স্যার তখনও কম্পিউটারের সামনে বসে একমনে কী যেন দেখছেন। সম্ভবত সকালের ঘটনাটার স্পট থেকে তুলে আনা ছবি কম্পিউটারে ফেলে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করছেন। হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। চোখ কুঞ্চিত।

—'স্যার...'

—'এসো অর্ণব।' অধিরাজ তার উল্টোদিকের চেয়ারটা এগিয়ে দেয়—'বোসো।'

অর্ণব বসে পড়েছে। তার মুখ দেখে অধিরাজ কিছু আন্দাজ করে থাকবে। সে নিজের জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়েছে—'নাও, জল খাও। তারপর বল কি খবর আনলে।'

অর্ণব চোঁ চোঁ করে গ্লাসটা শেষ করে ফেলেছে। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মুখ মুছে বলে—'স্যার, এই ফ্যামিলিটা বোধহয় জেল খাটায় রেকর্ড করেছে!'

অধিরাজ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়।

—'ফ্যামিলিতে এমন একটা লোক নেই যে একবারের জন্য অন্তত শ্রীঘরের মুখ দেখেনি। একমাত্র সুমিতা বাদে মোটামুটি প্রত্যেকেই একবার করে শ্বশুরঘর করে এসেছেন।' অর্ণব বলে—'ওটা ফ্যামিলি না আসামীদের গেট টু-গেদার!'

—'মানে?'

—'বাড়ির কর্তা থেকে ছেলে এমনকি জামাই অবধি সবার নামেই কেস চলছে বা চলেছে।' অর্ণব আস্তে আস্তে জানায়—'কৃষ্ণদাসবাবুর প্রথমা স্ত্রীয়ের মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। তার মৃত্যু হয়েছিল আগুনে পুড়ে। কৃষ্ণদাসবাবুর প্রথমা স্ত্রীয়ের মা-বাবা জামাইয়ের বিরুদ্ধে মেয়েকে নিজের অবৈধ প্রেমিকা-কাম-

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সেক্রেটারির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আগুনে পুড়িয়ে মারার চার্জ আনেন। দুজনকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল পুলিশ। কিন্তু শেষ অবধি প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর কৃষ্ণদাসবাবুর সেই অবৈধ প্রেমিকা-কাম-সেক্রেটারিই তাঁর বৈধ স্ত্রী হন।'

—'মানে এই স্ত্রী।' অধিরাজ একমুহূর্ত ভাবল। তার হাতে একটা পেন্সিল। সে পেন্সিলটা মুখে ভরে দিয়ে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছে। একটু থেমে ফের মুখ খুলল...

—'যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী!' পেন্সিলটা মুখ থেকে নামিয়ে এনে সে এবার টেবিলের উপর আঁকিবুঁকি কাটছে—

—'ছেলে আর প্রীতমের সম্বন্ধে কি জানলে?'

—'ছেলেটিও উপযুক্ত ছেলে স্যার।' অর্ণব নড়েচড়ে বসে—'থিয়েটার করে একথা ঠিকই, কিন্তু অসম্ভব বদরাগী। থিয়েটার ক্লাবের লোকেরা ওকে নিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়। নেশা করে যাকে তাকে পিটিয়ে দেয়। উপরন্তু কয়েকদিন আগে একটি ছেলেকে এমন মার মেরেছে যে সে বেচারার 'যায় যায়' অবস্থা।'

—'হুঁ বলে যাও...'

'এমনকি এই জাতীয় গুণ্ডামি করার জন্য একবার জেলেও গিয়েছিল।' সে আস্তে আস্তে বলতে থাকে—'ওদের সঙ্গে একটি মেয়ে থিয়েটার করত। অঞ্জন তাকে ভীষণ বিরক্ত করত। অশ্লীল কথাবার্তা বলত। এমনকি একবার তার বাড়ি বয়ে গিয়ে ব্যাপক হল্লাও করেছিল। মেয়েটির বাবা-মা পুলিশ কেস করেন। অঞ্জন গ্রেফতার হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাসবাবু তার প্রভাব খাটিয়ে তাকে হাজত থেকে বের করে আনেন। তবে সে কেস এখনও চলছে।'

—'বাঃ, চমৎকার ফ্যামিলিটি তো!' অধিরাজ হেসে বলে—'আর প্রীতমবাবু? তার খবর কি পেলে?'

—'তিনিও কিছু কম যান না।' অর্ণবও হাসে—'তিনি আগে এমন হতভাগা বেকার ছিলেন না। রীতিমতো চাকুরে ছিলেন। একটা বড় কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টসে কাজ করতেন। কিন্তু ২০০৭ সালে দুর্মতি হল। হয়তো হেরোইনের নেশার জন্যেই। একটা মোটা পেমেন্ট গাপ করে দিলেন। তহবিল তছরুপের কেস হল। হাজতবাস হল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা গেল না। তাই তিনি ছাড়া পেয়ে গেলেন।'

—'সেকি! ছাড়া পেয়ে গেলেন কি করে?'

—'মেইন অভিযোগকারী ছিল না যে! যে কোম্পানির পেমেন্ট ঝেড়ে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দিয়েছিলেন সেই কোম্পানির এম ডি তার নিজেরই প্রাইভেট সেক্রেটারির হাতে মারা পড়েন। শোনা যায় নারীঘটিত কেলেঙ্কারি কিছু ছিল। তার জন্যই...!'

—'নারীঘটিত কেলেঙ্কারি!' অধিরাজ টেবিলের উপর পেপারওয়েটটাকে ঘোরাচ্ছে— 'কি টাইমিং! তখনই লোকটাকে মারা পড়তে হল। নয়তো আজ প্রীতমবাবু শ্রীঘরে থাকতেন।'

অর্ণব হাসল।

—'এখন প্রশ্ন হল যে টাইমিংটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?' অধিরাজ চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে—'না, ইচ্ছাকৃত?'

—'ইচ্ছাকৃত হওয়ার চান্স নেই স্যার।' অর্ণব বলে— 'যখন কোম্পানির এম ডি মারা যান, মানে খুন হন, তখন প্রীতম জেলে ছিল। তার পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া খুনের পরই ভদ্রলোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফেরার হয়। আর তার সঙ্গে প্রীতমের কোন সম্পর্ক ছিল না। দুজন দুজনকে চিনতোও না।'

—'ফাইন।'

—'তারপর জেল থেকে ছাড়া পেলেও চাকরিটা ফেরত পেলেন না প্রীতমবাবু। একটা এন জি ও সংস্থা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ব্রেইল পদ্ধতিতে ট্রেনিং দিয়ে-টিয়ে অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়া শোনার জন্য কাজে লাগায়। এরপর ওর টিচার হিসাবে সুখ্যাতিও হয়েছিল। ভালো পড়াতেন।'

অধিরাজ শুনতে শুনতে আপনমনে পেপারওয়েট নিয়ে খেলা করছিল। ঠক করে একটা শব্দ। সে পেপারওয়েটটা সজোরে রেখেছে টেবিলের উপরে।

—'মোটামুটি এই হল সামারি।' অধিরাজ বলল—'মনে হচ্ছে আরও একটু হোমওয়ার্ক করতে হবে। যাই হোক। ছ-টা আঙুলের খোঁজ পেলে?'

—'হ্যাঁ স্যার।' অর্ণব বলে—'ও বাড়িতে দুজনের পায়ে ছ-টা আঙুল আছে। অঞ্জনের আর মল্লিকাদেবীর।'

—'মা, ছেলে দুজনেই ছেকো! চমৎকার!' সে অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে ফের কম্পিউটারের দিকে দেখছে। কম্পিউটারে এখনও ঝকঝক করছে সকালে তোলা স্পটের ছবিগুলো। বিশেষ করে বেডরুমের ছবিগুলো বেশি মন দিয়ে দেখছিল অধিরাজ। বিছানার সামনে চৌকো চৌকো সাদা সাদা দাগগুলো কিসের তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি সে। বারবার বোঝার চেষ্টা করছিল যে দাগগুলো কোথা থেকে এল। বেশ ভারি কিছু ঘষটে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ। কি? তাহলে কি মেয়েটাকে আগেই মেরে কেউ টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল বারান্দা থেকে? তবে তনিমা কি দেখলেন?

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সে মনোযোগ দিয়ে বারবার ছবিগুলো দেখছিল। তাছাড়া তার মনে আরেকটা প্রশ্নও উঠে আসছিল। তনিমা বলছিলেন যে পড়ার সময়ে মেয়েটি চিৎকার করেছিল। যে আত্মহত্যা করছে সে চিৎকার করবে কেন?

কেন কে জানে তার মনে বারবার খুনের সম্ভাবনাটাই আসছিল। আত্মহত্যা ভাবলে অনেক জিনিস অস্বচ্ছ থাকছে। খুন ভাবলেও যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

অধিরাজ আড়চোখে তাকালো টেবিলের উপরে রাখা কাগজপত্রের দিকে। ওগুলো সুমিতার মেডিক্যাল রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশন। মেয়েটির এই বয়েসেই ডায়াবেটিস ছিল। হয়তো মানসিক অবসাদেও ভুগতো। কারণ এক সাইকিয়াট্রিস্টের প্রেসক্রিপশনও পাওয়া গেছে। রাতে মেয়েটি ঘুমের ওষুধ খেত তাও জানা গেছে প্রেসক্রিপশন থেকেই।

মোটামুটি এই খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোই জানা গেল মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে।

অধিরাজ অর্ণবকে দেখল। ছেলেটাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। সারাদিন তো কম ধকল যায়নি তার। মুখ শুকিয়ে কাঠ।

—'ওকে অর্ণব।' সে মিষ্টি হেসে ঘড়ি দেখছে—'তুমি এবার এসো। কাল দশটার মধ্যে রিপোর্ট করো। ওকে?'

অর্ণব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সে একখানা বিগলিত হাসি হেসে উঠে দাঁড়ায়। হয়তো ভেবেছিল স্যারও তার সঙ্গে বেরোবেন। কিন্তু অধিরাজ যথারীতি কম্পিউটারে চোখ রাখছে দেখে অবাক হয়ে বলল—'আপনি উঠবেন না স্যার?'

—'একটু কাজ আছে অর্ণব।' সে হাসল—'তুমি এসো। অনেক ধকল গেছে তোমার।'

—'ওকে স্যার...'

অর্ণব আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেল।

অধিরাজ তার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের গভীর মনোযোগ দিয়ে ফটোগুলো দেখছে। তার মনে একের পর এক প্রশ্ন আর থিওরি উঠে আসছিল। মেয়েটি সাতদিন আগে থেকে আত্মহত্যার প্র্যাকটিস করছে কেন? আত্মহত্যা করার জন্য সানগ্লাস পরার কী দরকার? মৃত্যুর আগে নিতান্তই সাদাসিধে জুতোজোড়া খুলে রেখেছিল কেন সে? জুতোয় যে ছ-আঙুলওয়ালার পায়ের ছাপ আছে সেটা কার? ব্যালকনিতে আর রেলিঙে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নেই কেন? তার বেডরুমে ঐ সাদা সাদা ছোপটা কিসের? ঘরের দাগটাই বা কিসের?

সে ভাবতে ভাবতেই ক্লান্তভাবে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দেয়। ব্যাপারটা কেমন প্রহেলিকা ঠেকছে। মেয়েটা ডিপ্রেশনে ভুগছিল। বাড়িতে সুখ ছিল না তার। নিজের মায়ের মৃত্যুর পিছনে যে দুটি লোকের ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা আছে তাদের সঙ্গেই জীবন কাটাচ্ছিল সে। মনেও শান্তি না থাকাই স্বাভাবিক। নিজের অক্ষমতার জন্য হয়তো মানসিক কষ্ট খানিকটা হলেও ছিল। তার উপর সৎ মায়ের এমন প্রাণান্তকর ব্যবহার! সহ্য করাই মুশকিল।

এ সমস্তই তার আত্মহত্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। এমন পরিস্থিতিতে যে কেউ আত্মহত্যা করতে ছুটবে...

কিন্তু সুমিতার জীবনের আরেক দিকও তাকে ভাবাচ্ছিল। যে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে সেই মেয়েটিই আরেক যুবককে প্রেম করে বিয়ে করতে গেল কেন? তার মানে সে নতুন করে জীবনের স্বপ্ন দেখছিল। সে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামী সংসার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। অন্য এক জীবনের স্বপ্ন ছিল তার।

অন্ধ হলেও স্বপ্ন দেখায় তো বাধা নেই। কি ছিল অন্ধ মেয়েটির মনে? সে রাতে কি ভেবেছিল সে? জীবনের আরেকটা রঙিন দিক কি তার মনে একটু দাগও কাটতে পারেনি? এতটাই অবসাদগ্রস্ত ছিল সে যে একবারও মনে হল না প্রেমের কথা? একবারও জীবনের টান অনুভব করেনি?

উঁহু...মিলছে না...হিসাব মিলছে না...! অধিরাজ অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ায়। ছটফট করে পায়চারি করতে থাকে...। নাঃ...গোটাটাই গোলমেলে। কিছু আছে যেটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে না।

যো দিখ্‌তা হ্যায় উয়ো হোতা নেহি, যো হোতা হ্যায় উয়ো দিখ্‌তা নেহি—এই আপ্তবাক্যটাই বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার মাথায়। বলা ভালো যে বারবার ঘাঁই মেরে উঠছিল তার গুরু মস্তিষ্কে।

হঠাৎ করে তার মোবাইল বেজে উঠেছে। সে ডিসপ্লেতে চোখ বোলায়। ডক্টর চ্যাটার্জী।

—'ইয়েস স্যার, বলুন।'

—'রাজা...' ডক্টর চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বরও ক্লান্ত—'তুমি বললে বলে আমি বিশেষ করে কেসটা দেখছিলাম। মেয়েটার পেটে আমি সামান্য ঘুমের ওষুধ পেয়েছি।'

—'ঘুমের ওষুধ! স্ট্রেঞ্জ!' তার কপালে ফের ভাঁজ পড়ল। সুইসাইডের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আগে কেউ ঘুমের ওষুধ খেয়ে তারপর বারোতলা থেকে ঝাঁপ মারছে—এটাও আশ্চর্য। তাছাড়া যার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে সে উপর থেকে লাফ মারবে কেন? বরং গোটা ফয়েলটা একসঙ্গে খেয়ে ফেললে অনেক সহজে মরা যায়।

গোটা কেসটাই আশ্চর্য।

—'শুধু তাই নয়। মেয়েটা মারা যাওয়ার আগে ভয় পেয়েছিল। ব্রেইন আর বিকৃত মুখ তাই বলছে। আর...'

ডাঃ চ্যাটার্জী একটু থামলেন।

—'আর...?'

—'গড়বড় আছে বস। নাইটিটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। নাইটিতে মেয়েটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়াও আরও একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে।'

—'ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে!'

—'হ্যাঁ আছে।' ডাঃ চ্যাটার্জী ধীরে বলেন—'শুধু আছে বললে ভুল হয়। নাইটির গোটা কাপড়টাতেই ঐ একটি লোকের হাতের ছাপ এত বেশি আছে যে কেমন অকওয়ার্ড লাগে। নাইটির গলা থেকে তলা অবধি সেই মানুষটির হাতের ছাপ আছে। তোমার সন্দেহই সঠিক ছিল। এর পেছনে অন্য কোনও কেস আছে।'

—'গ্রেট, ডাক্তার আরেকটা কাজ করতে হবে স্যার আপনাকে।'

—'কি?'

—'আপনাকে একটা জুতো পাঠাচ্ছি। সেটাতে দুটো পায়ের প্রিন্ট পাচ্ছি। একটি মেয়েটির। অন্যটি অন্য কারুর। আপনাকে সেকেন্ড লোকটির পায়ের ছাপটা একটু তুলে দিতে হবে।'

—'ঠিক আছে, হয়ে যাবে।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ ডাঃ চ্যাটার্জী...থ্যাঙ্কস আ লট।'

—'ওয়েলকাম।'

লাইনটা কেটে গেল। অধিরাজ ফোনটা বুক পকেটে পুরে ফেলে ফের কম্পিউটারে চোখ রাখে। তার চোয়াল আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠছিল।

৫

—'রা-জা...রা-জা! এই রা—জা!...'

অধিরাজ অনেক রাত অবধি জেগেছিল। বিছানায় শুয়েও বারবার এপাশ ওপাশ করছিল। এই কেসটা তার মাথায় একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। এটা আত্মহত্যা না খুন সেই চিন্তাই তাকে ঘুমোতে দিচ্ছিল না।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তার মনে অবচেতনে আস্তে আস্তে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত বিশ্বাস কাজ করছিল। আর যাই হোক এটা আত্মহত্যা নয়। নিজের কেরিয়ারে সে আত্মহত্যা অনেকবার দেখেছে। কিন্তু সেইসব সুইসাইড কেসের মতো এই কেসটা আদৌ নয়। বরং বেশ জটিল। অনেকগুলো ছিন্নসূত্র কিলবিল করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের কিছুতেই জোড়া যাচ্ছে না।

মেয়েটির মৃত্যুতে কে বেশি লাভবান হবে? কে নয়? প্রথমেই যার কথা মনে আসে সে প্রীতম। মেয়েটির স্বামী। সুমিতার অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি তারই পাওয়ার কথা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীই সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়। প্রীতমের টাকার হয়তো প্রয়োজনও ছিল। মল্লিকাই জানিয়েছিল যে সে সুমিতার কাছ থেকে টাকা নিত। হয়তো সুমিতা এরপর টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই তাকে সরিয়ে দিতে হল।

কিংবা কৃষ্ণদাসবাবু? যদি প্রথমা স্ত্রীকে তিনিই মল্লিকার সঙ্গে মিলে খুন করে থাকেন তবে মেয়েকে খুন করতে বাধা কোথায়? তার টাকা হয়তো অনেক আছে—কিন্তু 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি...।' টাকার তৃষ্ণা অনেক বেশি। মেয়ের মৃত্যুর পর যে আরেকজন উত্তরাধিকার আছে সেকথা তারা জানতেনও না। স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা ছিল যে সুমিতার মৃত্যুর পর সমস্ত প্রপার্টির মালিক তার বাবাই হবে।

কিন্তু প্রীতম সে বাড়া ভাতে ছাই দিল।

মল্লিকাও তার ছেলের সঙ্গে মিলে খুন করতে পারেন। ছেলের একচ্ছত্র অধিকারের পথ সাফ করলে তিনিও কিছু কম লাভবান হতেন না। তিনিও জানতেন না যে সুমিতা বিবাহিত। তাই সুমিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি আর কৃষ্ণদাসের সম্পত্তির অঞ্জন ছাড়া আর কোন দাবিদারের সম্ভাবনা ছিল না।

অথচ দাবিদার এসে গেল।

ঐ একটি মেয়ের মৃত্যু হলে মোটামুটি সকলেই লাভবান হতেন। আর পুলিশ রেকর্ডেই বলছে এদের প্রত্যেকে আগেই অপরাধ জগতের শিক্ষানবিশী করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় অপরাধটি করা তাই কোনভাবেই অস্বাভাবিক নয়।

এ-সবই সারারাত ধরে ঘুরছিল তার মাথায়। তাই বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে তন্দ্রাটা কেটে গিয়েছে। সারারাতে ঠিক মতো ঘুম হয়নি তার।

ছটফট করতে করতেই ভোরের দিকে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল অধিরাজ। এখন ঘুম ভাঙল বাবার ডাকে।

—রা—জা!...এই রা—জা!'

Scanned by CamScanner

সে প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসেছে বিছানায়। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়েছে বাবার দিকে।

—'নটা বাজে। তুই আজ অফিস যাবি না?'

অধিরাজ বাবার ডাকাডাকিতে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল যে হয়তো কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবার আশ্বস্ত হয়ে ফের শরীর গড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়।

—'গিভ মি ফাইভ মিনিট্‌স পপ্‌স।'

—'ফাইভ মিনিটস!' বাবা হেঁকে বললেন—'ওহে গোলাম হোসেন—তোমার পাঁচ মিনিট যে পাঁচ ঘণ্টার আগে শেষ হবে না! ওঠ বলছি...'

সে নাকি গলায় বলে—'আঃ...একটু র‍্যালিশ করতে দাঁও নাঁ...'

—'র‍্যালিশ পরে করবি—আগে বালিশ ছাড়...ওদিকে যে অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে!'

অধিরাজ অগত্যা উঠেই বসে—'কেন? কী হল?'

—'তোমার মাতৃদেবী আজ সকালে চা করতে গিয়ে দেখলেন যে গ্যাস শেষ।' বাবা কান চুলকে বললেন—'এমনিতে গ্যাস তো মহিলাকে আমি দুবেলাই খাইয়ে থাকি। কিন্তু আজ তাতেও কোন লাভ হচ্ছে না। গোটা সিলিন্ডারটাই শেষ!'

—'তাতে হয়েছেটা কি? আরেকটা সিলিন্ডার লাগিয়ে নাও না।' বলেই সে ফের শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু তাতেও ছাড়ান নেই। বাবা প্রায় তাকে টেনে তোলেন—'সিলিন্ডার লাগিয়ে নাও না মানে? আমাকে কি হারকিউলিস পেয়েছিস যে ঐ জগদ্দল সিলিন্ডার ঘাড়ে করে তুলে আনবো? বাড়িতে একটা জোয়ান ছেলে থাকতেও বুড়ো বয়সে গাধার মোট বইবো—তুই একথা বলতে পারলি?'

—'এত সেন্টু খাইও না মামা! আমি এখন হারগিস উঠবো না।'

অধিরাজ হয়তো উঠতোও না। কিন্তু মায়ের খানদানি গলা ভেসে আসতেই লাফ মেরে উঠে পড়ে।

—'যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে।—কথার ছিরি দেখো। বাবাকে মামা বলে ডাকছে।' মা প্রায় আকাশ ফাটিয়ে বললেন—'কুঁড়ের হদ্দ। সিলিন্ডার এখনই না পেলে আজ রান্না চড়বে না বলে রাখলাম।'

অগত্যা অধিরাজ উঠল। মানে উঠতেই হল তাকে।

—'পারলে তোর অফিসে একবার তোর মাকে নিয়ে যাস।' বাবা বিড়বিড় করে বলেন—'সব ক্রিমিনালদের সিধে করে দেবে এই মহিলা। স্বয়ং অফিসারের বাপও সিধে হচ্ছে...'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অধিরাজ একটা খোলা হাসি হেসে চলে গেল।

এমনিতে আরেকটা সিলিন্ডার বাড়ির বারান্দাতেই মজুত থাকে। কিন্তু রান্নাঘর থেকে বারান্দা বেশ কিছুটা দূরত্বে হওয়ার কারণে বাবার পক্ষে টেনে আনা একটু কষ্টকর। কোমরে বাতের ব্যথায় বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আর ভর্তি সিলিন্ডারের ওজন বেশ বেশি। তাই তাঁর পক্ষে টেনে আনা সম্ভব নয়।

অধিরাজ সিলিন্ডারটাকে দুহাতে ধরে অনায়াসে টেনে রান্নাঘরে নিয়ে আসে। তার পক্ষে এ কাজটা বিশেষ কঠিন নয়। রীতিমতো ডাম্বেল ভাঁজা হাত তার।

—'যাক এবার অন্তত চা পাওয়া যাবে।' বাবা ডাইনিং রুমে জমিয়ে বসেছেন—'তারপর ইয়ং ম্যান? কেমন চলছে তোর কাজকর্ম?'

—'চলছে—ঠিকঠাক।'

—'তোদের এই দোষ! সবকিছুতেই ঠিকঠাক বলা!' বাবা ভ্রূকুটি করছেন— 'এমনিতে চোর-ছ্যাঁচোড়দের পিছনে নিয়ম করে যেমন দুবেলা দৌড়াচ্ছিল, তার এক শতাংশ দৌড় যদি কোন সুন্দরীর পিছনে দৌড়তিস তবে এতদিনে আমরা অসুর...থুড়ি শ্বশুর-শাশুড়ি হয়ে যেতাম।'

অধিরাজ মরীয়া দৃষ্টিপাত করে—'পপ্‌স, নট নাও...প্লিজ।'

—'নট নাও...তবে কখন? বয়েস তো কম হল না। এই তো...' একখানা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—'অফিসের মিস্টার সাহার ছেলের মেয়ের মুখে ভাতও হয়ে গেল। কেমন সুন্দর গোলগাল মেয়ে হয়েছে। আর তুই। একটা বৌ ঘরে আনা তো দূর, খালি লোককে ধরে ধরে শ্রীঘরে পুরছিস। হুঃ...অপদার্থ!'

অধিরাজ জানে বাবা এইবার কি করবেন। ম্যাট্রিমোনিয়ালের পেজ খুলে একের পর এক মেয়ের প্রোফাইল দেখবেন আর জিজ্ঞাসা করবেন—'দ্যাখ, এই মেয়েটা ভালো নয়...?'

সেই ভয়েই সে চায়ের কাপ নিয়ে ছুটল বারান্দায়। বাবার সামনে বসলেই কেলো।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। অধিরাজ বারান্দায় গিয়ে সবে গুছিয়ে বসেছে, নিউজ পেপারটা খুলে সবে হেডলাইনগুলোয় চোখ বোলাতে যাবে, এমন সময়ে বাবাও পিছন পিছন গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির।

—'অ্যাই, সত্যি করে বল...তোর কোন গার্লফ্রেন্ড আছে?'

—বা-বা!'

—'ওসব গোলগোল চোখ চোর-ছ্যাঁচোড়দের দেখাস।' বাবা বোধহয় আজ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভেবেই নিয়েছেন ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন—'কোন প্রেমিকা-টেমিকা আছে?'

অধিরাজ একবার কঠিন দৃষ্টিতে বাবাকে দেখে নেয়। পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নাঃ, বাবা আজ ছাড়বেন না ইস্যুটা।

—'নাঃ।'

—'তবে?'

—'তবে আবার কী?'

বাবা এবার তার প্রায় ঘাড়ের উপর উঠে পড়েছেন—'অফিস কলিগ কেউ আছে? সুন্দরী মহিলা অফিসার-টার।'

সে কটমট করে তাকিয়েছে। এবার তার রাগ বেশ হিংস্রমূর্তি ধরেছে।

—'ওকে...ওকে...' তিনি চলে যেতে যেতেও থমকে যান—'রাজা...একটা কথা বলবি?'

—'কি?'

—'তুই কি গে?'

অধিরাজ প্রায় লাফিয়ে ওঠে—'কি-ই-ই-ই!!!'

—'না...না...আজকাল আবার ছেলেদের বয়ফ্রেন্ডও থাকে কিনা। তাই জানতে চাচ্ছিলাম।'

—'পপ্‌স্...আর ইউ ক্রেজি?' সে রাগত স্বরে বলে—'ইউ আর ইম্পসিব্‌ল্... সিম্পলি ইম্পসিব্‌ল্...'

কথাটা বলতে বলতেই হঠাৎ তার চোখটা পড়ল বারান্দার মেঝের উপর। সেখানে একটা গোল সাদা দাগ। তার পাশে একটা ঘষটানোর দাগ জ্বলজ্বল করছে!

আশ্চর্য! এই দাগটা কোথা থেকে এলো। একটু আগেও তো দাগটা চোখে পড়েনি।

অধিরাজ আপাতত বাবার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলো দাগটার কাছে। এই দাগটা অদ্ভুত চেনা চেনা লাগছে। সুমিতার ঘরে অবিকল এমন ঘষটানো দাগই ছিল। তবে সেটা আরও একটু বড়। এটা গোল—আর ওটা চৌকো চৌকো দুটো ছোট ছোট ছাপ ছিল। কিন্তু জিনিসটা একই প্রজাতির!

অধিরাজ হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে জিনিসটাকে দেখার জন্য। ঠিক সেইরকমই দাগ। আশ্চর্য।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অজান্তেই তার মুখ থেকে ফের বেরিয়ে এলো সেই শব্দটাই—'স্ট্রেঞ্জ!'

—'এতে স্ট্রেঞ্জের কি হল? আজকাল যুগই তো এমন। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করছে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে...তাই সন্দেহ হল...'

—'বাবা।' অধিরাজের মুখ কঠিন—'এই দাগটা কিসের বল তো?'

—'কোন দাগ?' বাবা এগিয়ে এসেছেন। গোল দাগটা ভালো করে দেখে বললেন— 'ও, এইটা! তুই এমন করে বললি ভাবলাম গর্জিলা বা ইয়েতি এসে বুঝি পায়ের ছাপ রেখে গেছে।'

—'ইয়ার্কি নয়!' অধিরাজের মুখ গম্ভীর—'এ দাগটা আগে কখনও দেখেছো?'

—'দেখবো না কেন? এটা তো আর ডাকাতের ফুটপ্রিন্ট নয়।' বাবা ফুট কাটলেন— 'এটা তো সিলিন্ডারটার দাগ। একটু আগে তুই-ই তো টেনে সরালি! সেই টানার দাগ।'

—'আর এই গোল দাগটা...! ওঃ...' অধিরাজ বিড়বিড় করে—'এটা সিলিন্ডারটারই দাগ। ওটা এতদিন ধরে এখানে ছিল—তারই...তার মানে...তার মানে...'

সে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ছটফট করতে করতে বলে—'তার মানে...তার মানে...।'

—'কিসের মানে?'

—'তার মানে এটা আত্মহত্যা নয়। প্রি-প্ল্যানড মার্ডার...মাই গড্...মাই গড্...'

অধিরাজ প্রায় দৌড়ে ঢুকে যায় তার নিজের ঘরে। চায়ের কাপ পড়ে থাকে বারান্দার টেবিলেই।

সে তুলে নিয়েছে মোবাইল। টকাটক ডায়াল করছে নম্বর।

—'হ্যালো হ্যাঁ...অর্ণব।'

অর্ণব তখন তৈরি হচ্ছিল অফিসে আসার জন্য। স্যারের উত্তেজিত গলা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল—'স্যার?'

—'শোনো, তুমি অফিসে না এসে ডায়রেক্ট চলে যাও সান্যালদের বাড়িতে। দেখো, কেউ যেন কোথাও না যেতে পারে। সবাইকেই বাড়িতে থাকতে বলবে। আমি ওয়ারেন্ট আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট-ফুটপ্রিন্টের জিনিসপত্র নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছচ্ছি।'

—'আধঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু স্যার...আপনি তো দশটায় রিপোর্টিং টাইম দিয়েছিলেন।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'হাঁ...কিন্তু কেসটা আর সেই জায়গায় নেই।' সে উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলে—'এটা সুইসাইডাল কেসই নয়। পুরোপুরি মার্ডার কেস।'

—'কিন্তু....' অর্ণবের দ্বিধা কিছুতেই কাটে না— 'একজন প্রত্যক্ষদর্শী তো আছেন স্যার। তিনি কি তবে মিথ্যে বলছেন?'

—'না, সম্ভবত তিনি সত্যি কথাই বলেছেন।'

—'তবে স্যার? তিনি তো দেখেছেন মেয়েটি নিজেই লাফিয়ে পড়েছে...'

—'মেয়েটি নিজে লাফিয়ে পড়েনি অর্ণব। তনিমা ঠিক তাই-ই দেখেছেন যা খুনী তাঁকে দেখাতে চেয়েছে। আমি বলছি এটা খুন। একদম ঠান্ডা মাথায় মার্ডার। কি করে, কেমন করে...সব পরে বলব...তুমি তাড়াতাড়ি সান্যালদের বাড়ি পৌঁছে যাও। কেউ যেন ফস্কে না যায়।'

—'ওকে স্যার।'

অধিরাজ পাক্কা আধঘণ্টার মধ্যেই সান্যালদের বাড়ি পৌঁছে গেল।

সেখানে তখন চলছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মল্লিকাদেবী হাতের, পায়ের ছাপ নেওয়া হবে শুনে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন। হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো তাঁর হাবভাব। কৃষ্ণদাসবাবু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একসা করছেন, আর গর্জন করছেন—'দেখে নেবো...দেখে নেবো... পেয়েছেটা কি? পুলিশ বলে যা খুশি তাই করবে? আমিও দেখে নেবো...আমায় চেনে না... একটা আত্মহত্যার কেসে বাড়ির সবাইকে অহেতুক হ্যারাস করার ফল ভালো হবে না! দেখে নেবো!'

অঞ্জন আর প্রীতম পাশাপাশি বসে রয়েছে। হাবভাব একজোড়া ভিজে বেড়ালের মতো। অধিরাজ ঘরে ঢুকতেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এ ওর দিকে ও এর দিকে তাকিয়ে নেয়।

এদের মধ্যে আজ নতুন একজনকে চোখে পড়ল অধিরাজের। এ বাড়ির কাজের মাসিটাকে সে আগের দিন দেখেনি। আজ চোখে পড়ল। কমবয়েসী, দোহারা চেহারা! একটু যেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকাল অধিরাজের দিকে।

—'ও ফুলকি স্যার।' অর্ণব ফিসফিস করে বলে—ফুল টাইমের কাজের লোক। এ বাড়িতেই থাকে। সুমিতার দেখাশোনাও ও-ই করত।'

—'গতবার তো দেখিনি।'

—'ও ছিল না। সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। আজ সকালেই ফিরেছে।'

অধিরাজ ফুলকির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়—'সুমিতার দেখাশোনা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ও-ই তো করত তাই না? হঠাৎ সাতদিনের ছুটি নিয়ে যেতে হল কেন? তাও ঠিক এই সময়েই!'

—'সে তো জানি না স্যার।'

—'আঃ, জিজ্ঞাসা করনি ওকে?' অধিরাজ অধৈর্য স্বরে বলে—'তোমার তো আগেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল অর্ণব। হোয়াট দ্য হেল...!'

অর্ণব মুখ কাঁচুমাচু করে জানায়—'জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্যার। কিন্তু মেয়েটি বোবা ও কালা!'

অধিরাজ এবার নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে—'পুরো ব্যাপারটা অসাধারণভাবে প্রিপ্ল্যানড অর্ণব। এতটাই সুপরিকল্পিত যে ভাবা যায় না! এমনকি মেয়েটির দেখাশোনা করার লোকটিও সাতদিনের জন্য দেশে গেল। ঠিক সেই সাতদিনেই এই কাণ্ড!'

—'স্যার?'

—'বলছি...ওয়েট!' সে এবার তার পিছনে ফিরে বাকি পুলিশ কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়।

—'কাম অন...স্টার্ট ইওর ওয়ার্ক...কুইক...কুইক...হাত আর পা দুয়ের ছাপই নেবেন। কিন্তু ভুল যেন না হয়...'

কৃষ্ণদাসবাবু চেঁচামেচি থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে অধিরাজের কাণ্ড দেখছিলেন। এবার তেড়েফুঁড়ে বললেন—'আপনি ঠিক কী করতে চাইছেন অফিসার? এ তো রীতিমতো অপমান!'

অধিরাজ একদম বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বলে—'বিশেষ কিছু নয় মিঃ সান্যাল। আপনাদের সবার হাতের আর পায়ের ছাপ নিয়েই ছেড়ে দেবো। জাস্ট এইটুকুই।'

তিনি ছটফট করে উঠে বলেন—'আমার একটা আর্জেন্ট মিটিং আছে।'

—'বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।' অধিরাজ একটু হাসল।—'কয়েক মিনিট মাত্র! তাছাড়া আপনার তো অভিজ্ঞতা আছে পুলিশি অত্যাচারের। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, এইটুকু ফর্ম্যালিটিতে কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়!'

—'মানে?' কৃষ্ণদাসবাবু প্রায় ফায়ার হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কী বলতে চান আপনি? আমাকে অপমান করছেন? দেবো না আমি হাতের ছাপ!'

—'আপনার ডিসিশন।' অধিরাজ বাঁকা হাসল—'শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি। এইমুহূর্তে আমার কাছে একটা ওয়ারেন্ট অলরেডি আছে। নামটা আমি অবশ্য এখনও লিখিনি। লিখতেও চাই না।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কৃষ্ণদাসবাবু কিছু বলতে গিয়েও চেপে গেলেন।

মহিলা পুলিশকর্মী এগিয়ে গেল মল্লিকা ও ফুলকির দিকে।

—'কাজের মেয়ের হাতের ছাপও নেবেন মিস...কি যেন...?'

অধিরাজ মহিলা পুলিশকর্মীর টাইটেলটাই ভুলে মেরে দিয়েছে। অর্ণব আস্তে আস্তে বলে—'মিস কি যেন!!!'

মহিলাটি কিন্তু বেশ ভালো। তার নামের এই অবস্থাতেও রাগলেন না। উলটে হেসে বললেন—'ওকে স্যার।'

একজন ল্যাপটপ মায় সব যন্ত্রপাতি নিয়ে তখনই বসে গেল হাতের ছাপ মেলাতে। নাইটির উপর যে হাতের ছাপ ছিল সেগুলো ডক্টর চ্যাটার্জী আগেই কম্পিউটারে লোড করে দিয়েছিলেন। ঘাসের চটি থেকে পায়ের ছাপও তোলা হয়েছে প্লাস্টার অব প্যারিসের ছাঁচে। এখন শুধু মেলানোর অপেক্ষা।

মল্লিকা প্রথমে হাতের ছাপ দিতে চাইছিলেন না। প্রায় লেডি অফিসারের গুষ্টির পিণ্ডি উদ্ধার করে অধিরাজের চোদ্দ পুরুষকে ধরেছিলেন। কিন্তু মেয়ে হলেও পুলিশ তো! সে তেজ যাবে কোথায়? মহিলা মল্লিকার দিকে একটা ঠান্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রায় জোর করেই দুই হাত চেপে ধরল আলট্রাসনিক সেনসরের উপর। কয়েক মুহূর্তেই তার হাতের ছাপ আলট্রাসনিক সেন্সরের মাধ্যমে চলে এলো কম্পিউটারে। যে পুলিশকর্মী ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল তার দিকে উদ্বিগ্ন মুখে দেখল অধিরাজ।

—'প্রসেসিং হচ্ছে স্যার। ইমেজ একটু পরেই মিলিয়ে দেখছি।' পুলিশকর্মীটি হেসে বলে—'বাকিগুলো আসুক।'

—'ওকে।' অধিরাজ পুলিশি টোনে হেঁকে বলে—'নেক্সট?'

এরপর ফুলকি এল। ব্যাপারটা যে কি হচ্ছে বোধহয় বুঝতে পারছে না! অবাক হয়ে সেন্সরের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের হাতের ছাপ দিল। হাবা-কালা মেয়েটার যে কৌতূহল হয়েছে তা তার মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু বোধহয় সে নিজের মনের কথা বোঝাতে পারছে না। কিন্তু হাবেভাবে পরিষ্কার, কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

ফুলকির পর প্রীতম। তার হাবভাব দেখলে মনে হয় আজ সে আরও বেশি গাঁজা খেয়ে বসে আছে। কেমন ব্যোম ভোলানাথের মতো ঢুলতে ঢুলতে এসে হাতের ছাপ দিল। আজও ভীষণ ভাবে নাক টানছে। অধিরাজ আড়চোখে লক্ষ্য করল, এই প্রচণ্ড গরমেও সে আজ ফুল শার্ট পরে এসেছে!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হাতের ছাপ দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ অধিরাজ তাকে পেছন দিয়ে ডাকে—

—'প্রীতমবাবু যাবেন না—এক মিনিট দাঁড়ান তো...'

সে দাঁড়িয়ে পরে ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকায়।

—'একবার হাতের শার্টটা গোটাবেন প্লিজ?'

প্রীতম সভয়ে দেখল। তার দু চোখে মুহূর্তের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে ভয় আর জড়তা। বলল—'আমি...মানে...!'

—'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জাস্ট আপনার হাতটা একটু দেখবো।'

অঞ্জন এই কথাবার্তা শুনে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় এগোবে কি এগোবে না ভাবছিল। অধিরাজ তার দিকে ঘুরে বলে—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন অঞ্জনবাবু? হাতের ছাপটা দিয়ে দিন।'

তারপর ফের প্রীতমের দিকে ফিরেছে সে—'কই, হাতটা একবার দেখালেন না?'

প্রীতম রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শার্টের হাতা গোটায়। অর্ণবকে চোখের ইশারা করে অধিরাজ সেদিকেই দেখতে বলে।

শার্টটা তুলতেই চোখে পড়ল ইঞ্জেকশনের দাগ। এক জায়গায় নয় বেশ কয়েক জায়গায়। হয়তো এগুলো লুকোনোর জন্যই সে ফুলহাতা শার্ট পরে এসেছে। অর্ণব দেখে শুনে হাঁ হয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছোট সূক্ষ্ম পিন ফোঁড়ার মতো দাগ। কয়েক জায়গায় অল্প অল্প রক্ত তখনও লেগে আছে।

—'ঠিক আছে।' অধিরাজ হেসে বলে—'আপনি এখন যেতে পারেন।'

প্রীতম ছাড়া পেয়ে চলে গেল।

—'দেখলে?'

—'হ্যাঁ, সার?'

—'কি বুঝলে?'

—'আপনার আন্দাজ ঠিক স্যার—রীতিমতো জাত নেশাড়ু...'

—'ওর ফুলহাতা দেখেই মনে হয়েছিল।' অধিরাজ আস্তে আস্তেই বলে—'তবে এই নেশায় ইনি তেমন পুরনো পাপী নন। অন্তত সিরিঞ্জে তো ননই।'

—'বুঝলেন কি করে স্যার?'

—'শুকিয়ে থাকা রক্ত দেখে। সিরিঞ্জটা বেশ কয়েকবার ভুল জায়গায় ফুটিয়েছেন মহারাজ। সঠিক জায়গায় পড়তে সময় লেগেছে। পাকা লোক হলে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এমন হত না। তাছাড়া পাকা নেশাড়ুদের ব্লাড ট্রেস খুব একটা থাকে না। সদ্য নেশা ধরলে প্রথমে প্রথমে এমন হয়।' অধিরাজ বলে—'এক রাতেই ন্যাসাল নেশা থেকে ডাইরেক্ট সিরিঞ্জে পৌঁছেছেন। এর থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়।'

—'কি?'

—'হয় স্ত্রীয়ের মৃত্যুতে খুব জোর শক পেয়েছেন। শুঁকে শুঁকে নেশা আর হচ্ছে না। তাই অসহ্য শককে সামলানোর জন্য গভীর দুঃখে সিরিঞ্জের বশবর্তী হয়েছেন। নয়তো সম্প্রতি টাকা ছড়ানোর খুব শখ হয়েছে বাবুর। স্ত্রীর পয়সা আসছে ভেবে খুব নিশ্চিন্তে দামী নেশার দিকে ঝুঁকেছেন।' সে বিড়বিড় করে বলে—'আমি পাপীতাপী লোক বলেই আমার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা আগেই মাথায় আসে...।'

অঞ্জনের পরে কৃষ্ণদাসবাবু প্রায় ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো লাল চোখ করে তাকাতে তাকাতে হাতের ছাপ দিলেন। অর্ণবের ভয় ছিল এই লোকটি ঝামেলা বাঁধাতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোন ঝামেলা হল না!

—'এবার ফুটপ্রিন্ট।' অধিরাজ বলে—'বেশি ঝামেলা করবো না। জাস্ট প্লাস্টার ক্লাস্টটা এনে মিলিয়ে নিলেই হবে। সবার দরকারও নেই। শুধু মল্লিকাদেবী আর অঞ্জনবাবু...আপনারা একটু মিলিয়ে নিন। তাহলেই হবে।'

—'আমি বুঝতে পারছি না যে এগুলো কেন হচ্ছে?' কৃষ্ণদাসবাবু ফেটে পড়েন— 'আমি জানতে পারি আত্মহত্যার কেসে এত হ্যারাসমেন্ট কেন?'

—'জানতে পারেন মিঃ সান্যাল।' অধিরাজ শান্তভাবেই বলে—'কারণ এটা আত্মহত্যাই নয়। শুধু জিনিসটাকে সাজানো হয়েছে আত্মহত্যার মতো।'

—'কী করে বলতে পারেন আপনি? কেউ দেখেছে যে মিতাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে উপর থেকে? বরং তার উল্টোটাই দেখেছে। তাহলে কী করে বলছেন...?'

অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার খুনের বৃত্তান্তটা এখনই বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। একের পর এক প্রশ্ন আর ক্ষোভের মুখে পড়তেই হবে।

—'কেউ দেখেনি। কিন্তু যেটা দেখেছে সেটাও সঠিক নয়।' অধিরাজ ধীর গলায় বলল—'খুনটা কী ভাবে হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনারা কেউ আন্দাজ করতে পারবেন? সব চোখের সামনেই আছে আপনাদের...'

সবাই সবার দিকে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে। প্রীতম বোধহয় কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। বাদবাকিরা নিশ্চুপ।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আপনারা সুমিতা দেবীর ঘরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেননি? এমন কিছু যার পরিবর্তন হয়েছে...যা চেঞ্জড হয়েছে?'

—'এসব কী হেঁয়ালি অফিসার?' কৃষ্ণদাসবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন—'আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। আমার লেট হচ্ছে আর আপনি হেঁয়ালি করছেন।'

সে একটা শ্বাস টানে—'অদ্ভুত ব্যাপার। আপনাদের কারুর চোখে পড়ল না। অথচ আপনাদের চোখে পড়াটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল।' তারপর একটু থেমে বলে—'ঠিক আছে, বলছি কী ভাবে খুনটা হল...'

তার দিকে বাড়ির সব সদস্যই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। অঞ্জন নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে। প্রীতমের অ্যাডামস অ্যাপল নড়ে নড়ে উঠছে। কৃষ্ণদাসবাবু যেন তখনও 'খুন' শব্দটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। মল্লিকার চোখ বিস্ফারিত।

—'খুনী অসম্ভব চালাক। এত পরিষ্কার ভাবে খুনটা করেছে যে কেউ এটাকে খুন বলে ধরতেই পারত না।' সে একটু থামল—'আমিও আত্মহত্যাই ভাবতাম। কিন্তু অতি বড় চালাকও কখনো কখনো ভুল করে বসে। খুনী তিনটে ভুল করে বসেছিল। প্রথমত, মেঝের উপর ঐ সাদা দাগটা আর ঘষটানোর চিহ্নটা তার কোনভাবে লুকিয়ে ফেলা বা ঢেকে দেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, তার দেখা উচিত ছিল যে সুমিতাদেবী তার চটি জোড়া খুলে রেখে গিয়েছেন, তৃতীয়ত তার রেলিঙ থেকে সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট উড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।'

সে একটু থেমে আরেকবার উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে নিল। সবাই নির্বাক দর্শকের মতো তাকিয়ে আছে। যেন পাথরের মূর্তি। সব যেন প্রস্তরীভূত। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

—'খুনী বিশেষ কিছুই করেনি। কিছু করার দরকার ছিল না তার। এমন মোক্ষম প্ল্যান করেছিল যে ফস্কানোর উপায় ছিল না। সে শুধু সুমিতাদেবীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই সুমিতাদেবী ঘুমিয়ে পড়লে তার নাইটি, চোখের চশমা পরে আর লাঠি হাতে নিয়ে ব্যালকনির রেলিঙে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার ভান করতো। সানগ্লাস আসলে ক্যামোফ্লেজের একটা অংশ। সানগ্লাস মুখের অনেকটা অংশ ঢেকে রাখে বলেই ওটার প্রয়োজন হত। আরও একটা সুবিধা ছিল। চোখে চশমা ছিল বলেই উলটো দিকের তনিমাদেবীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ব্যালকনিতে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় সে সান্যাল ফ্যামিলির অন্ধ মেয়েটিই বটে। খুনী আগেই লক্ষ্য করেছিল যে ভদ্রমহিলা অনেক রাত অবধি

Scanned by CamScanner

বারান্দায় থাকেন। তাই প্রথমে তাকে কনভিন্স করাল যে এই মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চায়। তনিমাদেবী বুঝলেনও না যে পুরোটাই আসলে নাটক।

'কিন্তু শেষদিনটা নাটক ছিল না। তবে কী ভাবে অমন ঘটে গেল?

এই দিনটার প্রস্তুতিই খুনী সাতদিন ধরে নিচ্ছিল। সুমিতার খেয়াল যে রাখত সেই ফুলকিও দেশের বাড়ি গেছে। সে ফিরে আসার আগেই সব করতে হবে। এই সুবর্ণ সুযোগ।

'খুনী বিশেষ কিছুই করেনি। স্রেফ খাটটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল একেবারে ব্যালকনির মুখোমুখি। আর আগের দিন ব্যালকনির রেলিঙের স্ক্রুগুলোকে ঢিলে করে রেখেছিল। খাটটা যে দিকে ছিল একেবারে ঠিক তার উলটো ডিরেকশনে ঘুরে গেল। খাটটা টেনে সরাবার সময়েই ঘষটানোর দাগটা পড়েছিল। আর ছোট্ট ছোট্ট চারকোণা দাগগুলো পায়ার দাগ। ঐ দাগ অনুযায়ী খাটটা আগে ছিল টয়লেটের একদম মুখোমুখি। অর্থাৎ উঠে দাঁড়ালেই সামনে টয়লেট।

'কিন্তু সুমিতা জানতেন না যে খাটটা ঘুরে গিয়েছে। তাঁর ডায়াবেটিস ছিল। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোলেও প্রায়ই টয়লেটে যাওয়ার জন্য উঠতে হত। সেটাও খুনী জানতো।

'সেদিনও সুমিতা ঘুম থেকে উঠে টয়লেটের দিকে চললেন। তার হিসাবমতো টয়লেট একেবারে বিছানার সোজাসুজি। তিনি তো আর দেখতে পেতেন না। অতএব আন্দাজ আর অনুভূতির উপর নির্ভর করেই তাঁকে চলতে হত। ওদিকে খাটটা ঘুরে যাওয়ার ফলে টয়লেট নয়, ব্যালকনি হল সোজাসুজি। পা গুণে গুণে ব্যালকনির দরজার সামনে এসে থেমে গেলেন সুমিতা। খুলে রাখলেন ঘাসের চটি। তিনি টয়লেটে যাচ্ছেন। ঘাসের জুতো পরে ঢুকলে জুতোটা ভিজে যেতে পারে। তাই জুতো খুলে রেখে এগিয়ে গেলেন। একটু এগিয়ে যেতেই পড়ল রেলিঙ। তিনি এগোতে গেলেন। রেলিঙটা আগেই নড়বড়ে করে রাখা হয়েছিল। তাঁর দেহের চাপে একেবারে ভেঙে পড়ল নীচে। সঙ্গে সঙ্গে সুমিতাও।

'ব্যস...তারপরের ঘটনা আপনারা জানেন। আর বেচারি তনিমাদেবী এই প্রিপ্ল্যানড মার্ডার দেখে ভাবলেন যে মেয়েটা শেষমেষ আত্মহত্যাই করলো!'

অধিরাজ এইটুকু বলে থেমে গেল। একবার সব ফ্যাকাশে মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল—'এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। খুনী বাইরের লোক হতেই পারে না...'

সে একটু থেমে বলে—'আমরা ভিকটিমের নাইটি ও ঘাসের চটি থেকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফুটপ্রিন্ট পেয়েছি। সম্ভবত খুনী যখন সুমিতাদেবীর ছদ্মবেশ নিয়ে নাটক করছিল তখনই তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফুটপ্রিন্ট এসে যায়।'

—'আর আপনার সন্দেহ যে আমরাই এ কাজ করেছি?' কৃষ্ণদাসবাবু ফের লাফিয়ে উঠেছেন—'যখন আমরা কেউ ঘরেই ছিলাম না তখন কি করে...?'

—'খুন করার জন্য ঘরে থাকার কি প্রয়োজন মিস্টার সান্যাল?' অধিরাজের কণ্ঠস্বর শান্ত—'কে বলতে পারে যে খাটটা আপনিই ঘুরিয়ে দেননি? রেলিঙের স্ক্রুগুলো ঢিলে করে রাখেননি? তারপর মিটিঙের নাম করে চলে গিয়েছেন—যাতে কেউ আপনাকে সন্দেহ না করতে পারে?'

—'আমি...আমি...' ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছেন। প্রথমে কি বলবেন কিছু ভেবে পেলেন না, কোনমতে স্খলিত গলায় বলেন—'আমি নিজের মেয়েকে...!'

—'প্লিজ কোঅপারেট উইথ আস।' অধিরাজ কনস্টেবলকে ইশারা করে।

কনস্টেবল এগিয়ে গিয়ে পায়ের ছাপশুদ্ধ প্লাস্টার কাস্টটা নিয়ে এসেছে।

—'ম্যাডাম...একটু কষ্ট করতে হবে...'

অধিরাজ কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা পায়ের ছাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে এখন ঝামেলা করে লাভ নেই। তাই নিতান্তই লক্ষ্মী মেয়ের মতো পায়ের ছাপ দিয়ে দিলেন।

—'না স্যার...ম্যাচ হচ্ছে না।' কনস্টেবল মাথা নাড়ছে—'ওনার পা ছোট।'

—'ঠিক আছে, অঞ্জনবাবু...।' সে অঞ্জনের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলে—'আপনি...'

অঞ্জন বিনাবাক্যব্যয়ে পা এগিয়ে দেয়। অধিরাজ লক্ষ্য করল কনস্টেবল তার পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে নিতে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—'মিলছে স্যার।' সে প্লাস্টার ক্লাস্টটা সরিয়ে নিয়েছে—'এনার পা-ই...।'

কনস্টেবল পুরো কথাটা বলার আগেই অঞ্জন এক লাফে চলে গিয়েছে দরজার দিকে। অধিরাজ বিদ্যুতগতিতে স্প্রিং এর মতো ছিটকে এসে আটকে দাঁড়িয়েছে তার পথ। কনস্টেবলের মুখভঙ্গী দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল যে এই পায়ের ছাপটা মিলবে। আর তার পরের ঘটনার জন্যও প্রস্তুত ছিল।

—'কোথায় যাচ্ছেন?' অধিরাজের মুখে আলতো হাসি। বিরাশি সিক্কার একটা হাতে অঞ্জনকে বিড়ালছানার মতো তুলে ধরেছে শূন্যে—'সবে তো কলির সন্ধ্যে। মামাবাড়ি যেতে হবে না?'.

—'মামাবাড়ি!...' অঞ্জন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আরেক পুলিশকর্মী এসে ঢুকেছেন। ইনিই এতক্ষণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করে দেখছিলেন।

—'স্যার...!'

—'বলুন।'

—'ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ হয়ে গেছে স্যার।' পুলিশকর্মীটি আঙুল তুলে অঞ্জনকে দেখাচ্ছে—'নাইটিতে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পাওয়া গেছে সেটা ওনারই!'

৬

—'স্যার...কতবার বলবো যে আমি কিছু জানি না।'... অঞ্জন হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছে—'আমি কিছু জানি না...প্লিজ বিশ্বাস করুন...'

অন্ধকার ঘরে একমাত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল অঞ্জনের ঠিক মাথার উপরে। সামনেই বসে আছে অধিরাজ। তার মসৃণ বাদামি মুখে পিছলে পড়ছিল আলো। চোয়াল কঠিন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'কিছু জানেন না— তাই না? তবে সুমিতার নাইটি আর চটিতে আপনার হাত পায়ের ছাপ এলো কী করে? উড়ে উড়ে?'

অঞ্জন উত্তর দেবে কি! সে তখন ভয়ে, কান্নায় কাঁপছে। কিছু বলতে গিয়েও যেন বারবার থেমে যাচ্ছে। কখনও পাগলের মতো কান্নায় ভেঙে কাঁদছে, কখনও বারবার বলছে—'বিশ্বাস করুন স্যার...আমি কিছু জানি না... আমি দিদিকে মারিনি...আমি দিদিকে মারিনি...!'

—'ভাঙা রেকর্ড বন্ধ করে অন্য কিছু শোনাবেন?' অধিরাজ শান্ত গলায় বলে—'আমি একঘণ্টা ধরে এই এককথাই শুনে যাচ্ছি। আজ সময় আছে তাই চুপ করে আছি। আপনাকে কেউ এতক্ষণ মারধোর করেনি। কিন্তু...' সে অর্ণবকে দেখিয়ে বলে—'উনি কিন্তু শুনবেন না। ওর ধৈর্য কম, তার উপর বদরাগী!'

অর্ণব আকাশ থেকে পড়ল! সে বদরাগী!

—'মারকুটে বলে বদনামও আছে...'

অর্ণবের কি হল তা কে জানে। কিন্তু তার প্রায় বিষম খাওয়ার দশা। সে বদরাগীই শুধু নয়, আবার মারকুটেও! এই তথ্যটা সে নিজের জীবনে এই প্রথম শুনল। বরং শান্ত শিষ্ট বলে তার সহকর্মীরা পিছনে তাকে 'বিড়াল' বলে ডাকে। তা নিয়ে তার যথেষ্ট ক্ষোভও ছিল।

কিন্তু আজ স্যারের মুখে এই কথা শুনে কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হয়েও উঠল। এবং মহা উৎসাহে হাতা গোটাতে শুরু করল।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ফের অঞ্জনের দিকে ফিরেছে।

'লাস্ট বার জিজ্ঞাসা করছি, সত্যিটা বলবেন কি?'

অঞ্জন ফের কেঁদে ফেলেছে—'আমি সত্যিই কিছু...'

'অর্ণব...' অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়—'তুমি দেখো...'

অর্ণব পালোয়ানদের মতোই হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে আসে। তার মহোৎসাহে হাতা গুটোনো দেখে বোধহয় ছেলেটা ভয় পেয়ে গিয়েছে। প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠেছে সে—'স্যার...যাবেন না...যাবেন না প্লীজ...। আমি বলছি... আমি সব বলছি...'

অধিরাজ মুচকি হাসল—'গুডবয়।'

—'আমি দিদিকে মারিনি...সত্যিই মারিনি...'

সে খুব মন দিয়ে ছেলেটাকে দেখছে। সত্যি কথা বলছে কি? আজকাল বাচ্চা ছেলেদেরও বিশ্বাস নেই। তারাও প্রায় খুন করতে শিখে গিয়েছে।

—'তাহলে আপনার হাতের ছাপ নাইটিতে গেল কী করে?'

—'ব...বলছি...বলছি...', অঞ্জন শুকনো ঠোঁট চেটে বলে—'একটু জল...।'

অধিরাজ চোখের ইশারায় জল দিতে বলে।

জল খেয়ে যেন সে একটু শান্ত হল। একটু থেমে ফের বলল—'আমাদের থিয়েটারের দলের একটা প্লে ছিল। দিন পনেরো পরই শো হওয়ার কথা। সেখানে আমার সেকেন্ড লিড রোল ছিল। আমার চেহারা ছোটখাটো বলে আমায় ওরা একটা অন্ধ মেয়ের রোল দিয়েছে।'

সে নাক টানে—'আমি কখনো এ জাতীয় রোল করিনি। তাই খুব মুস্কিল হচ্ছিল। চশমা, লাঠি সামলে ডায়লগ ডেলিভারি দিতে পারছিলাম না। তার উপর নাইটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম বারবার। তাই আমাদের ডিরেক্টর বলল যে যেন আমি বাড়িতে খুব প্র্যাকটিস করি। যেহেতু আমার দিদি অন্ধ তাই তার চলাফেরা হাবভাব নকল করার চেষ্টা যেন করি। তাই...'

—'তাই...?'

—'তাই দিদির নাইটি পরে, চটি, চশমা পরে লাঠি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করার চেষ্টা করতাম। আমার অভিনয় ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করতাম, তখনই হয়তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট চলে এসেছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ কঠিন স্বরে বলে—'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করতেন না ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উলটো দিকের তনিমা চ্যাটার্জীকে ভয় দেখাতেন? কোনটা?'

—'বিশ্বাস করুন। ও কাজ আমি করিনি!' সে আবার কাঁদছে—'আমি ও কাজ করিনি। বিলিভ মি। দিদি নেই...তাই প্রুভ করার উপায় নেই...কিন্তু দিদিও জানতো যে আমি ওর জামাকাপড় নিয়ে প্র্যাকটিস করি...ইনফ্যাক্ট ওকে জিজ্ঞাসা করেই নিয়েছিলাম...।'

অধিরাজ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। মনে হয় ও সত্যি কথাই বলছে। এতখানি বানিয়ে বলবে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া এ খুনী যথেষ্ট চালাক। সান্যালদের ফ্ল্যাট থেকে ফিরে আসার আগে সুমিতার খাটটায় তন্ন তন্ন করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি।

অঞ্জন যদি সত্যিই খুনী হয় এবং সে যদি গোটা ব্যালকনি, রেলিঙ আর খাটের সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট হাপিশ করে দিতে পারে, তবে নাইটিতে আর জুতোয় নিজের হাত পায়ের ছাপ বোকার মতো ছাড়বে কেন? নিজেকে ফাঁসিকাঠে তোলার জন্য এত ব্যগ্র হবে বলে তো মনে হয় না!

সে এবার অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলে—

—'আচ্ছা, দিদির ঘরের খাটটা যে উলটো দিকে, সেটা কি চোখে পড়েছিল আপনার?'

অঞ্জন চোখ মোছে—'না...সেই দিন সকালেও ওটা নিজের জায়গাতেই ছিল। আজ আপনি বলার পর দেখলাম...'

—'সেদিন আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কখন?'

—'আমি বিকেলেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

—'বিকেল মানে—কখন?'

—'পাঁচটা নাগাদ...'

—'ওকে।'

অধিরাজ আর কিছু না বলে সেখান থেকে উঠে এলো। তার পিছন পিছন অর্ণবও।

—'কী মনে হয় স্যার? সত্যি বলছে?'

—'ভগা জানে।'

—'তবু...?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'মনে তো হয় সত্যিই বলছে...' অধিরাজ চোখে সানগ্লাস চাপিয়ে বলে—'চল, চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যাক।'

—'কিভাবে?'

—'অঞ্জনের থিয়েটার ক্লাবে ঢুঁ মারা যাক...'

অঞ্জনের থিয়েটার ক্লাবে তখন নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল। একদল ছেলে মুখে স্ক্রিপ্ট গুঁজে সংলাপ মুখস্থ করতে ব্যস্ত। আরেকদল রীতিমতো ডায়লগ দিচ্ছে। একটি অল্প অল্প দাড়ি গজানো যুবক প্রায় রুদ্রমূর্তি নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সব জায়গায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক বেচারার বোধহয় সংলাপ ছিল—'তোমার শরীর আজ কেমন?' তার উচ্চারণের দোষে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে—'তোমার শরীল আজ কেম-অ-ন?' শোনামাত্রই দাড়িওয়ালা নাচতে শুরু করে...

'...শরী-ঈ-ঈ-ল! বাই জোভ! হোয়াট ইজ দিস! বাংলাভাষাটাও ঠিক মতো বলতে পারো না।' সে প্রায় তুর্কি নাচতে লেগেছে—'ঠিকমতো একটা ডায়লগ ডেলিভারিও দিতে পারছ না অথচ নাটক করতে চাও! তোমরা সবাই মিলেই আমায় ডোবাবে! পাবলিক হাসবে...'

—'যাড়...'

ছেলেটার কপালই খারাপ। 'স্যার' শব্দটাও ভোগে গেল!

'—'যাড়...আমি ঠিক করে নেবো...'

—'হো-য়া-ট!' সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে— 'যাড়!...হরিবল...হরিবল...আউট! ...শ্যু...শ্যু...'

অভিনেতার মুখ কাঁচুমাচু করে প্রস্থান।

অধিরাজ আর অর্ণব একটু দূর থেকেই ঘটনাটা দেখছিল। এবার এগিয়ে দাড়িওয়ালার কাছে গেল।

—'এক্সকিউজ মি...'

দাড়িওয়ালা মনে মনে হয়তো সমস্ত অভিনেতাদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকাচ্ছিল। অধিরাজ আর অর্ণবের দিকে প্রায় অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়।

—'ইয়েস?'

অধিরাজ শান্তভাবে বলে—'আপনিই ডাইরেক্টর তো?'

—'হ্যাঁ, আমিই।'

—'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল...।' অধিরাজ আরও কিছু বলতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটা খ্যানখ্যানে গলায় বলে—'অ্যাকটিং করতে চাইলে আমি কিছু করতে পারবো না। আমাদের নেক্সট শো এর বেশি বাকি নেই...কাস্টিং অনেকদিন আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে...'

অর্ণব বলতে যাচ্ছিল যে তারা এখানে অ্যাকটিং করার জন্য আসেনি। কিন্তু অধিরাজ তাকে চোখের ইশারায় থামতে বলে।

—'কিন্তু আমাদের যে অঞ্জন বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' সে একেবারে গোবেচারার মতো মুখ করে বলে—'বলল আপনাকে ধরলে একটা না একটা রোল পাওয়া যাবেই...'

—'অঞ্জন!' দাড়িওয়ালা প্রায় লাফিয়ে উঠল—'কোথায় সেই হামবাগটা? পরশু থেকে তার দেখাই নেই। এদিকে ওর সেকেন্ড লিড রোল। কোথায় গিয়ে বসে আছে সে?'

অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে—'আসলে ওর বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে। ওর দিদি সুইসাইড করেছে। তাই...।'

লোকটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'ও...রিয়েলি স্যাড...। কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই। ও কবে আসতে পারবে কিছু বলতে পারেন?'

—'ঠিক নেই।' অধিরাজ নির্বিবাদে বলে—'হয়তো শো অ্যাটেম্পট করতে পারবে না ও। তাই আমাদের পাঠিয়ে দিল। যদি আমাদের কাউকে দিয়ে রোলটা হয়...'

ডাইরেক্টর এবার হেসে ফেলল—'আপনাদের দিয়ে! আপনার তো হাইট ছ-ফুটের উপরে। রীতিমতো ম্যানলি চেহারা। ছ-ফুট হাইটের মহিলা দেখেছেন কখনো? তার উপর সে মহিলার যদি ডোলে-শোলে দেখা যায় তা হলে তো কথাই নেই!'

অধিরাজ অবাক হওয়ার ভান করে—'মহিলার ক্যারেক্টার! সে কি! অঞ্জন তো ছেলে!'

—'ছেলে বলেই তো বিপদ। মেয়েদের মতো হাঁটতে পারত না। মেয়েদের জামাকাপড় পরেও পঞ্চাশবার পা বেধে পরে যেত।' ডাইরেক্টরের মুখে তৃপ্তির হাসি ভেসে ওঠে—'অতি কষ্টে তালিম দিয়ে দিয়ে তৈরি করেছি।'

সে গদগদ মুখে বলে—'সত্যিই আপনার ট্রেনিং অনবদ্য। কিন্তু একটা ছেলেকে দিয়ে মেয়ের রোল...'

—'কী করবো? এবার লোকটার মুখে বিরক্তি ভেসে ওঠে—'গ্রুপে একটা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মেয়ে তো ছিল। তারই করার কথা ছিল এই রোলটা। কিন্তু অঞ্জনের জ্বালায় এই গ্রুপে কোনও মেয়ের তিষ্ঠোবার উপায় নেই। ওর জ্বালাতনেই গ্রুপ ছেড়ে দিল মেয়েটা। তাই শাস্তি হিসাবে ওকেই রোলটা করতে দিয়েছি। তাছাড়া ওর চেহারাটাও বেশ মেয়েলি মেয়েলি। ভালোই মানিয়ে গিয়েছিল।'

—'কিন্তু একটা ছেলের পক্ষে মেয়ের রোল করা একটু কঠিন নয়?'

—'তা একটু কঠিন বটে।' ডাইরেক্টর সাহেব হাসলেন—'তবে ছেলেটার যতই দোষ থাকুক, চেষ্টা আছে। একেই মেয়ের রোল, তার উপর অন্ধ। বেচারা প্রথমে গ্রিপ করতে পারছিল না। তারপর দেখি ও ওর দিদির জামাকাপড় আর লাঠি নিয়ে একদিন এখানে এসে হাজির। হাবভাবে ওর দিদিকে নকল করতে শুরু করল। কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পর এমন পারফরম্যান্স দিতে শুরু করল যে, যে কোনও মেয়ে লজ্জা পাবে!'

—'হুঁ।' অধিরাজ একবার কি যেন ভেবে নিল—'আচ্ছা লাস্ট কবে এখানে এসেছিল অঞ্জন বলতে পারেন? আপনি বললেন পরশু থেকে ওর দেখা নেই। কিন্তু ও তো বলল যে পরশু ও বিকেলে এসেছিল। পরশু তো আপনাদের শো ছিল।'

—'বিকেলে এসেছিল!' লোকটা ফের লাফিয়ে ওঠে—'সম্পূর্ণ বাজে কথা মশাই। পরশু এলে আমি দেখতে পেতাম না? ও পরশু আসেনি।'

—'তবে আপনাদের শো-এ ও অ্যাবসেন্ট ছিল? শো হল কী করে তবে?'

—'শো ছিল। তবে সেখানে অঞ্জনের রোল ছিল না। ওটা অন্য নাটকের শো ছিল।'

সে একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। অঞ্জন তবে মিথ্যে কথা বলেছে। দুর্ঘটনার দিন সে থিয়েটার ক্লাবে ছিল না।

—'ও কবে আসবে বলতে পারেন? এই শো-এর বেশি দেরি নেই।' উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন ডাইরেক্টর—'এরকম চলতে থাকলে তো এই শোটাও ফ্লপ হবে। আগেরটাও স্রেফ মাছি তাড়িয়েছে। এমন হতে থাকলে কেউ আর আমাদের ফাইনান্স করবে না।'

অধিরাজ একটু মুচকি হাসল—'কবে আসবে তা বলা একটু কঠিন। তবে অঞ্জনের বদলে আপনি এঁকে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন...' সে অর্ণবের দিকে নির্দেশ করে—'ওঁর হাইটও বেশি নয়। মেয়েদের রোলে মন্দ মানাবে না।'

অর্ণব জুল জুল করে স্যারের দিকে তাকায়। এটা কি আদৌ কোন কমপ্লিমেন্ট?

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাইরেক্টর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন—'নাঃ। অত সোজা নয়। অঞ্জনকে বলবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসতে। নয়তো গোটা দলই মুশকিলে পড়বে।'

অর্ণব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

থিয়েটার ক্লাব থেকে বেরোনোর পর অধিরাজকে একটু চিন্তিত লাগছিল। অঞ্জন বেকুবের মতো এত বড়ো একটা মিথ্যে কথা বলল কেন? সে যে সত্যিই দিদির জামাকাপড় পরে ট্রায়াল দিচ্ছিল এ বিষয়টা ঠিকই। এ বিষয়ে অধিরাজের কোন সন্দেহ নেই। অঞ্জন এখানে ঠিকই বলেছে। কিন্তু তারপরেই সে মিথ্যে বলেছে।

—'কি মনে হয় স্যার?' অর্ণব আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে—'ছেলেটা কি মিথ্যে বলল?'

—'মনে হয় তাই।'

—'তবে কি সে-ই?'

অধিরাজ একটু চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকায়—'তোমার কী মনে হয় অর্ণব? অঞ্জনের অত গাটস আছে?'

অর্ণব একটু চিন্তা করে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না!

—কী করে বলি স্যার? ওর তো পুলিশ রেকর্ডও আছে।'

সে ভাসা ভাসা চোখে তাকায়—'নাঃ, আমার তো মনে হয় না। যে ছেলে একটা মেয়ের বাড়ি গিয়ে উৎপাত করে তাকে ম্যাচিওর বলে আমার মনে হয় না। সে বড় জোর মাথা গরম করে একটা গদা নিয়ে কারুর মাথায় বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এত পাকা মাথার প্ল্যানিং তার দ্বারা হবে না—এ অন্য কারুর কাজ। অন্য কোন অবিশ্বাস্য পাকা মাথার কাজ...অন্য কেউ...অন্য কেউ...।'

—'অন্য কেউ? তাহলে কে?'

—'যে কেউ হতে পারে।' অধিরাজ বিড়বিড় করছে—'প্রীতম হতে পারে, কৃষ্ণদাসবাবু ও তার স্ত্রী হতে পারেন বা...।'

—'আর কেউ তো নেই স্যার!'

—'ঠিক কথা। আর কেউ নেই।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'আমারই পাপী মন। কিছুতেই মানতে পারছি না যে সমাধানটা এত সহজ হতে পারে।'

—'এখন কোথায় যাবো স্যার?'

—'সেন্ট্রাল প্লাজা চল। কৃষ্ণদাসবাবুর অফিসটা একটু ঘুরে যাই।' অধিরাজ নাকের উপর সানগ্লাসটা তুলে দিয়েছে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সেন্ট্রাল প্লাজার সাততলায় কৃষ্ণদাসবাবুর অফিস। চমৎকার কাঁচের ঘেরাটোপে তৈরি একটা রিসেপশন। রিসেপশনে এক বিবাহিতা সুন্দরী বসে বসে নখ সাইজ করছেন। দর্শনার্থীদের প্রতীক্ষা করার জন্য তার সামনেই একটা বিরাট লাল ভেলভেটের সোফা। সোফার সামনে কাঁচের টেবিল। তার উপর গুচ্ছের ম্যাগাজিন। বেশিরভাগই সুরা ও ব্যাবসা বিষয়ক।

রিসেপশনের সুন্দরীটির দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ অধিরাজের বাবার কথা মনে পড়ে গেল। সুন্দরীদের দিকে তাকানো বাবার মতে অবশ্যই কর্তব্য। কখনও আগে সে কথাটা ভেবে দেখেনি। হঠাৎ বাবার ডায়লগটা মনে পড়তেই মেয়েটির দিকে নজর দিল।

সে তাকাল বটে মেয়েটির দিকে, কিন্তু তার সৌন্দর্যের চেয়ে অন্যান্য জিনিসগুলোই তার নজর কাড়ল বেশি। যেমন মেয়েটির লাল টুকটুকে ঠোঁটের চেয়ে তার চোখে ধরা পড়ল ঠোঁটের পাশে হলুদ হলুদ প্যাকের গুঁড়ো। কোন কারণে বেচারাকে আজ সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে। মুখে লাগানো প্যাক ঠিকমতো ধুয়ে নিতেও পারেনি।

মেয়েটির চোখদুটো বড় সুন্দর। টানাটানা চোখের সুদীর্ঘ ঘন পল্লব দেখার জিনিস বটে। চোখ যেন কথা বলে তার।

কিন্তু অধিরাজের চোখ গেল তাই দুই চোখের পাশে নাকের উপরে সাদা দাগের দিকে। চশমার দাগ। মহিলা চশমা ব্যবহার করতেন। ছাপটা বেশ গভীর। তার মানে মহিলার চোখে বেশ ভালোই পাওয়ার। কিন্তু কম্পিউটারের দিকে তাকানোর সময়ে বা এদিক ওদিক যখন তাকাচ্ছেন তখন তার চোখ কুঁচকাচ্ছে না। অর্থাৎ তিনি লেন্স পরেন।

হাতের আঙুলগুলো সুন্দর লম্বাটে লম্বাটে। কিন্তু নখের মাথার কাছটা বেশ ঘষা ঘষা। কোন সময়ে টাইপিস্ট ছিলেন বোধহয়। আঙুলে নিকোটিনের দাগ আছে। সিগ্রেট খাওয়া হয়। মাথার শেপটা আশ্চর্যজনকভাবে গোল। সিজারিয়ান চাইল্ডের মাথা সচরাচর গোল হয়। মহিলার বয়েস বছর আঠাশেক হবে। আঠাশবছর আগের সিজারিয়ান চাইল্ড মানে বাপের পয়সা ছিল। সম্ভবত স্বামীর নেই। নয়তো একটা মদের অফিসে রিসেপশনিস্টের চাকরি করতে হত না। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রেমের বিয়ে। স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েকে বাবা দেখেশুনে এমন কোন ছেলের হাতে দেবেন না যাতে তাকে পয়সার জন্য চাকরি করতে হয়। মুখ একটু বাঁকানো। নাক তীক্ষ্ণ। অর্থাৎ বেশ বুদ্ধি ধরেন মহিলা।

Scanned by CamScanner

—'মহিলা বেশ সুন্দরী!' অর্ণব মুচকি হেসে বলে—'কৃষ্ণদাসবাবুর রুচি আছে!'

অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'তুমি আমার বাবার কথাটাকেই সঠিক প্রমাণ করলে অর্ণব!'

অর্ণব ভুরু কুঁচকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়—'কি ব্যাপারে স্যার?'

—'আমি একটি অপদার্থ ও আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

অর্ণব এ প্রসঙ্গের অবতারণা কোথা থেকে হল বুঝে উঠতে পারে না। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ কৌতুকে ভুরু নাচিয়ে বলে—'যাও, মহিলা তোমায় ডাকছেন।'

অর্ণব অবাক হয়ে রিসেপশনিস্টের দিকে তাকায়। তিনি একহাতে ফোন ধরে সত্যিই আরেক হাত তুলে এদিকেই ইশারা করছেন। সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল।

—'আপনিই মিঃ অধিরাজ ব্যানার্জী?'

—'না...আমি নই...উনি।' অর্ণব অধিরাজের দিকে নির্দেশ করে।

—'ওনাকে এম ডি-র পি এ ডাকছেন।' ভদ্রমহিলা মিষ্টি হাসলেন—'আপনারা ভিতরে যান।'

—'এম ডি-র পি এ!' অর্ণব অবাক হয়। কৃষ্ণদাসবাবুর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হঠাৎ তাদের ডাকছেন কেন?

—'ওকে।'

সে আর কথা না বাড়িয়ে স্যারের কাছে ফিরে আসে।

—'এম ডি-র পি এ আমাকে ডাকছেন!' অধিরাজ একটু বিস্মিত হয়—'তিনি আমার নাম জানলেন কী করে?'

—'কী করে বলি স্যার?' সে অসহায় ভাবে বলে।

—'তাই তো!' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'তুমি কি করে জানবে। এভাবে ডাকার অর্থ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে চেনেন। কিন্তু তিনি জানলেন কি করে যে আমি এখানে উপস্থিত! বোধহয়...।' সে একটু পিছিয়ে এসে মাথার উপরের দিকে তাকায়। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ভেসে ওঠে—'বুঝেছি। চলো অর্ণব। দেখে আসা যাক!'

—'ঢুকেই রাইটে যে চেম্বারটা পড়বে ওটাই এম ডি-র কেবিন স্যার।' আরও একটু মিষ্টি হেসে যোগ করলেন মহিলা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তার পাশের কেবিনটাই তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের।'

—'থ্যাঙ্কস।' প্রত্যুত্তরে একটা সুন্দর হাসি তাকে উপহার দিয়ে চলে গেল অধিরাজ।

কৃষ্ণদাসবাবুর কেবিনটা সত্যিই সুন্দর। রীতিমতো ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ডেকে ঘরটা সাজানো হয়েছে। দেওয়ালে গ্র্যানাইটের কারুকার্য। একপাশে দামী সোফা, সেন্টার টেবিল সাজানো। মাখনরঙের দেওয়ালের গায়ে মানানসই মোটা মোটা দামী পর্দা। দামী দামী ফ্লাওয়ার ভাসে নানা রঙের ফুল সাজানো। মার্বেলের মেঝের উপর পুরু গালিচার মতো বিদেশি কার্পেট।

ঢুকতে না ঢুকতেই চিলড এসির স্পর্শে গা হাত পা শিউরে উঠল অর্ণবের। ভদ্রলোক তাঁর ঘরে নেই। অথচ এত ঠান্ডা কেন ভিতরটা!

কৃষ্ণদাসবাবু আগেই বলেছিলেন আজ তাঁর আর্জেন্ট মিটিং আছে। অর্থাৎ জানাই ছিল যে তিনি ঘরে থাকবেন না। তবু একটা চান্স নিয়েছিল অধিরাজ। ভেবেছিল যে এই ফাঁকেই সি ই ও বা পি আর ও-র সঙ্গে কথা বলে নেবে। রিসেপশনিস্টকে সে কথা বলতেও হয়তো যেত। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়ে গেল ভিতরে।

অধিরাজ তখনও বুঝতে পারেনি যে কে তাকে ডাকল। এখানে কে তাকে ডাকতে পারে সেকথা ভেবে ভেবেই সে কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তার কৌতূহল নিরসন হতে বেশি সময় লাগল না।

—'হাই রাজাদা, তুমি এখানে?'

পাশের কেবিন থেকে ততক্ষণে এক সহাস্যমুখ যুবতী বেরিয়ে এসেছে। পরনে ব্লেজার আর স্কার্ট। একগাল হেসে বলল—'নিশ্চয়ই চিনতে পারোনি। আমি তিতির। শিলাদিত্যর বন্ধু।'

শিলাদিত্য অধিরাজের মামাতো ভাই। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। এখন মেয়েটি বলতেই মনে পড়ল। হ্যাঁ—তিতির, শিলার বন্ধু।

অধিরাজ হাসল—'চিনতে পারবো না কেন? কিন্তু এখানে দেখব ভাবিনি।'

—'পেটের দায়ে বস, চাকরি।' সে হাসল। হাসলে তার নাকটা কুঁচকে যায়—'কিন্তু তুমি এখানে কেন? কোন তদন্তের কাজে এসেছ না কি?'

—'হ্যাঁ, বলতে পারিস।' অধিরাজ একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয়—'তুই কৃষ্ণদাসবাবুর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ কদ্দিন করছিস?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'প্রায় বছর দুয়েক হল।'

—'হুম, তোকে পেয়ে ভালোই হল। কয়েকটা ব্যাপার জানার ছিল।' অধিরাজ তার মুখ নামিয়ে বলে—'তোর একটু সময় হবে। একটু হেল্প করতে পারবি?'

—'তদন্তের বিষয়ে?' তিতির খুব আগ্রহ সহকারে বলে—'কি ব্যাপার গো? জন্ডিস কেস নাকি?'

—'এখানে বলা যাবে না। ঢোকার সময়েই দেখেছি চতুর্দিকে সি সি টিভি ক্যামেরা ছড়ানো। ক্লোজ সার্কিটে তুই যদি আমাকে দেখতে পেয়ে থাকিস তবে তোর মনিবও রেকর্ডিং থেকে আমাদের গজল্লা মারতে দেখে ফেলবেন।' সে আস্তে আস্তে বলে—'বাইরে আসতে পারবি কোনভাবে?'

—'এত গোপনীয়তার কি আছে?' তিতির বলল—'তোমার যা পেশা তাতে তুমি যেখানে খুশি ঢুকে যাকে যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারো।'

—'পারি।' অধিরাজ একটু হাসে—'কিন্তু আমি চাই না মিঃ সান্যাল আমার গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যান। তাঁর রুমে ঢুকে তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি জানলে তিনি কি আর শান্তিতে থাকবেন? একটা লোককে খামোখা অশান্তিতে ফেলার দরকার কী?'

—'তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না।' সে হাসল—'তাহলে তুমি একটু রিসেপশনে গিয়ে বসো। স্যারের আজ অনেকগুলো কনফিডেনশিয়াল মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। তুমি জাস্ট কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো। আমি একটা কাজ সেরেই আসছি।'

কয়েক মিনিট বলল বটে, কিন্তু তিতিরের কাজ সারতে সারতে আধঘণ্টা লাগল। ততক্ষণ রিসেপশনে বসেই অধিরাজ আর অর্ণব কথা বলছিল। বিষয়—সুন্দরী রিসেপশনিস্ট!

একটু পরেই তিতির একটা লাল হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে হাসিমুখে এসে উপস্থিত। মুচকি হেসে রিসেপশনিস্টকে বলল—'রাধিকা, আমি একটু দাদার সঙ্গে বেরোচ্ছি। একটু পরেই ফিরে আসবো।'

রাধিকা উত্তরে মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকায়।

সেন্ট্রাল প্লাজার উল্টোদিকেই ছোট্ট একটা রেস্টোর‍্যান্টে বসে কথাবার্তা শুরু হল। সামান্য কিছু রেখে ঢেকে প্রায় গোটা ব্যাপারটাই বলল অধিরাজ।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তিতির খুব মন দিয়ে গালে হাত দিয়ে সবটাই শুনছিল। তার চোখ মাঝেমধ্যেই গোলগোল হয়ে যাচ্ছিল শুনতে শুনতে।

—'তোমার কি সন্দেহ? স্যারই...?'

—'ওভাবে বলা মুশ্‌কিল তিতির।' অধিরাজ একটা মশলা দোসার এককোণ ছিঁড়ে নিয়ে বলে—'তুই তো বেশ কিছুদিন কাজ করছিস ভদ্রলোকের সঙ্গে। তোর কি মনে হয়?'

—'জানি না রাজাদা।' তিতির মাথা নাড়ল—'লোকটার পক্ষে সবই সম্ভব। মার্কেটে ওর খুব ভালো নাম নেই। ঐ যে রাধিকাকে দেখলে না...?'

—'কে? রিসেপশনিস্ট?'

—'হ্যাঁ।' তিতির কোল্ড ড্রিঙ্কসে চুমুক দিতে দিতে বলে—'সবাই বলে ওর সঙ্গে স্যারের নাকি স্পেশ্যাল সম্পর্ক আছে। আমি অবশ্য চোখে কিছু দেখিনি। তবে আঁচ করতে পারি...'

—'ওনার বিজনেসের অবস্থা কী?'

—'সেই কথাই তো বলছি।' তিতির উৎসাহিত হয়ে বলে—'ঐ মেয়েটার অনেক টাকা। আমি পি এ হয়েও বাসে ট্রামে চড়ে অফিসে আসি, অথচ রাধিকা রিসেপশনিস্ট হয়েও নিজের গাড়ি চেপে অফিসে আসে। বসই দিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝলে? মেয়েটার পিছনে দেদার টাকা খরচ করেন। শুনেছি ও-ই একমাত্র নয়। এমন আরও আছে। ওদিকে ব্যবসার অবস্থাও ভালো না। এ বছর অনেক টাকা লস হয়েছে। ট্যালির মেয়েটা প্রায়ই গজগজ করে। অ্যাকাউন্টসের লোকেরাও বলেছে এ বছর প্রচুর দেনা হয়েছে স্যারের। সুতরাং বুঝতেই পারছ...'

—'বুঝলাম।' অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'মিঃ সান্যালের স্বাভাবিক ভাবেই টাকার দরকার আছে।'

তিতির চোখ গোলগোল করে বলে—'ওর আগের বৌটার কেস জানো?'

—'কানে এসেছে।'

—'অফিসের যারা একটু পুরোনো লোক তারা তো সুযোগ পেলেই পেছনে 'খুনী' বলে গাল দেয় স্যারকে। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্ট প্রকাশদা তো বলে ভদ্রমহিলাকে স্যারই খুন করেছিলেন। মহিলার মোটা শেয়ার ছিল এই কোম্পানিতে। তার মেয়েরও আছে। বুঝলে?'

—'বুঝলাম। লোকটার মোটিভ আছে।'

—'শুধু তাই নয়।' তিতির আস্তে আস্তে বলে—'যখনই তুমি আমাকে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

খুনের টেকনিকটা বললে তখনই আমার মাথায় আরেকটা ব্যাপার স্ট্রাইক করল জানো?'

—'কী?'

—'দাঁড়াও।' সে হ্যান্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বলে—'ভাগ্যিস জিনিসটা আমার হ্যান্ডব্যাগেই ছিল। ফাইলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

তিতির তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা কাগজ বের করে আনল। একটা ঘরের প্ল্যান।

—'এটা স্যার ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরকে দিতে বলেছিলেন এক সপ্তাহ আগে। উনি অফিসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির ডেকোরেশনও পাল্টাবেন ঠিক করেছিলেন। এই দ্যাখো তার প্ল্যান।'

অধিরাজ দেখল ওটা সুমিতার ঘরের একটা ডিজাইন! আর...অদ্ভুত ব্যাপার!... সেখানে পরিষ্কার প্ল্যান করা আছে যে খাটটাকে টয়লেটের মুখোমুখি পজিশন থেকে ব্যালকনির সোজাসুজি পজিশনে সরাতে হবে। হুবহু যেমন ঘটনাস্থলে খাটটার পজিশন ছিল।...ঠিক যে জন্য অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অবিকল তার প্ল্যান আঁকা সেই কাগজে।

বিস্ময়ে একটা শব্দই বেরোল অধিরাজের মুখ থেকে...

—'মাই গ—ড!'

তিতির পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অধিরাজের দিকে। সে যেন গভীর আগ্রহে তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে।

—'তিতির, এটা তুই কবে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরকে দিয়েছিলি? ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর কি কাজ শুরু করেছিলেন?'

—'ঠিক এটা নয়।' সে বলে—'এটার মাস্টার কপি। এটা জেরক্স। তাও দিয়েছি ধরো প্রায় এক সপ্তাহ আগে। এতদিনে তো কাজ শুরু হওয়ার কথা। তবু...হয়েছে কি না জানি না।'

—'হঠাৎ এরকম প্ল্যানের কারণ কী সেটা বলেছিলেন মিঃ সান্যাল?'

তিতির চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে—'তুমি তো জানো রাজাদা, আমাদের কিরকম কাজ। বস যা বলেন তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। আমার কাজ মুখ বুজে হুকুম তামিল করা। পালটা প্রশ্ন কি করতে পারি? তার উপর লোকটার যা মেজাজ...!'

—'বুঝেছি।' অধিরাজ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে—'লাস্ট একটা ফেভার করবি তিতির?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'বলো।'

—'ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিশ্চয়ই আছে তোর কাছে।' অধিরাজ কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে চুমুক দিয়ে বলে—'আমায় দিতে পারবি?'

—'শিওর।'

তিতির হ্যান্ডব্যাগ হাতড়ে হাতড়ে অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড বের করল। তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে।

—'এই নাও।'

অধিরাজ ভিজিটিং কার্ডটা খুব মন দিয়ে দেখছে—'মিস শ্রীতমা সেন। হুঁ...।'

এরপর তিতির আরও মিনিট দশেক ছিল। শিলাদিত্য সম্পর্কে দু-এক কথা হল। কিছু ব্যক্তিগত কথাও বলল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল। তার বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই। অফিসে প্রচুর কাজের চাপ।

তিতির চলে যাওয়ার পর অধিরাজ আরও কিছুক্ষণ বসল। অর্ণব ধোসা খেতে খেতে ওদের কথা শুনছিল। এবার স্যারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

—'স্যার, মিস্টার সান্যালেরই কাজ তবে?'

অধিরাজ অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। কিছু যেন নিবিষ্ট মনে ভাবছে।

—'আপাতত তো তেমনই মনে হচ্ছে অর্ণব। মোটিভও আছে...কিন্তু...।' সে অন্যমনস্ক স্বরে বলে—'আমি শুধু ভাবছি যে যদি এই মতলবই ভদ্রলোকের ছিল তবে এত ঢাকঢোল পেটানোর কি দরকার? খাটটাই যদি ঘোরানোর দরকার ছিল তবে সেটা তো নিজেই করে নিতে পারতেন। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ডাকার কি দরকার ছিল? আর যদি বা ডাকলেন তাও একেবারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে নক্সাটা প্রমাণ হিসেবে রেখে! এত বড় কাঁচা কাজ এমন ঘুঘু লোক কি করবে?'

অর্ণব চুপ করে থাকে। এ বিষয়ে সে কি বলবে।

—'এক কাজ করো অর্ণব।' কোল্ড ড্রিঙ্কসটা শেষ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে দেয় ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর এর কার্ডটা।

—'তুমি এই মহিলার সঙ্গে দেখা করে এসো। জিজ্ঞাসা করবে বাড়ির এই

Scanned by CamScanner

প্ল্যানের কথা কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর সেক্রেটারি আর তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানতো কিনা। মানে ঘরটা রি-ডেকোরেটেড হলে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে খাটটাও ঘুরে যাবে এ খবর আর কারুর জানার কথা কি না।' অধিরাজ মুচকি হাসল—'আরামসে মিষ্টি করে প্রশ্ন করবে। এমনিতেই পুলিশ হম্বিতম্বি করে বলে যথেষ্ট বদনাম আছে।'

অর্ণব ভাবছিল তাকে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কাছে পাঠিয়ে স্যার কী করবেন? মুখে কিছু না বললেও তার হাবভাব দেখে অধিরাজ বুঝতে পারল। সে হেসে বলে—'তুমি খবরটা নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে একটু প্রেমালাপ করি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাও জানা দরকার।'

—'ওকে স্যার।'

৭

ডক্টর অসীম চ্যাটার্জী যথারীতি আজও ভয়াবহ মুডে ছিলেন।

সবাই বলে মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে তার মেজাজটাও নাকি তিরিক্ষি ঘাটের মড়ার মতো হয়ে গিয়েছে। তার অ্যাসিস্ট্যান্টরাও জব্বর ভয় পায় এই লোকটিকে। দূর থেকে চকচকে টাকটাই সবচেয়ে আগে দেখতে পাওয়া যায়। এবং সেই ইন্দ্রলুপ্ত দেখা মাত্রই আশেপাশে যারা থাকে তারা যেন লুপ্তপ্রায় হতে পারলে বাঁচে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই তটস্থ হয়ে যায়।

ডক্টর চ্যাটার্জীর চেম্বারে ঢুকে ভদ্রলোককে দেখতে পেল না অধিরাজ। তার টেবিলের উপর রাশি রাশি কাগজপত্র ছড়ানো। একপাশে গুচ্ছ ফাইল। আর টেবিলের কাঁচের তলায় মরদেহগুলোর ছবি। এই এক বিটকেল স্বভাব লোকটার। ইন্টারেস্টিং কেস হলেই সেই ছেঁড়াকাটা দেহগুলোর ছবিগুলো তুলে রেখে দেবেন। যেন বহুমূল্য সম্পদ।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘরে তার অ্যাসিস্ট্যান্টরাই কাজ করছিল। প্রায় প্রত্যেকেই তার মুখ চেনা। এদের মধ্যে একটি ছেলে বার্নারের উপর বীকারে কি যেন গরম করছিল। হাতের কাছে পেয়ে অধিরাজ তাকেই জিজ্ঞাসা করে—

—'দুর্বাসা কই?'

ছেলেটা তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই যেন পাথর হয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

তার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে অধিরাজ অবাক। সে হেসে বলে—'এত ভয় পাচ্ছ কেন? দুর্বাসা তো নেই দেখছি।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ছেলেটি আর কিছু বলার আগেই পিছন থেকে খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজ এলো—'ওহে শকুন্তলা, দুর্বাসা তোমার পিছনে অবস্থান করছেন।' অধিরাজের পিছন থেকে ডাঃ অসীম চ্যাটার্জী প্রায় দাঁত কিড়মিড় করতে করতে এগিয়ে এসেছেন—'কলিযুগ না হলে তোমায় অভিশাপ দিতাম, ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার হয়ে জন্মাও। তাও যা-তা মাকড়সা নয়, ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস।'

—'ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস!' অধিরাজ অবাক হয়ে জানতে চায়—'সেটা কি? এর মধ্যে এলো কোথা থেকে?'

—'তুমি আমায় পেছনে দুর্বাসা বলো?' ডাঃ চ্যাটার্জীর ভ্রূকুটি ক্রমশই ভয়াল হচ্ছে।

অধিরাজ প্রথমে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভদ্রলোক এমন বিশেষণ পেয়ে যে বিশেষ খুশি হননি তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

—'আজ্ঞে...'

—'নো এক্সপ্লানেশন।' ডাঃ চ্যাটার্জীর মুখ ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে—'আমার ডিউটি আমি করবো। যা পেয়েছি তা বলবো। তারপর তোমার ঐ মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি আর দেখতে চাই না!'

অধিরাজ আর কি করে। বাধ্য হয়ে মুখ বুঁজে ভদ্রলোকের লেকচার বাধ্য ছাত্রের মতো শুনে গেল।

—'মেয়েটির নাইটিতে হাতের ছাপের কথা তোমায় আগেই বলেছি।' ডাঃ চ্যাটার্জী বলতে শুরু করলেন—'এবার বাদবাকিটা শোনো। মেয়েটির মৃত্যু উপর থেকে পড়ার কারণেই হয়েছে। অন্য কোন কারণ নেই। রক্তে সামান্য সেডেটিভের ট্রেস পাওয়া গিয়েছে। 'ভার্সিডেপ' নামের একটি টেনশন ফ্রি ওষুধ এর চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। তবে মৃত্যুর পেছনে এই দুটো ওষুধের কোন ভূমিকা নেই। একমাত্র ভার্সিডেপ এমন একটা ওষুধ যা খেলে ঘুম ঘুম ভাব বা অন্য কোন সাইড এফেক্ট হয় না। সেডেটিভও খুব সামান্য। মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত ও ইন্টারনাল হেমারেজ। সিম্পল, আর কোন কারণই নেই। তবে হ্যাঁ...।' একটু থেমে বললেন তিনি—'মেয়েটার ব্রেইন আর মুখ বলছে যে সে মরার আগে ভয় পেয়েছিল। আত্মহত্যার ভিকটিমরা সচরাচর এমন ভয় পায় না। কারণ মৃত্যুর আগেই মনকে প্রস্তুত করে নেয় তারা। কিন্তু এই মেয়েটির ক্ষেত্রে তা হয়নি। রেটিনায় ছাপ পড়েনি যেহেতু ও অন্ধ। কিন্তু মুখের পেশিগুলো আর মুখভঙ্গী বলছে যে ভয় পেয়েছিল।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এই অবধি বলার পরই অধিরাজ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখল ডাঃ চ্যাটার্জী কটমট করে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাই চেপে গেল।

—'যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের এবার সেই প্রসঙ্গেই আসি। একটা অদ্ভুত জিনিস হঠাৎই কপালগুণে চোখে পড়ে গিয়েছে।' তিনি বলেন--'তার আগে তুমি একটা কথা বলো। মৃত মেয়েটির বিদঘুটে পতঙ্গ বা পোকামাকড়, আর্থ্রোপোডা সংগ্রহ করার শখ ছিল না কি?'

অধিরাজ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে—'মানে?'

—'মানে সে কি ট্রপিক্যাল ভেনামাস কোন জীবজন্তু পুষত? মাকড়সা-টাকড়সা গোছের?'

অধিরাজ কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বলে—'না তো! ইনফ্যাক্ট ঘরে বা দেওয়ালে কোন মাকড়সাই দেখিনি!'

—'এই!' ডাঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—'একেই বলে পুলিশি বুদ্ধি! যে মাকড়সার কথা বলছি সে যদি ঘরের দেওয়ালে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে তবে পৃথিবীতে কেউ আস্ত থাকবে না।' তিনি মাইক্রোস্কোপের নীচে স্লাইডে কিছু একটা রেখে বললেন— 'নাও, দেখো। এইটা মেয়েটির নাইটিতে পাওয়া গিয়েছে।'

অধিরাজ দেখল বটে, কিন্তু কিছুই বুঝল না। কেমন বিটকেল দেখতে কী একটা যেন।

—'কি এটা?'

—'মাকড়সার লোম বা রোঁয়া।' তিনি জানালেন—'তাও যা তা মাকড়সা নয়। সবচেয়ে বিষাক্ত মাকড়সা। ট্রপিক্যাল স্পিশিজ। ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার। যাকে বলে ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস। মূলত সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকায় পাওয়া যায়।'

—'ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস!' সে অবাক হয়ে বলে—'তার রোঁয়া পাওয়া গেল মেয়েটির নাইটিতে।'

—'হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, রোঁয়াটা নাইটির ভিতরের দিকে ছিল। সাইডের সেলাইয়ের গায়ে আটকে ছিল। নেহাৎ তোমার সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়েছি।'

—কিন্তু এই মাকড়সার লোম নাইটিতে এলো কি করে?'

—'সেটাও আমি বলবো?' তিনি প্রচণ্ড রাগে মুখ লাল করে বললেন—'আমি কি নিজে ওটা ওখানে রেখেছি! আশ্চর্য! যে মাকড়সা সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কলকাতার এক ফ্ল্যাটের একটি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অন্ধ মেয়ের গায়ে তার লোম কি করে এলো সেটাও আমাকে বলতে হবে! আমায় জ্যোতিষী পেয়েছ! আ-উ-ট...।'

—'কিন্তু...'

—'গেট আউট। আমায় দুর্বাসা বলা। আর একটা কথাও বলবো না তোমায়...'

অধিরাজ মুখ কাঁচুমাচু করে ফেরার পথ ধরে। তার মুখ দেখে বোধহয় চিঁড়ে কিঞ্চিৎ ভিজল।

—'দাঁড়াও।'

অধিরাজ দাঁড়িয়ে পড়ে।

—'খোঁজ নিয়ে দেখো ওর বাড়ির কেউ সাউথ বা সেন্ট্রাল আমেরিকা গিয়েছিল কি না। বা কেউ ট্রপিক্যাল প্রাণী রাখে কি না। হতে পারে সেই লোকটাই...' ডক্টর একটু থামলেন—'এই বলিভিয়েনসিস প্রজাতিটা একমাত্র ওখানেই পাওয়া যায়। আর বাড়ি তল্লাশি করে দেখ কোন বন্ধ বাক্স, বাক্সের মেটিরিয়াল কাঁচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বা মজবুত ধাতুর কোন বাক্স পাও কিনা।' তার গলার স্বর এবার নরম হয়ে এসেছে—'তবে হাতে মোটা গ্লাভস না পরে খুঁজতে যেও না। অসম্ভব বিষাক্ত মাকড়সা। এক ছোবলেই ছবি। একবার যদি বলিভিয়েনসিস তোমায় কামড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিভেনাম না দিলে স্ট্রেট উপরওয়ালার কাছে প্রোমোশন। অতএব বি অ্যালার্ট। প্রাণীটার লোম যখন আছে তখন প্রাণীটাও কাছাকাছি কোথাও আছে, যেখান থেকে লোম এসেছে।'

—'মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে কি এর কামড়ের কোন যোগ আছে?'

—'না।' ডক্টর মাথা নাড়ছেন—'মেয়েটিকে মাকড়সা কামড়ায়নি। কামড়ালে রক্তে বিষ পেতাম। যেখানে কামড়াতো সেই জায়গাটা নীল হয়ে যেত। সূক্ষ্ম কামড়ের দাগও থাকতো। কিন্তু আমি লোমটা পাওয়ার পর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। সেরকম কিছুই নেই।'

অধিরাজ একরাশ চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে গেল। অঙ্কগুলো এমন পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? এর মধ্যে আবার ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার কোথা দিয়ে চলে এলো। মাকড়সার লোমটা এমনি এমনি মেয়েটার জামায় লাগেনি। নিশ্চয়ই আরও কিছু গোলমাল আছে! কোন বড়সড় যোগাযোগ আছে...'

কিন্তু কি? এর মধ্যের যোগাযোগটা কোথায়...?

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

৮

ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর শ্রীতমা সেনের কাছ থেকে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল অর্ণব।

সান্যালদের বাড়িতে ডেকোরেশনের কাজ শুরু হয়েছিল কি না সেকথাই জানতে চেয়েছিল সে। কিন্তু মিস সেন বেশ বিরক্ত মুখেই উত্তর দিলেন—'শুরু হওয়ার কথা তো ছিলই। কিন্তু হল কই? মিঃ সান্যালের কাজ নেওয়াই উচিত হয়নি আমার!'

—'মানে?'

এর উত্তরে শ্রীতমা যা জানালেন তাতে অর্ণব অবাক হয়ে গেল। উনি জানালেন যে দুর্ঘটনার দিন সকালে মিঃ সান্যালের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল শ্রীতমার অ্যাসিস্ট্যান্টের। বাড়িটা একবার ভালো করে দেখে আসার কথা ছিল তার। সে যাওয়ার জন্যও তৈরি হয়েছিল।

—'তারপর?'

শ্রীতমার ঠোঁটের ভঙ্গিমায় বিরক্তির ছাপ—'তারপর আর কি? মিঃ সান্যালের বাড়ি থেকে তার ছেলে ফোন করে বলল যে ওঁরা বাড়িতে কেউ থাকবেন না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল।'

—'হুঁ।'

—'সেদিন আমাদের অফিস থেকে ও বাড়িতে কেউ আর যায়নি।' তিনি উত্তেজিত—'ওদিকে বিকেলবেলা মিসেস সান্যাল ফোন করে বললেন—সকালবেলা আমি নাকি একটি ছেলেকে পাঠিয়েছি! সে নাকি সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখেছে। তারপর বলেছে যে বিকেলবেলা আমি নাকি ফোন করে বলবো যে কবে থেকে কাজ শুরু হবে। আমার ফোন না পেয়ে তাই ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন।' শ্রীতমা গড়গড় করে বলে গেলেন—'ওদিকে ওনার ছেলেই সকালে ফোন করে বারণ করেছিল বলে আমি লোক পাঠাই-ই নি। অথচ উনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন, বললেন—সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ওনার ছেলে সকালে বাড়িতেই ছিল না। এবং উনি নিজে আমার লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন!'

অর্ণব বিস্মিত হয়ে বলে—'সেকি!'

—'তাহলেই বুঝুন। আমি লোক পাঠালাম না, অথচ উনি নাকি তার সঙ্গে কথা বলেছেন!' ভদ্রমহিলা গরগর করতে করতে বললেন—'ও ফ্যামিলির সবাই বোধহয় পাগল। আমার কাজটা নেওয়াই ভুল হয়েছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব চুপ করে সমস্ত ঘটনাটাই হজম করে ফিরে এলো। অধিরাজ তখন সবে মাত্র ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে অভিসার করে ফিরেছে। তার মাথায় তখনও ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার সুড়সুড় করে বেড়াচ্ছে। ঐ প্রাণীটির লোম কি করে মৃত মেয়েটির পরিধানে এলো সে কথাই ভাবছে সে।

এমন কি হতে পারে? ডাঃ চ্যাটার্জী যা বলছেন...।

ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার যে লোক রাখে তার সঙ্গে মেয়েটির মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে! এমন কি হতে পারে যে সেই লোকই আসলে রাতে নাইটি পরে, চোখে গগল্‌স দিয়ে তনিমা চ্যাটার্জীকে ভয় দেখাত? মাকড়সা পোষে যখন তখন কোনভাবে তার রোম তার দেহে চলে এসেছিল। আর তার শরীর থেকেই মেয়েটির নাইটিতে। সে চালাকি করে হাতে গ্লাভস পরে ছিল বলে তার হাতের ছাপ আসেনি নাইটিতে। কিন্তু মাকড়সার রোমের মতো সূক্ষ্ম জিনিস যে আটকে গিয়েছে সেটা সে খেয়াল করেনি।

ফলস্বরূপ ডাঃ চ্যাটার্জীর যুগান্তকারী আবিষ্কার! মাকড়সার রোম!

অধিরাজ ভেবে দেখল যে এই সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে জোরালো। এবং অমোঘ। একমাত্র এই ভাবেই মাকড়সার রোমটা মেয়েটির জামায় এসে থাকতে পারে।

এখন খোঁজা দরকার যে মাকড়সাটা কে পোষে? কোথায় আছে প্রাণীটা? প্রকাশ্যে নেই নিশ্চয়ই। গুগলে মাকড়সার চেহারাটা সে দেখে নিয়েছে। ভয়ঙ্কর দেখতে প্রাণীটাকে। ওরকম একটা প্রাণী সামনে থাকলে প্রথম দিনই অধিরাজের চোখে পড়ত। তবে কোথায়?

ডাঃ চ্যাটার্জী একটা বাক্সের কথা বলেছেন। তেমন কোন বাক্সও চোখে পড়েনি অধিরাজের। কিন্তু কোথাও সেটা নিশ্চয়ই আছে। কোথায়...? কোথায়...?

সে ভাবতে ভাবতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল, বেশি চিন্তা করে কাজ নেই। বরং সান্যালদের বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। আরেকবার ওবাড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার।

—'স্যার?'

অধিরাজ অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগ্রেট সবে ধরাতে যাবে এমন সময়ই পিছন থেকে অর্ণবের গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

—'ইয়েস অর্ণব।' সে রিভলভিং চেয়ারটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে অর্ণবের দিকে ফিরল।

—'বলো, কি খবর?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়ে।

—'খবর একটু পিকিউলিয়ার স্যার।'

সে যা যা জেনেছিল তার সমস্তটাই বলল। খুব মন দিয়ে পুরো ব্যাপারটা শুনছে অধিরাজ। শুনতে শুনতেই তার চোখ উত্তেজনায় চক চক করে উঠছে। অর্ণব বুঝতে পারল স্যার কিছু ধরেছেন।

—'দ্যাটস ইট অর্ণব।' সব কথা শুনেই সে উত্তেজিত গলায় বলে—'ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর বলছেন যে তিনি লোক পাঠাননি। অথচ মিসেস সান্যাল বলছেন যে সকালে মিস সেনের পাঠানো লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। মিস সেন বলছেন যে ফোনটা কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে করেছিল। মিসেস সেন বলছেন তা সম্ভব নয়। দুজনের কথার মধ্যে বিরাট অসঙ্গতিটাই আসলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর।'

—'ঠিক বুঝলাম না স্যার।'

অধিরাজ মুচকি হাসে—'না বোঝার কিছু নেই অর্ণব। গোটাটাই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সেদিন সকালে কেউ একজন ফোন করে শ্রীতমা সেনকে কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে বলে পরিচয় দেয়। এবং সেদিন লোক পাঠাতে বারণ করে। অথচ সেদিনই একটি লোক শ্রীতমা সেনের পাঠানো লোকের পরিচয় দিয়ে ও বাড়িতে ঢোকে। সবার জবানবন্দি অনুযায়ী সেদিন বাড়িতে মল্লিকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতরাং ঐ মুহূর্তে সুমিতার ঘরের খাটটা ঘুরিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ একমাত্র ঐ লোকটিরই ছিল। সে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে নোটিস করেছে। মল্লিকা নিশ্চয়ই তাকে ঘর দেখতে বলে নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন। এটা আমার অনুমান ঠিকই, তবে মল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবে উনিও এই একই কথা বলবেন।

সেই সুযোগেই সে আসবাব-পত্র একটু এদিক ওদিক করে প্রথমে দেখেছিল কেমন মানাবে। এটা তার কাজেরই অঙ্গ বলে কারুর সন্দেহ হয়নি। ঠিক ঐ ভাবেই সুমিতার ঘরে ঢুকে খাটটাকেও টেনে সরিয়ে দিয়েছিল। কোন ভাবে সে জানত অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট প্ল্যান, সুমিতার ঘরের খাটটা সরানো হবে। সেই অজুহাত দিয়ে খাটটাকে সরানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সুমিতাও হয়তো টের পেয়েছিল, কিন্তু ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর তো আসবাব-পত্র নাড়াচাড়া করে দেখবেনই। তাই সেও কিছু বলেনি। হয়তো তাকে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল যে খাটটাকে সে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেবে, এখন জাস্ট একটু ট্রায়াল দিচ্ছে। ব্যস।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়—'কি অদ্ভুত প্ল্যানিং দেখে অর্ণব। কি সুন্দর সাফাইয়ের সঙ্গে লোকটা নিজের কাজ করে বেরিয়ে গেল। কেউ কোন সন্দেহও করলো না। কেউ জানতেও পারল না যে কি ভয়ঙ্কর ফাঁদ পেতে গেল লোকটা।'

—'তাহলে স্যার...' অর্ণব আস্তে আস্তে বলে—'সেই লোকই ফোন করেছিল মিস শ্রীতমা সেনকে?'

—'মোস্ট প্রব্যাবলি।'

—'তা কি করে সম্ভব?' সে বলল—'লোকটাকে যখন মল্লিকা চিনতে পারেননি তখন সে নিশ্চয়ই বাইরের লোক। সেক্ষেত্রে সে বাড়ির ভিতর থেকে ফোন করলো কি করে? মিস সেন বলছিলেন যে কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ি থেকেই ফোন গিয়েছিল...'

—'সিম্পল।' অধিরাজ বলে—'ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের পরিচয় দিয়ে ও বাড়িতে ঢুকে সেখান থেকেই ফোন করা সম্ভব। লোকটি যদি বলে যে তার মোবাইলে কোন অসুবিধে আছে, অথচ তার বসকে একটা ফোন করা দরকার সেক্ষেত্রে মল্লিকা বারণ করবেন না। অথবা...' অধিরাজের মুখ কঠিন হয়ে যায়—'আরও একটা সম্ভাবনা এক্ষেত্রে আছে। ফোনটা যে করেছিল সে বাইরের কোন লোকই নয়। বরং ঘরের লোক।'

—'সে কি! তবে মল্লিকা তাকে চিনবেন না?'

—'মেক আপ অর্ণব।' অধিরাজ বলে—'মেক আপে অনেক কিছু ঢাকা যায়। মল্লিকা যদি ঠিকঠাক ডেস্ক্রিপশন দেন তবে শুনলেই বুঝবে লোকটা নিজের চেহারায় ছিল না। বরং মেক আপে ছিল।'

—'স্যার...' অর্ণবের এই সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক মনে হয় না—'এমনও তো হতে পারে এটা কোন গ্রুপের কাজ। এক জন ফোন করল, আরেকজন ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর সেজে এলো।'

—'তাও অসম্ভব নয়।' অধিরাজ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোন গ্রুপের কাজ এ নয়। বরং এ মাস্টার প্ল্যান কোন একজনের মাথা থেকে বেরিয়েছে। কোন দলের কাজ নয়। বরং একজনের প্ল্যান। সেই পাকা মাথাটিকে খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ। চলো দেখি।'

—'কোথায়?'

—'সান্যালদের বাড়িতে। সেদিন মল্লিকা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের গল্পটা চেপে গিয়েছিলেন কেন সেটা আমার জানা দরকার!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এবার কিন্তু শুধু অর্ণব আর অধিরাজ একা সান্যালদের বাড়িতে গেল না। বরং গেল একটা পুলিশটিম। অর্ণব অবাক হয়ে দেখছিল টিমের প্রত্যেকেই হাতে মোটা মোটা গ্লাভস পরে রয়েছে। এমনকি স্যারও একটা মোটা গ্লাভস পরেছেন। এ গ্লাভস সাধারণ গ্লাভস নয় যা তারা সচরাচর ব্যবহার করে থাকে। বরং যারা সাপ ধরে তারা যে জাতীয় গ্লাভস ব্যবহার করে জিনিসটা তেমনই দেখতে।

গাড়িতে উঠে বসতেই অধিরাজ তার দিকেও একটা গ্লাভস এগিয়ে দিয়েছে।

—'স্যার?...'

সে অবাক দৃষ্টিতে তাকায়।

—'বেঘোরে মরতে না চাইলে এখনই পরে নাও।' অধিরাজ বিড়বিড় করে বলে—'একটা ভয়াবহ বিষাক্ত প্রাণী আছে ওখানে। তার কামড়ের ভয়েই গ্লাভস।'

অর্ণব গ্লাভস পরতে পরতেই আড়চোখে দেখল ডাঃ চ্যাটার্জীও সঙ্গে চলেছেন। তার হাতে একটা বাক্স। মুখ গম্ভীর। বোধহয় এখনও 'দুর্বাসা' বিশেষণের এফেক্ট কাটেনি। গাড়িতে অধিরাজ তার পাশের সিটে বসতে যেতেই নাক দিয়ে 'ফোঁৎ ফোঁৎ' অসন্তোষজনক শব্দ করলেন।

অধিরাজ মুচকি হেসে সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল।

অর্ণবের বেশ হাসি পাচ্ছিল। এই দুজনের সম্পর্ক একদম স্বামী স্ত্রী-র মতো। যাকে বলে লাভ অ্যান্ড হেট রিলেশন। বাইরে এমন ভাব যেন দুজন দুজনকেই দেখতে পারে না। অথচ ডাঃ চ্যাটার্জী কতটা স্নেহ যে স্যারকে করেন তা বলার দরকার পরে না। আজ তার যাওয়ার দরকার ছিল না। অন্য ডাক্তার হলেও চলতো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অধিরাজ সবিনয়ে একটা কথা বলতেই বুড়ো একেবারে ফোঁস করে উঠল।

—'কেন? আমি গেলে আপত্তি আছে? মরার শখ হয়েছে বুঝি? তুমি কি অবতার জানি না আমি? যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই তুমি সন্ধ্যেবেলায় যাও। বিশ্বাস করি না বাপু তোমায়।'

অগত্যা!

—'স্যার, আমি একটা কথা ভাবছিলাম...।' গাড়িতে যেতে যেতেই বলে অর্ণব।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'বলো।'

—'যে লোকটা শ্রীতমাকে ফোন করেছিল সে যদি বাড়ির কেউই হয় তবে ও বাড়িতে দুজন পুরুষ আছে। কৃষ্ণদাসবাবু আর অঞ্জন...ওদেরই কেউ...'

—'উঁহু...কৃষ্ণদাসবাবুকে বাদ দাও। শ্রীতমা তার কণ্ঠস্বর চেনেন। শুনলেই চিনতে পারতেন। উনি নন...'

—'অঞ্জনও তো বাড়িতে ছিল না...'

—'মল্লিকা মিথ্যা কথাও বলতে পারেন।' অধিরাজ পূর্ণদৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকাল—'তুমি প্রীতমকে বাদ দিয়ে গেলে অর্ণব।'

—'প্রীতম?' সে অবাক হয়ে বলে—'কিন্তু প্রীতমের ও বাড়িতে ঢোকার পারমিশন ছিল না।'

—'মেক আপ মেরে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর সেজে এলেই পারমিশন পাওয়া যেত।' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'সেক্ষেত্রে সুমিতা বুঝতে পারলেও বলত না।'

—'মল্লিকা বুঝতে পারলেন না, সুমিতা বুঝবে?'

—'নিশ্চয়ই। যার চোখে দেখে তারাই বরং মানুষ কম চেনে। একজন চক্ষুষ্মান ভুল করতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে একজন অন্ধ সে ভুল করবে না। সে কণ্ঠস্বরে, বাচনভঙ্গীতে বা স্পর্শে ঠিক চিনতে পেরে যায়। সে চোখে দেখে না বলেই ছদ্মবেশ তার সামনে খাটবে না। কারণ সে চেহারা দেখে আইডেন্টিফাই করে না।' সে বিড়বিড় করে—'যদি পরিচিত মানুষ হয় তবে সুমিতার তার কণ্ঠস্বরেই চিনে ফেলার কথা। কিন্তু সে কিছু বলেনি। এর অর্থ দুটো হয়। হয় লোকটির কণ্ঠস্বর কখনও শোনেনি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বহিরাগত ও অপরিচিত অথবা নয়তো সে প্রীতম।'

অধিরাজ ফের চিন্তায় ডুবে গেল। অর্ণব তাকে আর প্রশ্ন করে বিরক্ত করে না। চিন্তায় পড়লেই স্যারের মাথাটা বুকের উপর নেমে আসে। চোখ দুটো আধবোঁজা হয়ে যায়। সে মুহূর্তে লোকটাকে অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। যেন পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছেন। অথবা শরীর থেকে তার মনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

অবশ্য এই অগোছালো আত্মনিমগ্ন ভাব বেশিক্ষণ থাকল না। গাড়িটা সান্যালদের বিল্ডিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই তার চোখ খুলে গেল। অর্ণব লক্ষ্য করল তার চোখে ফুটে উঠেছে একটা সতর্ক চাউনি।

কৃষ্ণদাসবাবু অফিসে। অঞ্জন পুলিশ কাস্টডিতে। বাড়িতে শুধু মল্লিকা আর

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সুমিতার অ্যাটেন্ডেন্ট ফুলকি ছিল। সুমিতার মৃত্যুর পর ফুলকির আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু যতদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন তার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

ফুলকির মুখের দিকে তাকিয়েই অধিরাজ বুঝল যে মেয়েটি এখানে খুব স্বস্তিতে নেই। সে বোবা-কালা হতে পারে। কিন্তু তার অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর। সেই অনুভূতিতেই সে বুঝতে পারছে যে তার উপস্থিতি বাড়ির কর্তা গিন্নি কারুরই পছন্দ হচ্ছে না। এদের কাছে এই মুহূর্তে সে উৎপাত বিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দরজা খুলে সামনে অধিরাজ আর অর্ণব সহ গোটা পুলিশের টিমকে দেখে বোবা মেয়েটার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ পড়ল। সে মনে হয় যেন একটু ভয়ই পেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেই উদ্বেগ চেপেও গেল।

মল্লিকা বাথরুমে ছিলেন। সম্ভবত ভদ্রমহিলার বৈকালিক স্নান করার অভ্যাস। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মাথায় একটা টাওয়েল জড়ানো।

—'কি ব্যাপার?'

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অধিরাজ তার টিমের দিকে ফিরে বলে—'নাও, লেগে পড়ো।'

—'ওকে স্যার...'

টিমের সবাই সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। খোঁজার চোটে সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড হচ্ছে। মল্লিকা রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন—'এসব কী অফিসার? কি হচ্ছে এসব?'

—'বিষাক্ত প্রাণী নিয়ে ঘর করছেন ম্যাডাম।' স্মিত হেসে অধিরাজ বলে—'সেটাকেই খোঁজা হচ্ছে।'

—'মানে?'

—'মানেটা একটু বাদে বলছি। তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্লিজ?'

—'আবার প্রশ্ন?' ক্যাড়ক্যাড়ে গলায় বললেন মল্লিকা—'কি প্রশ্ন?'

—'কৃষ্ণদাসবাবু কবে সেন্ট্রাল বা সাউথ আমেরিকা গিয়েছিলেন?'

ভদ্রমহিলা থমকে গেলেন। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

—'আপনাকে কে বলল?'

—'এ বাড়িতে একমাত্র উনিই এমন একজন মানুষ যাকে ব্যবসার খাতিরে

Scanned by CamScanner

বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়। বিদেশি লিকার ওনার প্রোডাক্ট কিনা। তাই জিজ্ঞাসা করছি...'

মল্লিকা যদিও এ প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারলেন না। তবু বললেন—'গত মাসেই গিয়েছিলেন। এ মাসেই ফিরেছেন।'

অধিরাজ অর্ণবের দিকে ফিরল—'কৃষ্ণদাসবাবু আর মল্লিকাদেবীর ঘরটা খোঁজো। সঙ্গে কয়েকজনকে নাও। তবে খুব সাবধান।'

—'ওকে স্যার।'

অর্ণব কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর বেডরুমে ঢুকে গেল।

—'ওকে ম্যাডাম। এবার বলুন...' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে সেদিন এ বাড়িতে বাইরের কেউ ঢুকেছিল?'

—'না।'

সপাট জবাব।

অধিরাজ স্মিত হাসল—'আপনার স্মৃতিশক্তির অবস্থা ভালো নয় ম্যাডাম। ঠিক আছে, আমিই না হয় একটু কষ্ট করে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেদিন ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর শ্রীতমা সেনের তরফ থেকে কেউ এসেছিল?'

মল্লিকা ঢোঁক গিললেন—'হ্যাঁ, এসেছিল। তো?'

—'কে এসেছিল? নাম কি ছিল তার?'

—'মনে নেই?'

—'সে কি! সে নাম বলেনি?'

—'হ্যাঁ বলেছিল।' জেদী গলায় বললেন তিনি—'আমার মনে নেই।'

—'বেশ তাকে দেখতে কেমন ছিল? সেটা কি মনে আছে?'

মল্লিকা যেন একটু ভাবলেন—'শুধু মনে আছে যে লোকটার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল। মোটা জুলফি চাপদাড়ি আর গোঁফ ছিল।

অধিরাজ বুঝল চুল, জুলফি আর দাড়ি গোঁফ সবই নকল। কারণ এগুলো এমন জিনিস যেগুলো খুলে ফেললে লোকটাকে আর চেনা যাবে না। ক্যামোফ্লেজ এর পারফেক্ট সঙ্গম।

—'এছাড়া আর কিছু মনে আছে? কমপ্লেক্সন?'

—'শ্যামলা।'

—'হাইট।'

—'বেঁটেই বলা যায়।' মল্লিকা আস্তে আস্তে বলেন—'কারণ লোকটা যখন দাঁড়িয়েছিল তখন লক্ষ্য করেছিলাম ও আমার মাথায় মাথায় পড়ে।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ভয়েস?'

—'গম্ভীর।'

—'আর কিছু? যা পিকিউলিয়ার?'

মল্লিকা একটু মনে করার চেষ্টা করলেন। তার চোখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

—'হ্যাঁ...' তিনি বললেন—'লোকটা এমন ভয়াবহ গরমের মধ্যেও একটা উইন্ডচিটার পরে এসেছিল। ঘরে ঢোকার পরেও সেটা খোলেনি। সর্বক্ষণই উইন্ডচিটার পরেছিল।'

অধিরাজের মুখে বিস্ময়ের ভাবটা আর গোপন রইলো না। সে অবাক হয়ে বলে—

—'উইন্ডচিটার! এই গরমে!'

—'হ্যাঁ।' মল্লিকা বলেন—'আমি লোকটাকে বলেছিলাম উইন্ডচিটারটা খুলে বসতে। কিন্তু ও সর্বক্ষণই ওটা পরেছিল। একবারের জন্যও খোলেনি।'

—'উইন্ডচিটার! স্ট্রেঞ্জ!' সে আবার তার লব্জটা উচ্চারণ করে।

—'স্যা...র...'

ভিতর থেকে অর্ণবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার পরেই ভারি বুটের শব্দ তুলে তারা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। অর্ণবের হাতে একটা কাঁচের বাক্স। বাক্সটার মুখ খোলা!

—'স্যার, এই বক্সটা কাবার্ডের পিছনের দিকে লুকিয়ে রাখা ছিল।'

অর্ণব অধিরাজের হাতে বাক্সটা তুলে দিয়েছে। বাক্সটা কালো কালো গুঁড়ো গুঁড়ো কিসে যেন ভর্তি।

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ অধিরাজের পিছনে দাঁড়িয়ে বিরাট বিরাট হাই তুলছিলেন। এবার বাক্সটা দেখেই প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন।

—'কি সর্বনাশ! এই তো!' তিনি উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন— 'একি এর মুখ কে খুলেছে? প্রাণীটা কোথায়?'

—'জানি না স্যার।' অর্ণব হতভম্ব—'এর মুখ তো খোলাই ছিল।'

—'মুখ খোলাই ছিল!' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলেন ডক্টর—'মাই গড! প্রাণীটা পালিয়েছে। বিপদ! সমূহ বিপদ!'

—'ম্যাডাম।' অধিরাজ দৃঢ় স্বরে বলে—'আপনি ফুলকিকে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আপনাদের বাড়িতে একটা সাপের চেয়েও বিষাক্ত মাকড়সা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা বাইরেই সেফ। প্লিজ কোঅপারেট করুন।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মল্লিকা ব্যাপারটা কতদূর কি বুঝলেন কে জানে। কিন্তু তিনি ফুলকিকে আবারে ইঙ্গিতে কিছু বোঝালেন। তারপর দুজনেই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—'রাজা, লোম থেকে যা বুঝেছি এটা পূর্ণবয়স্ক স্পাইডার। দৈর্ঘ্য চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি হবে।' চাপা গলায় বললেন ডাঃ চ্যাটার্জী—'মাথার কাছটা লাল। সবজায়গায় খোঁজ না করে পর্দা, বিছানা, জামা আর বুটের মধ্যে খোঁজ। প্রাণীটা মূলত কাপড় চোপড় আর ঢাকা অন্ধকার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। তবে খুব সাবধানে। ও বিপর্যস্ত হলেই কিন্তু কামড়ে দেবে।'

—'জামা কাপড় আর বুট ছাড়া আর কিছুতে লুকোতে পারে?'

—'আশেপাশে কলাগাছ থাকলে সেখানেও লুকোতে পারে। এই মাকড়সাগুলোর টেন্ডেন্সিই হচ্ছে যে কলার কাঁদির মধ্যে লুকোন। কলার ছড়া থাকলে সেখানে লুকোনও অসম্ভব নয়। এগুলোকে তাই ব্যানানা স্পাইডারও বলে।'

মল্লিকাদেবী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'কি সর্বনাশ! ফুলকির ঘরে কলার কাঁদি রয়েছে। ও এবার দেশ থেকে এনেছে। ওগুলো এখনও সরানো হয়নি...।'

ডাঃ চ্যাটার্জী অধিরাজের দিকে তাকালেন। অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে। দুজনেই বুঝতে পারল মাকড়সাটা কোথায় আছে।

—'ফুলকির ঘর কোনদিকে?'

—'সোজা গিয়ে ডানদিকে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী আর অধিরাজ পা টিপে টিপে ফুলকির ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর হলেও বেশ পরিপাটি করে সাজানো। একটা ছোট্ট খাট, তার সামনে ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের উল্টোদিকেই মেঝেতে কলার কাঁদি।

—'রাজা...সাবধান...।'

খুব সন্তর্পণে ডাঃ চ্যাটার্জী আর অধিরাজ কলার কাঁদিগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগল। আলতো হাতে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করল।

—'কোথায় দেখছি না তো?' অধিরাজ মুখ তুলে ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়— 'আপনি দেখতে পেলেন ডাঃ...'

বলতে বলতেই তার চোখ পড়ল ডাঃ চ্যাটার্জীর পায়ের কাছে। সেখানেই হুড়মুড় করে আট পা-ওয়ালা কি যেন একটা ছুটে যাচ্ছে নিঃশব্দে। ডাঃ চ্যাটার্জীর পায়ে এখনই কামড় বসাবে...'

—'ডাঃ চ্যা-টা-র্জী...'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কয়েক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় পেয়েছিল সে ভাববার। তারপরই লাফ মেরে নিজের পা দিয়ে মাকড়সাটাকে চেপে ধরল মেঝেতে। মাকড়সাটাও সঙ্গে সঙ্গে মরণ কামড় বসিয়েছে তার পায়ে। হাতে গ্লাভস থাকলেও পা ছিল অরক্ষিত। অন্যান্যরা জুতো পরলেও সে আর ডক্টর জুতো অন্যমনস্কতাবশত বাইরেই খুলে ঢুকেছে।

মুহূর্তের মধ্যে অধিরাজের মনে হল সে বোধহয় মরে যাবে। প্রতিটা শিরা দিয়ে যেন লাভার স্রোত বয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর জ্বলে উঠেছে। তারপরই যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল তার শরীর।

—'ব্লা-ডি বাস্টার্ড!' ডাঃ চ্যাটার্জী হাতের কাছে যা পেলেন তাই ছুঁড়ে মারলেন মাকড়সাটাকে। অধিরাজ দেখতে পেল তিনি একটা ঠ্যাঙা দিয়ে মাকড়সাটাকে কয়েক বাড়ি মারলেন। মাকড়সাটা থেঁৎলে গেল।

—'রাজা...রাজা...' ব্যাকুল ভাবে তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন ডক্টর। পাগলের মতো চেঁচিয়ে ডাকলেন—'অর্ণব...অ—র্ণ—ব। আমার অ্যান্টিভেনামের বাক্সটা নিয়ে এসো। কুইক।'

অর্ণবের ছুটে আসার শব্দ শুনতে পেল অধিরাজ। শুনতে পেল আকুল হয়ে ডাঃ চ্যাটার্জী তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন—

—'রাজা...রাজা... চোখ বন্ধ করো না রাজা...কিচ্ছু হবে না তোমার... তোমার কিচ্ছু হবে না। চোখ খুলে রাখো।...প্লিজ রাজা...হোল্ড...হোল্ড অন... কাম অন...'

অধিরাজের চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসছে...হাত-পা অবশ...যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে বলার চেষ্টা করল...'ফুলকি...ফুলকির জন্য চচ্...ছিল...মাকড়সাটা...তাই ছাড়া...ওকে নিয়ে চ-লু-ন...ও কিছু জানে...জানে...'

কথা শেষ করার আগেই তার চোখের সামনে যেন ঝুপ করে একটা কালো পর্দা পড়ে গেল।

৯

নার্সিংহোমের কেবিনে শুয়ে শুয়ে অধিরাজ প্রীতমের কেস হিস্ট্রি পড়ছিল।

খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। ভাগ্যিস ডাঃ চ্যাটার্জী সময়মতো অ্যান্টিভেনামটা দিয়েছিলেন। নয়তো তাকে বাঁচানো মুশ্‌কিল হত। বুদ্ধিমানের মতো ছুরি দিয়ে তার পায়ের কাছে মাকড়সার কামড়ের ক্ষতর জায়গাটা কেটে দিয়েছিলেন। বিষাক্ত রক্তটা বেরিয়ে গিয়েছিল বলেই রক্ষে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব আর তার টিম সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিয়ে দৌড়েছিল নার্সিংহোমে। কয়েক ঘণ্টা জ্ঞান ছিল না। একটু জ্বরও এসেছিল। তবে ডাক্তার জানিয়েছিলেন যে চিন্তার কিছু নেই।

আপাতত সে সুস্থ। নার্সিংহোমে থাকতে ভালো লাগছে না। বেশ কয়েকবার আপত্তিও জানিয়েছে। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। ডাঃ চ্যাটার্জী বলেছেন—'একেই তুমি আমায় দুর্বাসা বলেছ। সেই জন্যই তোমার মুখ দেখা আমার উচিত নয়। তার উপর যদি বেশি টেন্ডাই মেন্ডাই করো তবে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমায় আমি চিনি না।'

অধিরাজ উপস্থিত না থাকলেও, অর্ণব তার নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করে না। এই দু-দিন সে সকালে এসে সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে গিয়েছে। অধিরাজের কথামতো অঞ্জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন গ্রেফতার হয়েছেন কৃষ্ণদাসবাবু। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কথাটা তিনি স্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন যে ঘরের ডেকোরেশনটা একটু পাল্টানোর জন্যই তিনি ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কাছে গিয়েছিলেন।

অর্ণব জিজ্ঞাসা করেছিল—'হঠাৎ এখনই ডেকোরেশন পাল্টানোর দরকার পড়ল কেন?'

—'এমনিই। ঘরের পরিবেশটা বড় একঘেয়ে লাগছিল তাই...'

—'ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের প্ল্যানটা আপনি আর ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ছাড়া আর কে কে জানতো?'

কৃষ্ণদাসবাবু একটু ভাবলেন—'আমার মিসেস জানতেন। আমার পি এ জানত। এমনকি আমার ছেলেও এ বিষয়ে জানত।'

—'বাড়ির সবাই জানত?'

—'বলতে পারেন। ওর মাস্টার কপিটা আমার বাড়িতেই ছিল। সকলেই দেখেছে, আফটার অল ফ্যামিলির সবার অনুমতি না নিয়ে তো এসব করা যায় না!'

তা ঠিক। অর্ণব ঘাড় নেড়ে জানতে চায়...

—'আপনি ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার সাউথ আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছিলেন কেন?'

—'ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার!'

—'হ্যাঁ, ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার—ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস। আপনার ঘরের কাবার্ডে পাওয়া গিয়েছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ব্রাজিলিয়ান স্পাইডার আমি কেন আনবো?' হতভম্ব ভাবে বললেন কৃষ্ণদাসবাবু—'এত কিছু থাকতে মাকড়সা!'

—'আপনি ব্রাজিলিয়ান স্পাইডার পোষেন না?'

—'পোষা তো দূর,' তিনি বিপন্ন গলায় বলেন—'আমি মাকড়সায় ঘেন্না পাই।'

—'তবে ওটা আপনার ঘরে এলো কোথা থেকে?'

স্খলিত স্বরে বললেন কৃষ্ণদাস—'আমি জানি না।'

অর্ণব জিজ্ঞাসাবাদের ধারা পাল্টায়—'আপনার সম্প্রতি ব্যবসায় লস যাচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অনেক টাকার দরকার আপনার এই মুহূর্তে। বাজারে দেনা অনেক।'

একটু ইতস্তত করতে করতে জবাব দিলেন—'হুঁ।'

—সুমিতাদেবীর অবর্তমানে তবে আপনার লাভ সবচেয়ে বেশি।' অর্ণব একটু থামল—'অবশ্য যদি না সুমিতা বিয়ে করতেন।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন—'কল মাই সলিসিটর। আমার উকিল ছাড়া আমি কোনও কথা বলব না।'

অর্ণব আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে সেই একই উত্তর পেল। কৃষ্ণদাসবাবু ভেরি হার্ডনাট টু ক্র্যাক।

অধিরাজের কথা মতো ফুলকিকেও নিয়ে নেওয়া হয়েছে পুলিশ কাস্টডিতে। কোন অপরাধের জন্য নয়। সম্ভবত ঐ মাকড়সাটা ফুলকির জন্যই ছিল। খুনী তাকেই শেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে তা ভণ্ডুল হয়ে গেল। অধিরাজের সন্দেহ, সে এমন কিছু জানে যা খুনীর পক্ষে বিপজ্জনক। সেই জন্যই তাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

এখন সেই কথাটাই ভুলিয়ে ভালিয়ে তার পেট থেকে বের করা দরকার। কিন্তু অর্ণব বুঝে উঠতে পারছিল না যে কি ভাবে সেটা সম্ভব। সম্পূর্ণ মূক বধির একটি মেয়ের সঙ্গে কিভাবে ভাব আদানপ্রদান করবে তা তার মাথায় ঢুকছিল না।

ওদিকে মেয়েটি এমন একটা অপরিচিত পরিবেশে এসে ঘাবড়ে গিয়েছে। সে বেচারি কান্নাকাটি করছে। মেয়েটা ভেবেছে যে তাকেও বোধহয় গ্রেফতার করা হয়েছে। বারবার বলেও বোঝানো যাচ্ছে না যে তাকে বিপন্মুক্ত রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। ও বাড়ি তার জন্য সুরক্ষিত নয়। মেয়েটা খালি অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর কাঁদে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এ পর্যন্ত রিপোর্ট অর্ণবের কাছেই পেয়েছে সে। তাকে বলেই প্রীতমের কেস হিস্ট্রিটা আনিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেটাই পড়ছিল। এমন সময় অর্ণবের প্রবেশ। হাতে ফলের ঝুড়ি।

—'কেমন আছেন স্যার?'

অধিরাজ উঠে বসে মুচকি হাসল—'ঠিক আছি অর্ণব!' তার হাতের দিকে চোখ পড়তেই তার ভুরু কুঁচকে গেল—'ওগুলো আবার কি এনেছো?'

—'কিছু না স্যার...' সে অপ্রস্তুত ভাবে বলে—'কিছু ফল...'

—'তোমরা সবাই মিলে আমায় রোগী বানিয়েই ছাড়বে।' অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—

—'বলো, ওদিককার খবর কি?'

—'কৃষ্ণদাসবাবু সলিসিটর ছাড়া মুখ খুলবেন না।' সে বলল—'ওদিকে ফুলকিকে নিয়ে মহা বিপদ হয়েছে। সে একবিন্দু জলও খায়নি। এমন করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাকে কিছুই বোঝানো যাচ্ছে না।'

—'হুমমম...,' অধিরাজ একটু চিন্তা করে—'এক কাজ করো। তুমি ডাঃ চ্যাটার্জীর শরণাপন্ন হও। ওনার চেনাজানা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্পেশ্যালিস্ট আছেন। তাঁরা হাতের ইশারায় কথা বলতে পারেন, কথা বুঝতেও পারেন। তাঁদের কাউকে নিয়ে এসো। তিনিই ওকে সব কথা বুঝিয়ে দেবেন। ও কি বলতে চাইছে তাও তোমাদের ইন্টার প্রিট করে দেবেন। অসুবিধে হবে না।'

—'স্যার, একটা কথা জানার ছিল।'

অর্ণব একটু আমতা আমতা করে প্রশ্নটা করে—'যদি কিছু মনে না করেন...'

—'বলো।'

—'সত্যিই কি মেয়েটা কিছু জানে?'

অধিরাজ একটু ভাবল—'আমার অনুমান তাই। খুনী ওকেও সরানোর পারফেক্ট প্ল্যান করেছিল।'

—'কি ভাবে?'

—'শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এটা তো জানো যে ফুলকির ঘরে তখন দেশ থেকে আনা কলার কাঁদি ছিল। ঠিক সে সময় মাকড়সাটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। জানোই তো এই জাতীয় মাকড়সার টেন্ডেন্সিই হল কলার কাঁদিতে লুকোনো। ওটাই ওর ডিসগাইজিং এর জন্য মোস্ট ফেভারিট প্লেস। খুনীর প্ল্যান ছিল যে মাকড়সাটা ছাড়া পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঠিকই কলার কাঁদি অবধি যাবে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আর ঐ ঘরে ফুলকি থাকে। কখনও কখনও তো তার হাত কলার কাঁদিতে পড়বে, যেখানে উদ্যত হুল বাগিয়ে চুপ করে বসে আছে ফোনিউট্রিয়া বলিভিয়েনসিস। ফুলকিকেই খতম করার জন্যই মাকড়সাটাকে বাক্স থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।' অধিরাজ একটা শ্বাস টানে—'ভেবে দেখো, কি অদ্ভুত বুদ্ধি। একদম পারফেক্ট মার্ডার। ডাঃ চ্যাটার্জী ছিলেন বলেই আমি বেঁচে আছি। যদি না থাকতেন তবে এতক্ষণ যমরাজের কোলে বসে গাদি খেলতাম।'

ভাবতেই শিউরে উঠল অর্ণব।

—'আর ঐ মেয়েটির কি দশা হত ভাবতে পারো। কয়েক মিনিটেই শেষ। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছে।'

অর্ণব চুপ করে থাকে।

—'এখন প্রশ্ন হল খুনী ওকে নিয়ে পড়ল কেন? ওর জায়গায় ভিকটিম কৃষ্ণদাসবাবু বা মল্লিকা হলে তবু একটা কারণ ছিল। ভেবে নিতাম প্রপার্টিগত কারণ। কিন্তু ফুলকির ক্ষেত্রে সেসব কোন মোটিভ নেই। এক্ষেত্রে একটাই মোটিভ। ও এমন কিছু জানে যা খুনীর পক্ষে বিপজ্জনক। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।'

অধিরাজ চিন্তিতভাবে বলে—'লোকটা কে আমি জানি না। কিন্তু তার মস্তিষ্কের ধূসর অংশের প্রশংসা না করে পারছি না। একের পর এক যেভাবে পারফেক্ট মার্ডার প্ল্যানিং করছে তাতে তার বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ নেই। অসম্ভব চতুর একটা লোককে ফলো করছি আমরা অর্ণব! একের পর এক অসঙ্গতি। সবচেয়ে বেশি জ্বালাচ্ছে এখন উইন্ডচিটারটা।'

—'প্রীতমের কেসটা থেকে কিছু পেলেন?'

—'বিশেষ কিছু নয়।' সে একটু এলিয়ে পড়ে বলে—'শুধু কয়েকটা তথ্য জানা গেল। ব্যাপারটা আদৌ নারীঘটিত নয়। কারণ প্রীতমের অফিসের এম ডি-র পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কোন নারী ছিলেন না। বরং পুরুষ ছিলেন। পুলিশের জেরার উত্তরে অনেকেই জানিয়েছে যে সে এমন একটি পুরুষ ছিল যাকে এক কথায় মেয়েলি বলা যায়। তার হাবভাব, এমনকী সাজপোষাকও খানিকটা মেয়েদের মতো। যদিও বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না। রীতিমতো গোঁফওয়ালা একটি পুরুষ। কিন্তু তার আকার, হাবভাব নাকি অবিকল মেয়েদের মতো। অনেকেই বলেছে যে তারা সন্দেহ করে যে ছেলেটি "গে" ছিল!'

—'অ্যাঁ!'

অর্ণবের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই অর্ণব। এমন ছেলে আজকাল খুব দুর্লভ কিছু নয়। বিশ্বাস না হলে আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কোরো। উনি এ বিষয়ে পিএইচ ডি করেছেন। মাঝেমধ্যে সে বিদ্যে আমার উপর ফলান।'

সে মুখ নীচু করে হাসি চাপে।

—'প্রীতমের অফিসের এম ডি কে হত্যা করা হয়েছিল হাইড্রোজেন সায়ানাইড দিয়ে, যাকে বলে প্রুসিক অ্যাসিড। রাজা বিষ! এক মিনিটের বেশি সময় দেয় না। ঐতিহাসিকও বটে। হিটলারও এই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।'

অর্ণব মাথা নাড়ে। প্রুসিক অ্যাসিডের ইতিহাস সেও জানে।

—'তথ্য বলতে এই আর...' একটা ছোট ফটো এগিয়ে দেয় অধিরাজ—'হত্যাকারী পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা পোস্টকার্ড সাইজ ফটো।'

অর্ণব ফটোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। তার হঠাৎ মনে হল এই মুখ সে আগে কখনও দেখেছে। খুব চেনা চেনা। অথচ মনে করতে পারছে না যে কোথায় দেখেছে!

—'কি দেখছ অর্ণব?'

—'এই লোকটাকে আমার খুব চেনা চেনা লাগছে স্যার। কোথাও দেখেছি।'

অধিরাজের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—'কোথায়?'

—'কি জানি মনে করতে পারছি না।' অর্ণব ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয় না—'হয়তো কমন ফেস বলেই এমন মনে হচ্ছে।'

—'মে বি।' অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে—'কিন্তু উইন্ডচিটার? উইন্ডচিটারের রহস্যটা ঠিক ধরতে পারছি না।'

—'উইন্ডচিটার?'

—'হ্যাঁ। মল্লিকা বলেছিলেন যে সেই ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর সবসময়ই উইন্ডচিটার পরেছিল। এই ভ্যাপসা গরমে পাগল আর বদমায়েশ ছাড়া আর কেউ উইন্ডচিটার পরে থাকে? লোকটা পাগল নয় ঠিকই। কিন্তু তবে? কিছু লুকোনোর জন্যই কী উইন্ডচিটার পরেছিল? কী লুকোনোর দরকার ছিল? অর্ণব...'

—'মাকড়সার বাক্স?'

—'হতে পারে, তার চেয়েও বড় একটা সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় ঘুরছে। শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এমনটা হতেই পারে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কি?'

অধিরাজের চোখ অর্ধনিমীলিত—'এমন কি হতে পারে সেদিন যিনি গোঁফ, দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল আর জুলফিতে নিজেকে সাজিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আদৌ কোন পুরুষই নন?'

—'সে কি! এ তো অসম্ভব!'

—'অসম্ভব নয়।' সে বলে—'নারী পুরুষের দৈহিক গঠনের যে বাহ্যিক আপাতদৃষ্ট ফারাক তাকে ঢাকার জন্যই কি উইন্ডচিটার? দাড়িওয়ালা লোকটি যে পুরুষ নয় নারী, তা লুকোবার জন্যই কি দরকার পড়ল উইন্ডচিটারের? ঐ বস্তুটি পড়লে আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায় না উইন্ডচিটারের মালিক পুরুষ, না নারী!'

—'কিন্তু কণ্ঠস্বর? মল্লিকাদেবী যে বললেন...'

—'আমার এক বান্ধবী আছে যে অদ্ভুত ভালো গলা নকল করে। মিমিক্রিতে সবকিছু সম্ভব। সে এত ভালো নকল করে তুমি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই দেখবে যে সে তোমারই গলায় কথা বলছে। কেউ যদি এত ভালো মিমিক্রি জানে তবে তার পক্ষে একজন পুরুষের গলা নকল করা এমন কিছু নয়। ভেন্ট্রিলোকুইজম এর এতটাই মাহাত্ম্য!'

—'কিন্তু স্যার...'

—'জানি।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কিন্তু এছাড়া তো আর কোন সমাধানও দেখছি না। যাক বলো তোমার খবর কি? কদ্দুর গেলে?'

—'স্যার।' অর্ণব নড়েচড়ে বসে—আমি মল্লিকাদেবীর বর্ণনা অনুযায়ী পুলিশ আর্টিস্টকে দিয়ে ঐ লোকটির একটি ছবি আঁকিয়েছি। আপনাকে দেখাবার জন্য এনেছিলাম।'

—'এতক্ষণ পরে বলছ?' অধিরাজ ফের সোজা হয়ে উঠে বসেছে—'কই দেখি?'

একটা প্লাস্টিকের ফাইল থেকে হাতে আঁকা ছবিটা বের করে দিল অর্ণব। অধিরাজ চোখ কুঁচকে সেটা দেখছে। দেখতে দেখতে তার চোখ গোল গোল হয়ে ওঠে। সে শিরদাঁড়া টান করে বসে। উত্তেজিত ভাবে বলে—'একটু আগে ক্রিমিনাল পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ছবিটা তোমার চেনা চেনা ঠেকছিল না অর্ণব?'

—'হ্যাঁ...কিন্তু।'

—'এই দেখো।' অধিরাজ তার হাতের তালু দিয়ে ছবিতে আঁকা মুখটার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুল, জুলফি ঢেকে দিল—'এইবার দেখো, চিনতে পারছ?'

—'এ কি!' অর্ণব প্রায় লাফিয়ে ওঠে। জুলফি, দাড়ি আর চুল বাদ গেলে এই মুখটার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য মৃত এম ডি-র পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের! বরং বলা যায় ছদ্মবেশে ঐ লোকটাই!

—'এবার বুঝেছ?' অধিরাজ উত্তেজিত হয়ে বলে—'ইনিই প্রীতমের সেই উপকারী বন্ধু। আমরা বোধহয় ভুল ভাবছিলাম। উইন্ডচিটার পরা লোকটা নারী নয়, পুরুষ...ইনিই!'

—'তবে উইন্ডচিটার পরার কারণ...?'

—'উইন্ডচিটারের নীচে কিছু লুকোন ছিল।' অধিরাজ বিছানা থেকে নেমে আসে। তাড়াতাড়ি টয়লেটে ঢুকে কাপড় বদলে নেয়। তারপর গটগট করে এগিয়ে গেল কেবিনের বাইরের দিকে—'এসো।'

—'কিন্তু স্যার...আপনার রেস্ট...'

—'রেস্ট নেওয়ার অনেক সুযোগ পাবো। কিন্তু প্রীতম ফস্কে যাওয়ার আগেই ওকে ধরা দরকার!' অধিরাজের মুখ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—'এই গল্পের নেপথ্যনায়কের উইন্ডচিটারের গল্পটা না-হয় তার মুখ থেকেই শোনা যাবে... চলো অর্ণব...কুইক...'

অর্ণব দেখছিল স্যারের হাতটা একটু যেন কাঁপছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে মাকড়সার কামড় খেয়েছিলেন তার বিষের একটু এফেক্ট তো হবেই। হয়তো তার বিষ আর অ্যান্টিভেনামের ধাক্কায় স্নায়ু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্যার যাই বলুন, তার আরেকটু আরাম দরকার ছিল। কিন্তু লোকটির নাম অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কারুর কথা শোনার লোক নন তিনি।

অধিরাজ নিজেও বুঝতে পারছিল যে তার ফিটনেস আগের মতো ফিরে আসেনি। কিন্তু উপায় নেই। শুয়ে থাকলে চলবে না। যতক্ষণ না এই কেস ক্লোজড হচ্ছে ততক্ষণ তার শান্তি নেই।

পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যখন তারা প্রীতমের বাড়িতে পৌঁছলো তখন প্রীতম বাস্তবজগতে নেই। সম্ভবত সে নেশা করছিল। অনেকবার দরজায় নক করার পর তবে সে দরজা খুলল। তখন তার অবস্থা বেহাল। টলমল করে হাঁটছে। কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে এলো অর্ণবের। কেমন যেন ধাতব পোড়ো পোড়ো গন্ধ। ঘরের ভিতরটা অদ্ভুত গুমোট।

অধিরাজ বিনাবাক্যব্যয়ে প্রীতমের কলার চেপে ধরেছে। চটাস চটাস করে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

গোটা কয়েক পেল্লায় থাপ্পড় মেরে তাকে হুঁশে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রীতম তার হাতের থাবার মধ্যে যেন বেহুঁশ বেড়ালের মতো ঝুলছিল।

—'প্রীতমবাবু...জারিজুরি শেষ।' সে প্রীতমকে ঝাঁকুনি দেয়—'আপনার সঙ্গীটির কীর্তিকলাপ জানতে পেরেছি আমরা। আর অভিনয় করে লাভ নেই।'

—'উঁ...উঁ...উঁ...?' এর বেশি উত্তর দেওয়ার সামর্থ্যই নেই প্রীতমের। সে অতিকষ্টে লাল লাল উদ্ভ্রান্ত চোখ মেলে তাকায়—'কি?'

—'আপনার সহযোগী? কোথায় তিনি?'

—'উঁ? কে?'

—'আপনার বন্ধু?'

প্রীতম ঘোলাটে হাসল। আস্তে আস্তে জড়ানো গলায় শুধু বলল—'হুডুম...ফুডুৎ...'

—'কি?'

—'উড়ে...হুড়ে...না উড়ে গে—ছে!'

অধিরাজ আর মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। সে এক পেল্লায় চড়ে প্রীতমকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে।

—'স্কা-উ-ন্ড্রে-ল!' সে দাঁতে দাঁত চেপে পিছনে সহযোগীদের দিকে ফিরল—'নিয়ে যাও। একদম সোজা লক আপে পুরবে। কোন কথা বলার বা শোনার দরকার নেই।'

—'আপনি স্যার...?'

—'আমি একটু পরে ফিরে যাচ্ছি।' তার কম্যান্ডিং টোনটা ফিরে এসেছে—'যতক্ষণ না আমি ফিরছি ততক্ষণ ওর কথার কোন উত্তর দেবার দরকার নেই। যা করার, আমি ফিরে করবো।'

—'ওকে স্যার।'

পুলিশের একটা দল প্রীতমকে নিয়ে চলে গেল। থাকল অর্ণব আর অধিরাজ সহ কয়েকজন।

—'স্যার...'

অর্ণব বলল—'আমরা এখন কি করবো?'

অধিরাজ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাতে গ্লাভস পরছে। অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল—'আমরা এখন একটু খোঁজ করে দেখবো। এখানে যদি কিছু পাওয়া যায়।'

এখানে আর কি পাওয়া যেতে পারে হেরোইন ছাড়া? খোঁজাখুঁজি করতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করতেই বেশ কিছু হেরোইন পাওয়া গেল। পাওয়া গেল সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল।

—'এগুলো তো পাওয়ারই ছিল।' অধিরাজ জোরালো নিঃশ্বাস ফেলে—'কিন্তু আমাদের অচেনা বন্ধুর ঠিকানা কি পাওয়া যাবে?' সে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে—'দেখা যাক।'

ঘর লণ্ডভণ্ড করে খোঁজাখুঁজি চলছিল। বিছানার তোষক, বালিশের খোলের ভিতরে, ডাস্টবিন, কাবার্ড কিছুই বাদ রাখছিল না তারা। অধিরাজ নিজে রান্নাঘরে গিয়ে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে দেখছিল। অর্ণব চেক করছে আলমারী।

—'কিছু পেলে?'

—'এখনও কিছু পাইনি স্যার...' অর্ণব আলমারী ঘাঁটতে ঘাঁটতেই উত্তর দেয়—'তবে দেখছি...এ-টা কি!'

সে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। অধিরাজ দেখল আলমারী ঘাঁটতে ঘাঁটতেই তার হাতে একটা মেয়েদের অন্তর্বাস চলে এসেছে। অর্ণব প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল, পরক্ষণেই লজ্জায় লাল হয়ে রেখে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ হাত বাড়িয়েছে—'স্ট্রেঞ্জ! দাও তো জিনিসটা!'

একটা অন্তর্বাসে স্ট্রেঞ্জের কি আছে তা বুঝল না অর্ণব। বিনাবাক্যব্যয়ে দিয়ে দিল অধিরাজকে।

অধিরাজ ব্রাটা উলটে পালটে দেখছে। দেখতে দেখতে তার চোখ অর্ধনিমীলিত হয়ে এসেছে। সত্যিই অন্তর্বাসটা একটু অদ্ভুত। ঠিক সাধারণ অন্তর্বাসের মতো নয়।

—'দেখো তো এমন আরও পাও কি না।'

অর্ণব এমন বিদঘুটে আদেশ আশা করেনি। তবু বিস্মিত ভাবটা গোপন করেই সে ফের জামাকাপড় হাতড়াতে থাকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আরেক পিস এমন জিনিস পাওয়া গেল। অধিরাজ দুটো অন্তর্বাস মিলিয়ে দেখল। একদম সেম টু সেম!

—'এভিডেন্স ব্যাগে পুরে নাও।' সে নির্লিপ্ত মুখে বলে—'একটু কালচার করতে হবে আমায়।'

ব্রা নিয়ে স্যার কি কালচার করবেন! অর্ণবের মুখে একগাদা বিস্ময়সূচক ও প্রশ্নচিহ্ন একে একে ছায়া ফেলে সরে গেল। কিন্তু সে মুখে কিছু না বলে ঢোঁক গেলে—

—'ইয়েস স্যার।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ওদিকে ভেতরের ঘরে তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা জোর কদমে খোঁজাখুঁজি করছে। কিছুক্ষণ বাদে একজন একটা ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এলো।

—'স্যার, এই ফাইলটা পাওয়া গিয়েছে।'

—'দেখি।'

অধিরাজ ফাইলটা উলটে পালটে দেখতে থাকে। প্রীতমের ইন্সটিটিউশনের শংসাপত্র। কিছু রিসিট, দোকানের ক্যাশমেমো, সুমিতার সঙ্গে রেজিস্ট্রির লিগ্যাল ও আসল কাগজপত্র, সুমিতার কাটা কয়েকটা চেক, এবং বেশ কিছু প্রেসক্রিপশন!

প্রেসক্রিপশনগুলো খুব মন দিয়ে দেখছিল অধিরাজ। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপন মনেই বলল—'ইন্ট্রাভিওল ট্রান্সভারসাল প্যাচ...হুঁ!'

এতকিছু দেখে যে অধিরাজ কি বুঝল তা বোধহয় অর্ণব বুঝতে পারল না। কিন্তু তারা তখনও খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেক খোঁজার পরও অবশ্য আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না। একজন একা পুরুষের ঘরে মেয়েদের অন্তর্বাস পাওয়া যাওয়াটা অদ্ভুত হলেও বেআইনি কিছু নয়।

এরপর সারাটা রাস্তা অধিরাজ কেমন আচ্ছন্নের মতো এল। সে কিছু কেন ভাবছে। অজানা কোন আততায়ীর পিছনে তার মন ধাওয়া করছে। অদ্ভুত অপরাধী! অদ্ভুত তার প্ল্যান। তার চিন্তাভাবনার প্রশংসা না করে উপায় নেই। যেভাবে সে একের পর এক জট তৈরি করছে তাতে লোকটি যে আশ্চর্য চতুর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অধিরাজ মনে মনে একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। একটু অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়। বরং মনে হল বোধহয় একটু আলো দেখতে পাচ্ছে। তার হাতে তখনও মল্লিকার কথায় আঁকা ছবি ও মৃত এম ডি-র পি এ-র ছবিটা ধরা ছিল। সে চোখ কুঁচকে দেখছিল বারবার সেই ছবিদুটো। ফটোগ্রাফটার লোকটর নাক যতটা খাড়া, স্কেচে ততটা খাড়া নয়। ঐ কোম্পানির এমপ্লয়িরা বারবার বলেছে লোকটা অদ্ভুত মেয়েলি ছিল। তার হাবভাবও মেয়েদের মতো। ছেলেটি 'গে' ছিল।

এছাড়াও তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য ছিল যে ধরা পড়ার আগেই সে বিদেশে পালিয়ে যায়। সম্ভবত আমেরিকায়! কিন্তু তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। একেবারে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল।

একটা লোক কি করে এভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়! এ কি করে সম্ভব!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সে মাথা নাড়ল। নাঃ, এই উইন্ডচিটারটা তাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। উইন্ডচিটারের রহস্যটা তাকে ভেদ করতেই হবে। সে যে সম্ভাবনার কথা ভাবছে যদি তাই হয় তবে হয়তো উইন্ডচিটারের হেঁয়ালিটা বোঝা যেতে পারে...হয়তো সে যা ভাবছে...

ভাবতে ভাবতেই তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। অর্ণবের মোবাইল বাজছে।

অর্ণব তার দিকে একটু অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকায়। স্যারের চিন্তার মধ্যে মোবাইলটা এমন ব্যাঘাত ঘটাবে জানলে সাইলেন্ট মোডে রাখত। সে আড়চোখে দেখে অফিস থেকে ফোন আসছে।

—'কি হল? ফোনটা ধরো?'

—'ইয়েস স্যার।' অর্ণব ফোনটা রিসিভ করল।

—'হ্যালো...হ্যাঁ বলছি...বলো...কি?' অধিরাজ দেখল অর্ণব আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠেছে। তার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উত্তেজনা—'কখন মারা গিয়েছে? সে কি!...আসছি... এখনই...আসছি...'

সে যখন ফোনটা কাটল তখন তার মুখ উত্তেজনায় লাল। অধিরাজ অদ্ভুত আশঙ্কায় বলে—'কি হল? কে গেল?'

—'কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে অঞ্জন! একটু আগেই মারা গিয়েছে।'

অধিরাজ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। শুধু একটা কথাই বেরোলো তার মুখ থেকে—'হো-য়া-ট?'

১০

প্রায় ছুটতে ছুটতেই পৌঁছল ওরা সান্যালদের বাড়িতে। মল্লিকা পাথরের মতো সোফায় বসেছিলেন। কাঁদছেন না। কেমন যেন নিষ্প্রাণ পাথরের মতো তার হাবভাব।

অঞ্জনের ঘরে ছিল মৃতদেহটা। উপুড় হয়ে পড়েছিল ল্যাপটপের উপর। হাত পা তখনও শক্ত হয়নি। অধিরাজ আর অর্ণব মিলে তাকে সোজা করে শুইয়ে দিল। ছেলেটার ঠোঁটজোড়া নীল হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ তার ঠোঁটজোড়া আলতো করে শুঁকল।

তার চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠেছে—'হালকা বাদাম তেলের গন্ধ! অর্ণব!'

—'স্যার?'

—'হাইড্রোজেন সায়ানাইড। প্রুসিক অ্যাসিড।' সে উত্তেজিত—'এই কেসে

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়বার প্রুসিক অ্যাসিডের আবির্ভাব হল। আমি ঠিকই ধরেছি। এ সেই অবতারেরই কাজ।'

—'সেই পার্সোনাল সেক্রেটারি?'

—'হ্যাঁ। ইনি সেই একই লোক।' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'আমার বোকামির জন্যই এই মৃত্যুটা ঘটল। আমি বুঝতে পারিনি...ইশ্‌শ...সব আমার চোখের সামনে ছিল তবু বুঝতে পারিনি...'

সে যেন ভেঙে পড়ে। অর্ণব তার পিঠে ইতস্তত করে হাত রাখে।

—'কিন্তু আর কোনও মৃত্যু হবে না। আর নয়...!' অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়—'চলো মল্লিকাদেবীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

মল্লিকা দেবী তখনও কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তার দেহে প্রাণ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হত যদি না তিনি অধিরাজের কথার উত্তর দিতেন।

—'মল্লিকাদেবী কয়েকটা প্রশ্ন করবো।' অধিরাজ নম্র ভাবে বলে—'আপনার মনের অবস্থার কথা বুঝতে পারছি। তবু...'

—'বলুন...' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন মল্লিকা। তার আগের সেই তেজী কণ্ঠস্বর আর নেই।

—'অঞ্জন কি কিছুক্ষণ আগে কিছু খেয়েছিল? চা বা জল খাবার?'

—'নাঃ।'

—'কিছুই খায়নি?' বিস্মিত গলায় বলে অধিরাজ।

—'নাঃ।' তিনি স্তিমিত ভাবে বললেন—'ও সকালে ব্রেড বাটার আর কলা খেয়েছিল। তারপর আর কিছু...'

—'ব্রেড-বাটার-কলা!' সে বলল—'ইন্টারেস্টিং। কখন ব্রেকফাস্ট করেছিল?'

—'ও ঘুম থেকে একটু দেরি করে ওঠে। ব্রেকফাস্ট আন্দাজ এগারোটার সময় করেছিল।'

—'ইউজুয়ালি অঞ্জন কি রেগুলার এই ব্রেকফাস্টই করতো?'

—'হ্যাঁ।'

—'হুঁ' এক মিনিট ভেবে নেয় অধিরাজ—'তাও তো প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল।'

—'আমি ওকে দুপুরে লাঞ্চের জন্য ডাকতে গিয়েছিলাম। দেখি ও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ল্যাপটপের সামনে বসে আছে। খুব টেনশনে ছিল। আমাকে বলল পরে খাবে।'

—'কি করে বুঝলেন যে ও টেনশনে ছিল।'

—'আমার ছেলে, আমি বুঝবো না? দাঁত দিয়ে নখ কাটা ওর একটা বদ অভ্যেস ছিল। যখন টেনশনে পড়ত তখন বেশি বেশি নখ কাটত। আজও তাই করছিল।'

—'তারপর?'

—'যখন দেড়টা বেজে গেল তখন ওকে আবার ডাকতে গেলাম। এসে দেখি ল্যাপটপের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি...'

উচ্ছ্বসিত কান্নায় এবার ভেঙে পড়লেন মল্লিকা।

—'ও ল্যাপটপে বসে কি করছিল জানেন?'

—'ডায়রি লিখছিল।' নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললেন মল্লিকা—'ও রোজ ডায়রি লিখতো।'

ডায়রি লিখতো শুনে অধিরাজ ফের উত্তেজিত হয়ে ওঠে—'ল্যাপটপে ডায়রি লিখতো?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওকে ম্যাডাম।' অধিরাজ শান্ত গলায় বলে—'আপনাকে আর বিরক্ত করছি না। আমরা অঞ্জনের ল্যাপটপটা একটু দেখবো।'

তারা মল্লিকাকে ছেড়ে আবার ফিরে এলো অঞ্জনের ঘরে। দেহ ততক্ষণে পুলিশকর্মীরা স্থানান্তরিত করেছে। তারা 'কিংকর্তব্য' মুখ করে দাঁড়িয়েছিল।

—'বডি ফরেনসিক ল্যাবে পৌঁছে দাও।' অধিরাজ বলে—'আমরা ইনভেস্টিগেশন শেষ করে ফিরছি।'

—'ওকে স্যার।'

তারা চলে গেল। অর্ণব এগিয়ে গিয়ে ল্যাপটপটা ধরতে যাচ্ছিল। অধিরাজ বারণ করল।

—'না অর্ণব। গ্লাভস হাতে না দিয়ে ল্যাপটপটাকে ছুঁয়ো না।' সে নিজেও হাতে গ্লাভস পরতে পরতে বলে—'ল্যাপটপে বিষ আছে। প্রুসিক অ্যাসিড।'

—'বিষ! ল্যাপটপে!' অর্ণব চোখ কপালে তুলে বলে—'সে কি!'

—'বোঝোনি?' সে বুঝিয়ে বলে—'সিম্পল হিসাব। অঞ্জন তিনঘণ্টা আগে ব্রেকফাস্ট করেছিল। প্রুসিক অ্যাসিড অতক্ষণ সময় দেয় না। মিনিটখানেকই যথেষ্ট। কিন্তু অঞ্জনকে তখনও মল্লিকাদেবী জীবিত দেখেছিলেন। সুতরাং ব্রেকফাস্টে কিছু ছিল না।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তবে?'

—'ছিল ল্যাপটপে। খুনী অসম্ভব চতুর। খাবারে বিষ মেশায়নি সে। খাবারে বিষ মেশালে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই ল্যাপটপের কী বোর্ডে বিষ মিশিয়ে রাখল। অঞ্জনের আপনমনেই দাঁত দিয়ে নখ কাটার বদ অভ্যেস আছে সে কথা সে ভালোই জানত। ল্যাপটপে কাজ করতে করতে সে আপনমনেই দাঁত দিয়ে নখ কাটতে গেল। ব্যস, প্রুসিক অ্যাসিডও তার খেল দেখিয়ে দিল।'

—'কেন? অঞ্জনকে...?'

—'সেটা ওর ডায়রিই বলে দেবে।'

ডেস্কটপের উপরে মাই ডায়রি নামের একটা আইকন খুঁজে নিয়ে ডাবল ক্লিক করল অধিরাজ। মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যমান হল পুরো লেখাগুলো।

—'বেশি পিছনের ডায়রি দেখার দরকার নেই।' সে স্ক্রল করে নেমে এল নীচের দিকে। সুমিতার মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে থেকে দেখতে শুরু করেছে।

অর্ণব দেখল অঞ্জন লিখেছে—

'ক্যাপ্টেন স্পার্ককে আমি বড় ভালোবাসি। ও কথা দিয়েছে রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমার জন্য ওটাও আনবে। এই জন্যই ওকে ভালো লাগে।'

তারপর—

'আজ রাতেও ক্যাপ্টেন স্পার্কের আসার কথা আছে। আমি অনেক ঝামেলা করে লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দরজা খুলে দিয়েছি কাল। ভয় লাগে যদি কেউ দেখে ফেলে। তবু আমি জানি আমাকে এ কাজটা করতেই হবে। ও না এলে জিনিসটা পাবো কী করে? ও জিনিসটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ক্যাপ্টেন স্পার্ককে ছাড়াও নয়।'

এরকমই লেখা। শুধু সুমিতার মৃত্যুর দিনের লেখাটা একটু অন্যরকম—

—'আজ রাতে ক্যাপ্টেন স্পার্ক আসতে পারবে না। রাতে ওর কিছু দরকারি কাজ আছে। তবে বিকেলবেলা দেখা করতে বলেছে। দিদিটা আজকাল সন্দেহ করে। বোধহয় ও জিনিসটার গন্ধ পায়। তাই বাড়িতে সবাইকে মিথ্যে বলে বেরোতে হবে। বলবো যে থিয়েটারের শোয়ে যাচ্ছি।'

—'এতক্ষণে বুঝলাম অঞ্জন কেন মিথ্যে কথা বলেছিল।' অর্ণব বলে—'কিন্তু জিনিসটা কি?'

—'মোস্ট প্রব্যাবলি ড্রাগ্‌স।' সে বলল—'গাঁজা ছেড়ে ড্রাগ্‌স ধরেছিল অঞ্জন। কিন্তু কেমন তেঁটে ছেলে দেখো, এত জেরার মুখেও এসব কথা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বলেনি। অবশ্য কি-ই বা বলতো? ড্রাগ্‌স দিতে ওর ঘরে রাতে কেউ আসে?'

—'ক্যাপ্টেন স্পার্ক! হ্যালো গেমসের ক্যাপ্টেন স্পার্ক? না ফেলুদার...?'

—'ক্যাপ্টেন স্পার্কটা কোড নেম।' অধিরাজ চিন্তিত স্বরে বলে—'ওর পিছনে আর কেউ আছে। চলো আজকের ডায়রিতে কী লিখেছে দেখি।'

আজকের ডায়রিতে লেখা আছে—

—'পুলিশের কাছে আমি ক্যাপ্টেন স্পার্কের বিষয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে যে দিদির মৃত্যুটার সঙ্গে ওর কিছু যোগাযোগ আছে। চেপে গিয়ে কি ভুল করলাম? আমার কি সব খুলে বলা উচিত ছিল? আমি বুঝতে পারছি পুলিশ আমায় সন্দেহ করছে। ও পাপকাজ আমি করিনি। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্পার্ক?...'

'বুঝলাম।' অধিরাজ নিঃশ্বাস ছাড়ে—'এইটাই হল অঞ্জনের মৃত্যুর কারণ। আমাদের ভালো কপাল যে খুনী লেখাগুলো মুছে দিতে পারেনি...' সে ছটফট করে ওঠে—'আমার গোটা ব্যাপারটাই বুঝতে ভুল হয়েছিল। আরেকটু আগে বুঝলে ছেলেটা বেঁচে যেত অর্ণব। আমি নিজেকে মাফ করতে পারছি না...মাফ করতে পারছি না...'

ফেরার পথে সারা রাস্তা সে আফশোস করতে করতে এলো। বারবার ছবিদুটো দেখছে। একবার ব্রা দুটো আর প্রেসক্রিপশনটাও দেখল।

—'স্যার, এই ক্যাপ্টেন স্পার্কই যত নষ্টের গোড়া মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, ইনিই একমেবাদ্বিতীয়ম প্রীতমের একনিষ্ঠ বন্ধু। প্রীতমের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে অঞ্জনের গাঁজার নেশা আছে। তাকেই বলির বকরা করলেন। ড্রাগ্‌স ধরালেন। যখন সে ড্রাগ্‌স ছাড়া থাকতে পারছে না তখন প্রস্তাব দিলেন যে রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি দরজা খুলে দিতে। রাতে এসেই তিনি ড্রাগ্‌স দিয়ে যাবেন।' অধিরাজের মুখ ক্রূর হয়ে উঠল—'রোজ রাতে অঞ্জন সবার চোখের আড়ালে গিয়ে তাকে দরজা খুলে দিত। আর যখন ড্রাগ্‌সের নেশায় অঞ্জন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো তখনই তিনি অন্ধ ঘুমন্ত মেয়েটার ঘরে গিয়ে তার নাইটি পরে তনিমা চ্যাটার্জীকে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। সেই ফাঁকে রেলিঙের স্ক্রুগুলোও ঢিলে করে দিলেন এবং শেষ দিন ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর সেজে গিয়ে খাটটা ঘুরিয়ে দিলেন। কি চমৎকার প্ল্যান অর্ণব। একেবারে মাস্টার প্ল্যান। কিন্তু যেই ধরা পড়ল যে এটা আত্মহত্যা নয়, খুন তখনই পি এ সাহেব প্রমাদ গুনলেন। এবার অঞ্জনকেও সরানো দরকার হল। এবং তাই করলেন।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ফুলকি তবে কী দেখেছিল?'

—'সেটা ফুলকিই বলতে পারবে। তবে আজ নয়—কাল ওকে জিজ্ঞাসা করবো। আজ বড় ক্লান্ত লাগছে অর্ণব...বড় ক্লান্ত লাগছে। তবু আরেকটা কাজও করতে হবে।' সে ক্লান্তভাবে বলল—'তোমার ফোন থেকে একবার ডাঃ চ্যাটার্জীকে ধরে তো।'

অর্ণব তাই করল। কিছুক্ষণ একঘেয়ে রিঙের আওয়াজ। তারপরই ওপ্রান্তে জাগ্রত হল ডাঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বর।

—'হ্যালো।'

—'হ্যাঁ স্যার, একটু ধরুন।' সে অধিরাজকে ফোনটা দিয়ে দেয়—'নিন স্যার। ডক্টর লাইনে আছেন।'

অধিরাজ ফোনটা নিয়ে নেয়—'হ্যাঁ, ডাঃ চ্যাটার্জী?'

—'বলো বাঘবাহাদুর। বডি এসে গিয়েছে। প্রুসিক অ্যাসিড।'

—'আমারও তাই মনে হয়েছিল স্যার। কিন্তু আরও একটা কাজ করতে হবে। আমাদের লক আপে যে তিনজন আছেন, কৃষ্ণদাসবাবু, ফুলকি ও প্রীতম—এই তিনজনেরই একটা ব্লাড টেস্ট করাতে হবে। যত রাতই হোক, যদি সারারাতও বসে থাকতে হয় আমি অপেক্ষা করবো। কিন্তু আজকের মধ্যেই আমার রিপোর্ট চাই।'

—'কী ব্লাড টেস্ট? কোন বিশেষ ব্লাড টেস্ট কি?'

—'ফিরে বলছি।'

অফিসে ফিরে অর্ণবকে ছুটি দিয়ে দিল অধিরাজ।

—'আজ তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও অর্ণব। কাল সকাল সকাল চলে এসো। কালই সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে।'

অর্ণব হাঁ করে সব শুনছিল। সে বুঝতে পারছিল না যে এত তাড়াতাড়ি কি ফয়সালা করবেন স্যার। তবু সে মুখে কিছু বলল না। বরং বাধ্য ছেলের মতো চলে গেল।

অধিরাজ আবার এভিডেন্সগুলো ভালো করে দেখে নিল। সে যা ভাবছে সত্যিই কি তাই? শেষ পরীক্ষাটা না করে বলা যাচ্ছে না! কিন্তু ঐ সম্ভাবনাটাতেই সব অঙ্কের মতো মিলে যাচ্ছে।

সে কিছুক্ষণ আপনমনে ভাবল। তারপর একের পর এক সিগ্রেট খেতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টায় একগুচ্ছ সিগ্রেট পুড়িয়ে অবশেষে হাজির হল ডাঃ চ্যাটার্জীর কাছে। তিনি ইতিমধ্যেই লোক পাঠিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

রেখেছেন। অধিরাজ হাজির হতেই বললেন—'ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে রেখেছি। বলো কি টেস্ট করতে হবে?'

অধিরাজ টেস্টের নামটা তাকে কানে কানে বলে। ডাঃ চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকলেন। তারপর বলেন—'সেকি! কেন? তুমি কি সন্দেহ করছ...?'

—'পরে বলবো। কতক্ষণে হবে?'

—'কত তাড়াতাড়ি লাগবে?'

—'আজই হলে ভালো হয়।'

—'ঠিক আছে। তুমি বাড়ি চলে যাও। হয়ে গেলে আমি তোমায় রিপোর্ট বলে দেবো।'

—'নাঃ ডক। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। অফিসেই আছি। যতসময় লাগে লাগুক। আমি আছি, কিন্তু রিপোর্ট হাতে না পেয়ে আজ নড়ছি না।'

ডাঃ চ্যাটার্জী তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন—'বেশ। তুমি থাকতে পারো। কিন্তু এক শর্তে। তাড়া দেওয়া চলবে না।'

অধিরাজ মাথা ঝাঁকালো। অর্থাৎ তাড়া দেবে না।

—'নিজেও জ্বলবে। অন্যকেও জ্বালাবে! তুমি কি লগনচাঁদা ছেলে হে?'

উক্তিটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

অধিরাজ বাইরে বেরিয়ে এলো। অপেক্ষা করতে লাগল।

আস্তে আস্তে সন্ধে নেমে এলো। সন্ধে গড়িয়ে রাত। কলিগরা একে একে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। অফিসের আলোগুলোও টুপটুপ করে নিভে এলো। ফাঁকা অফিসে চুপ করে বসেছিল অধিরাজ। সদ্য নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়া ক্লান্ত শরীর আর টানতে পারছে না। তবু হাল ছাড়ল না সে। অদ্ভুত জেদ নিয়ে বসে রয়েছে। সে জানে এই পরীক্ষাটাই প্রমাণ করে দেবে তার সন্দেহ সঠিক কিনা। আজ তাকে এখানে থাকতেই হবে—হয় এস্পার নয় ওস্পার।

রাত আস্তে আস্তে গভীর হল। এখন চতুর্দিক একদম নিঃঝুম। দূরে কোথাও যেন কুঁক কুঁক করে কোনও পাখি ডাকছে। একটা দুটো বেওয়ারিশ কুকুর মাঝেমধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ করে শোরগোল তুলছিল।

অধিরাজের মনে হল সে যেন অন্তহীন যুগ ধরে অপেক্ষা করছে। নিজের হৃৎস্পন্দনের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল সে। অফিসঘরের ঘড়িতে রাত তিনটের ঘণ্টা পড়ছে। আর কতক্ষণ? এ রাত কি শেষ হবে না?

—'রাজা...'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ আরেকটা সিগ্রেট ধরাতে যাচ্ছিল। ডাঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল।

—'আজ তুমি আমায় খুব জ্বালিয়েছ।' তিনি একটা প্যাকেট এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—'তিনবার পরীক্ষা করেছি। তিনবারই এক রেজাল্ট। নাও। এবার বাড়ি যেতে পারি?'

অধিরাজ খামটা নিয়ে বলল—'থ্যাঙ্কস ডক্টর। সি ইউ টুমরো। গুডনাইট।'

১১

অর্ণবের মনে হল আজ বোধহয় ঝড় আসবে। ঘরের ভাবটা গুমোট। অধিরাজের মুখ থমথমে। সে বোধহয় সারারাত ঘুমোয়নি।

প্রীতম, ফুলকি, কৃষ্ণদাসবাবু আগে থেকেই এখানে হাজির হয়েছেন। আজ এসেছেন মল্লিকা। চারজনেই আশঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অধিরাজের দিকে।

—'প্রথমেই প্রীতমবাবুকে একটা সুযোগ দিই।' অধিরাজ প্রীতমের দিকে ফিরল—'সমস্ত ঘটনা আপনি আমার থেকেও ভালো জানেন প্রীতমবাবু। আপনি বলবেন কি?'

প্রীতম চুপ করেই রইল। তার কণ্ঠার হাড় নড়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

—'বেশ আমিই বলছি। ভুল হলে শুধরে দেবেন। জাস্ট একটা গল্পের মতো করে শুনুন।'

অধিরাজ বলতে শুরু করে—'প্রীতমবাবু যে অফিসে চাকরি করতেন সেই অফিসের এম ডি-র পি এ এক অদ্ভুত ক্যারেক্টার। তার চেহারায় মেয়েলি ভাব বেশি ছিল। যদিও আসলে তিনি পুরুষ। কিন্তু পুরুষ হলেও সমকামী। তার মাথায় অপরাধের নানা প্ল্যান ঘুরঘুর করত। কিন্তু সহযোগী পাচ্ছিলেন না।

কথায় আছে রতনে রতন চেনে। প্রীতম জোট বাঁধলেন তার সঙ্গে। প্রীতম কোম্পানি থেকে একটা বড় অঙ্কের টাকা সরালেন। হাজতবাস হল। কিন্তু জেল হল না। কারণ তার সহযোগীটি প্রুসিক অ্যাসিড দিয়ে মূল অভিযোগকারীটিকেই সরিয়ে দিলেন।'

এই অবধি বলেই অধিরাজ থামল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে ফের বলে—'সুন্দর প্ল্যান। এরপর সহযোগীটি হাওয়া হয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

খুঁজে পেল না। প্রীতম খুনের সময়ে হাজতে ছিল। তাই তাকেও খুনের জন্য দায়ী করা গেল না। তছরুপের অভিযোগও প্রমাণ করা গেল না।

লোক বলে সে আমেরিকা পালিয়ে গিয়েছিল। যেতেই পারে। তখন প্রচুর পয়সার মালিক ছিল সে। তাকে আর পায় কে?

কিন্তু এরপর সে ফিরে আসে। প্রীতমের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। প্রীতম তাকে জানায় যে একটি অন্ধ অথচ কোটিপতি মেয়েকে সে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছে। দুজনে মিলে যুক্তি করল যে প্রথমে মেয়েটিকে প্রীতম বিয়ে করবে। এবং তারপরই মৃত্যু হবে তার। তার প্রপার্টি স্বাভাবিকভাবেই প্রীতমের হবে।

কিন্তু খুন হলে চলবে না। তাই যথাসম্ভব আত্মহত্যার মতো করেই মারা গেল সুমিতা। প্ল্যানমাফিক ফুলকিকে সরিয়ে দেওয়া হল সিন থেকে। অঞ্জনকে ড্রাগের লোভ দেখিয়ে রাতে গোপন ভাবে ঘরে ঢুকত প্রীতমবাবুর বন্ধু। তারপর অঞ্জন নেশায় বুঁদ হয়ে গেলে সে সবার অগোচরে ঘুমন্ত সুমিতার ঘরে এসে তারই কোন নাইটি পরে তনিমা চ্যাটার্জীকে ভয় দেখাত। সে জানত যে তনিমা রোজ ঐ সময়েই ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। তাকে কনভিন্স করানো হল যে মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চায়। তিনিও তাই ভাবলেন। সেই ফাঁকেই সে রেলিঙের স্ক্রুগুলো আলগাও করে দিল।

শেষদিন সে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের ছদ্মবেশ নিয়ে এসে প্রথমে শ্রীতমা সেনকে অঞ্জনের নাম দিয়ে ফাঁকতালে ফোন করল। তারপর সুযোগ বুঝে সুমিতার খাটটা টেনে সরিয়ে দিল। কেউ তাকে সন্দেহও করল না।

এরপরের ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে। আমার দেখা সবচেয়ে ক্লিয়ার মার্ডার। সুমিতা মারা গেল। প্রীতম সেই ঘটনার কথা শুনে এসে হাজির হল এবং তালেগোলে হরিবোলে ব্যালকনি ও রেলিঙ থেকে সব ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দিল।

কিন্তু সমস্যা হল অঞ্জনকে নিয়ে। সে গোটাটা না জানুক কিন্তু কিছু আঁচ করেছে। আর সে যদি পুলিশের কাছে মুখ খোলে তবেই বিপদ! তাই তার মুখ বন্ধ করা দরকার।

অতএব অঞ্জনও মারা গেল।'

অধিরাজ একটু থামে—'এই হল মোটের উপর গেমপ্ল্যান। কিন্তু মুস্কিল হল আমি এইটুকুতেই সন্তুষ্ট নই। আমার খালি মনে হয় সেই লোক জানল কি করে যে তনিমা চ্যাটার্জী রোজ ঐখানে এসে দাঁড়ান? সে জানল কি করে যে সুমিতার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নাইটি কোথায় থাকে? ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কথা আর প্ল্যান সে কি করে জানে? অঞ্জনের ল্যাপটপ সে পেল কি করে? অঞ্জন একটা অচেনা মানুষকে রাতে তার ঘরে ঢুকতে দেবে কেন? ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের ছদ্মবেশে উইন্ডচিটার দরকার পড়ল কেন? ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার ফুলকির ঘরে গেল কি করে? এই সব প্রশ্ন বারবার উঠে আসছে। এর উত্তর একটু দিয়ে দেবেন মিঃ অর মিস ফুলকি?'

ফুলকি! প্রায় লাফিয়ে উঠল অর্ণব। স্যার কী বলছেন! প্রীতম বাদে বাকি দুজনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে ফুলকির দিকে।

—'ওভাবে তাকানোর কিছু নেই। উনিই প্রীতমবাবুর ডিয়ারেস্ট বন্ধু, না বান্ধবী বলবো?' অধিরাজ হাসে—'ওনাকে এতদিন কেউ চিনতেই পারেনি কারণ গোঁফওয়ালা পুরুষ মানুষটি বিদেশে গিয়ে সেক্স চেঞ্জ করে এসেছেন। মেয়েলি ছোটখাটো চেহারা বলে দিব্যি মানিয়ে গিয়েছে। সন্দেহের জায়গায় নেই। প্রীতমের বাড়ি সার্চ করার সময় আমার একটি বিশেষ ধরণের কাপ ব্রা চোখে পড়ল, যেটা সচরাচর ছেলেরা সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি, তথা এস আর এস করে মেয়েতে পরিণত হলে অপারেশনের পর পরতে হয়। এছাড়া প্রেসক্রিপশনে চোখে পড়ল ইস্ট্রাডিওল ট্রান্সডার্মাল প্যাচের নামটা। এস আর এস অপারেশনের পর ইস্ট্রোজেন হরমোন শরীরে নিতে হলে ঐ জিনিসটি লাগে। আমি তখনই বুঝেছিলাম কোনও সেক্স চেঞ্জের ঘটনা আছে। এরপর মল্লিকাদেবীর বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা ছবির মুখ আর খুনী পি এ-র মুখ মিলিয়ে দেখলাম। মুখ প্রায় একই কিন্তু পার্থক্য আছে। আঁকা ছবিটায় ঐ একই লোকের মুখ অনেক বেশি নমনীয়, নাক ছোট, পেলব। বুঝতে পারলাম যে প্রীতমের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্স চেঞ্জ করেছেন সম্ভবত। একটা গুঁফো পুরুষ, সে যতই মেয়েলি হোক না কেন, যখন পুরোপুরি মেয়ে হয়ে যায় তখন তাকে চেনা দায়।'

সে একটু থামে—'কিন্তু মুশ্‌কিল হল, সব কিছুই মেয়েদের মতো হলেও গলা তো আর মেয়ের মতো সহজে হয় না। আর একটি মেয়ের গলা দিয়ে বাজখাঁই পুরুষের আওয়াজ বেরোচ্ছে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করবে। তাই ফুলকিকে বোবা ও কালা সাজিয়ে প্রীতম নিয়ে এল সুমিতার অ্যাটেন্ডেন্ট করে। তার গলার স্বর কেউ শোনেনি। তাই যখন তাকে ছদ্মবেশ ধরে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর সাজতে হল তখন কণ্ঠস্বর নিয়ে সমস্যা হল না। সমস্যা হল দেহটাকে নিয়ে। ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরনের কল্যাণে ওর শরীর তখন নারীর। বাধ্য হয়ে উইন্ডচিটার গায়ে গলাতে হল! কি ঠিক বলেছি তো?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ফুলকি কোন কথা না বলে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—'ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডারটাকেও ইনিই রেখেছিলেন কলার কাঁদিতে। অঞ্জন রোজ একটা করে কলা খেত। সম্ভবত ফুলকির ঘর থেকে একটা করে কলা ছিঁড়ে নিত সে। সেদিনও মাকড়সাটা তার অপেক্ষাতেই ছাড়া ছিল। কৃষ্ণদাসবাবুকে ফাঁসানোর জন্য বাক্সটা রাখল তার কাবার্ডে। কিন্তু তার আগেই আমরা ধরে নিয়ে এলাম অঞ্জনকে। ফুলকি চিন্তায় পড়ে গেল। অঞ্জন যদি সব বলে দেয়। সে জানে যে ফুলকি ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়নি। কলকাতাতেই ছিল। রোজ রাতে সে আসত। একথা বলে দিলে কি হবে? টেনশনে সে মাকড়সাটাকে সরানোর কথা ভুলে গেল। মাকড়সাটাও কলার কাঁদিতে রয়ে গেল। বিশেষ নড়াচড়া করল না।

মাকড়সাটা ফুলকিকে কামড়ালেও কোন অসুবিধে ছিল না। মাকড়সাটা আমেরিকা থেকে এনেছিল সে-ই। নিশ্চয়ই খাবার-টাবারও দিত। তখনই মাকড়সার লোম লেগে গাছে তার গায়ে। আর তা গা থেকে সুমিতার নাইটিতে। মাকড়সার কামড়ের অ্যান্টিডোট নিশ্চয়ই তার কাছে ছিল। সেটা আশা করি ওর ঘর তল্লাশি করলেই পাওয়া যাবে।'

—'এসব বাজে কথা!' প্রীতম লাফিয়ে ওঠে—'একটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব মেয়েকে এইভাবে আপনি অভিযুক্ত করতে পারেন না। প্রমাণ কী আছে আপনার?'

—'মল্লিকাদেবীর বর্ণনায় আঁকা ছবিটা থেকে দাড়ি গোঁফ, সব সরিয়ে, মাথায় লম্বা চুল দিলেই আপনার আদরের ফুলকির চেহারা বেরিয়ে পড়বে প্রীতমবাবু। তাছাড়া যেদিন আমরা তল্লাশি করতে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিন মল্লিকাদেবী টয়লেটে স্নান করছিলেন। ঘরে ছিল শুধু ফুলকি। আমরা কলিংবেল বাজাতেই সে দরজা খুলে দিয়েছিল। মালকিন ঘরে নেই, কেউ তাকে ইশারায় বলেনি দরজা খুলে দিতে, অথচ সে খুলে দিল। এর মানে কি? এর মানে হল সে কলিংবেলের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। কলিংবেলের আওয়াজ যে শোনে সে কালা হয় কি করে? আর যদি কালা হওয়াটা তার মিথ্যা হয়ে থাকে তবে সে বোবাও নয়। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল।'

—'তাতে কি?'

—'তাতে কিছুই নয়, কিন্তু ফুলকিকে ফাঁসিয়ে দেবে অঞ্জনের ডায়রি। অঞ্জন জনৈক ক্যাপ্টেন স্পার্কের কথা বলেছে। সবাই চরিত্রটার কথাই ভেবেছে। কিন্তু আমার মাথায় এসেছিল যে স্পার্ক মানে ফুলকি!'

Scanned by CamScanner

প্রীতমের মুখে যেন কেউ তালা মেরে দিল।

—'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এই ব্লাড রিপোর্ট।' ডাঃ চ্যাটার্জীর রিপোর্টটা তুলে ধরল অধিরাজ—'উইন্ডচিটারটা আমায় বড় জ্বালাচ্ছিল। ফুলকির উপর একটু একটু সন্দেহও ছিল আর প্রীতমবাবুর বাড়ির এভিডেন্স বলছিল যে একটা সেক্স চেঞ্জ হয়েছে। তাই সবার রক্তের কেরিওটাইপ করতে দিয়েছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণদাসবাবু ও প্রীতমের জেনোটাইপ এক্স ওয়াই। কিন্তু ফুলকিরও যখন এক্স ওয়াই জেনোটাইপ এলো তখন বুঝতে বাকি রইল না যে আসলে ইনিই ছুপা রুস্তম! অপারেশন করে শরীর পালটানো যায়, জিন পালটানো যায় না! ওর জিন বলছে ও একটি পুরুষ। ব্যস্। অপরাধী বেরিয়ে পড়ল।' অধিরাজ মুচকি হেসে বলল—

—'দ্যাটস অল। আমার কাজ শেষ। মিঃ প্রীতম এবং মি. অর মিস ফুলকি —আপনাদের গ্রেফতার করা হলো।'

প্রীতম আর ফুলকিকে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে কনস্টেবল চলে গেল।

মিঃ আর মিসেস সান্যালও আর বসলেন না। আস্তে আস্তে তাঁরাও নিজেদের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

—'স্যার,' অর্ণব বলে—'ওরা এখন কী নিয়ে বাঁচবেন বলুন তো? ছেলে মেয়ে দুইই তো গেল।'

অধিরাজ অন্যমনস্ক হয়ে বলে—'জানি না অর্ণব। আমি ভাবছিলাম ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডারের কথা। আমি আজ তার কামড় খেয়েও বেঁচে আছি। কিন্তু যখন মানুষ বিষদাঁত বসায় তখন বাঁচার আর পথ থাকে না। শত অ্যান্টিভেনামেও সে বিষের নিদান নেই। তবে কে বিষধর বেশি? ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার? না মানুষ?'

অর্ণব বুঝল এ প্রশ্নের কোন জবাব না দেওয়াই উচিত।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সলোমন উবাচ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com

১

—'ম্যাডাম, এক মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'লিট্‌ল অ্যাঞ্জেলস' অনাথ আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিওনের দিকে তাকালেন।

—'কি নাম? অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

—'আজ্ঞে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।' পিওন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—'তবে বললেন, জিকোর ব্যাপারে কিছু বলতে চান। দরকারী কথা...!'

জিকোর নামটা শুনেই নীলাঞ্জনা নড়েচড়ে বসলেন। জিকো তাঁদের অনাথ আশ্রমেরই ছেলে। বয়স নয়-দশ বছর। অনাথ আশ্রমের আর-পাঁচটা ছেলের মতোই। কদিন আগেও তার আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তার জীবনে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটেছে! এইটুকু বয়সেই সে লাখপতি হয়ে বসে আছে! মেলাতে বেড়াতে গিয়ে মহালক্ষ্মী লটারির একটা টিকিট নেহাতই খেলাচ্ছলে কিনেছিল জিকো। শুধু সে একাই নয়, তার বন্ধুবান্ধবেরাও প্রত্যেকেই টিকিট কেটেছিল। ওদের কাছে এটা নেহাতই একটা মজার ব্যাপার।

তখন কে জানত যে জিকোর কেনা লটারির টিকিটটাই জ্যাকপট হিট করে বসে থাকবে—যার মূল্য দশ লক্ষ টাকা! খবরটা শোনার পর থেকেই অদ্ভুত আশঙ্কায় কাঠ হয়ে বসে আছেন নীলাঞ্জনা। টাকা শুধু আশাই আনে না—আশঙ্কাও আনে। আর জিকোর মতো অনাথ বাচ্চা ছেলের পক্ষে এ ব্যাপারের গুরুত্বও বোঝা সম্ভব নয়। খবরটা তাই চেপে রেখেছিলেন নীলাঞ্জনা। অন্তত চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু টাকার গন্ধ চেপে রাখা যে অসম্ভব তা আজই মর্মে মর্মে বুঝলেন।

চশমাটা আঁচলে মুছে নিয়ে পিওনের দিকে তাকালেন তিনি—'পাঠিয়ে দাও।'

—'ওকে ম্যাডাম।' পিওন চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক গোলগাল চেহারার ভদ্রমহিলা এসে হাজির হলেন। কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন—'আমি জিকোর মামী। আমার স্বামী, মানে জিকোর মামা বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছে। আমি নিঃসন্তান, একা। জিকো ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই। এখন থেকে ও আমার সঙ্গেই থাকবে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নীলাঞ্জনা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'প্রমাণ কি, যে আপনিই জিকোর মামী?'

ভদ্রমহিলা মুখে কিছু না বলে একটা বার্থ-সার্টিফিকেট এগিয়ে দিলেন। কোনও সন্দেহই নেই যে এটা জিকোরই বার্থ-সার্টিফিকেট! যেদিন ছোট্ট জিকোকে অনাথ আশ্রমের উঠোনে পেয়েছিলেন, সেদিন তার সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি ও বার্থ-সার্টিফিকেটের একটা জেরক্সও ছিল। চিঠিটা জিকোর হতভাগিনী মা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে সে নিরুপায়। জিকোর বাবা সামান্য বাস-ড্রাইভার ছিল। দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। এখন এই ছোট্ট প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা বা সঙ্গতি হতভাগিনী মায়ের নেই। তাই সে বাচ্চাটাকে অনাথ আশ্রমে রেখে যাচ্ছে। শিশুটি যে মাতৃ-পিতৃপরিচয়হীন নয় তার প্রমাণস্বরূপ বার্থ-সার্টিফিকেটটাও রেখে গিয়েছিল।

নীলাঞ্জনা বার্থ-সার্টিফিকেটটার সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। হ্যাঁ—জিকোর মায়ের সব কথাই সত্যি। সত্যিই দুর্ভাগা শিশু জন্মের আগেই পিতৃহীন। কিন্তু ওর মায়েরও কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। যে বস্তির ঠিকানা বার্থ-সার্টিফিকেটে ছিল সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, ছ-মাস বাড়িভাড়া না দিতে পারার অপরাধে জিকোর মাকে বাড়িওয়ালা ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। এখন সে কোথায় আছে, কি করছে—আদৌ বেঁচে আছে কিনা—কেউই তা জানে না।

নীলাঞ্জনা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই নীরবে মেনে নিলেন। জিকো তাঁর অনাথ আশ্রমে আশ্রয় পেল।

কিন্তু এখন এ আবার কি নতুন উপদ্রব! তিনি জিকোর ফাইল বের করে বার্থ-সার্টিফিকেটটা মিলিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—'প্রায় দশবছর পরে হঠাৎ ভাগনের কথা মনে পড়ল? এতদিন কি করছিলেন?'

—'এতদিন আমরা কেউ ওর খোঁজ পাইনি।' ভদ্রমহিলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন—'জিকোর মামা বাচ্চাটার খোঁজ করতে ত্রুটি রাখেনি। এমনকি বোনের নামে মিসিং কমপ্লেন্টও লিখিয়েছিল। এই দেখুন তার কপি।' বলতে বলতেই তিনি একটা কাগজ টেবিলের উপরে রাখলেন।

নীলাঞ্জনা আড়চোখে দেখলেন নিখোঁজ ব্যক্তির নামের জায়গায় জিকোর মায়ের নামই লেখা আছে বটে!

—'কিন্তু পুলিশও ওকে খুঁজে পায়নি...কে জানে, বেঁচে আছে কি না...!'

বলতে বলতেই জিকোর মামী কেঁদে ফেললেন। নীলাঞ্জনা সহজে

Scanned by CamScanner

ছিলেন না। কে জানে, অভিনয়ও হতে পারে। দশ লক্ষ টাকার জন্য যে কেউ একগাদা মিথ্যে কথা বলতে পারে, কেঁদে গঙ্গোত্রীও ভাসাতে পারে।

তিনি চোখ সরু করে তাকান—'তা এতদিন পরে খোঁজ পেলেন কি করে?'

জিকোর মামী কপালে হাত ঠেকালেন—'ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি কয়েকদিন আগে এই অনাথ আশ্রমের সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি ছেলের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। ওকে দেখতে অবিকল আমার নন্দাই—মানে জিকোর বাবার মতো! তারপর আপনাদের পিওনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি যে...।'

পিওন কোন কাজে এঘরেই আসছিল। শেষ কথাটা শুনে সে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ল। এরপর যে নীলাঞ্জনা তার মুণ্ডু চিবোবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

—'এই দেখুন জিকোর বাবার ছবি...ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ।'

নীলাঞ্জনা এক মুহূর্ত চোখ বুলিয়েই আশ্বস্ত হলেন। যে কেউ এ ছবি দেখেই বুঝতে পারবে যে ইনি জিকোর বাবা। অবিকল এক মুখ। সেই চওড়া কপাল, জোড়া ভুরুর নীচে ঝকঝকে চোখ। এমনকি থুঁতনিতে কাটা দাগটা পর্যন্ত এক। জিকোর বাবার পাশেই এই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে আরেক ভদ্রলোক। অন্য ভদ্রলোকটির ছবির উপরে হাত রেখে বললেন তিনি—'ইনি জিকোর মামা।'

নীলাঞ্জনা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। প্রমাণ যদিও যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবু নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। তিনি একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন—'দেখুন, নিয়ে যাবো বললেই তো নিয়ে যাওয়া যায় না। কিছু ফর্ম্যালিটি আছে। থানাকেও ইনফর্ম করতে হবে...।'

বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি। বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ তাঁর কানে আসছে। একটি মেয়েলি গলায় তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল—'কেন আমায় আটকে রেখেছ? আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি...ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। একবার আমায় ওর কাছে যেতে দাও...।'

—'এক্সকিউজ মি।'

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। সেখানে তখন চলছে আরেক খণ্ডযুদ্ধ। এক মধ্যবয়স্ক মহিলা অনাথ আশ্রমে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। সিকিউরিটিরা তাঁকে বাধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ ছোট-খাটো হাতাহাতি চলছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সিকিউরিটিরাও ছাড়বে না, আর মহিলাও ঢুকবেনই। এ অসম দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন নীলাঞ্জনা। তাঁকে দেখেই মহিলা লাফ মেরে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন—'ম্যাডাম...ম্যাডাম...প্লিজ আমায় একটিবার জিকোর সঙ্গে দেখা করতে দিন—আমি অনেকদূর থেকে এসেছি...অনেক আশা নিয়ে এসেছি ম্যাডাম...।'

নীলাঞ্জনা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন—'আপনি জিকোর সঙ্গে দেখা করতে চান? কি ব্যাপারে?'

মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন—'আমি ওকে নিয়ে যাবো...আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি...।'

তিনি বিস্মিত—'নিয়ে যাবেন! মানে?'

কান্নাজড়ানো কণ্ঠে জবাব এল—'ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ও আমার একমাত্র ভাগনে। আমি ওর একমাত্র মামী।'

নীলাঞ্জনা স্তম্ভিত। তাঁর হাতে ধরা চশমাটা মাটিতে আছড়ে পড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল।

২

—'দুজন দাবিদার অলরেডি হাজির হয়ে গিয়েছে রাজা। আরও দু-একজন যদি ঐ একই দাবি নিয়ে হাজির হয়—তবে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!'

নীলাঞ্জনার কথা শুনে হেসে ফেলল অধিরাজ। পেশায় আই জি, সি আই ডি। তবে নীলাঞ্জনা তাদের পারিবারিক বন্ধু। দুঁদে সি আই ডি অফিসার। ছোটবেলায় তাঁর কোলে পিঠে বিস্তর চড়েছেন। এখন তাকে হাসতে দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

অধিরাজ অতিকষ্টে হাসি সম্বরণ করে। সমস্যাটা মজাদার। অভিনবও বটে। তবে বলাই বাহুল্য যে নীলাঞ্জনার জন্য এটা মোটেই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন—'দুই মূর্তিমতী আমাদের অনাথ আশ্রমের রেস্ট হাউসে গত দুদিন ধরে জাঁকিয়ে বসে আছে। জিকোকে না নিয়ে কেউ যাবে না। আর আমি এভাবে ভগবানের নামে ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আবার আটকেও রাখতে পারি না। ওদের দুজনের কাছে একই প্রমাণ আছে। তাছাড়া যেখানে আত্মীয় এসে ছেলেটাকে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে আমিই বা কি করে বাধা দিই বল।'

—'বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' অধিরাজ মৃদু হাসল—'জিকো নিশ্চয়ই ওর কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়ি যাবে। প্রশ্ন হল—কোন জন? একসঙ্গে দুজন মামী এসে হাজির হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেল। দুজনের কাছেই যখন

Scanned by CamScanner

একই প্রমাণ আছে— তখন ধরে নিতে হবে যে একটা প্রমাণ জাল। সেক্ষেত্রে প্রমাণের মালকিনও জাল। আর এখানে ডি এন এ টেস্টও কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

ফরেনসিক এক্সপার্ট ডাঃ অসীম চ্যাটার্জী এতক্ষণ চুপচাপ বসে গোটা ঘটনাটা শুনছিলেন। এবার আস্তে আস্তে বললেন—'ইয়েস, ডি এন এ টেস্ট করার প্রশ্নই ওঠে না। মামীর সঙ্গে ছেলেটার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। তাই ডি এন এ টেস্টও ফেল পড়ল।'

নীলাঞ্জনা কাতর দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকান—'তবে?'

—'যেখানে সায়েন্স ফেল মারে, সেখান থেকেই ফিলোজফির শুরু।' অধিরাজ মুচকি মুচকি হাসে—'তোমার কি মনে হয়? তুমি নিজে একজন মা, কারুর পিসি, কারুর মামী। তোমার ফিলিংস কি বলে? ঐ দুজনের মধ্যে কোনজন জিকোর আসল মামী হতে পারে? রাজা সলোমনের বিচার কী বলছে?'

—'বলা মুশকিল রাজা। এরা কেউ মা নয়, মামী।' নীলাঞ্জনা ব্যাজার মুখে বললেন—'দুজনেই ছেলেটাকে চকলেট, কেক-পিজা খাওয়ায়। দুজনেই অনাথ আশ্রমের রান্নাঘরে গিয়ে জিকোর জন্য স্পেশ্যাল রান্নার ব্যাপারে রাঁধুনিকে ইন্সট্রাকশন দেয়। ছেলেটার জ্বর হলে একজন ঠাকুরঘরে নির্জলা উপবাস করে পড়ে থাকে, আরেকজন ডাক্তার ডাকার জন্য উতলা হয়। কি করে বুঝি বল তো!'

অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাই তো! মহা সমস্যা। এভাবে কি আসল নকলের প্রভেদ বোঝা যায়?

—'একে বলে অর্থমনর্থম্! দশ লাখ টাকার লটারিটা না পেলে হয়তো এসব কিছুই হত না। যাই হোক, পুলিশকে ওদের ঠিকুজি কুলুজি খতিয়ে দেখতে বলেছ?'

—'হ্যাঁ।' তিনি জানালেন—'পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়েছে। ওঁরা ওদের নিজেদের যা পরিচয় দিয়েছে, আই মিন সামাজিক পরিচয়—তাতে কোনও গরমিল নেই। কিন্তু তাতেও তো প্রমাণিত হয় না যে ওঁরা জিকোর মামী।'

—'তা হয় না।' অধিরাজ কিছুক্ষণ ভাবল—'জিকোমাস্টার নিজে কি বলছেন?'

—'তাকে নিয়ে আরেক সমস্যা।' তিনি চিন্তাগ্রস্ত স্বরে বলেন—'সে তো যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছে। তার বক্তব্য আরও অদ্ভুত। তার মতে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ওরা কেউ তার মামী নয়। ওরা অ্যাঞ্জেল! আই মিন, পরী। ওরা তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী আড়চোখে অধিরাজের দিকে তাকালেন। অধিরাজের চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য চকচক করে উঠল। সে উত্তেজিত—'এই উদ্ভট ধারণা ওর হল কি করে?'

—'ভগবান জানেন!' নীলাঞ্জনা বললেন—'এমনিতেই ছেলেটা একটু কল্পনাপ্রবণ। বন্ধুদের কাছে গল্প করে, ওর নাকি এক পরী বন্ধু আছে। সে প্রতি রাতেই নাকি আসে... এটসেট্রা এটসেট্রা...!'

—'তাই?' সে সোজা হয়ে বসে—'তুমি দেখেছ?'

—'কি?'

—'পরী?'

—'ফাজলামি হচ্ছে!' এবার নীলাঞ্জনা রেগে গেলেন—'আমি ভেবেছিলাম তুই হেল্প করবি। তা নয়, খালি ফোড়ন কেটে যাচ্ছিস।'

অধিরাজ হাসল—'হেল্প তো করব বটেই। তবে আমার মনে হয় না খুব বেশি সময় লাগবে। আমি জাস্ট জিকোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব। সেটা কি সম্ভব?'

—'নিশ্চয়ই!'

নীলাঞ্জনার গাড়ি করেই অধিরাজ আর ডাঃ চ্যাটার্জী লিট্‌ল অ্যাঞ্জেল্‌স্‌ অনাথ আশ্রমে গিয়ে হাজির। অনাথ আশ্রমের বাইরেটা চমৎকার করে সাজিয়েছেন নীলাঞ্জনা। একটা সাজানো গুছোনো সুন্দর বাগান যা আশ্রমের রূপ আরও খুলে দিয়েছে। বাগানে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মহানন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা যেন ছোট্ট পরী, আর ছেলেরা শিশু দেবদূত!

নীলাঞ্জনা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'বাইরে থেকে দেখলে খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, এরা কতবড় দুর্ভাগা। মাথার উপরে মা-বাবার স্নেহের হাত নেই, নিশ্চিন্ত কোনও জীবন নেই। আপন বলতে কেউ নেই। ভাবলেই বুকের ভিতরটা কেমন হু হু করে।'

অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল—'হুঁ।'

সে তখন নানা সম্ভাবনার কথা খতিয়ে দেখছে। সত্যিই কি দুজনের মধ্যে কেউ ঐ ছোট্ট ছেলেটার আত্মীয়? নাকি দশ লক্ষ টাকার লটারিটাই মূল উদ্দেশ্য! বলা যায় না, হয়তো ভুলিয়ে ভালিয়ে লটারির টাকাটা হাত করে ছেলেটাকে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শিশু-ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিল। চাইল্ড ট্র্যাফিকিং যে হারে বাড়ছে, আর মনুষ্যত্ব যে হারে কমছে, তাতে কিছুই বলা যায় না! কাউকে বিশ্বাস নেই। একটা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের উপর। খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে!

হঠাৎ একটা চেঁচামেচির আওয়াজে চিন্তাসূত্র ভেঙে গেল অধিরাজের। দুজন উন্মত্ত মহিলা উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে পরস্পরকে দোষারোপ করছেন! তাঁদের চিৎকারে কাক চিলও বসতে পারছে না!

নীলাঞ্জনাকে দেখে দুজনেই উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এলেন। প্রথম ভদ্রমহিলা বেশ পৃথুলা। উত্তেজনায় থুতু ছেটাতে ছেটাতে বললেন—'এই মহিলা আমায় খুন করতে চায়। আরেকটু হলেই আমায় মেরে ফেলত। এই দেখুন...।'

ডাঃ চ্যাটার্জী চোখ পিটপিট করে বলেন—'রাজা, একটা মাস্ক নিয়ে এলে হত না? থুতু ছেটানোর চোটে চোখ মুখ যে ভিজে গেল!'

অধিরাজ মুচকি হেসে তাঁর দিকে একটা রুমাল এগিয়ে দেয়! তার দৃষ্টি তখন ভদ্রমহিলার কপালের দিকে নিবদ্ধ! তাঁর ডান কপালে মোক্ষম একটা আলু ফলেছে!

—'এই মহিলা একটু আগেই একটা উইকেট নিয়ে আমার মাথা ফাটাতে যাচ্ছিলেন। আমি ফাঁকা করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলাম—সেই ফাঁকেই...' চোখ গোলগোল করে বললেন তিনি—'ভাগ্যিস আশেপাশেই লোকজন ছিল। তাই মেরে ফেলতে পারেননি।'

আরেক ভদ্রমহিলাই বা চুপ করে থাকবেন কেন। বিশেষ করে চুপ করে থাকা যখন মহিলাদের স্বভাবই নয়। তিনিও রোঁয়া ফুলিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে ওঠেন—'আমি তোমাকে মেরেছি।' তাঁর চোখ প্রায় পাঁচ টাকা সাইজের রসগোল্লার মতো হয়ে গিয়েছে—'আর তুমি যে আরেকটু হলেই আমার গলায় ছুরি বসাচ্ছিলে। কি ভেবেছ? মুখে মুখোশ পরলেই আমি তোমায় চিনতে পারবো না!' বলতে বলতেই তিনি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে ফিরলেন—'জানেন, যেই না টয়লেট থেকে স্নান করে বেরিয়েছি অমনি লাফ মেরে ছুরি হাতে আমায় মারতে এসেছিল। এই দেখুন ডানহাতটা কেটে গিয়েছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই পালিয়ে গেল। অসভ্য, খুনী কোথাকার।'

—'মুখোশ আমি পরেছি!' প্রথম ভদ্রমহিলা আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'মুখোশ তো তুমি পরেছিলে।'

অধিরাজ বিড়বিড় করে—'লেগে গিয়েছে! তুই বিড়াল না, মুই বিড়াল!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জী টেনিস খেলা দেখার মতো একবার এই মহিলা, আরেকবার ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর মুখে চিন্তিত ভাব!

নীলাঞ্জনা কোনমতে দুই মহিলাকে শান্ত করেন। শান্ত কি আর সহজে হতে চান তাঁরা। শেষমেষ 'দেখে নেবো' গোছের একটা চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে দুজনেই গরগর করতে করতে চলে গেলেন।

—'কি বুঝলেন ডক্?' অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়।

—'মহিলা দুজনেই সত্যি কথা বলছে।' তিনি বিড়বিড় করেন—'প্রথম মহিলার ডান কপালে চোট লেগেছে। দ্বিতীয় মহিলার ডান হাতে। আমার ইনট্যুইশন বলছে—এ কোনও লেফট হ্যান্ডারের কাজ। অথচ দুই মহিলার মধ্যে কেউই লেফট হ্যান্ডার নন। অর্থাৎ থার্ড পার্টি আছে। তৃতীয় কেউ—যে দুজনকেই আক্রমণ করেছে।'

—'থার্ড পার্টি!' অধিরাজের কপালে ভাঁজ পড়ে—'তৃতীয় মামীর আবির্ভাব হতে পারে বলছেন।'

ডাঃ চ্যাটার্জী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলেন—'অসম্ভব নয়।'

নীলাঞ্জনা ধরা গলায় বললেন—'সর্বনাশ।'

৩

জিকো ভারি মিষ্টি ছেলে। মাথায় কদম ছাঁট। কান দুটো খাড়া খাড়া। চোখে সপ্রতিভ দুষ্টুমি ঝকঝক করছে। অধিরাজ চকলেট দিয়ে, আদর করে কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল। ফুটবল, ক্রিকেট—নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে আসল প্রসঙ্গে চলে এল সে। আস্তে আস্তে বলল—'আচ্ছা জিকো, তুমি তোমার কোন্ মামীকে বেশি ভালোবাসো? মোটা মামীকে না রোগা মামীকে?'

জিকো মাথা নাড়ল—'ওরা তো অ্যাঞ্জেল! আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে।'

—'কে বলেছে সোনা?'

—'তুমি জানো?' অধিরাজের কোলে উঠে বসল জিকো—'একটা পরী রোজ আমার ঘরে আসে। আমার ঘরে ঘুরে বেড়ায়। ঘর গুছিয়ে দেয়। আমার যখন অসুখ করে তখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সেই পরীটাই বলেছে...।'

জিকোর চোখ স্বপ্নালু হয়ে যায়—'মা তো অনেকদূরে চলে গিয়েছে। দূর

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

থেকে আমায় দেখে, আর কাঁদে। পরী আমায় বলেছে, ও আমায় একদিন এসে নিয়ে যাবে। মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।'

অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি পরীটাকে দেখেছ? কেমন দেখতে?'

—'আমি দেখিনি। ও তো রাতে আসে। তখন সব আলো বন্ধ থাকে। অন্ধকারে দেখব কি করে?'

—'হুঁ।' অধিরাজ চিন্তিত মুখে বলে—'তাই তো!'

সে আর কথা না বাড়িয়ে জিকোর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্পে মেতে উঠল। তার ড্রয়িংবুকে আবদার মতো গরু, ছাগল, মানুষ, ভূত-পেত্নী এঁকে তাকে সন্তুষ্ট করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে অনাথ আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। অনাথ আশ্রমের রান্নার মেয়ে শেফালি বলল—'জিকোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? ভারি পাজি ছেলে।'

অধিরাজ মুচকি হাসে—'পাজি কোথায়? ভারি মিষ্টি ছেলে। কত গল্প করল!'

—'পরীর গল্প শুনিয়েছে?' শেফালি হাসতে হাসতে বলে—'আমাদের সবার তো কান ঝালাপালা করে দিল। পরী এই করেছে...পরী সেই করেছে...কত কি!'

অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের দেখাশোনা করার ভার যাঁর উপরে, সেই কল্পনা দিদিমণির বেশ ভারিক্কি চেহারা। মুখটাও ভীষণ রুক্ষ। খরখরে স্বরে উত্তর দিলেন—'বাচ্চারা অনেকেই এমন ইম্যাজিনারি ফ্রেন্ড বানায়। তা নিয়ে তোমার হাসির কিছু নেই।'

দাবড়ানি খেয়ে শেফালি মুখ কাঁচুমাচু করে চলে যায়। একটু পরেই উচ্চস্বরে তার চিৎকার শোনা গেল। বাচ্চারা ফুটবল খেলছে। আর সে লাফাতে লাফাতে কমেন্ট্রি দিচ্ছে!

অধিরাজ হেসে ফেলে—'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।'

কল্পনা বিরক্তিসূচক মুখ করেন—'এসব মেয়েদের দিয়ে কাজ হয় না। ভীষণ কেয়ারলেস।'

ডাঃ চ্যাটার্জী ভদ্রমহিলাকে একদৃষ্টে দেখছিলেন। মহিলার মুখের মধ্যে স্নেহের কোমলভাব ছিটেফোঁটাও নেই। কথাবার্তাতেই বোঝা যায় অসম্ভব জাঁদরেল। হঠাৎ করেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন—'এক্সকিউজ মি, কিছু মনে করবেন না—আপনি কথা বলার সময় বাঁ হাতটাই বেশি নাড়ছেন। বাই এনি চান্স, আপনি কি লেফট হ্যান্ডার? মানে বাঁ হাতে কাজ করেন?'

Scanned by CamScanner

কল্পনা হকচকিয়ে গেলেন—'অ্যাঁ? হ্যাঁ...মানে...!'

ভদ্রমহিলার অপ্রস্তুত ভাবকে অহিরাজ সামাল দিয়ে দেয়—'আপনি তো সবসময়ই বাচ্চাদের উপর নজর রাখেন। জিকোর ঘরে রাত্রে কখনও কাউকে ঢুকতে দেখেছেন?'

—'না।' কল্পনার পাথরকঠিন মুখ বেয়ে নিস্পৃহ শব্দ বেরিয়ে এল—'আপনি জিকোর কথায় কান দেবেন না। ছেলেটা ভীষণ বানিয়ে কথা বলে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ডাঃ চ্যাটার্জী হাঁফ ছাড়লেন—'বাপরে! কি ভয়ঙ্কর মহিলা! দেখলেই মনে হয় তেড়ে এসে কামড়ে দেবেন!'

অহিরাজ হাসল—'বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু, আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু...!'

তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন—'আচমকা কবিতা আওড়াচ্ছ কেন? সমস্যার তো কিছুই সমাধান হল না।'

—'হবে। আজকে রাতে।' সে হাসছে—'দশ লাখ টাকার লোভ কম কথা নয় ডক! আজ রাতেই ছুপা রুস্তম বেরুবেন।'

—'এর মধ্যে আবার ছুপা রুস্তম এল কোথা থেকে?' ডাঃ চ্যাটার্জী মহা বিরক্ত—'তুমি মাঝে মাঝে বড় হেঁয়ালি করো! এত হেঁয়ালি বুঝি না বাপু!'

৪

—'আপনাদের একটা কথা বলার আছে...।'

গম্ভীর মুখে নীলাঞ্জনা উপস্থিত দুই মহিলার দিকে তাকালেন। দুই মহিলাই বেশ নার্ভাস। বারবার একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন।

নীলাঞ্জনা তাঁদের চোখে চোখ রেখে বললেন—'আপনাদের মধ্যে কেউ একজন জিকোকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ওর পাওয়া লটারির টাকাটা জিকো অনাথ আশ্রমকেই দান করবে। বুঝতে পারছেন, অনাথ আশ্রমের খরচ খরচাও তো কম নয়। তাছাড়া এতদিন ওর সমস্ত দায়িত্ব আশ্রমেরই ছিল। তাই জিকো সমস্ত টাকাটা অনাথ আশ্রমকেই ডোনেট করতে চায়।'

দুই মহিলা ফের পরস্পরের দিকে তাকালেন। প্রথমজনের চেহারা মেদবহুল হওয়ায় বড় বেশি ঘামেন। রুমালে মুখ মুছে বললেন—'এটা কি জিকোর সিদ্ধান্ত? ঐটুকু বাচ্চা কি করে বুঝবে টাকার প্রয়োজনীয়তা কি?'

দ্বিতীয়জন বললেন—'হ্যাঁ, তাছাড়া ওর পড়াশোনার খরচ আছে। যদি হায়ার স্টাডিজের জন্য দরকার হয়?'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নীলাঞ্জনা মনে মনে হেসে বলেন—'সেজন্য তো আপনারা আছেন। জিকো ছাড়া তো আপনাদের আর কেউ নেই! এখন ওকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। যা খরচ পড়বে তা আপনারা দেবেন। দেবেন না?'

প্রথম মহিলা ফের রুমালে মুখ মোছেন—'নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। জিকো যেমন চায় তেমনই হবে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

দ্বিতীয় মহিলাও বললেন—'অফকোর্স! লটারির টাকাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়! ও আপনারাই রেখে দিন। আমায় শুধু জিকোকে দিয়ে দিন। আমার যতটুকু ক্ষমতা সেটুকু দিয়েই মানুষ করবো ওকে। চাই না টাকা।'

—'ঠিক আছে।' নীলাঞ্জনা বললেন—'তাহলে কালকেই সমস্ত ফর্ম্যালিটি সেরে নেওয়া যাক। আপনারা দুজনে উইটনেস থাকবেন। আমাদের সলিসিটরকে বলে দিয়েছি। কাল আসবেন তিনি...।'

দুজন মহিলাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন। নীলাঞ্জনা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এমন মোক্ষম অস্ত্রটাও বিফলে গেল। ভেবেছিলেন, টাকা না পেলে হয়তো নকল মামীটি চম্পট দেবেন। কিন্তু সে সম্ভাবনাও জলে গেল। দুজনই টাকাটা হাতছাড়া করতে রাজি! তাহলে? এখন কি করবেন?

তিনি ভাবতে ভাবতেই করিডোর ধরে এগোচ্ছিলেন। অনাথ আশ্রমের বাচ্চারা সব শুয়ে পড়েছে। তাদের ঘর অন্ধকার। আটটা বাজতে না বাজতেই তারা রাতের খাবার খেয়ে নেয়। তারপর কল্পনার কড়া নির্দেশ মেনে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। এই নিয়মই চিরদিন চলে আসছে। নীলাঞ্জনা ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখন রাত ন-টা। অফিস বন্ধ করার সময়...।

—'হ্যান্ডস আপ!'

আচমকা ঘাড়ের কাছে শীতল অথচ ধাতব স্পর্শ অনুভব করে চমকে গেলেন তিনি। বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফিরলেন। তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বন্দুকধারী। বাইরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দেখলেন—তাদের মুখে কালো মুখোশ!

—'একদম চালাকি নয়!' হিসহিসিয়ে বলল একজন। নিষ্ঠুরভাবে কেটে কেটে উচ্চারণ করল শব্দগুলো—'বেশি মগজ খাটালেই ব্রেক উড়িয়ে দেব।'

নীলাঞ্জনা কাঁপছিলেন। কোনমতে বললেন—'ক্ক...কে আপনারা? কি চান?'

এবার দ্বিতীয়জন মুখ খুলল—'লটারির টাকাটা কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? এত সহজে হাতছাড়া হতে দেব? বের করুন।'

Scanned by CamScanner

—'কিন্তু জিকো টাকাটা অনাথ আশ্রমকে ডোনেট করেছে...!'

—'যত ফালতু কথা!' প্রথম দুর্বৃত্ত রিভলবারটা তুলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল। কান ফাটানো একটা শব্দ। পরক্ষণেই যেন অনাথ আশ্রমে হৈ চৈ পড়ে গেল। ছুটে এল কর্মীরা। বাচ্চারা ঘুমভাঙা বিস্ময়ে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছেন জিকোর দুই মামীও।

—'টাকাটা বের করুন!' মুখোশধারী ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে জিকোকে দেখতে পেয়েছে। তার দিকে বন্দুক তাক করে বলল—'নয়তো এর পরের গুলিটা ওর খুলিতে ঢুকবে।'

কল্পনা নীলাঞ্জনার দিকে তাকালেন—'টাকাটা দিয়ে দিন ম্যাডাম...নয়তো ওরা জিকোর ক্ষতি করবে...!'

—'চোপ!' দ্বিতীয় বন্দুকধারী কল্পনার দিকে বন্দুক তাক করে—'একদম চুপ।'

প্রথম মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমি তোমায় স্রেফ টাকাটা চুরি করতে বলেছিলাম শম্ভু। কিন্তু এভাবে বন্দুক দেখিয়ে ডাকাতি...।'

শম্ভু নীলাঞ্জনার পিওন। একমুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। অর্থাৎ এই নকল মামীটিকে শম্ভুই আমদানি করেছে। অফিস থেকে জিকোর ডিটেলস চুরি করে সমস্ত জাল প্রমাণ সাজিয়েছে সে। দশ লক্ষ টাকার লোভে এখন বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

তিনি মুখ শক্ত করে বললেন—'না! ও টাকাটা আমি দেবো না।'

দ্বিতীয় মামী কল্পনাকে বললেন—'এসব কি হচ্ছে? তুমি তো কথা দিয়েছিলে যে টাকা বেহাত হবে না।'

—'চুপ!' দুষ্কৃতি চেঁচিয়ে উঠল—'শিগগির টাকাটা বের করুন। নয়তো এ ছেলেটার লাশ ফেলে দেবো...।'

—'না।' নীলাঞ্জনা দৃঢ় স্বরে বললেন—'যা করার করো। যত খুশি ভয় দেখাও। কিন্তু টাকা আমি দেবো না।'

—'তবে রে!'

দুষ্কৃতির রিভলবার জিকোর দিকে ফণা তুলে আছে! সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল ট্রিগারে তার আঙুল চেপে বসেছে। পরক্ষণেই আবার একটা কান ফাটানো শব্দ!

মুহূর্তের ভগ্নাংশে কি ঘটল ঠিক বোঝা গেল না। এক নারী পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জিকোর উপরে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, তাই গুলি কোথায়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

লাগল? তার নিজের পিঠে। মেয়েটি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর!

—'শম্ভু...!' প্রথম মামী চেঁচিয়ে উঠলেন—'এ কি করলে!...অ্যাঁ!...মেরে ফেললে!'

কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে মুখোশধারীর দিকে। কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা নেই। সবার নিঃশ্বাস দ্রুত...হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ...! কি হল! চোখের সামনে একটা খুন হয়ে গেল! না এটা দুঃস্বপ্ন!

পরক্ষণেই একটা জোরদার অট্টহাসি!

বন্দুকধারী দুষ্কৃতি জোরে হেসে উঠল—'কেউ মরেনি। আমি শম্ভু নই ঠিকই। তবে খুনের অভিযোগে না হলেও জালিয়াতির অভিযোগে আপনারা দুজনেই হাজতে যাবেন। দুই জোড়া জালিয়াত। আপনি ও শম্ভু! এবং কল্পনাদেবী ও দ্বিতীয় মামী। তাই না?'

নীলাঞ্জনা হতবাক স্বরে বলেন—'রাজা, তার মানে দুজনেই জাল।'

—'একশো শতাংশ বিশুদ্ধ জালিয়াত!' মুখোশ খুলতেই অধিরাজের হাসিমুখ বেরিয়ে পড়ল। অন্য দুষ্কৃতিটি ডাঃ চ্যাটার্জী। অধিরাজ হাসতে হাসতে বলল—'যেমন শেফালিদেবী! সলোমনের বিচারে শেষমুহূর্তে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি একশো শতাংশ বিশুদ্ধ জিকোর মা!'

শেফালী জিকোকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। তার দিকে তাকিয়ে বলল সে—'ইনিই হচ্ছেন জিকোর পরী—যিনি রাত্রে ওর ঘরে ঢুকে ছেলেকে আদর করেন। ঘর গুছিয়ে দেন। এবং মা-ও বটে। ইয়ে...শেফালীদেবী। উঠে পড়ুন। ওটা নেহাতই রাবার বুলেট ছিল।'

শেফালী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। অধিরাজ বলে—'প্রথম থেকেই আমার পরীর ব্যাপারটা মনে স্ট্রাইক করেছিল। এত কিছু থাকতে জিকো পরীবন্ধু পাতাবে কেন? স্পাইডারম্যান কিম্বা সুপারম্যানও ওর ইম্যাজিনারি ফ্রেন্ড হতে পারত। তবে কি সত্যিই রাতের বেলা কোনও মহিলা ওর ঘরে ঢোকেন? কেন? তখনই সন্দেহ হয়েছিল, বাই এনি চান্স—জিকোর মাও এখানে উপস্থিত নয়তো? ধারণাটা আরও পাকা হল—যখন দুই নকল মামীর উপরে উনি হামলা চালালেন। তখন মনে হল—কেউ একজন চায় না যে এই দুই মহিলার কেউ জিকোকে নিয়ে যাক। আর জিকোর সঙ্গে কথা বলার পর নিঃসন্দেহ হলাম, সেই পরী আর কেউ নয়, জিকোরই মা! নয়তো ছেলের যত্ন নিতে, অসুস্থতার সময়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে আর কে-ই বা আসবে?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হাসে অন্তর্যামী

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com

১

পলাপিসি সম্প্রতি বাড়ি কিনেছেন পুরীতে।

পুরীতে কেন? না, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সমুদ্রের প্রতি বড় টান। আর সমুদ্র বলতেই পলাপিসির কাছে শেষ কথা পুরী। পিসোর আবার পাহাড়ের খুব শখ। ইচ্ছে ছিল রিটায়ার করার পর সিমলা অথবা শিলঙে বাড়ি কিনবেন। কিন্তু পিসি তা হতে দিলে তো! পাহাড়ের নাম শুনতেই পাহাড়প্রমাণ আপত্তি তুলে বসলেন—

—'পা-হা-ড়! যেমন লোক, তার তেমন পছন্দ। নিজে যেমন গোমড়ামুখো হোঁৎকা কার্তিক, তেমনি ঐ হুঁকোমুখো হ্যাংলা পাহাড়ই তোমার পছন্দ।'

পিসো তাঁর গোটা কর্মজীবনে হাইকোর্টে ওকালতি করে এসেছেন। বাঘা বাঘা উকিলকে খাবি খাইয়ে ছেড়েছেন। তাঁর কড়া মেজাজের কথা উকিলপাড়ায়, বার-কাউন্সিলে কিংবদন্তী হয়ে আছে! এমনকি একবার এক কেসে সাক্ষীকে জেরা করার মাঝখানে স্বয়ং জজসাহেব তাঁর কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। পিসো নাকি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে 'থামুন তো মশাই।' বলে সোজা মহামান্য আদালতকেই এক দাবড়ানি দিয়ে দেন। শোনা যায়, তারপর গোটা কেসে সেই জজসাহেব একবারও মুখ খোলেননি। এমনকি 'অর্ডার...অর্ডার...' বলার জন্যও নয়।

এইরকম একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ উকিল হওয়া সত্ত্বেও পিসো সবসময়ই পলাপিসির কাছে কাৎ। কোর্টে তাঁর প্যাঁচ-পয়জার যতই খাটুক, বাড়িতে সব পাঁয়তাড়াই চিৎপাত! কোনও ওজর খাটবে না জানা কথা, তবুও মিনমিন করে বললেন—'ইয়ে মানে...পাহাড়ে কি সবসময়ই গোমড়ামুখো থাকে? এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক কথা! প্রমাণ কই?'

—'প্রমাণ ঐ যে। কৈলাস পর্বতবাসী!' বলেই পলাপিসি শিবঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলেন—'কখনও ওঁকে হাসতে দেখেছ? ভদ্রলোক ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন বলে জানা আছে? বরং কখনও তৃতীয় নয়নের আগুনে কাউকে চিংড়িপোড়া করছেন তো কখনও দক্ষের যজ্ঞ ভণ্ডুল করছেন। যখন তখন ক্ষেপে গিয়ে তাণ্ডবনৃত্য করে ত্রিভুবন কাঁপাচ্ছেন। এমনকি যখন বর সেজে ছাদনাতলায় গিয়েছিলেন তখনও ষাঁড়ের পিঠে চড়ে, একগাদা সাপ গায়ে পরে গিয়েছিলেন! কি ফ্যাশন সেন্স!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পিসো সবে 'অবজেকশন' বলার জন্য আঙুল তুলেছেন, তার আগেই আলোচনায় দাঁড়ি টেনে দিয়ে বললেন তিনি—'নো সেন্স অব হিউমার! টিপিক্যাল বেরসিক! আর এসব কথা আমি বলছি না—হিন্দুপুরাণ বলছে।'

পিসো হাল ছেড়ে দিয়েছেন। পলাপিসি একেবারে হিন্দুপুরাণের রেফারেন্স এনে ফেলেছেন। হিন্দুপুরাণ তো ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের কোনও সেকশন মেনে চলে না। তাই এর বিরুদ্ধে কিছু বলা মুশকিল। তাই বাধ্য হয়ে অন্য পথে হাঁটলেন—'বুঝলাম হিন্দুপুরাণে বলা আছে যে পর্বতবাসীরা গোমড়ামুখো। কিন্তু সমুদ্রবাসীরাই বা কি এমন রসিক চূড়ামণি? তাদেরও তো বত্রিশপাটি বের করে থাকতে কেউ দেখেনি। অবশ্য হাঙরেরা দাঁত বের করে বটে। কিন্তু সেটা স্রেফ কামড়ানোর জন্য। ওটাকে দাঁত-খিঁচুনি বলা যেতে পারে, বাট...হাসি কোনভাবেই নয়।'

পলাপিসি একটুও না দমে বললেন—'এইজন্যই বলি, তোমার ছাইপাঁশ আইনের বইগুলো ফেলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ—এসব পড়! দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক কে? শ্রী বিষ্ণু—ওরফে নারায়ণ। তিনি বাঁশি বাজাতে পারেন, মানে সঙ্গীতরসিক। কথায় কথায় লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করেন না। শিশুপালের একশো অপরাধ চুপচাপ হজম করেছেন। সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার লোক, সদাহাস্যময় মিষ্টি দেবতা। এবং তিনি সমুদ্রেই থাকেন। ইনফ্যাক্ট সমুদ্রেই অনন্ত শয্যা নিয়েছেন। সুতরাং সমুদ্র পাহাড়ের চেয়ে অনেকগুণ বেটার।'

পিসো আর কি করেন। অগত্যা সোনামুখ করে সিমলা, শিলঙ ছেড়ে গুটিগুটি পুরীতে এসে উঠলেন। সমুদ্র তাঁর নিজের যে খুব পছন্দ, তা নয়। কিন্তু এটা ঘটনা যে পৃথিবীর তিনভাগ রসই সমুদ্রের মধ্যে আছে। অর্থাৎ পৌরাণিক রেফারেন্সের পাশাপাশি ভৌগোলিক রেফারেন্সও বলছে যে সমুদ্র সত্যিই রসিক। পলাপিসির ভাষায়—'তোমার পাহাড়ের যা ছিরি। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। নড়নচড়ন বলতে শুধু ধাঁই-ধপাস করে গোটা কয়েক পাথর-টাথর ফেলে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত করা। সমুদ্র অনেক বেশি জীবন্ত।'

—'জীবন্ত বলেই তো মুশকিল।' পিসো ক্ষীণ প্রতিবাদ করেন—'যখন সুনামি আসে তখন আগে আমরা দৌড়ই—পিছন পিছন সে তেড়ে আসে। ম্যারাথন রেস। ফার্স্ট প্রাইজ নিজের লাইফ! এটাই বেস্ট রসিকতা—তাই না?'

—'বাজে কথা বোলো না।' বিরক্তিতে পিসি হাত ঝাঁকালেন। তাঁর হাতের কাঁকন ঝমর ঝমর করে উঠল—'এর পিছনেও বেচারি সমুদ্রের কোনও হাত নেই। তোমার পেয়ারের অসভ্য পাহাড়েরা আমার সমুদ্রের নীচে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। এসব কারসাজি তাদেরই। আমি বলছি না—ওশানোগ্রাফি বলছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আসলে পলাপিসি কিছুই বলেন না। বলে হিন্দুপুরাণ, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ওশানোগ্রাফির মতো সাবজেক্টগুলো। ফলস্বরূপ 'তোমার পাহাড়—আমার সমুদ্র' টাগ-অব-ওয়ারে জিতলেন তিনিই।

বর্তমানে পিসো পুরীনিবাসী। পলাপিসির আনন্দ আর ধরে না। দুবেলা নিয়ম করে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসেন। বর্তমানে অবশ্য সমুদ্রের সে তেজ নেই। শীতকালে অন্য সবার মতো সেও একটু গুটিশুটি মেরে থাকে। অন্যান্য সময়ে বিশেষ করে বর্ষার সিজনে দিগন্তবিস্তৃত নীলাভবর্ণের জলরাশি দস্যুর মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। বিরাট বিরাট দামাল ঢেউ আছড়ে পড়ে সমুদ্রতটে। কিন্তু এখন সমুদ্র একটু মিইয়ে আছে। ঢেউ আছে, তবে তেমন দাপট নেই।

পলাপিসির মনে সেজন্য একটু দুঃখ থাকলেও পিসো কিন্তু মহানন্দে আছেন। রোজ সকালবেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে আরাম করে চেয়ারে বসেন। সঙ্গে সবসময়ই একটা জগদ্দল বই থাকে। না...না...ওকালতির বই নয়। এখন তিনি নিয়ম করে হিন্দুপুরাণ পড়ছেন। পড়ছেন এবং উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা করছেন। কিরকম চিন্তা? এই যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে ব্রহ্মার চারখানা মাথা। যদি চারদিকে চারটে মাথা থেকে থাকে, তবে ভদ্রলোক বালিশে মাথা রেখে শোবেন কি করে? একটা না একটা মুণ্ডু ঠিক আটকে যাবে! তাছাড়া কোন মাথাটাই বা বালিশে রাখবেন? চিন্তার কথা।

তারপর এই যে বিষ্ণু সমুদ্রের বিছানায় সবসময় গালে হাত দিয়ে এক কাত হয়ে শুয়ে থাকেন—ভদ্রলোকের স্পন্ডেলোসিস হয় না? সেসব কথা তো কেউ লেখেনি!

এইরকম চিন্তাই পিসোর মাথায় দিবারাত্রি ঘুরঘুর করে। যদিও এখনও কোনওটারই সঠিক জবাব পাননি। তবু প্রাণপণে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজ সকালবেলা থেকেই সমুদ্রের নোনতা ফুরফুরে হাওয়া এবং মিঠে রোদ সহযোগে চা খেতে খেতে তিনি মহাভারত পড়ছিলেন। একটু দূরেই সমুদ্রের জল গমগম করে হাসতে হাসতে খেলে বেড়াচ্ছে। ঢেউয়ের তালে তালে কয়েকটা ভটভটি নৌকো মাঝসমুদ্রে নাচতে ব্যস্ত। অত্যুৎসাহী ট্যুরিস্টরা এর মধ্যেই জলে নেমে পড়েছে। সাহস আছে বটে। সমুদ্রর মেজাজমর্জি বোঝা দায়। কখন চোরাটানে টেনে নেবে তার ঠিক নেই। অথচ আহ্লাদ দেখো। একবছরের শিশু কোলে কেউ স্নান করতে নেমে গিয়েছে। তুলনায় একটু বড় বাচ্চাদের মা-বাবা তাদের হাত ধরেই গলা জলে দাঁড়িয়ে লাফ মারছে। ভাবলেই পিসোর বুক ধড়ফড় করে। ঐটুকুন গুঁড়ি গুঁড়ি বাচ্চা সব! সমুদ্র যদি টেনে নেয়!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পলাপিসি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আপনমনে সোয়েটার বুনছেন। কয়েক ঘর বুনতে বুনতেই আড়চোখে দেখে নিচ্ছেন সমুদ্রকে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো ভারি মজা পেয়েছে। গমগম শব্দে এক-একটা ঢেউ আসছে, আর তারা কচি কচি গলায় কলকল-খলখল করে হেসে উঠছে। তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। যেন সমুদ্রের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছে। পলাপিসি আপনমনেই হেসে উঠলেন। কি মজা! সমুদ্রের সঙ্গে শৈশবের খেলা দেখার আনন্দই আলাদা। নিষ্পাপ উচ্ছলতার মাত্রা দুদিকেই সমান।

—'জলে নামবেন না পলাদি?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পলাপিসি। তাঁদের প্রতিবেশী তিমির বৈদ্য। 'তিমির' নাম হলেও ভদ্রলোকের গায়ের রঙ দুধে আলতা। পরনে টি-শার্ট, বারমুডা। গলায় ক্যামেরা ঝুলছে। তিনি পেশায় ক্রাইম রিপোর্টার। কলকাতাতেই থাকেন। তবে কখনও সখনও লম্বা ছুটি নিয়ে পুরীর বাড়িতে চলে আসেন। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দারুণ রোমহর্ষক সব ক্রাইমের গল্প শোনান।

তিমিরকে দেখে পলাপিসি নড়েচড়ে বসেন। হাতের কাঁটা নামিয়ে রেখে বললেন—'নতুন কোনও খবর আছে না কি তিমির?'

—'নতুন খবর?'

তিমির পলাপিসির পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নির্বিবাদে তেল মাখতে শুরু করেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত রূপবান। এবং সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। পাছে সমুদ্রের নোনতা জলে আর রোদে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়, সেইজন্য কিসব আয়ুর্বেদিক তেল-টেল মাখেন।

—'খবর আছে পলাদি।' তিমির গলার স্বর নীচু করে বলেন—'কিছু একটা বিরাট গোলমাল আছে। কিন্তু কী গোলমাল সেটাই ধরতে পারছি না।'

পিসো হাতের বইটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছেন। গোলমালের কথা শুনলেই তাঁর কান খাড়া হয়ে ওঠে। পলাপিসি তো রহস্য গল্পের পোকা। তিনি আরও সন্তর্পণে বলেন—'কোথায় গোলমাল? কলকাতায়?'

—'না। এই পুরীতেই।' তিমির এবার মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন—'ভূতুড়ে ট্রাকের কথা শোনেননি?'

—'ভূতুড়ে ট্রাক?'

—'হ্যাঁ। ভূতুড়ে ট্রাকই বটে। কেউ তাকে দেখতে পায় না। কোথা থেকে আসে, কোথায় হাওয়া হয়ে যায়—কেউ জানে না।'

—সে কি!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আপনারা শোনেননি এখনও খবরটা?' তিমির সবিস্ময়ে বলেন—'আমি তো এসেই শুনতে পেলাম। সেই ভূতুড়ে ট্রাকের জন্য কতগুলো ট্রাক যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে— তার ঠিক নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যে কটা ট্রাকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সবকটাই মিল্কট্রাক। ডেয়ারি থেকে দুধের ক্যান নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথেই ভূতুড়ে ট্রাকের হামলা। আরও আশ্চর্যের কথা যে অ্যাক্সিডেন্টে কোনও ড্রাইভারের মৃত্যু হয়নি। কেউ ইনজিওর্ড হয়েছে, আবার কেউ ঠিক সময়েই লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কোনও প্রাণহানির ঘটনা নেই। আবার তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস কমন। দুর্ঘটনার পর যেমন সেই ভূতুড়ে ট্রাকটাকে পাওয়া যায়নি, তেমনই পাওয়া যায়নি একটা দুধের ক্যানও।'

—'যাচ্চলে!' পিসো অবাক হয়ে বলেন—'দুধের ক্যানও হাওয়া! মানে চুরি?'

—'ঠিক তাই।'

—'লোকে দামি তেলের ক্যান চুরি করতে পারে—এই যেমন পেট্রোল, টেট্রোল আর কি! ক্যানগুলো যদি সোনার বা প্ল্যাটিনামের হয়—তাও বুঝতে পারি। কিন্তু সাধারণ দুধভর্তি অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান কেউ চুরি করবে কেন?' তিনি বললেন—'পলা, আজকের খবরের কাগজ ঠিকমতো দেখেছ? দুধের দাম কি বেড়েছে? না দুধ পাওয়াই যাচ্ছে না? দুর্মূল্য হয়ে যায়নি তো? তাহলে চা খাব কি দিয়ে!'

পলাপিসি কটমট করে তাকাতেই পিসো থেমে গেলেন। তিমির হেসে ফেললেন— 'না দাদা। গোলমালটা আরও বড় ধরনের। যে ট্রাকটাকে নিয়ে এত কাণ্ড—সেই ট্রাকটাকে ড্রাইভাররা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায়নি। প্রথম দুটো অ্যাক্সিডেন্টের পর ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চারের চতুর্দিকে পুলিশ বুথ মোতায়েন হয়েছে। যে কোনও গাড়িকে ঐ রাস্তায়, যে কোনও দিক দিয়ে আসতে বা যেতে হলে পুলিশ চেকিঙের সামনে পড়তে হবে। অথচ পাহারা বসানোর পরও সেই ভূতুড়ে ট্রাকের ধাক্কায় আরও দুটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। কিন্তু ট্রাকটাকে কেউ দেখতে পায়নি। প্রহরারত পুলিশরা জানাল যে তারা দুধের ক্যানভর্তি ট্রাকটাকে দেখেছে ঠিকই—তবে তার আগে বা পরে আর কোনও ট্রাক ঐ চত্বরে ঢোকেনি বা বেরোয়নি। দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে মিল্কট্রাকের টায়ারের ছাপ ছাড়া অন্য কোনও ট্রাকের টায়ারের ছাপও পায়নি ফরেনসিক। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী সামনে থেকে অন্য কোনও ট্রাকের আসার কোনও চিহ্নই নেই।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'সে কি!' পিসো চোখজোড়া প্রায় কপালে তুলে ফেলেছেন—'ট্রাকটা কি তবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? এ তো ছোটখাটো সাইকেল বা বাইক নয়। রীতিমতো মহিষাসুরের মতো একটা আস্ত ট্রাক। সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কি করে? এ কি পি সি সরকারের ট্রাক নাকি? না ট্রাকের প্রেতাত্মা! ট্রাকটা যদি মিলিয়েও যায়, তার টায়ারের দাগটা অন্তত এভিডেন্স হিসেবে থাকবে। সেটাই বা কোথায় গেল?'

—'সেটাই সবচেয়ে বড় গোলমেলে ব্যাপার।' তিমিরের তেল মাখার পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি জলে নামার উপক্রম করতে করতে বললেন—'ভাবছি ব্যাপারটাতে মাথা ঘামাবো। দেখি, যদি সম্ভব হয়...।' বলতে বলতেই গলা থেকে ক্যামেরাটা খুলে পলাপিসির হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন—'রাখুন তো দিদি। দাদা, জলে নামবেন নাকি? আজ সমুদ্রের জল খুব আরামদায়ক। একটু আগেই পা ভিজিয়ে এসেছি। বেশ গরমও আছে। স্নান করে আরাম পাবেন।'

পিসো হাত নাড়লেন। ভূতুড়ে ট্রাকের গল্প শুনেই তাঁর মুখ আমসি হয়ে গিয়েছিল। না, ট্রাকটার ভূতুড়ে হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে নয়। বরং এই হারে দুধ চুরি হতে থাকলে ভবিষ্যতে তাঁকে লিকার চা খেয়ে থাকতে হবে, সেই দুঃখেই মুখ ব্যাজার। লিকার চা তাঁর দু চক্ষের বিষ। পলাপিসির মতে, লোকে আগে চা ফুটিয়ে তার মধ্যে দুধ মিশিয়ে খায়। আর পিসো দুধ ফুটিয়ে তার মধ্যে চা পাতা ফেলে খান। এতটাই দুধপ্রেমী তিনি।

অন্যদিকে পলাপিসি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। আলগোছে হাতের কাঁটা নাড়ছেন চাড়ছেন। তিমির এ কেমন ভূতুড়ে গল্প শুনিয়ে গেলেন! একটা ট্রাক ক্রমাগত একের পর এক অন্য ট্রাকগুলোকে ধাক্কা মেরে অ্যাক্সিডেন্ট করাচ্ছে—অথচ সেই ট্রাকটাকে ড্রাইভাররা ছাড়া আর কেউ দেখেনি। সে কোথা থেকে আসছে, কোথায়ই বা মিলিয়ে যাচ্ছে—কেউ জানে না। এমনকি তার টায়ারের ছাপও নেই। তবে ট্রাকটা কি আদৌ বাস্তবে আছে? না অন্যকিছু? আর এতকিছু থাকতে দুধের ক্যানই বা কেন? দুধের ক্যানে কি সত্যিই দুধ থাকে? না অন্যকিছু? স্মাগলিঙের ব্যাপার কি...?

পলাপিসি নিজেই একখানা চমৎকার যৌক্তিক থিওরি প্রায় তৈরিই করে ফেলেছিলেন। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দে তার চিন্তাসূত্র কেটে গেল। তিনি ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন। কি হল? অ্যাঁ? বোমা ফাটল? এই নিরুপদ্রব সকালে ছিমছাম সমুদ্রতটে বোমা বিস্ফোরণ! পিসোও ততক্ষণে সচকিত হয়ে উঠেছেন। আওয়াজটা কি সমুদ্রের দিক থেকে এল?

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দুজনেই সবিস্ময়ে দেখলেন সমুদ্রের নীল জলের মধ্যেই সবুজাভ আগুন লকলক করে উঠেছে। আর সেই আগুনের কবলে একটা মানবশরীর। আশেপাশের স্নানার্থীরা ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে। জ্বলন্ত মানুষটা সমুদ্রের জলে বারবার ডুব দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে—কিন্তু আগুন নিভছে না। বরং হাউ হাউ দাউ দাউ করে আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলছে।

পলাপিসি দূর থেকেই চিনতে পেরেছেন মানুষটাকে। তিমির! তাঁর যন্ত্রণাময় আর্তনাদে, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের সমবেত চিৎকারে পুরীর সকালের নীরবতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

পলাপিসি আর আগুপিছু ভাবলেন না। সমুদ্রসৈকতের উপর বেশ কয়েকটা লম্বা, মোটা মোটা তোয়ালে পড়েছিল। তার একটা তুলে নিয়েই পড়িমড়ি করে ছুটলেন তিমিরের দিকে। জ্বলন্ত মানুষকে যে চাদর, বেডকভার বা তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরা উচিত—এ শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই সকলে পেয়ে থাকে। কিন্তু সঠিক সময়ে, স্তম্ভিত জনতার মধ্যে একমাত্র এই বয়স্ক মানুষটিরই সঠিক কথাটা মনে পড়ল। তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোয়ালে দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরলেন তিমিরকে। জলের টানকে অগ্রাহ্য করেই তাঁকে টেনে এনে ফেলেছেন বালির উপরে। তিমির বালির উপর বেশ কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়েই থেমে গেলেন। ততক্ষণে আগুন নিভে গেলেও পুড়ে গিয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গ।

—'সমুদ্রের জল থেকে আগুন ধরল!' পিসো তখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কোনমতে বললেন—'এ কি জাতীয় অসম্ভব রসিকতা!

পলাপিসি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন—'আর যাই হোক, এটা রসিকতা নয়। সম্ভবত ক্রাইম।' বলতে বলতেই পিসোকে একধমক দিয়েছেন তিনি—'তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে? না অ্যাম্বুলেন্সে ফোনটাও করবে!'

২

অধিরাজ গোটা ঘটনাটাই মন দিয়ে শুনছিল।

পলাপিসির গল্প বলার ক্ষমতাটুকু ভারি চমৎকার। যে কোনও ঘটনাই এমন চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে বলেন যে শ্রোতারা কাহিনীর নাটকীয় উপস্থাপনায় বুঁদ হয়ে থাকে। এমনকি নাকের সামনে বিরিয়ানি, কষা মাংসের মতো সুখাদ্য রাখা থাকলেও তার কথা মনেই পড়ে না। বিরিয়ানি আর কষা মাংসের কপালে নির্ঘাত ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে যাওয়ার রিষ্টি ঝুলছিল। পিসো নিজেই অগ্রণী হয়ে ফাঁড়াটা কাটালেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'রাজা, কি ভাবছ?' তিনি অতিথিমণ্ডলীকে সচকিত করে তুললেন—'আরে, হাত লাগাও তোমরা। খাবার যে ঠান্ডা হয়ে গেল।'

সকলেই যে খুব মন দিয়ে গল্প শুনছিল—ঠিক তা নয়। অধিরাজের অফিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম বন্ধু অর্ণব অনেকক্ষণ ধরেই জুলজুল করে বিরিয়ানির দিকে তাকাচ্ছে। তার পেটে এখন অগস্ত্য দাঁত খিঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পারলে সে এখনই থালাবাটি শুদ্ধ গোটা টেবিলটাই পেটে চালান করে দেয়। কিন্তু লজ্জার খাতিরে পারছে না। আফটার অল বস্-এর পিসির বাড়ি বলে কথা। এখানে হামহাম করে পেটুকের মতো খাওয়া চলবে না।

একই অবস্থা ডাঃ অসীম চ্যাটার্জীরও। তবে তিনি অর্ণবের তুলনায় একটু কম লাজুক। ফরেনসিক ডাক্তারদের লজ্জা, ঘেন্না আর ভয়ের বিশেষ বালাই নেই। তাই বিরিয়ানিতে হাত না দিলেও তিনি ইতিমধ্যেই টুকটুক করে একবাটি স্যালাড মেরে দিয়েছেন।

এমনিতে অধিরাজ কলকাতা ছেড়ে খুব একটা নড়ার সুযোগ পায় না। বয়েস অল্প হলে কি হবে, ইতিমধ্যেই সে একজন হোমরাচোমরা সি আই ডি অফিসার। দিনরাত অপরাধীদের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে তার আর বেড়াতে যাওয়ার সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে না। একই ইতিহাস বাকি দুজনেরও। তাই এবার পলাপিসি যখন ক্রমাগত তাকে পুরীর নতুন বাড়িতে বেড়াতে আসার জন্য টেলিফোনে হুমকি দিতে শুরু করলেন তখন বাধ্য হয়েই সে রাজি হয়ে গেল।

সে খবর শোনামাত্রই ডাঃ চ্যাটার্জী কাঁইকাঁই করে উঠলেন—'সি আই ডিকে করে কাৎ, তুমি চললে জগন্নাথ? এটা কেমন হল?'

অধিরাজ আমতা আমতা করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল। তার আগেই ডাঃ চ্যাটার্জীর গলার স্বর করুণ হয়ে গিয়েছে—'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ! মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে নিজেই ঘাটের মড়া হতে চললাম—অথচ আজ পর্যন্ত পুরীর নাম শুধু শুনেছি। দেখা হয়নি। দিনরাত ল্যাবরেটরিতে তোমার হুকুম মতো প্রাণপাত করছি। অথচ তুমি কি না একা একা পিসির বাড়ি চলেছ! ফোঁচ ফোঁচ ফোঁচ!'

শেষের শব্দগুলো ডাঃ চ্যাটার্জী মুখে বলেননি। কিন্তু তাঁর নাক দিয়ে এমন একটা কিছু শব্দই বেরুলো। অধিরাজ সরুদৃষ্টিতে তাঁকে একবার মেপে নেয়, তারপর গম্ভীর গলায় বলে—'অ্যাকটিঙে আপনি স্ট্রাগলিঙ জুনিয়র আর্টিস্টের ব্যর্থ প্রেতাত্মা ডক। ফোঁচ ফোঁচ করাটাই শুধু সার হচ্ছে, চোখের জল একফোঁটাও পড়ছে না।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জী নকল ফোঁচফোঁচানি থামিয়ে বললেন—'তাহলে খামোকা আমাকে দিয়ে অ্যাকটিঙের মতো দুরূহ কাজ করাচ্ছ কেন? এখনই তিনটে ট্রেনের টিকিট কেটে ফেল। দয়া করে প্লেনের টিকিট কেটো না। আমার কানে ধাপ্পা লাগে।'

—'তিনটে টিকিট কেন?'

—'গণেশ বেড়াতে যাবে অথচ তার ইঁদুর যাবে না। আমি অর্ণবের কথা বলছি। সে কি ট্রেনের ছাতে চড়ে যাবে?'

অগত্যা অধিরাজ তিনটে টিকিটই কাটল। মানে কাটতেই হল তাকে।

অর্ণব প্রথমে ডাঃ চ্যাটার্জী তাকে 'ইঁদুর' বলেছেন শুনে মর্মান্তিক চটেছিল। কিন্তু পুরীতে এসে, পলাপিসির প্রাসাদের মতন বাড়ি দেখে, আদর-আপ্যায়ন পেয়ে টেকো বুড়োকে মাফ করে দিয়েছে।

—'এ কি! ডাঃ চট্টরাজ! আপনি যে খালি খালি স্যালাডই খেয়ে যাচ্ছেন।' পলাপিসির এতক্ষণে ব্যাপারটা চোখে পড়েছে। জিভ কেটে বলল—'ইশ্‌শ্‌শ...! নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে আপনার! সরি...ভেরি ভেরি সরি...!' বলতে বলতেই ডাঃ চ্যাটার্জীকে তাড়াতাড়ি বিরিয়ানি সার্ভ করতে শুরু করেছেন তিনি।

অধিরাজ মিটমিট করে হাসে—'প্রথমতঃ ওঁর নাম ডাঃ চ্যাটার্জী। চট্টরাজ নয়। সেকেন্ডলি—বিরিয়ানি না খেলেও বোধহয় প্রভুর চলবে। একাই প্রায় পাঁচজনের স্যালাড খেয়ে শেষ করেছেন। লঙ্কার একটা দানাও বাকি নেই। এরপরও পেটে খিদে থাকে?'

পলাপিসি ডাঃ চ্যাটার্জীকে মাংসের ডিশটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন। ডাঃ চ্যাটার্জী কটমট করে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আলতো করে একটা ধমক দিলেন—'অমন বলতে নেই ভূতুরাজা! সবাই কি তোর মতো? না খেয়ে খেয়ে চেহারাটার কি দশা করেছিস দ্যাখ! ছোটবেলায় কেমন সুন্দর গুবলু গাবলু ছিলি। আর এখন?'

'ভূতুরাজা' সম্বোধনটা শুনে অধিরাজ বেশ অস্বস্তিতে পড়ে। পলাপিসির কিছুতেই মনে থাকে না যে সে আর পুঁচকু সোনা চুন্নুমুন্নুটা নেই। বরং সি আই ডি, কলকাতার গণ্যমান্য আই জি সাহেব। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে অর্ণব হাসি চাপতে গিয়ে মুখটাকে উৎকট করে ফেলেছে। ডাঃ চ্যাটার্জীর ঠোঁটে চাপা হাসি।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই চিরকালীন স্নেহময়ীদের নিয়ে আর পারা গেল না। যখন তার মাথায় ডাঃ চ্যাটার্জীর মতো টাক পড়বে, দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পুরো ফোক্‌লা হয়ে যাবে, লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে হাঁটবে সে, তখনও পলাপিসি তাকে 'ভূতুরাজা'ই ডাকবেন। এবং তখনও তার চেহারা নিয়ে দুঃখের অন্ত থাকবে না। হায় রে অনন্ত স্নেহময়ী। অধিরাজ যতই জিমে গিয়ে সিক্স প্যাক বানাক, পলাপিসির তাকে ফ্যামিলি প্যাক না বানিয়ে শান্তি নেই।

অধিরাজ হাল ছেড়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যায়—'ছাড়ো ওসব কথা। পিসো, তোমার সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি পিকিউলিয়ার বলে মনে হয়?'

পিসো হালকা চালে মাংস চিবোতে চিবোতে বললেন—'সবচেয়ে বেশি পিকিউলিয়ার তোমার পিসি! আগে ভাবতাম পলা ঝামেলা ভালোবাসে। এখন দেখছি ভালোবাসাটা ভাইস ভার্সা। মানে ঝামেলারাও তোমার পলাপিসিকে সমান ভালোবাসে।'

অধিরাজ স্মিত হাসল—'সে তো বুঝলাম, কিন্তু এবার ঝামেলাটাকে কি নাম দেব বুঝতে পারছি না। বাংলায় এই কেসের একটা বিশেষণ হতে পারে—আজগুবি।'

—'এত কিছু শুনে তোর সমস্যাটা আজগুবি বলে মনে হচ্ছে?' পলাপিসি রেগে গেলেন।

—'নয়তো কি?' সে ভাবলেশহীন মুখে উত্তর দেয়—'রাতের বেলায় ভূতুড়ে ট্রাকের ধাক্কায় একের পর এক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। চতুর্দিকে পুলিশের নজরদারি। অথচ ট্রাকটাকে কেউ দেখতেই পায় না। ধরা তো দূর। পাওয়া যায় না তার টায়ারের ছাপও। সবই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়! এতকিছু থাকতে শেষপর্যন্ত চুরি হয় কয়েকটা দুধের ক্যান! তার উপর যিনি এত কথা জানলেন তার গায়ে আগুন লাগল। না, কেরোসিন বা পেট্রোল থেকে নয়— স্রেফ সমুদ্রের জল থেকে। জল থেকে আগুন লেগেছে এমন কথা কখনও শুনেছ? একে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব?'

পলাপিসি ভুরু কুঁচকেছেন—'সে তুই যা বলিস। আমরা সবাই স্বচক্ষে তিমিরের গায়ে আগুন লাগতে দেখেছি। এবং সেটা সমুদ্রের জল থেকেই লেগেছে—সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।'

—'হুঁ।' অধিরাজের মুখ চিন্তান্বিত—'তখন নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলে আরও অনেক ট্যুরিস্ট স্নান করছিল।'

—'অফকোর্স।'

—'স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!' সে বিড়বিড় করে বলল—'এতগুলো লোকের

Scanned by CamScanner

মধ্যে ঐ একটা লোকের গায়েই আগুন লাগল কি করে? সমুদ্রের জলে কিছু থাকলে বাদবাকিদেরও সুরক্ষিত থাকার কথা নয়!'

ডাঃ চ্যাটার্জী খেতে খেতেই কি যেন ভাবছিলেন। এতক্ষণে মুখ খুললেন—'ব্যাপারটা ইলেকট্রিসিটির নয় তো রাজা? সমুদ্রের জল সল্টেড। আর সল্টেড ওয়াটার ভীষণ ভালো তড়িৎ পরিবাহী। জাস্ট ক্লাস এইটের ফিজিক্স। এমন হতে পারে কেউ ঐ বিশেষ জায়গায় কয়েকশো ভোল্টের ইলেকট্রিসিটির তার ডুবিয়ে রেখেছিল। আর সেখান থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড!'

—'অসাধারণ এক্সপ্ল্যানেশন ডক।' অধিরাজ বলে—'কিন্তু মূল সমস্যা যে একই রয়ে গেল। কয়েকশো ভোল্টের তার জলে থাকলে একা তিমিরবাবু কেন, যতগুলো লোক স্নান করছিল তারা সবাই ফৌত হত। অথচ তা হয়নি। একা তিমিরবাবুই কেন? তিনি নিশ্চয়ই আস্ত একটা সার্কিটবোর্ড গায়ে লাগিয়ে স্নান করতে নামেননি। তাছাড়া পলাপিসিও তো জলে নেমেছিল। তেমন হলে কি পিসি আস্ত থাকত?'

—'আস্ত আমি এমনিও নেই। এই দ্যাখ...।' পলাপিসি ডানহাতটা এগিয়ে দিয়েছেন—'পুড়ে গিয়েছে।'

অধিরাজ দেখল পিসির হাতের খানিকটা অংশ পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত তিমিরকে স্পর্শ করার সময়েই পুড়ে গিয়েছে। সে পিসির হাত নিজের হাতে নিয়ে ছোটবেলাকার মতোই আলতো চুমো দিল। তিনি সস্নেহে তার মাথার চুল ঘেঁটে দিলেন— 'ভূতুরাজা আদর করে দিয়েছে। এবার সব সেরে যাবে।'

সে স্মিত হাসল। হাসির মধ্যে শৈশবের ছোঁয়া ঝলমলিয়ে উঠেছে। এমন হাসি অফিসের হোমরা-চোমরারা সচরাচর হাসে না। তবে পলাপিসিদের মতো স্নেহময়ীদের স্নেহধন্য ভূতুরাজারা হাসে। যতই বড় হোক না কেন, পলাপিসিরা যেন একটুকরো শৈশব নিজের স্নেহভাজনদের জন্য সবসময়ই মজুত রাখেন। অর্ণব অবাক হয়ে দেখছিল স্যারকে। কেমন ছেলেমানুষের মতো হাসছেন।

—'অতঃ কিম?' ডাঃ চ্যাটার্জী খাওয়া শেষ করে বলেন—'পার্সোনাল ফরেনসিক কিট সঙ্গেই তো আছে। সমুদ্রের জলটা পরীক্ষা করে দেখবো নাকি? যদি কিছু পাওয়া যায়?'

অধিরাজ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়—'সঙ্গে অর্ণবকে নিয়ে যান। ও আপনাকে অ্যাসিস্ট করবে।'

—'আর আমি কি করবো আই জি সাহেব?' পলাপিসি বললেন—'আমি কি আপনাকে অ্যাসিস্ট করবো? হবে নাকি পিসি-ভাইপো গোয়েন্দাগিরি?'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ একটু অপ্রস্তুত হাসল। পিসির স্বভাব সম্পর্কে সে রীতিমতো ওয়াকিবহাল। শুরু থেকে তিনি সবাইকেই সন্দেহ করতে শুরু করবেন। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাসপেক্ট পালটাবে। এমনকি কুকুর-বিড়ালেরাও বাদ যাবে না। শেষপর্যন্ত যখন কালপ্রিট ধরা পড়বে তখন বলবেন—'এই তো, আমিও তো একেই সন্দেহ করেছিলাম।'

কী বিপদ!

৩

পলাপিসিদের বাড়িটা স্বর্গদ্বারে। সেখান থেকে সমুদ্রতট মিনিট দশেকের পথ। দশ বছর আগেও পুরী বোধহয় এতটা জমজমাট ছিল না। কিন্তু এখন ট্যুরিজমের কল্যাণে চতুর্দিকে বিরাট বিরাট হোটেল গজিয়ে উঠেছে। সে সব কী হোটেল! দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। মনে হয়, পুরী নয়—সিঙ্গাপুরে এসে পড়েছে।

বিশাল সমুদ্রতটে তখনও স্নানার্থীদের ভিড়। দীঘার সমুদ্রের জল ঘোলাটে। পুরীর জল একদম নীল। শোনা যায়, চৈতন্যদেব নাকি এই নীল জলকেই কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা মানুষটি সমুদ্রের নীল জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। চৈতন্যদেবের আর দোষ কী! দিগন্তবিস্তৃত নীল জলের প্রকাণ্ড বিস্তৃতি, ঢেউয়ের পর ঢেউ দেখে অর্ণবেরই জলে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

—'স্যার, আপনি যা দেখার দেখে নিন।' সে ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে বলে—'আমি ততক্ষণ জলে একটু পা ভিজিয়ে নিই।'

ডাঃ চ্যাটার্জী ততক্ষণে বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর জুতোয় গাদাগুচ্ছের বালি ঢুকে গিয়েছে। সমুদ্রের সব ভালো, কিন্তু সৈকতে এত বালি থাকার মানে কি? বালির বদলে বেশ নিরীহ গোছের মাটি থাকতে পারে না! সমুদ্রের এ কি অন্যায়!

বিরক্ত হলে তাঁর ভুরুজোড়াকে একদম একটা হৃষ্টপুষ্ট শুঁয়োপোকার মতো দেখায়। করকরে গলায় বললেন—'আমি এখানে খেটে মরব আর তুমি সমুদ্রের জলে নৃত্য করবে। ওটি হচ্ছে না। আমায় হেল্প করো।'

—'তাহলে আপনিও চলুন না।' কাতর গলায় বলে অর্ণব—'আগে পা ভিজিয়ে আসি। তারপর কাজ।'

—'একদম না!' ডাঃ চ্যাটার্জীর মুখ ফ্যাকাশে—'কে জানে, সমুদ্রের জলে অক্টোপাস, তিমি বা হাঙর আছে কি না!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হে জগন্নাথ! এখানে লক্ষ লক্ষ লোক রোজ স্নান করছে। তাদের সবাইকে ছেড়ে এই লোকটাকেই হাঙর বা অক্টোপাসে ধরবে? অর্ণব মুখ ব্যাজার করে বলে—'এত লোক সমুদ্রে নামছে। কই তাদের তো হাঙর বা তিমি ধরছে না। তাছাড়া এটা গভীর সমুদ্র নয়— মহীসোপান অঞ্চল। এখানে ওসব থাকে না।'

—'কুমির থাকতে পারে।'

—'কুমির সমুদ্রে থাকে না।'

—'কাঁকড়া তো থাকবেই।'

—'কাঁকড়া কি আপনাকে খেয়ে ফেলবে!'

—'ধুত্তোর!' ডাঃ চ্যাটার্জী রেগে গেলেন। কি করে বোঝাবেন যে সমুদ্রকে তিনি ভয় পান। ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না। তাই হাঁটুজলেও ডুবে যাওয়ার ভয়! তাছাড়া সমুদ্রকে বিশ্বাস কি? যদি টেনে নেয়?

—'কাঁকড়া থাক বা না থাক, ভূত থাকতে পারে, অ্যালিয়েন থাকতে পারে— ইলেকট্রিক শক থাকতে পারে। এমনকি...!' বলতে বলতেই কী দেখে যেন তাঁর চোখ গোল গোল হয়ে গিয়েছে। প্রায় অর্ণবের ঘাড়ে চড়ার উপক্রম করে লাফাতে লাফাতে বললেন—'হিপো...হিপ্পো-ও-ও-ও!'

হিপো! মানে হিপোপটেমাস! জলহস্তী! পুরীর সমুদ্রে জলহস্তী! তাও আবার সমুদ্রসৈকতে! অর্ণব ডাঃ চ্যাটার্জীর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায়। তাই তো। ওগুলো কি? সমুদ্রের ঢেউ নির্বিবাদে ভীম কল্লোলে বয়ে চলেছে। তার ঠিক মাঝখানে জলের উপরে ভেসে রয়েছে একখানা মোটা পেট! না...না...না... একখানা নয়...আরও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে...।

—'পাঁ...পাঁ...পাঁচটা!' প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই বললেন ভদ্রলোক—'পাঁচটা হিপো!'

অর্ণবের সন্দেহ হল। এখানে জলহস্তী কোথা থেকে আসবে! সে সমুদ্রের জলের দিকে তাকায়। জল এখন বালিয়াড়ি ছেড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। সরসর করে সরে যাচ্ছে নীচের দিকে। জল নেমে যেতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। এ রামোঃ, জলহস্তী কোথায়। এ তো গোটা কয়েক লাল টম্যাটোর মতো নিটোল গোলাকৃতি শেঠজী! বালির উপরে একেবারে চিৎপাত হয়ে চোখ, কান, নাক বুঁজে দমবন্ধ করে শুয়ে আছেন। আর ঢেউ তাদের উপর দিয়ে আপাদমস্তক স্নান করিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢেউ এর মধ্যে তাদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু উঁচিয়ে আছে পেল্লায় ভুঁড়িটা।

অর্ণবের হাসি পেয়ে যায়। হিপোপটেমাসই বটে। এতবড় পিপের মতো

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শরীর নিয়ে শেঠজীরা সমুদ্রে নেমে স্নান করতে পারেন না। তাই জলের কাছাকাছি চোখ, কান, নাক বুঁজে মুখমাখা শুয়ে থাকেন। সমুদ্রের ঢেউ তাদের উপর দিয়ে নির্বিবাদে বয়ে যায়। তবে অতবড় বপুকে বিশেষ নড়াতে চড়াতে পারে না। নিতান্তই যদি কোনও পালোয়ান ঢেউ সামান্য গভীরের দিকে টেনেও নেয়, তবে শেঠজীকে আবার টেনেটুনে যথাস্থানে নিয়ে আসার লোকও আশেপাশেই থাকে। এই আদিম স্নান পদ্ধতি সম্পর্কে আগে শুনেছিল অর্ণব। এখন স্বচক্ষে দেখল।

—'ঐভাবে স্নান করবেন নাকি?'

ডাঃ চাটার্জী আলগোছে সেন্টিটিভে বালির ম্যাপল নিচ্ছিলেন। সমুদ্রের জলের দমকা দিয়েছেন। ফরেনসিক বক্সে ম্যাপল রাখতে রাখতেই আঁতকে উঠলেন—'ওরে বাবা...না...না!'

'ভয় নেই। ডুববেন না।' সে তাঁকে আশ্বস্ত করে—'দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ের নীচের বালি হুড় করে সরে যায় বলে সমুদ্রের টান বেশি হয়। কিন্তু শুয়ে বা বসে থাকলে সে রিস্ক্ নেই। আর তাছাড়া আমি তো আছি।'

ডাঃ চাটার্জী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন—'ডুববে না, শিওর?'

—'শিওর।'

—'ফাজলামি করছ না তো?'

সে জিভ কেটে বলে—'তোবা! তোবা! আমার ঘাড়ে কটা মাথা!'

মুখটাকে একতাল আলুপোস্তর মতো করে দমবন্ধ করে, চোখ বুঁজে সৈকতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ডাঃ চাটার্জী। প্রথম প্রথম বেশ কয়েকটা নিরীহ ছোট ছোট ঢেউ তাঁর উপর দিয়ে চলে গেল। শুরুতে ভদ্রলোক ভয়ে কাঠ হয়েছিলেন। তারপর মজাই পেলেন। কি সুন্দর গায়ের উপর দিয়ে সুড়সুড়ি কেটে চলে যাচ্ছে ঢেউগুলো। বেশ আরাম লাগছে। বিশেষ টানাটানিও করছে না।

অর্ণবও এই সুযোগ একটু এগিয়ে যায়। সমুদ্রের নীল উষ্ণ জল আর ঢেউয়ের ধাক্কা উপভোগ করছে। ডাঃ চাটার্জীও আর ভয় পাচ্ছেন না। সুযোগ পেয়ে সে জলের একটু গভীরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা জোরালো গমগম শব্দে সচকিত হয়ে সামনের দিকে তাকাল। যা দেখল, তাতে তার মুখ শুকিয়ে আমসি! কি সর্বনাশ! আচমকা সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এবং পাহাড়প্রমাণ পেল্লায় পেল্লায় ঢেউ পরপর এদিকেই আসছে। একটা নয় একাধিক।

সে কিছু করার আগেই ভীমভবানী ঢেউগুলো গিয়ে আছড়ে পড়েছে ডাঃ চাটার্জীর উপরে। ভদ্রলোক তো আর শেঠজীদের মতো হেভিওয়েট নন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সুতরাং সমুদ্র একটু লেগপুলিং করল তাঁর সঙ্গে। ঠ্যাং ধরে সুড়ুৎ করে টেনে নিল তার কব্জায়।

—'গে—ছি! গে—ছি-ই-ই-ই!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে নোনতা জলে আর বালিতে ভরে গেল তাঁর চোখমুখ। পিঠের তলায় বালির অস্তিত্বও আর টের পাচ্ছেন না! চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না! শুধু হাতের কাছে শক্ত একটা কি যেন ঠেকল। প্রাণভয়ে সেটাকেই দুহাতে চেপে ধরলেন! তিনি কোথায়? সমুদ্রের গভীরে নাকি? অ্যাঁ!

ডাঃ চ্যাটার্জী প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন—'মেরে ফেলল...খেয়ে ফেলল... বাঁচাও... বাঁ-চা-ও!'

—'কে উহাদিগকে খাইয়া ফেলিল?' কানের কাছে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর— 'বেচারা সমুদ্রকে এমন করে ভয়ই বা দেখাচ্ছেন কেন?'

তিনি চোখ না খুলেই হাঁকপাক করে বললেন—'আমি ডুবে যাচ্ছি...ডুবে যাচ্ছি...!'

—'হুম।'

—'আমার চোখের উপর ঘোলাটে জল...কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না...নিঃশ্বাস নিতে পারছি না...ডুবে যাচ্ছি...।'

—'আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না বা নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না তার কারণ জল নয়...।' মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিট হাসছে অধিরাজ। পিছনে পিসো।

—'কালপ্রিট আপনার পাঞ্জাবী।' অধিরাজ হাসতে হাসতে বলে—'ঢেউয়ের ধাক্কায় ওটা উলটে গিয়ে মাথার উপরে উঠে গিয়েছিল। চোখ, নাক এমন ভাবে সাপটে ধরেছিল যে আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। ব্রিদিং ট্রাবলও হচ্ছিল।'

—'তাহলে...!' তিনি স্তম্ভিত—'আমি ডুবিনি!'

—'একেবারেই না।' সে হেসে ফেলেছে—'সমুদ্র আপনার সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করতে এসেছিল। কিন্তু আপনি এমন হাঁকডাক ছাড়লেন যে বেচারি ভয় পেয়ে কেটে পড়েছে। ঐ দেখুন...!'

তিনি উঠে বসে দেখলেন, সমুদ্র সত্যিই খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছে। শেঠজীরা গুটিগুটি হামাগুড়ি দিয়ে ফের জলের দিকে চলেছেন। তিনি নিজে জলে আদৌ ডোবেননি। বরং ভেজা বালির উপরে বসে আছেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জী তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। উত্তেজিতভাবে গায়ের বালি ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন—'অসভ্য বাঁদর কোথাকার! আমায় ডুবিয়ে মারার প্ল্যান। কোথায়...? সেই লেজকাটা পোড়ামুখো অর্ণব কোথায়? আর তুমিই বা কোথা থেকে উদয় হলে?'

—'অর্ণব বিপদ বুঝে আগেই কেটে পড়েছে।' অধিরাজ বলল—'আমিও চলে এলাম। আপনি সমুদ্রে নেমে মাটি করতে পারেন—এ সন্দেহ আগে থেকেই ছিল। তার উপর অ্যাক্সিডেন্ট স্পটটাও দেখার ইচ্ছে ছিল। তাই পিসোকে নিয়ে চলেই এলাম। কিন্তু আপনি হাতে ওটা কি ধরে আছেন? তেলের শিশি নাকি? আপনি তেল মাখেন?'

সে আড়চোখে ডাঃ চ্যাটার্জীর টাকটার দিকে তাকিয়ে আছে। নিস্পৃহ মুখ করে বিড়বিড় করে বলল—'দাদুর মাথায় টাক ছিল, সেই টাকে তেল মাখছিল...!'

—'কি?' ডাঃ চ্যাটার্জী গরগর করে উঠতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাঁর হাত থেকে শিশিটা নিয়ে নিয়েছেন পিসো। জলে নাকানি-চোবানি খাওয়ার সময় সম্ভবত এটাকেই হাতের কাছে পেয়ে চেপে ধরেছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী। পিসো শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—'রাজা, এটা তো তিমিরের! ও রোজ স্নান করার আগে কি একটা আয়ুর্বেদিক তেল মাখত। সেদিনও মেখেছিল।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন—'এখন মনে পড়ছে মিসহ্যাপের পর এটাকে আর দেখিনি। পুলিশের এভিডেন্স লিস্টের মধ্যেও একটা ছিল না। কিন্তু এটা সমুদ্রে গেল কি করে? তিমির ওটাকে সি বিচের উপরে রেখেই জলে নেমেছিল...তবে?'

অধিরাজের ভুরু সামান্য কুঁচকে গিয়েছে—'খুব সহজেই। শিশিটার তো নিজের হাত-পা নেই। অতএব ওটাকে কেউ জলে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু কেন? সামান্য একটা তেলের শিশিকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল কেন?'

সে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল। শিশিটাকে নিঃসন্দেহে কেউ লোপাট করার চেষ্টা করেছিল। কেন? তবে কি এটা একটা এভিডেন্স? এই তেলের শিশির মধ্যেই তিমিরের গায়ে আগুন লাগার রহস্য লুকিয়ে নেই তো?

ডাঃ চ্যাটার্জী খুব মন দিয়ে শিশিটাকে দেখছিলেন। হঠাৎ মাথার উপরে ফোঁৎফোঁৎ শব্দ হতেই ফের লাফিয়ে উঠলেন। না...না...ভয়ঙ্কর কিছু নয়। একটা গোবেচারি উট। এমন উট আর ঘোড়া পুরীর সি-বিচে দঙ্গলে দঙ্গলে ঘোরে। সওয়ারি নেয়। তার মধ্যেই একখানা উট ডাঃ চ্যাটার্জীর টাকটাকে কাঁটা ছাড়া

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ক্যাকটাস ভেবে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ক্যাকটাস লম্ফঝম্প শুরু করেছে দেখে বেচারি ভয় পেয়ে লগবগে ঠ্যাং ফেলে চোঁ চোঁ পালিয়ে গেল।

—'উঃ! মিস্টার হাঁউ মাউ খাঁউ!' অধিরাজ বলল—'যেখানেই যাবেন, সেখানেই সবাইকে ভয় দেখিয়ে ল্যাম্পপোস্ট করে রাখবেন। ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে না থেকে দয়া করে বাড়ি যান। এই শিশি থেকে একটু স্পেসিমেনও নিয়ে নিন। বোতলটা পুলিশ স্টেশনে জমা দিতে হবে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী ড্রপারে করে তেলের স্পেসিমেন নিতে নিতে বললেন—'আর তুমি?'

—'আমি একটু লোক্যাল পুলিশ স্টেশনে যাবো। দরকার আছে।'

লোক্যাল থানার ইন্সপেক্টর দেবরাজ মহারাণা বেশ মজাদার মানুষ। কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাদের দেখলেই 'স্বভাবরসিক' বলে চেনা যায়। ইন্সপেক্টর মহারাণা তেমনই একজন। অধিরাজকে দেখে হেসে বললেন—'পিসির ঠ্যালা খেয়ে শেষপর্যন্ত চলেই এলেন।'

অধিরাজ মুচকি হাসল—'উপায় কি! মাসি-পিসিরা ডেঞ্জারাস স্পেসিজ। তাঁরা টান মারলে স্বয়ং জগন্নাথও জ্বর গায়ে লাফ মেরে উঠে রথ গড়গড়িয়ে মাসির বাড়ি চলে যান। আর আমি তো সাধারণ মানুষ মাত্র!'

এখানে শ্রীজগন্নাথের মাসির বাড়ি যাওয়ার গল্পটা একটু ছোট্ট করে শুনিয়ে রাখি। লোকে বলে আমাদের জগনদাদা রথের ঠিক পক্ষকাল আগে স্নানযাত্রায় যান। এবং মাথায় ঘড়া ঘড়া ঠান্ডা জল ঢেলে জ্বর বাঁধান। এরপর বেচারি যথারীতি কোঁ কোঁ করতে করতে পুরো ফ্ল্যাট। পনেরো দিন একটানা এই জ্বর চলে। আয়ুর্বেদাচার্য মন্দিরে এসে দেবতাকে সুস্থ করার চেষ্টাও করেন। এমনিতে আমাদের জগনদাদা ভা-রি খাদ্যরসিক লোক। দিনে ছ-বার ছাপ্পান্ন ভোগ না হলে তাঁর চলে না। কিন্তু কম্প দিয়ে জ্বর এলেই গুরুভোজন নিষেধ। তখনও অবশ্য সেই ছাপ্পান্ন ভোগই হবে। তবে দিনে ছ-বারের জায়গায় মাত্র একবার।

এরমধ্যেই জগনদাদার দূত গিয়ে মাসিকে জানিয়েছে যে তাঁর বোনপো জ্বরে জর্জর। জগনদাদার তো মা-বাবা নেই। তাঁর সেবা-যত্নের খবর কে নেবে মাসি ছাড়া? অমনি তিনি বোনপোকে তলব করলেন। বললেন—'জ্বর গায়ে ফাজলামি হচ্ছে। এক্ষুনি আয় বলছি! নয়তো তোর একদিন কি আমার একদিন!'

ব্যস। জগনদাদা আর কি করেন। মাসির তলব বলে কথা। অগত্যা জ্বর গায়েই বলরামদাদা আর সুভদ্রাদিদিকে নিয়ে রথ গড়গড়িয়ে মাসির বাড়ি চলেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

যেদিন তিনি মাসির বাড়ি যান—সেদিনটাকেই 'রথ' উৎসবের দিন হিসাবে গোটা দেশ পালন করে। আর মাসির বাড়িতে যত্ন-আত্তি পেয়ে, সাতান্নভোগ খেয়ে, পুরোপুরি ফিট হয়ে যেদিন তিনি বাড়ি ফেরেন—সেদিন হল 'উল্টোরথ।'

—'জগন্নাথের মাসি আর আপনার পিসি।' মহারাণা হাতজোড় করে ফেলেছেন— 'দুজনকেই গড় করি। একজন স্বর্গের দেবতাকে পুরীতে নিয়ে এসেছেন। আরেকজন ভূতের রোজাকে।'

—'ভূতের আন-অফিশিয়াল ওঝা!'

—'আন-অফিশিয়ালই তো ভালো।' হাসির দমকে মহারাণার ভুঁড়ি কেঁপে উঠল— 'ভূত ধরবেন আপনি। আর ক্ষীর খাবো আমরা।'

আরও কিছুক্ষণ রসালাপ চলার পর দুজনেই কাজের কথায় এলেন। তেলের শিশিটা অধিরাজ জমা দিল। মহারাণা অবশ্য ওটাকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না। জানালেন— 'ওটার মধ্যে কি আছে তা মোটামুটি জানি। খোঁজ নিয়েছি। গত একসপ্তাহ ধরেই উনি তেলটা মাখছিলেন। কাঞ্চিঘানির সর্ষের তেল, হলুদগুঁড়ো, আমলা মানে আমলকী, আরও কিছু জড়িবুটি। ফ্লেমেবল কিছু—আই মিন পেট্রোল, ডিজেল বা কেরোসিন জাতীয় কিছুই ছিল না। থাকলে আগেই গন্ধে টের পেতেন ভদ্রলোক।'

—'ইজ ইট?' অধিরাজ মাথা নাড়ল—'আমার মনে হয় না গন্ধ পাওয়া সম্ভব। বোতলের ভিতরের তেলটা আমি শুঁকে দেখেছি। একটা তীব্র অথচ বিটকেল গন্ধ। ঐ গন্ধ যে কোনও গন্ধকে চাপা দিয়ে দেবে।'

—'তাহলে?'

—'যে কম্পাউন্ডার মিক্সচারটা বানিয়েছে তাকে ইন্টারোগেট করুন। জানতে চান যে, এবারও ইউজুয়াল মিক্সচারই দিয়েছে কি না। অথবা অন্য কিছুও ছিল। পারলে ফরেনসিককে দিয়ে দিন।'

—'ওকে স্যার।'

—'তিমির বৈদ্য সম্পর্কে আর কোনও ইনফর্মেশন?'

—'ইয়েস।' তেলের শিশিটাকে এভিডেন্স ব্যাগে ভরে বললেন ভদ্রলোক—'সম্ভবত উনি ঐ ঘোস্ট ট্রাকের ব্যাপারে পার্সোনালি ইনভেস্টিগেশন করছিলেন। ওঁর পুরো ইনভেস্টিগেশনের রেজাল্ট আমরা জানি না। তবে দুর্ঘটনাটার দিনই উনি চারজনের সঙ্গে পার্সোনালি দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন। ঐদিনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। মিল্ক ডেয়ারির মালিক সুমন্ত মোহান্তি, সুখরাম ট্রান্সপোর্ট আর দীপিকা ফার্নিচার্সের মালিক সুখরাম দাস, চিল্কার এক জুয়েলার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

জীবনলাল আর একজন প্রাক্তন এয়ারফোর্স অফিসার, ক্যাপ্টেন প্রধান। তাঁদের সঙ্গে আমরা কথাও বলেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

শুনতে শুনতে অধিরাজ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এই বিশেষ চারজনের সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন তিমির বৈদ্য? ডেয়ারির মালিক আর ট্রান্সপোর্টের মালিকের লিংটা তবু ধরা যায়। একজনের দুধের ক্যান এবং আরেকজনের ট্রাক এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু চিঙ্কার জুয়েলার আর এয়ারফোর্স অফিসার এর মধ্যে কি করছে! তাহলে কি এদের মধ্যেই কাউকে ভূতুড়ে ট্রাকের পিছনের মূল হোতা বলে সন্দেহ করেছিলেন তিনি? অথবা চারজনকেই।

নিজের কনফিউশনের কথা বলতেই মহারাণা বললেন—'ক্যাপ্টেন প্রধানের ব্যাপারটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে চিঙ্কার জুয়েলারের সম্পর্ক ক্ষীণ ভাবে আছে। এই দেখুন...।' ইন্সপেক্টর একটা রোডম্যাপ বের করে এনেছেন। পেন্সিল দিয়ে রাস্তা চিহ্নিত করে বললেন—'এই দেখুন, মিল্ক ট্রাকের রোড ডিরেকশন। ডেয়ারিটার লোকেশন গোপাল বল্লভ রোডে। আই মিন, আপনারা যেখানে থাকেন, পুরী-ওয়ানে। এখান থেকে টেম্পল রোড বা গ্র্যান্ড রোড ধরে সোজাসুজি পড়ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চারে। ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চার ডাইরেক্ট চিঙ্কায় যায়। তাছাড়া যেখানে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটেছে সেখান থেকে চিঙ্কার দূরত্ব মাত্র পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি—'আর চিঙ্কা বে অব বেঙ্গলের সঙ্গে কানেক্টেড। যে কেউ ঐ পথে যে কোনও জিনিস সমুদ্রপথ দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে পারে।'

—'আই সি।'

মহারাণা অবাক হয়ে তাকালেন—'কি দেখলেন আপনি? আমরা তো কমপ্লিটলি ডেড-এন্ডে। উপরোক্ত চারজনের কারুর সঙ্গেই দেখা করার সুযোগ পাননি তিমির। তিনি কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন ওনলি গড নো'স। কেসটার মধ্যে এমন সব মারাত্মক মিসিং লিঙ্ক আছে যা জুড়বার নামই করছে না। কতদূর অবধি ইনভেস্টিগেশন করেছিলেন মিঃ বৈদ্য? জানি না! তাঁর গায়ে আগুন লাগল কি করে? জানি না। ভূতুড়ে ট্রাকটা আদৌ কি আছে? না সবটাই ড্রাইভারদের কারসাজি? বুঝতে পারছি না। দুধের ক্যানগুলো কোথায় গেল? দুধ চুরি করে কার কি লাভ হচ্ছে? জানি না! ভূতুড়ে ট্রাকটা সম্পর্কে কোনও ইনফর্মেশন নেই—সেটা লাল কি নীল, নম্বরপ্লেটে আদৌ কোনও নম্বর আছে কি না—কিছুই জানি না। সিম্পলি ব্লাইন্ড কেস।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আই অপোজ।' অধিরাজ শান্তভাবেই বলে—'একদম ব্লাইন্ড কেস মোটেই নয়। এর চেয়েও অনেকগুণ অদ্ভুতুড়ে ব্লাইন্ড কেস আমি কলকাতায় দেখেছি। এখানে তবু কয়েকটা লিড আছে।'

—'লিড কোথায় দেখলেন?'

—'প্রথমত এটা পুরোপুরি স্মাগলিং এর কেস। এটাই প্রথম লিড।'

—'হ্যাঁ—কিন্তু কি স্মাগলিং হচ্ছে? দুধ!'

—'নাঃ, দুধ নয়। অন্য অনেক কিছু হতে পারে। হতে পারে দুধের জায়গায় কন্টেনারগুলোয় অন্য কিছু থাকে। কোনও মাদক বা দামী কিছু।'

—'হুঁ।'

—'সেকেন্ড লিড মিঃ বৈদ্য। আমি জার্নালিস্টদের ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করি। যা আমরাও জানতে পারি না, ওঁরা অনেক সময়ে তাও জেনে ফেলেন। মিঃ তিমির বৈদ্য হলেন আমাদের অন্যতম লিড। তিনি কতদূর জেনেছিলেন, তা এইমুহূর্তে জানার উপায় নেই। এইটুকু বোঝা যায় যে যতদূর এগিয়েছিলেন, ততটাই অপোনেন্টের কাছে অ্যালার্মিং। অপরাধী চায়নি তিমির ঐ চারজনের সঙ্গে দেখা করুন। নয়তো ঐদিনই লোকটাকে মারার চেষ্টা আদৌ হত না।'

—'দ্যাটস রাইট।' মহারাণা মাথা ঝাঁকালেন—'কিন্তু তিনি কতদূর জানতেন তা জানা এইমুহূর্তে অসম্ভব। মিঃ বৈদ্য আপাতত ই-টোয়েন্টি ফোর নার্সিং হোমের আই সি ইউতে আছেন। ক্রিটিকাল অবস্থা। সেন্সে ফিরবেন কি না বোঝা যাচ্ছে না।'

—'উনি যে চারজনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের ডিটেইলস নিয়েছেন?'

—'নিয়েছি। কারুর রেকর্ডেই সন্দেহজনক কিছু নেই।'

অধিরাজ কয়েকমুহূর্তর জন্য চোখ বুঁজল। মনে মনে কি যেন ভেবে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'ওঁর ঘর সার্চ করেছেন আপনারা? কিছু পাওয়া গিয়েছে।'

—'তেমন কিছু নয়।' মহারাণা টেবিলের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বললেন—'আপনার পিসির হাতে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক জলে নেমেছিলেন। সেই ক্যামেরাটা পেয়েছি। কিন্তু ক্যামেরার গোটা চিপটাই ফাঁকা। কোনও ছবি নেই। এছাড়া ওঁর বাড়ি তল্লাশি করে একটা ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে। এ বছরের নতুন ডায়েরি। ভদ্রলোক ডায়েরি লিখতেন শুনে ভেবেছিলাম, যদি ডায়রিতে এ ঘটনার উল্লেখ থাকে। কিন্তু চারলাইন কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কবিতা!' অধিরাজ অবাক—'কবিতা লেখা আছে। কই দেখি।'

—'রবি ঠাকুরের কবিতা—এই তো দেখুন না।'

মহারাণা ডায়রিটা খুলে এগিয়ে দিলেন। অধিরাজ সবিস্ময়ে দেখল কে যেন আঁকিবুঁকি কাটার মতন খুব অন্যমনস্ক হস্তাক্ষরে চারলাইন লিখে রেখেছে—

"পথ ভাবে 'আমি দেব,'
রথ ভাবে 'আমি।'
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব,'
হাসে অন্তর্যামী?"

—'স্ট্রেঞ্জ!' অধিরাজের ঠোঁট বেয়ে বেরিয়ে পড়ল চিরপরিচিত লব্জ—'ভেরি স্ট্রেঞ্জ!'

—'স্ট্রেঞ্জের কি আছে?' মহারাণা অবাক—'এ তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোটেশন!'

তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—'উঁহু, পুরোটা নয়। আসল কবিতায় 'হাসে অন্তর্যামী'র পর কোনও জিজ্ঞাসাচিহ্ন ছিল না। অথচ এখানে আছে। স্ট্রেঞ্জ...এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ!'

৪

—'আচ্ছা পিসি, জগন্নাথ ঠাকুরের হাত দুটো নেই কেন?'

পলাপিসি হাসিমুখে অর্ণবের দিকে তাকালেন। এর মধ্যেই পলা তারও 'ফেভারিট' পিসি হয়ে গিয়েছেন। এই মহিলা না থাকলে এতক্ষণ ডাঃ চ্যাটার্জী হয়তো তাকে খুনই করে ফেলতেন। কি কুক্ষণে যে লোকটাকে সমুদ্রে নামার পরামর্শ দিয়েছিল! সি-বিচ থেকে ফেরার পর থেকে তার উপর গায়ের বালি আর ঝাল—দুই-ই ঝাড়ছেন। অন্যান্য সি-বিচের বালির চেয়ে পুরীর বালির দানা একটু মোটা। ফলস্বরূপ গায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে—কিন্তু বালি উঠছে না।

ডাঃ চ্যাটার্জী রাগে লাল হয়ে সবে অর্ণবের চোদ্দপুরুষকে ধরে টানাটানি শুরুই করেছিলেন, হঠাৎ পলাপিসির দৈবী আবির্ভাব। এবং মুখের উপর এক জব্বর ধমক—'বুড়ো বয়সে এসব কি ছেলেমানুষি ডাঃ চট্টরাজ। যদি জলে এতই ভয়, তবে স্নান করতে গিয়েছিলেন কেন? অর্ণব কি আপনাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল? আর গায়ে একটু বালি লেগেছে তো কি হয়েছে? শুকিয়ে গেলে আপনা থেকেই ঝরে যাবে। এইটুকুর জন্য বাচ্চা ছেলেটাকে বকাবকি করছেন? ওরা তো ছেলেমানুষ—একটু দুষ্টুমি করবেই। কিন্তু আপনার

Scanned by CamScanner

তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে! এইটুকু দুষ্টুমি সহ্য করে নিতে পারছেন না? মাথার চুলের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানও কি লোপ পেয়েছে আপনার?'

একেই মুখের উপর 'বুড়ো' বলা! তার উপর 'টাকলু,' 'নির্বোধ' ও 'কাণ্ডজ্ঞানহীন'—তিনখানা ঝাঁঝালো বিশেষণ। ডাঃ চ্যাটার্জী কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে অবশেষে সুড়সুড় করে ঢুকে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে। আর তারপর থেকেই পলাপিসি অর্ণবের কাছে সাক্ষাৎ মা সুভদ্রার অবতার।

অর্ণবের প্রশ্নটা শুনে পলাপিসি স্মিত হাসলেন—'দ্যাখ, অনেকেই অনেক কিছু বলে। তবে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণাটা বলতে পারি। এর আগে আর পরে অনেক ইতিহাস আছে। সেসব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। জগন্নাথ পুজোর প্রেরণা এসেছিল এক শবররাজা বিশ্ববসুর আরাধ্য দেবতা 'নীলমাধবে'র থেকে। নীলমাধব 'ওড্র দেশ' বা বর্তমানে ওড়িশার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্নে তাঁর পুজো করার আদেশ দেন। কিন্তু নীলমাধবের মূর্তি কি করে দেখবেন রাজা! বিশ্ববসু, গোপনে এক গুহায় আরাধ্য দেবতার পুজো করেন। আর কারুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন বিদ্যাপতি নামের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মিশন-নীলমাধবে পাঠান। সে বিশ্ববসুর মেয়েকে বিয়ে করে। তারপর দিনরাত শবররাজার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। বিশ্ববসু শেষপর্যন্ত নীলমাধবের মন্দিরে তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু শর্ত হল চোখ বেঁধে যেতে হবে। জানিসই তো, জামাতার নাম দশমগ্রহ। তাই বিশ্ববসু জামাইকেও বিশ্বাস করেননি। ওদিকে জামাই তো শ্বশুরের মূর্তি চুরির প্ল্যান করছে। সে চোখ বাঁধল ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববসুর অজান্তে সারারাস্তা জুড়ে সর্ষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে গেল। যাতে পরে সেই পথ চিনতে কোনও অসুবিধে না হয়।

এরপর যখন সর্ষের বীজ থেকে গাছ হয়ে গেল তখন পথ চিনতে কোন কষ্টই হল না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন নীলমাধবের মন্দিরে। অনেক কাণ্ড করে শেষপর্যন্ত মূর্তি দেখলেন। এবং তারপর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল মন্দির নির্মাণের। শ্রী জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্নে নিজের রূপ দেখালেন এবং বললেন—তাঁর এই মূর্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্দেশ দিলেন সমুদ্রের জলে ভেসে আসা কাঠ দিয়ে তাঁর মূর্তি গড়তে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাই-ই করলেন! কিন্তু সে কি কাঠ! বাপরে। বিরাট বিরাট জগদ্দল এক একটা গাছের গুঁড়ি! তাই দিয়ে তৈরি হবে ছ-ফুট লম্বা জগন্নাথদেবের মূর্তি। কে করবে এই প্রাণান্তকর কাজ!

এমন সময় এক রোগা জিরজিরে, খুনখুনে বুড়ো এগিয়ে এল। দেখলে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মনে হয়— এক ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। গায়ে কয়েকটা হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু বুড়োর কি অসীম সাহস। সে বলল—'আমি তৈরি করব দারুবিগ্রহ।'

রাজা তো প্রথমে রাজিই হন না। পাগল! যা করার সাহস হেঁইসা হেঁইসা জোয়ান কারিগরদেরই নেই তা করবে ঐ লোকটা! ঐ আধমরা বুড়ো তৈরি করবে ছ-ফুট লম্বা কাঠের মূর্তি! একখানা কাঠ ওর ঘাড়ে পড়লেই তো বুড়ো পটল তুলবে। কোন সাহসে তাকে মূর্তি তৈরি করার কাজ দেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু বুড়ো নাছোড়বান্দা। সে কাজটা করবেই। অগত্যা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজি হলেন। বুড়ো শর্ত দিল যে মূর্তি তৈরির জন্য তাকে তিনসপ্তাহ মানে একুশ দিন সময় দিতে হবে। আর এই একুশ দিন সে কিছু খাবে না। এমনকি জলপানও করবে না। এবং মন্দিরের চারটে দরজাই একুশদিন ধরে বন্ধ রাখতে হবে। ভিতরে স্বয়ং কারিগর ছাড়া আর কেউ থাকবে না। এমনকি স্বয়ং রাজারও এই একুশদিন মন্দিরের দরজা খোলার অধিকার নেই!'

—'তারপর?'

পলাপিসি বেগুনের ফালি কড়ার তেলে ছাড়তে ছাড়তে বললেন—'তারপর আর কি? রাজা তো বুড়োর শর্ত নিমপাতা গেলার মতো করে মেনে নিলেন। যদিও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে কাজটা লোকটার দ্বারা হবে না। একেই ঐ হাড় জিরজিরে শরীর—তার উপর পণ করেছে একুশদিন অভুক্ত থাকবে। বুড়ো অতদিন টিকলে হয়।

বেচারি ইন্দ্রদ্যুম্ন আর কি করে জানবেন যে যাঁকে তিনি হাড় জিরজিরে বুড়ো ভেবে আন্ডার-এস্টিমেট করছেন, তিনি আর কেউ নন—বুড়োর ছদ্মবেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মা। বুড়োর বেশে এসে হাজির হয়েছেন জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈরি করবেন বলে। রাজা তাঁর শর্ত মেনে নেওয়ার পর তিনি মহানন্দে কাজ শুরু করে দিলেন। যিনি দেবতাদের আর্কিটেক্ট, তাঁর কাছে তো এই সামান্য মূর্তি তৈরি করার কাজ নস্যি! বিশ্বকর্মা ঠুকঠুক-ঠুকঠুক করে মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করে দিলেন।

ওদিকে রাজার সন্দেহ যায় না। বুড়ো পারবে তো। যদি মূর্তি তৈরি করতে করতেই পটল তোলে তাহলে সে বড় অমঙ্গলের ব্যাপার। তিনিও শান্তিতে থাকতে পারলেন না। মন্দিরের ভিতরে না ঢুকলেও দরজার গায় কান ঠেকিয়ে দিনরাত বসে রইলেন। উদ্দেশ্য একটাই। ভিতরে মূর্তি গড়ার ঠুকঠুক আওয়াজ হচ্ছে কি না শোনা! আওয়াজ হলে সব ঠিকঠাক আছে। আর শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে দুশ্চিন্তার যথেষ্টই কারণ আছে।

তেরোদিন অবধি সবই ঠিকঠাক ছিল। চোদ্দদিনের মাথায় হঠাৎ করে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মন্দির নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। মূর্তি গড়ার আওয়াজ আর শোনা গেল না। রাজা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। হল কি? আচমকা এমন করে সব আওয়াজ থেমে গেল কেন? বুড়ো ঠিক আছে তো?

প্রবল উৎকণ্ঠায় একটা দিন কোনমতে কাটালেন তিনি। কিন্তু পরের দিন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাস, নির্ঘাৎ বুড়ো মন্দিরের ভিতর মরে পড়ে আছে। সময় দিয়েছিলেন একুশদিনের কিন্তু পনেরো দিনের মাথাতেই শর্ত ভেঙে অস্থির, অধৈর্য, উৎকণ্ঠিত রাজা মন্দিরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন! বিশ্বকর্মা তখনও কাজ করে চলেছিলেন। আচমকা রাজাকে আসতে দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বলা ভালো, ভ্যানিশ হয়ে গেলেন। ওদিকে জগন্নাথের মূর্তি প্রায় তৈরি। শুধু হাত-পা তখনও তৈরি হয়নি।

রাজা তখন সব বুঝতে পেরে 'হায় হায়' করতে লাগলেন। তাঁর মূর্খামির জন্য ঠাকুরের যে হাত-পা-ই হল না! এবার কি হবে! জগন্নাথ ঠাকুর আবার তাঁকে স্বপ্ন দিলেন। বললেন—'বাপু, অনেক দিন তো হাত-পা দিয়ে মারামারি, খুনোখুনি করেছি। প্রত্যেকবার আমার ঘাড়ে চড়ে তোমরা কাজের কাজটি করিয়ে নিয়েছ। এবার নাহয় আমি তোমাদের ঘাড়ে বসে খাই-দাই। হাত-পা না থাকায় ভালোই হয়েছে। আর অস্ত্র-শস্ত্র ধরতে হবে না। শুধু পাপ-পুণ্যের হিসাব করবো আর গোলগোল চোখ করে চতুর্দিকে নজর রাখবো। দেখছ না, কি রকম বিশাল বিশাল চোখ আমাকে দিয়েছে বিশ্বকর্মা। হাত-পায়ের দুঃখ কোরো না। ঐ হাত-পা ছাড়া মূর্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করো তো বাপু!'

অগত্যা বেচারি রাজা আর কি করেন। ঐ হাত-পা ছাড়া বিগ্রহই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। জগন্নাথ এরপর থেকে যুগ যুগ ধরে ঐ রূপেই পূজিত হলেন। তাঁরও আর হাত-পা হল না।

—'যাঃ!' অর্ণব আফসো করে—'ইন্দ্রদ্যুম্ন মাটি করলেন দেখছি। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য রাখলেই প্রভুর হাত পা তৈরি হয়ে যেত।'

—'তা যেত।' পলাপিসি হাসলেন। কিছু বলতেও যাচ্ছিলেন। তার আগেই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল—'তাহলে বাংলায় "ঠুঁটো জগন্নাথ" প্রবাদটা আর তৈরি হত না। খুব কাজের প্রবাদ!'

অর্ণব আর পলাপিসি দেখলেন অধিরাজ পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরে এসেছে। জুতো খুলতে খুলতেই বলল—'ইন্দ্রদ্যুম্ন এখন থাক...আমাদের "ইন্দ্রলুপ্ত" প্রভুর খবর কি? বালি, জল, তেল ঘেঁটে ঘুঁটে কিছু পেলেন? না তিনিও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ অসীম চ্যাটার্জী নিজের ঘরে বসেই টুংটাং ঠুংঠাং করে কি যেন করছিলেন। "ইন্দ্রলুপ্ত" তথা টাক শব্দটা শুনে ক্ষেপে গিয়ে টেস্টটিউব হাতেই বেরিয়ে এলেন—'ঠুঁটো হবে তোমার ল্যাজ-কাম-অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্ণব। আমি অনেকক্ষণ ধরেই কাজ করছি। তোমরা পিসি-ভাইপোতে মিলে শুরু করেছটা কি? কথায় কথায় টাকলু বলছ। রীতিমতো ইনসাল্ট!'

অধিরাজ ঘুরে তাকাল পিসির দিকে—'তুমি ওঁকে টাকলু বলেছ?'

পলাপিসি ঠোঁট টিপে মাথা নাড়লেন। অধিরাজ রাগী রাগী চোখে তাঁর দিকে তাকায়—'কতবার বলেছি, খোঁড়াকে খোঁড়া বলবে না, কানা-কে কানা বলবে না, টাকলুকে টাকলু বলবে না...খারাপ লাগে ডিয়ার। রূঢ় সত্যি কথা সকলের সহ্য হয় না। তোমায় যদি কেউ বুড়ি বলে, তবে ভালো লাগবে?'

—'কেন লাগবে না?' পলাপিসির চটজলদি জবাব—'আমি তো বুড়িই।'

—'ফাইন।' সে গম্ভীর মুখে বলে—'তুমি বুড়ি হয়ে খুশি থাকো। কিন্তু আমার "টাকলু"কে কেউ "টাকলু" বলবে না—গট ইট?'

অর্ণব আর পারল না। সে সজোরে হেসে উঠেছে। ডাঃ চ্যাটার্জী দাঁতে দাঁত চেপে গর্‌র্‌র্ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করলেন। যেন পারলে এখনই ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে সবাইকে কোতল করতে শুরু করেন। কোনমতে বললেন—'জল থেকে আগুন লাগার রহস্যটা তবে রহস্যই থাক। কারুর জানার প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

অধিরাজ লাফিয়ে উঠল—'আগুনের খোঁজ পেয়েছেন!'

—'আলবাৎ পেয়েছি। আমি তো আর আফটার অল পিসির কোলে বসে আহ্লাদ খাচ্ছি না।' ডাঃ চ্যাটার্জী কটমট করে অর্ণবকে দেখছেন—'কাজের কাজই করছি।'

অধিরাজ তখনও পুরোপুরি জুতো খুলে উঠতে পারেনি। সে একপায়ে জুতো আর একপায়ে শুধু মোজা পরে দৌড়ল ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘরে—'কই দেখি... কি বের করেছেন...!'

ডাঃ চ্যাটার্জী এ ঘরে আসার আগে সম্ভবত এটা পলাপিসিদের বেডরুমই ছিল। কিন্তু বর্তমানে রীতিমতো ল্যাবরেটরি বানিয়ে ছেড়েছেন তিনি। বেডরুমের স্মৃতি হিসাবে শুধু খাটটাই যথাস্থানে আছে। বাদবাকি জায়গায় নানারকম কেমিক্যাল, বিকার, বার্নার, টেস্টটিউবের ছড়াছড়ি।

—'যে তেলের স্যাম্পল আমি নিয়েছিলাম তার মধ্যে অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টসই আছে।' ডাঃ চ্যাটার্জী হাতের টেস্টটিউবটা নাড়তে নাড়তে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বললেন—'বেশিরভাগই রূপচর্চার জিনিসপত্র। তাই অত ডিটেইলসে যাচ্ছি না। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে যেটা অত্যন্ত অড, আই মিন এই জাতীয় আয়ুর্বেদিক তেলে যা থাকার কথা নয়—তাও পেয়েছি। এই তেলের মধ্যে কেউ প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর জিঙ্ক পাউডার মিশিয়ে দিয়েছে।'

—'অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর জিঙ্ক পাউডার!' অধিরাজ অবাক—'কিন্তু অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তো ইনস্ট্যান্ট কোল্ড প্যাকে ইউজ হয়। জলের সংস্পর্শে এলে আগুন জ্বলা তো দূর, বরং ঠান্ডা হয়ে যায়।'

—'এগজ্যাক্টলি। ইনস্ট্যান্ট কোল্ড প্যাকে যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকে তা জলের সংস্পর্শে এন্ডোথার্মিক রি-অ্যাকশন তৈরি করে হিট অ্যাবজর্ব করে নেয়। মানে উষ্ণতা শুষে নেয়। ফলে ব্যাগটা প্রায় বরফের মতোই ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন চোট-আঘাতের উপর ইনস্ট্যান্ট-কোল্ড প্যাক অ্যাপ্লাই করা হয়।'

—'তবে? বরফের বদলে আগুন এল কোথা থেকে?'

—'গুড কোয়েশ্চেন।' ডাঃ চ্যাটার্জী মিটিমিটি হাসছেন—'তুমি জিঙ্কের কথা ভুলে যাচ্ছ।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু জিঙ্ক তো জল থেকে আগুন তৈরি করে না। ইনফ্যাক্ট সমুদ্রের জলেও খুব কমমাত্রায় জিঙ্ক থাকে। তাতে তো কারুর কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে শুনিনি।'

ডাঃ চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন—'আমিও শুনিনি। তবে এখানে কেসটা বেশ গোলমেলে। ইনফ্যাক্ট, এই দেখো...।' তিনি টেস্টটিউবটা নাড়াতে নাড়াতে একটা জলের বিকার টেনে নিলেন। টেস্টটিউবের মধ্যে সম্ভবত জিঙ্ক পাউডার আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মেশানো আছে। তিনি চুপচাপ টেস্টটিউবের জিনিসটা জলে ঢেলে দিলেন। কিন্তু আগুন তো দূর— ধোঁয়াও উঠল না। জল যেমন ছিল, তেমনই পড়ে রইল।

—'কি হল?' অধিরাজ প্রশ্ন করে।

—'কিছুই হল না। কারণ এটা ডিসটিলড ওয়াটার ছিল।' ডাঃ চ্যাটার্জী এবার আরেকটা জলের বিকার টেনে নিয়েছেন—'কিন্তু এবার হবে, সরে যাও।'

অধিরাজ, অর্ণব কয়েক পা দূরে সরে গেল। ডাঃ চ্যাটার্জী নিজেও খানিকটা পিছিয়ে গেলেন। দূর থেকেই সাবধানে জিঙ্ক পাউডার আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণটা ঢেলে দিলেন জলের মধ্যে। শুধু ঢালার অপেক্ষা। পরক্ষণেই একটা বিস্ফোরণ সহযোগে দপ করে জ্বলে উঠল সবুজাভ আগুনের শিখা। চতুর্দিকে ফণা বিস্তার করে লকলক করে জ্বলছে আগুন। কি আশ্চর্য!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ইম্পসিবল!' অর্ণব কোনমতে বলে। সে আরও কিছু বলার আগেই পলাপিসি লাফিয়ে উঠেছেন—'এই তো। অবিকল এরকমই শব্দ ছিল—তবে আওয়াজটা আরও জোরে। আগুনের রংটাও এমনই...গ্রীন...!'

—'এটা কি করে হল ডক?' স্তম্ভিত চোখে আগুনটার দিকে তাকিয়ে বলল অধিরাজ—'প্লিজ এক্সপ্লেইন।'

—'অফ কোর্স। সচরাচর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-আর জিঙ্ক পাউডারের মিশ্রণে কিছুই হয় না!' ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বললেন—'এমনকি জল ঢেলে দিলেও কিছু হয় না। কিন্তু যদি এর মধ্যে পরিমাণ মতো সোডিয়াম ক্লোরাইড, আইমিন—নুন মিশিয়ে দাও, তবেই সর্বনাশ। সল্ট থাকলে জিঙ্ক পাউডার ফুয়েলের কাজ করবে, আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অক্সিডাইজার। দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে।'

—'কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড তো শিশিতে মেশানো ছিল না।' অর্ণব বলে—'তবে এল কোথা থেকে?'

—'বোকার মতো কথা বোল না।' ডাঃ চ্যাটার্জী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'যে এই কাণ্ডটা করেছে, তার ঘটে তোমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি। সে জানত তিমিরবাবু এই তেলটা মেখেই সমুদ্রের জলে নামবেন। আর সমুদ্রের জল যে সল্টেড, তা বাচ্চারাও জানে। সমুদ্রের জলেই রয়েছে গাদা গাদা সোডিয়াম ক্লোরাইড। যেখানে হাতের কাছেই গুচ্ছ গুচ্ছ সল্ট পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে খামোখা সে নিজের গাঁটের পয়সা গচ্চা দিয়ে আলাদা করে সোডিয়াম ক্লোরাইড ঢালবে কেন? লোকটা শুধু অগ্নিকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ইনগ্রিডিয়েন্টসই মিশিয়ে দিয়েছে তেলে। কারণ সে জানত বাকি দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টসই সমুদ্রেই আছে। ওয়াটার অ্যান্ড সল্ট। ব্যস।'

—'মাই গুডনেস।' অধিরাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। যেন কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

—'যে লোকটি এই কাণ্ড করেছে—সে কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো জানে। ইন ফ্যাক্ট অনেকের থেকেই খুব ভালো জানে। সচরাচর এই ধরনের আগুন ফ্যাটাল হলেও বেশিক্ষণ জ্বলে না। কিন্তু তেলের ভিতরে আমি জিঙ্ক পাউডার আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের যা পার্সেন্টেজ পেয়েছি, তাতে বোঝাই যায়, আগুনটাকে অনেকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখার জন্যই মিশ্রণটা তৈরি হয়েছিল।' ডাঃ চ্যাটার্জী হাত থেকে গ্লাভস খুলতে খুলতে বললেন—'আর সমুদ্রে তো সল্ট ওয়াটারের অভাব নেই। তাই আগুন অত সহজে থামেনি।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ চুপচুপ কি যেন ভাবছে। তার মাথায় তখনও সেই চারলাইন ঘুরছিল। 'হাসে অন্তর্যামী'—এই চারলাইনের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছিলেন তিমির? 'পথ ভাবে আমি দেব'...'রথ ভাবে আমি'...টুকরো টুকরো লাইনগুলো কি কোনও অর্থ বহন করে?

—'কি হল? একেবারে গুম মেরে গেলে যে!'

ডাঃ চ্যাটার্জীর কথায় হুঁশ ফিরে পেল সে। আস্তে আস্তে বলল—'আপনি জগন্নাথ দর্শন করার জন্য উতলা হয়েছিলেন না?'

ফরেনসিক এক্সপার্ট প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন—'আ-মি! কখন?'

—'আজ বিকেলে আপনি আর অর্ণব জগন্নাথ দর্শন করে আসুন।' ডাঃ চ্যাটার্জীর বিন্দুমাত্র অনুমতি না নিয়ে বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে সে—'পলাপিসির চেনাজানা ভালো পাণ্ডা আছে। সে আপনাকে গোটা মন্দির ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। সবকিছু দেখবেন, সবকিছু শুনবেন। কিছুই মিস করবেন না। আর বিশেষ করে লক্ষ্য রাখবেন মন্দিরের কোথাও জগন্নাথ প্রভুর সহাস্য মূর্তি আছে কি না।'

—'সহাস্য মূর্তি? কেন?' গোটাটাই মাথার উপর দিয়ে গেল অর্ণবের। এতকিছু থাকতে জগন্নাথদেবের হাসি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

—'কিন্তু রাজা!'... ডাঃ চ্যাটার্জী আমতা আমতা করে বলেন—'জগন্নাথদেব কি আদৌ হাসেন? কোনও ছবিতে কিন্তু তাঁকে হাসতে দেখা যায়নি।'

—'মন্দিরের কোথাও হাসলেও তো হাসতে পারেন। সবসময়ই মুখ হাঁড়ি করে থাকবেন—এমন কোনও গ্যারান্টি আছে? আপনি যদি হাসতে পারেন, তবে প্রভুও পারেন। তাছাড়া জগন্নাথদেব ছাড়াও অনেকেই আছেন ওখানে। নারায়ণ আছেন, হনুমান আছেন—এমনকি শ্রীচৈতন্য আছেন। কেউ না কেউ তো হাসিমুখে থাকতেই পারেন।'

ডাঃ চ্যাটার্জী অর্ণবের দিকে আড়চোখে তাকালেন—'চলো অর্ণব। আমাদের সার্চিং মিশন শুরু হল। মিশন—দেবতার হাসি। আর তুমি নিজে কি করবে শুনি?'

—'আমি?' অধিরাজ চোখ বুঁজে জবাব দেয়—'আমি কিছুক্ষণ ভাব-সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করব। তারপর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

—'ভাব সম্প্রসারণ? কিসের!' ডাঃ চ্যাটার্জী হাঁ।

সে মিটমিট করে তাকিয়ে বলে— 'সব কথা জানা জরুরি?'

—'ওকে।' বিস্ময়টা গিলে নিয়ে বললেন তিনি—'গেট রেডি অর্ণব। চলো জগন্নাথ দর্শন করে আসি।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তোমার বসের মাথায় কী মতলব ঘুরছে বল তো?'

রিকশায় চেপে ঝাঁকুনি খেতে খেতে প্রশ্নটা করেই ফেললেন ডাঃ চ্যাটার্জী। তাঁর মাথাতেও যে একই কথা বিজবিজ করছে তা বোঝা গেল।

অর্ণব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাদের রিকশাটা এখন মোচি শাহি স্কোয়ার ছাড়িয়ে দোলমণ্ডপ শাহির দিকে যাচ্ছে। মোচি শাহি স্কোয়ার আর কিছুই না—সার-সার জুতোর দোকানের আস্তানা। এখানে জুতো কেনা থেকে শুরু করে, ছেঁড়া জুতো মেরামত অবধি সবই হয়। মোচি—শব্দটার অর্থ সম্ভবত মুচি, অর্থাৎ চর্মকার।

সেও মনে মনে ঠিক একই কথা ভাবছিল। এত কিছু থাকতে স্যার তাদের দেবতার হাসি খুঁজতে বললেন কেন? দেবতার হাসির সঙ্গে এ কেসের সম্পর্ক কি? নাকি কোনও গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে?

—'ঠিক জানি না স্যার...!' অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল সে।

—'তুমি জানবে না তো কে জানবে?' ডাঃ চ্যাটার্জী চটে গেলেন—'তোমার বস্-এর সঙ্গে থেকে কিছু তো বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে না কি? না সমস্তই সমুদ্র দেখে আর বিরিয়ানি খেয়ে মাথা থেকে আউট হয়ে গিয়েছে।'

অর্ণব চুপ করে কথা শুনে গেল। আসলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মনে মনে চটেছেন। একেই সকালে ছড়িয়ে ছত্রিশ করেছেন। তার উপর পলাপিসির ধমকটা প্রেস্টিজে বেশ লেগেছে। তারপর থেকেই একেবারে রাগে খমখম করছেন।

—'আমি তো অন্তর্যামী নই স্যার।' সে আস্তে আস্তে উত্তর দেয়—'নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন আছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী নাক দিয়ে একটা ফোঁৎফোঁৎ আওয়াজ করলেন। এটা অবশ্য তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। রিকশার ঝাঁকুনিতেই অস্ফুট শব্দগুচ্ছ বেরিয়ে এল।

মন্দিরে ঢোকার পথ থেকেই এলাহি ব্যাপার স্যাপার শুরু হয়ে গেল। যাঁদের জগন্নাথের মন্দিরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন—নোংরা হাত-পা নিয়ে মন্দিরে ঢোকা যায় না। হাত-পা ধোয়ার চমৎকার বন্দোবস্ত বাইরেই আছে। এছাড়াও জুতো, চামড়ার যে কোনো জিনিস এবং মোবাইল মন্দিরের ভিতরে নিষিদ্ধ। ডাঃ চ্যাটার্জী মোবাইল সঙ্গে আনেননি। অর্ণব জুতো আর মোবাইল অফিসে জমা দিয়ে টোকেন নিয়ে এসে দেখে ডাঃ চ্যাটার্জী একজন প্রহরীর সঙ্গে ভয়াবহ হিন্দিতে কথা বলছেন।

—'ইয়ে বহুৎ দামি বেল্ট হ্যায়। তুমহারে সামনে রাখতা হ্যায়। নজর রাখনা।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তাঁর কাণ্ড দেখে অর্ণব অবাক।

—'একি! আপনি চামড়ার বেল্টটা জমা দিলেন না কেন?' সে আমতা আমতা করে বলে—'এভাবে সবার সামনে রাখবেন? যদি চুরি হয়ে যায়!'

—'পুলিশের চোখের সামনে রাখলাম। এরা হল প্রভুর প্রাইভেট পুলিশ। ওর চোখের সামনে দিয়ে আমার বেল্ট চুরি করার সাহস কোনও চোরের নেই।'

—'বুঝলাম।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল—'চলুন, মন্দির দেখা যাক।'

জগন্নাথ মন্দির শুধু সৌন্দর্য বা স্থাপত্যের দিক দিয়ে নয়—প্রাচীনত্ব ও আভিজাত্যের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের শিখর চুম্বন করেছে। অনেকেই এই বিখ্যাত মন্দির দেখেছেন। তাই বেশি বর্ণনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করব না। আকাশচুম্বী মন্দিরের শিখরে পতপত করে উড়ছে পতাকা। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। মন্দিরের মেন গেটটাকে বলে 'সিংহ দ্বার।' কারণ প্রবেশপথের দু-পাশে দুখানা গোদা গোদা সিংহমামার মূর্তি। এমন আরও তিনটে গেট আছে। সেগুলো হল—হস্তীদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার ও অশ্বদ্বার। বাইশটা সিঁড়ি পেরিয়ে মূল মন্দিরে পৌঁছতে হয়। মন্দিরের বাইরে পতিতপাবন জগন্নাথের মূর্তি আঁকা। কেন? একসময় হিন্দুধর্মের বর্ণের খুব কড়াকড়ি ছিল। নীচু বর্ণের মানুষ, তথা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ মানুষেরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারত না। তাই বলে কি তারা জগনদাদাকে দেখতে পাবে না? তাই মন্দিরের বাইরে এঁকে দেওয়া হল পতিতপাবন জগন্নাথদেবের মূর্তি। অন্ত্যজ মানুষেরা এখান থেকেই দর্শন করে ফিরে যেত। মূল মন্দিরে ঢোকার সৌভাগ্য হত না তাদের।

এখন অবশ্য জাত-পাতের কড়াকড়ি নেই। যে কোনও হিন্দুই এখন মন্দিরে ঢুকতে পারেন। এখানে আর সুভদ্রাদিদি বা বলরাম দাদা নেই। একা জগনদাদাই রয়েছেন। আর রয়েছেন নৃসিংহ অবতার আর বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শুয়ে থাকার দৃশ্য।

—'কাউকে হাসতে দেখলেন?'

ফিসফিস করে জানতে চাইল অর্ণব। ডাঃ চ্যাটার্জী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তাঁর ভ্রূকুটিতে বিরক্তি স্পষ্ট। স্বাভাবিক। এখনও পর্যন্ত স্রেফ সিঙ্গিমশাইদের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছেন। নৃসিংহ অবতার হাসেন না। বিষ্ণু ঘুমোচ্ছেন—হাসার সময় নেই। অতএব হাসি আসবে কোথা থেকে?

—'দেখেছি।' ডাঃ চ্যাটার্জী বিরক্ত হয়ে বললেন—'আমাদের গাইড, তথা পাণ্ডাকে। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার হেসেছে। ওর হাসি চলবে?'

অর্ণব বাউন্সার খেয়ে চুপ করে গেল। চুপ না করেও অবশ্য উপায় ছিল

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

না। মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছে। হাঁড়িতে হাঁড়িতে স্তূপাকৃতি খাবার সাজানো। কতরকমের খাবার! তার অর্ধেকের নামই জানে না সে। তাকে অবাক হতে দেখে তাদের গাইড, অর্জুন জানাল—'এ আর কি দেখছেন স্যার! রোজ এখানে ছাপ্পান্ন ভোগ তৈরি হয়। দুশো ছাপ্পান্নটা উনুনে প্রায় চারশোর চেয়ে বেশি কুক রান্না করে। প্রায় দশহাজার লোক ডেলি এখানে খেতে পারে। যেগুলো দেখছেন না, ওগুলো ভোগ।'

—'কতরকমের ভোগ হয় এখানে?'

অর্জুন জানায়, সকাল থেকেই জগনদাদার খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে যায়। সক্কাল সক্কাল উঠে তাঁরা স্নান করে জামাকাপড় চেঞ্জ করেন। দাঁত মাজেন। এমনকি আয়না দেখে ফিটফাটও হয়ে যায়। তিনজন পূজারী তিনখানা আয়না নিয়ে তিনজনকে রেডি করে দেয়। তারপর তাঁরা ব্রেকফাস্ট করবেন। ওঁরা তো আর ব্রেকফাস্ট বলবেন না, বলবেন 'গোপালবল্লভ ভোগ।' তা মেনুতে কি কি থাকে? খুয়া, লহনি, ডাবের জল, খই, দই, পাকাকলা ইত্যাদি। যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট। এরপর ঠিক দশটায় আবার খিদে পাবে তাঁদের। তখন আবার একটা থার্টিনকোর্সের ফুড প্যাকেজ। এর মধ্যে পুলি, পিঠে থাকে। এরকমভাবেই সারাদিন ধরে খাওয়া চলতে থাকে। সব মিলিয়ে সারাদিনে ছবার—ছাপ্পান্ন ভোগ! শুধু ভাতেরই বোধহয় আটরকমের ভ্যারাইটি। সাদা অন্ন, ঘি অন্ন, কণিকা, খিচুড়ি, দহি, পখাল, মিঠা পখাল, আদা পখাল, থালি খিচুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। ডালের মধ্যে বিরি ডাল, মুগ ডাল, উরিদ ডাল, সব্জির মধ্যে বেগুনভাজা, বেসর, মহুর, শাক, রায়তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুইট ডিশের মধ্যে খাজা, গজা, লাড়ু, মগজা লাড়ু, মরিচি লাড়ু ইত্যাদি বিখ্যাত। এছাড়া জগন্নাথ পুরি, লুচি, বড়া, দহিবড়া, ত্রিপুরী, ক্ষীর, রসবালি—সবই খেতে ভালোবাসেন।

—'বাপরে!' ডাঃ চ্যাটার্জী একটা লম্বা শ্বাস টেনে বললেন—'তা জগনঠাকুর রসোগোল্লা খান না?'

—'খান।' অর্জুন আবার হাসল। হাসলে ভারি মিষ্টি লাগে ছেলেটাকে—'সেজন্য আলাদা একটা উৎসবই আছে। রসোগোল্লা উৎসব বা রসোগোল্লা পুজো!'

—'সেটা আবার কি?'

সেটা ভারি মজার ব্যাপার। হয়েছে কি, প্রত্যেকবারই তো জগনদাদা সুভদ্রাদিদি আর বলরামদাদাকে নিয়ে মাসির বাড়ি চলে যান। নিজের দুই গিন্নি,

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সত্যভামা আর লক্ষ্মীকে আদৌ নিয়ে যান না। সত্যভামা বাড়ির বিশেষ কাজকর্ম করেন না। তাই কে কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু লক্ষ্মী সমস্ত সংসারটা সামলান। তাই জগনদাদা একা একা মাসির বাড়ি চলে গেলে তিনি ভীষণ রেগে যান। কী! গিন্নিকে এখানে একা ফেলে রেখে কর্তা কি না বোন আর দাদাকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে মাসির বাড়ি চললেন। ব্যস, তাঁর মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। তিনি কর্তাকে মজা দেখানোর জন্য প্ল্যান কষলেন। যেদিন জগনদাদা মাসির বাড়ি থেকে ফিরে আসেন সেদিন লক্ষ্মী মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে এঁটে দেন। জগনদাদাকে মন্দিরে ঢুকতেই দেবেন না। জগনদাদা বাইরে রথে বসে বসে কাকুতি মিনতি করে—'ওগো, দরজা খোলো। আমার কোমর যে ব্যথা হয়ে গেল।'

ভিতর থেকে লক্ষ্মী চটে লাল হয়ে জবাব দেন—'কেন? এতদিন তো মাসির বাড়ি গিয়ে একা একা খুব ভালোমন্দ খাওয়া হচ্ছিল। তখন তো আমাকে মনে পড়েনি। দরজা বন্ধ করেছি, বেশ করেছি। দেব না ঢুকতে। যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই যাও গে!'

অগত্যা জগনদাদা আর কি করেন। গিন্নির গোঁসা হয়েছে। এখন তাঁকে ঠান্ডা করা দরকার। নয়তো সারাদিন, সারারাত বাইরেই বসে থাকতে হবে। নিরুপায় হয়ে তিনি রসোগোল্লার অর্ডার দেন। সেই রসোগোল্লা খেয়ে লক্ষ্মীর রাগ একটু ঠান্ডা হলে পর তিনি মন্দিরের দরজা খুলে দেন। জগনদাদা সেই ফাঁকে রথ নিয়ে সুড়সুড় করে মন্দিরে ঢুকে পড়েন।

এই রসোগোল্লা খাওয়া উপলক্ষে সারা উড়িষ্যায় রসোগোল্লা উৎসব বা রসোগোল্লার পুজো হয়।

—'আচ্ছা অর্জুন...।' ডাঃ চ্যাটার্জী ফিসফিস করে জানতে চান—'সারাদিন ধরে এত খাবার খেয়ে প্রভুর পেট খারাপ...আই মিন লুজ মোশন হয় না!'

অর্জুন হেসে ফেলল। অর্ণব প্রতিবাদ করে—'দেবতাদের ওসব হয় না স্যার।'

—'বাঃ, মাথায় হাঁড়ি হাঁড়ি জল ঢাললে জ্বর হয়, আর দিনে ছ-বারে ছাপ্পান্ন ভোগ খেয়ে লুজ মোশন হয় না।' ডাঃ চ্যাটার্জী বিড়বিড় করে বলেন—'ভারি অন্যায়।'

মন্দির চত্বরে যেটা দেখার বিষয় তা হল বাঁদরের প্রাচুর্য। ভারি সুন্দর লাল মুখো বাঁদরেরা এদিকে ওদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্ণব বলল—'কি মিষ্টি না বাঁদরগুলো! দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'স্বজাতিকে দেখলে সবারই আদর করতে ইচ্ছে করে।'

ডাঃ চ্যাটার্জীর খোঁচা খেয়ে থেমে গেল সে। ভদ্রলোক ক্রমশই তাকে ইনসাল্ট করে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে আর লুজ বল না ফেলাই ভালো।

এরপর ওরা মন্দিরে গর্ভগৃহে ঢুকল। আরতি দেখল। এমনকি জগন্নাথ ঠাকুরের পায়ে মাথাও ঠেকাল। আশ্চর্যের ব্যাপার, দর্শনার্থীদের প্রত্যেকেই গর্ভগৃহে হাত দুটো তুলে নাচতে নাচতে ঢুকছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ অবাক—'এটা কি জাতীয় স্টাইল?'

—'ভজ গৌরাঙ্গ স্টাইল স্যার।' অর্জুন হাসল—'শ্রীচৈতন্যদেব এমনভাবেই প্রভুর মন্দিরে ঢুকেছিলেন। তিনি এসেছিলেন প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। এ মন্দিরে তাঁর আঙুলের ছাপও আছে।'

শ্রীচৈতন্যদেবের আঙুলের ছাপও দেখল ওরা। একটা স্তম্ভের উপরে মহাপ্রভুর তিনটে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে। ওখানে ঠিক ঐ রকমভাবে আঙুলের ছাপের উপর আঙুল রেখে স্তম্ভে মাথা ঠেকিয়ে মুখ ঈষৎ ডানদিকে ঘোরালেই সামনে স্পষ্ট দেখা যায় জগন্নাথের মূর্তি। গর্ভগৃহ ছাড়া আর কোনও জায়গা থেকে এত ভালো ভাবে জগন্নাথ দর্শন সম্ভব নয়। সকলে বলে, এখান থেকে ঠিক এমনভাবেই শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন।

—'সমাধিটা দেখবেন নাকি?'

অর্জুনের প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন ডাঃ চ্যাটার্জী। সমাধি মানে! কার সমাধি!

—'জগনঠাকুরের সমাধি স্যার।'

—'জগনঠাকুরের আবার সমাধি কি?' অর্ণব অবাক—'ঠাকুর-দেবতাদের আবার মৃত্যু হয় না কি!'

—'জগনঠাকুরের হয় স্যার।' সে জানাল—'জগনঠাকুর তো নারায়ণের অবতার। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণেরও মৃত্যু হয়েছিল। তেমনি জগনঠাকুরেরও মৃত্যু হয়। এটাও উড়িষ্যার অন্যতম পার্বণ। একে বলে নব কলেবর। মানে নতুন শরীর। যে বছর বাংলা ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী পরপর দুই অমাবস্যা আষাঢ় মাসের মধ্যে পরে, এবং পূর্ণিমা তিথি থাকে—সে বছরই শ্রী জগন্নাথ দেহত্যাগ করেন। আপনারা বলেন 'মল মাস।' সচরাচর এমন উপযুক্ত সময় ন-বছর থেকে বারোবছর অন্তর অন্তর পড়ে। এ পর্যন্ত জগনঠাকুর শেষবার দেহত্যাগ করেন ১৯৯৬ সালে। আবার দেহত্যাগ করবেন ২০১৫ সালে।'

—'চিরকাল তো মানুষের লাশই দেখে আসছি। সমাধি দেখার সৌভাগ্য

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হয়নি।' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'চলো, এবার দেবতার সমাধি দেখে আসি।'

সমাধিস্থলটা ভারি সুন্দর। চতুর্দিকে ফুল গাছ আর তুলসী গাছের ছড়াছড়ি। চমৎকার বাগান তৈরি হয়েছে। কোনও শোরগোল নেই। মিষ্টি ফুলের গন্ধে বাতাস ম ম করছে। এখানে এলেই মনে হয় 'মরেও সুখ!' কি শান্তিময় পরিবেশ। এখানেই জগন্নাথঠাকুরের পুরনো বিগ্রহ সমাধি দেওয়া হয়। সমাধিটা ফুলে ফুলে ঢাকা। লোকে বলে, যাঁরা প্রভুর দেহ বহন করে নিয়ে আসে এবং সমাধিস্থ করে—তাঁদের বাইরে অন্য কেউ যদি প্রভুকে সমাধিস্থ হতে দেখে, তবে তার মৃত্যু অনিবার্য! তাই বিশেষ ঐ দিনটায় সারা শহরে ব্ল্যাক আউট হয়। শুধু তাই নয়, যখন পুরনো দেহ থেকে নতুন দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই কাজ করেন। দারুবিগ্রহের নাভিতে থাকে তত্ত্বপদার্থ বা পিণ্ড। যে ব্রাহ্মণ সেই তত্ত্বপদার্থ নতুন বিগ্রহে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আয়ুষ্কাল বড়জোর একবছর। একবছরের মধ্যেই দেহত্যাগ করবেন তিনিও।

শুনতে শুনতেই গা ছমছম করে উঠল অর্ণবের। ডাঃ চ্যাটার্জীর মুখও শুকিয়ে গিয়েছে। দেবতার পুজো করাও চাট্টিখানি কাজ নয়। লাইফ রিস্ক্ এখানেও আছে।

যাই হোক, মোটের উপর ভালোই মন্দির দর্শন হল ওদের। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজে কোনও হাস্যমুখ দেবতাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হয় এখানকার দেবতারা হাসেন না, নয়তো আজকে তাঁদের মুড অফ।

আর খুঁজে পাওয়া গেল না ডাঃ চ্যাটার্জীর চামড়ার বেল্টটা। পুলিশের চোখের সামনে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশও হদিশ দিতে পারল না। ডাঃ চ্যাটার্জী তাঁর ফেভারিট বেল্ট হারিয়ে মুষড়ে পড়েছিলেন। অর্ণব তাঁকে সান্ত্বনা দেয়—

—'যেহেতু আপনার মতে পুলিশের নাকের সামনে থেকে বেল্ট চুরি করার সাহস কোনও মানুষের নেই, অতএব কোন মানুষ আপনার বেল্ট চুরি করেনি।' সে বলে—'স্বয়ং শ্রী জগন্নাথ আপনার বেল্টটি নিয়ে নিয়েছেন হয়তো। প্রচুর খেয়ে দেয়ে ভুঁড়ি হয়েছে কি না...তাই আর কি...!'

ডাঃ চ্যাটার্জী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—'যা সব শুনছি, তাতে—অসম্ভব নয়!'

৫

পলাপিসি খুব মন দিয়ে সুখরাম দাসের বাড়ির দেওয়ালের ডেকোরেশনটা দেখছিলেন। খুব রুচিবোধ আর প্রচুর অর্থের মিশেলে তৈরি হয়েছে গৃহসজ্জা।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

চার দেওয়ালের একদিকে কালো গ্র্যানাইটে মোড়া। মাঝখানে সোনালি বেলে পাথরের ঝিকিমিকি। অন্যদিকে শুধু দেওয়ালের গায়ে নানারকম নানা সাইজের আয়না দিয়ে কোলাজ তৈরি হয়েছে। মিসেস দাসের নাকি খুব আয়নার শখ। যেখানে যেরকম আয়না দেখেন, তখনই তা সংগ্রহ করে রাখেন। অধিরাজ গুণে দেখল—ছোটয় বড়য় মিলে প্রায় শ-খানেক আয়না আছে।

সামনে নানারকম খাদ্যদ্রব্য। সবটাই পলাপিসির অনারে। সুখরাম ট্রান্সপোর্ট আর দীপিকা ফার্নিচার্সের মালকিন দীপিকা দাসের সঙ্গে পলাপিসির দারুণ র‍্যাপো। অধিরাজ লক্ষ্য করছিল, এ বাড়িতে গিন্নির দাপটই বেশি। লাল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে ভদ্রমহিলা যখন সামনে এসে বসলেন, তখনই মনে হল খোদ ভীম কীচক বধের মতলবে দ্রৌপদী সেজে এসেছেন। মহিলা না হলে মিসেস দাসের সুমো রেসলিঙে ফার্স্ট প্রাইজটা বাঁধা ছিল। পিছন পিছন এক ভদ্রলোক আমাশার রোগীর মতো মুখ করে পানের বাটা আর জলের বোতল নিয়ে এলেন। অধিরাজ ভেবেছিল, লোকটা হয়তো এ বাড়ির নোকর চাকর হবে। পলাপিসি ফিসফিস করে বললেন—'ইনি হলেন মিঃ সুখরাম দাস।'

অধিরাজ ঢোঁক গেলে। পলাপিসি নীচুগলায় ব্যাপারটা খুলে বলেন—'আসলে গোটা বিজনেসটাই মিসেস দাসের পরলোকগত বাবার। মিঃ দাস নামেই মালিক। আসলে...।'

—'আসলে মিসেস দাসের পার্সোনাল পানের বাটা বাহক।'

ভাইপোর কথা শুনে পলা হেসে ফেললেন। তিনি একটু একটু করে আজেবাজে কথা তুলতে তুলতে আসল প্রসঙ্গে এলেন। তিমিরের অ্যাক্সিডেন্ট। কথাটা শুনেই আফসোসসূচক শব্দ করে বললেন মিসেস দাস—'ভেরি স্যাড...ইনফ্যাক্ট ভেরি আনফর্চুনেট। কে জানত ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন ঘটবে। অথচ সেদিন সকালেই দেখা হল।'

অধিরাজ গোয়েন্দাগিরির পুরো দায়িত্ব পলাপিসির ঘাড়ে তুলে দিয়েছে। সে নিশ্চুপে শুনছিল। পলাপিসি অবাক করে বললেন—'সেদিন দেখা হয়েছিল আপনাদের? কোথায়?'

—'কোথায় আবার? সি বিচে।' দীপিকা কথা বলতে বলতেই সামনের দেওয়ালের আয়নায় নিজেকে দেখছেন—'উনি জগিং করছিলেন। আর আমরা মর্নিংওয়াক করছিলাম। দেখা হতেই হৈ চৈ করে বললেন—'মিসেস দাস, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ঠিক আছে তো? আপনার বিজনেসের ব্যাপারে কথা আছে জরুরি। আর ঠিক তারপরেই এই কাণ্ড!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পলাপিসি আর অধিরাজ পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ইন্সপেক্টর বলেছিলেন যে মিঃ দাসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অথচ মিসেস দাস বলছেন যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা মিঃ দাসের সঙ্গে নয়, তাঁর সঙ্গে ছিল।

অধিরাজ মিঃ সুখরাম দাসের দিকে তাকিয়ে দেখে বেচারি ভদ্রলোক মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার ভদ্রলোকের জন্য মায়া হয়। আলতো করে বলে—'আপনিও বসুন না স্যার।'

সুখরাম একটু ক্লিষ্ট হেসে বসতেই যাচ্ছিলেন, তার আগেই মিসেস দাস বললেন—'তুমি বসছ যে! আমার নতুন আয়নাটার ডেলিভারি কবে দেবে জেনে আসবে না?'

তাঁর আর বসা হল না। গিন্নির হুকুম তামিল করতে শশব্যস্তে বেরিয়ে গেলেন।

—'আসলে এসব বিষয় আমি ওঁর সামনে আলোচনা করতে চাই না।' দীপিকা বললেন—'ওঁর হার্টের অবস্থা খুব ভালো নয়। সবসময়ই সঙ্গে সরবিট্রেট রাখতে হয়। তার উপর বিজনেসে খুব লস যাচ্ছে। বয়েস হয়েছে তো। খুন-অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার শুনলে অসুস্থ হয়ে পড়েন।'

এবার অধিরাজ মুখ খুলল—'বিজনেসে লস?'

—'আর বলবেন না।' দীপিকা আফসোসের সুরে বলেন—'ভূতুড়ে ট্রাকের ঘটনা শুনেছেন তো? এতকিছু থাকতে ভূতের নজর পড়েছে আমাদেরই উপরে। 'শুধ্' মিল্ক ডেয়ারির ট্রান্সপোর্টের সব অর্ডার আমরাই পাই। এতবছর ধরে কোনওদিন কোনও অঘটন হয়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে। একটা ভূতুড়ে ট্রাক এসে আমাদের ট্রাকগুলোর অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে সব দুধের কন্টেনারগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।' ভদ্রমহিলা একজোড়া পান মুখে একসঙ্গে পুরে দিয়ে হুঁ হুঁ করতে করতে বললেন—'এতকিছু থাকতে শেষে দুধ! মাঝখান দিয়ে আমাদের কয়েকটা ড্রাইভার জখম হল। তাদের চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। ট্রাকগুলোও অ্যাক্সিডেন্টের পর খারাপ কন্ডিশনে চলে গিয়েছে। সেগুলোকেও মেরামত করাতে হচ্ছে। একপয়সা আমদানি নেই, ওদিকে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

পলাপিসি আর অধিরাজ—দুজনেই সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়ল। অধিরাজ জানতে চায়—'ড্রাইভাররা ট্রাকটাকে দেখতে পায়নি? কোনও চালক ছিল না সে ট্রাকে? অথবা কোনও নম্বরপ্লেট?'

দীপিকা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। পলাপিসি তাড়াতাড়ি বলে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ওঠেন— 'রাজা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনার উপর একটা বই লিখছে। হয়তো সেইজন্যই জানতে চাইছিল।'

দীপিকা পিকদানিতে পিচিক করে পিক ফেললেন—'তাহলে তোমার জন্য আমার কাছে একটা অদ্ভুত স্টোরি আছে খোকা। একটু ওয়েট করো।' তারপর ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে বললেন—'সুখী সিং আছে নাকি? থাকলে পাঠিয়ে দাও।'

'খোকা' বিশেষণটা শুনে সে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোনও অ্যাঙ্গেল থেকেই তাকে খোকা বলে মনে হয় না। তবু অপ্রস্তুত হেসে চুপ করে রইল। বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। যে লোকটা ঘরে ঢুকল তার মুখটা ঠিক বাংলার পাঁচের মতো। হাতে প্লাস্টার। সম্ভবত হাত ভেঙেছে। অতএব কোনদিক দিয়েই সে 'সুখী' নয়।

—'সুখী...' দীপিকা অর্ডার করলেন—'এই খোকাবাবু তোমার কাছে অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে কিছু জানতে চাইবেন। ঠিকঠাক জবাব দাও।'

—'জি ম্যাডাম।' সুখী সিং জড়োসড়ো হয়ে উত্তর দেয়।

অধিরাজ তার দিকে তাকিয়ে হাসল—'আপনার হাত কেমন আছে?'

লোকটা তার মালকিনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। দীপিকা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

—'এখন একটু বেহতর্ সাহেব। তবে মাঝে মাঝে দর্দ হোয়।'

—'অ্যাক্সিডেন্টের রাতে কি হয়েছিল মনে আছে?'

—'জি সাব।' সে বলল—'সেদিন 'শুধ্' ডেয়ারির ডেলিভারি ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিলাম। হাইওয়ে দোসো চারে এমনিতেই ভিড় থাকে না। বিলকুল সুনসান রাস্তা আছে। তাই ফুল স্পীডে চালাচ্ছিলাম। অচানক দেখি, দূর সে এক বড়া সা ট্রাক আসছে। একদম আমনে সামনে। ডিপারের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। আমি হাথ বাড়িয়ে সাইডে যেতে বললাম। পর, ট্রাকটা আমার বাত শুনল না।'

—'তুমি নিজে কাটাবার চেষ্টা করোনি?'

—'কোশিশ করেছি হুজুর। কিন্তু ট্রাকটা য্যায়সে অ্যাক্সিডেন্ট করার লিয়েই আসছিল। আমি যেদিকে যাই—ও ভি সেদিকেই যায়!'

—'ট্রাকটা কে চালাচ্ছিল? কাউকে দেখেছ?'

—'ও হি তো আচম্ভা!' বিস্ময়ে, ভয়ে সুখী সিং এর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গিয়েছে—'ট্রাক কেউ চালাচ্ছিল না। কোই ড্রাইভার নেহি থা। ড্রাইভারের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সিট বিলকুল ফাঁকা। কৌন সা শয়তান ট্রাক চালাচ্ছিল কে জানে। আমি যে বেঁচে গেছি—রব জী বাঁচিয়েছেন। নেহি তো ও ভূতুড়ে ট্রাক আমাকেও মারত!

—'ড্রাইভারের সিটে কেউ ছিল না। আশ্চর্য! আশ্চর্য!' অধিরাজ অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে কি যেন ভাবছে—'ড্রাইভারহীন ট্রাক। ভাবা যায় না।'

—'এবার তুমি যাও।' দীপিকা সুখী সিং এর দিকে তাকালেন। সে মাথা নেড়ে চলে গেল। অধিরাজ তখনও স্তম্ভিত হয়ে বসে। একটু আগে যে কথাগুলো শুনল—তা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। দীপিকা তার অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন—'বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? আমারও প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সব কজন ড্রাইভার যখন একই কথা বলতে শুরু করল তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় কি?'

—'সবাই একই কথা বলেছে? মানে কেউ গোস্ট ট্রাকের ড্রাইভারকে দেখেনি?'

—'উঁহু।' তিনি বললেন—'একটু ভুল হল। ওরা প্রত্যেকেই জোর দিয়ে বলেছে যে ট্রাকটায় কোনও ড্রাইভারই ছিল না। ড্রাইভার না থাকলে দেখবে কাকে?'

অধিরাজ চুপ করে থাকে। এ কিরকম ট্রাক! যার কোনও অস্তিত্ব পুলিশের চোখে পড়ে না! যার কোনও ড্রাইভারও নেই।

—'আপনাদের বাড়িতে "লাফিং বুদ্ধ" আছে?'

আচমকা প্রশ্নটায় চমকে উঠলেন মিসেস দাস। অবাক হয়ে বললেন—'লাফিং বুদ্ধ— মানে ফেং শুই এর লাফিং বুদ্ধ?'

—'আজ্ঞে।'

—'না। কেন?'

মিঃ অ্যান্ড মিসেস দাসের বাড়ি থেকে বেরিয়েই পলাপিসি চেপে ধরলেন অধিরাজকে—'কি মনে হয়? এই মহিলাই সব কিছুর মূলে তাই না? কেমন দাপট দেখেছিস? সব ওরই কারিকুরি। আর ড্রাইভারদের ওসব ভুলভাল বর্ণনা পাখিপড়া করে শিখিয়ে রেখেছে।'

—'হতে পারে।' অধিরাজ আত্মমগ্ন—'কিন্তু ড্রাইভারটার মুখের এক্সপ্রেশন দেখে কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হল না। যথেষ্টই ভয় পেয়েছে।'

—'ধুস। ওসব উঁচুদরের অ্যাকটিং!'

—'হতে পারে।' সে বলল—'তবে একটা জিনিস ভারি অদ্ভুত। লক্ষ্য করেছ, ভদ্রমহিলা একবারও সরাসরি আমাদের দিকে তাকাননি। ওঁর চোখ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সবসময়ই আয়নার দিকে ছিল। আরেকটা জিনিস দেখেছ? আয়নাগুলোর ফ্রেম যত দামি, কাচগুলো ঠিক ততটাই পাতি। দামী অ্যান্টিক ফ্রেমে সাধারণ কাচ টাঙিয়ে রেখেছেন মহিলা। আমি ভাবছি কি বলা যায় ওঁকে। মহিলা মগনলাল মেঘরাজ? না নার্সিসাস?'

—'দুটোই...।'

অধিরাজ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বাড়ির বাইরের ডাস্টবিনটায় রূপোলি রঙের ওষুধের ফয়েল উঁকি মারছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ফয়েলটা তুলে নেয়। সরবিট্রেট এর ফয়েল!

—'আশ্চর্য!'

—'আশ্চর্যের আবার কি হল?'

অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে—'ফয়েলটা পুরো ভর্তি! স্ট্রেঞ্জ... স্ট্রেঞ্জ...!'

এরপরের গন্তব্যস্থল 'শুধ্' ডেয়ারি। ডেয়ারির মালিক সুমন্ত মোহান্তি তখন ফ্যাক্টরিতেই ছিলেন। তিনি অবশ্য পলাপিসিকে চেনেন না। বস্তুত তাঁর খিটকেলে চেহারা দেখলেই মনে হয়—রগচটা মানুষ। তাই কোনরকম লুকোছাপায় গেল না অধিরাজ। রীতিমতো গুরুগম্ভীর গলায় বলল—'থানা থেকে আসছি।'

'থানা' শব্দটা শুনেই প্রায় ফেটে পড়লেন মিঃ মোহান্তি। প্রথমেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে উড়িয়া ভাষায় হুড়মুড় করে কি বলে গেলেন কে জানে! তারপর একটু শান্ত হয়ে বললেন—'পেয়েছেনটা কি আপনারা? একেই ঐ মহারাণা জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে রেখেছে। তার উপর আবার আপনি? কি ভেবেছেন? আমি নিজেই নিজের ডেয়ারির দুধ চুরি করছি? জিজ্ঞাসা করুন ঐ সুখরাম ট্রাভেলসকে। ড্রাইভারদের সঙ্গে যড় করে ঐ মহিলাই এসব করছেন। ভূতুড়ে ট্রাক না আরও কিছু। ওরাই দুধ চুরি করছে...!'

পাশ থেকে পলাপিসি বললেন—'আদৌ কন্টেনারে দুধ থাকে কি?'

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন মোহান্তি। তারপর ফের উত্তেজিত হয়ে বললেন—'কি বলতে চাইছেন? আপনি কে?'

—'উনি সাদা পোষাকের লেডি পুলিশ অফিসার।' অধিরাজ নিস্পৃহ মুখে মিথ্যে কথা বলল—'অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ মোহান্তি। উনি নেহাতই মুখে প্রশ্নটা করেছেন। নয়তো আপনার কারখানা সার্চ করে দেখার অপশনও আমাদের কাছে ছিল।'

সার্চের কথা শুনে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। মিঃ মোহান্তি আমতা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আমতা করে বলেন—'দুধ ছাড়া আর কি থাকবে? সেই ১৯৮৫ সালে থেকে ডেয়ারির বিজনেস করছি। এর আগে আমেদাবাদে নেহাতই এক ডেয়ারির মজুর ছিলাম। আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে মালিক একটা পাঁচশো টাকার নোট বখশিশ দিয়েছিলেন। সেই প্রথম মূলধন। প্রথমে গরু কিনে বাড়ি বাড়ি দুধ দিতাম। সেখান থেকেই একটু একটু করে এই ব্যাবসাটাকে মজবুত করেছি। তখন আমার পকেটে একটা পাঁচশো টাকার নোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর আজ অনেক টাকার মালিক। কিন্তু প্রথম দিনের কথা আজও ভুলিনি। তখনও সৎ ছিলাম, আজও আছি। আমি মাংকি বিজনেস করি না।'

—'বেশ।' অধিরাজ পলাপিসির মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় কৈফিয়তে ভদ্রমহিলা বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সে অত সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক নয়। গলা খাঁকারি দিয়ে বলে—'মিঃ তিমির বৈদ্যকে চেনেন?'

—'চিনি না। তবে তিনি ঐদিন বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই মিসহ্যাপটা হয়ে গেল।'

—'তার মানে আপনাদের দেখা হয়নি।'

—'না।'

—'অ্যাক্সিডেন্টের দিন সকালেও হয়নি?'

—'মানে?' সুমন মোহান্তি হতভম্ব।

—'মানে যেদিন অ্যাক্সিডেন্টটা হয় সেদিন কি আপনার সঙ্গে তিমির বৈদ্যর দেখা হয়নি?'

সুমন মোহান্তি চোরের মতো তাকালেন—'হ্যাঁ। মানে...দেখা হয়েছিল... মানে...!'

অধিরাজ কড়া স্বরে জানতে চায়—'কি কথা হয়েছিল?'

—'তেমন কিছু না। উনি একদিন ফ্যাক্টরিতে আসতে চেয়েছিলেন। সেই কথাই...।'

—'মিসেস দীপিকা দাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে?'

—'হয়েছে।' ভদ্রলোক মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি আমার টাকা ফেরত চাইতে গিয়েছিলাম। আমার চারটে ডেলিভারি বরবাদ হয়েছে। অনেক লস হয়েছে। তাই ভাবছিলাম যে ওদের ট্রাক আর নেবো না। কিন্তু মহিলা এমন জাঁদরেল, এক পয়সাও ফেরত দিলেন না। বললেন নেক্সট ডেলিভারিতেও যদি প্রবলেম হয়, তখন দেখা যাবে...।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'নেক্সট ডেলিভারি মানে? কবে দুধের ট্রাক ফের বেরোচ্ছে?'

চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন ভদ্রলোক—'আগামীকালই যাওয়ার কথা। কি জানি—কি হবে।'

—'অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো আপনারই লাভ।' অধিরাজ বলল—'আপনার টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন!'

—'মানে?' ভদ্রলোক ফের লম্ফঝম্প শুরু করলেন—'আপনার ধারণা আমি নিজেই নিজের লস করছি। নিজেই অ্যাক্সিডেন্ট করাচ্ছি। হাউ ডেয়ার ইউ...!'

—'আপনার বাড়িতে বা ফ্যাক্টরিতে "লাফিং বুদ্ধ"র মূর্তি আছে?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সুমন মোহান্তি। কিছুক্ষণ পিটপিট করে তাকিয়ে থেকে বললেন—'না। জগন্নাথ ঠাকুরের মূর্তি আছে। কেন?'

সুমন মোহান্তির ফ্যাক্টরি থেকে বেরোনোমাত্রই পলাপিসি বললেন—'এই লোকটাই আসল কালপ্রিট। আরেকটু হলেই চেপে যাচ্ছিল যে ওঁর সঙ্গে তিমিরের দেখা হয়েছিল। কিন্তু তুই বুঝলি কি করে বল তো?'

অধিরাজ মৃদু মৃদু হাসে—'স্রেফ আন্দাজে ঢিল। সন্দেহটা হল ভদ্রলোকের জগার্স শু দেখে। ওঁর কেবিনের এক সাইডে একজোড়া জগার্স শু রাখা ছিল। জগার্স শু-এর তলায় একগাদা বালি। সচরাচর লোকে শখে অত দামি জগার্স শু কেনে না। তার মানে ভদ্রলোকের জগিং করার অভ্যেস আছে। আর জগার্স শু-এর তলায় বালি থাকার অর্থ, উনি জগিং করতে সি বিচেই যান। একটু আগেই মিসেস দাস বলেছেন, তিমিরও সি বিচে জগিং করতেন। তাই ভাবলাম—একটা চান্স নিয়ে দেখি। লাগে তুক্, না লাগে তাক্!'

—'আর "লাফিং বুদ্ধ"র ব্যাপারটা কি?'

অধিরাজ পলাপিসিকে গোটা ব্যাপারটাই খুলে বলে। তিমির বৈদ্যর ডায়েরিতে লেখা চারলাইন কবিতার কথাও বলল। শুনেই অস্থির হয়ে উঠলেন পলাপিসি—'হাসে অন্তর্যামী! তোর কি ধারণা? এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে?'

—'রহস্য নেই।' অধিরাজ বলল—'রহস্যভেদের চাবি আছে। আমার সন্দেহ, তিমির এমনি এমনি লাইনগুলো লিখে রাখেননি। এর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা কি, তা এখনও ধরতে পারছি না। যেদিন ধরতে পারবো—সেদিন রহস্য আর রহস্য থাকবে না।'

—'হুঁ।' পলাপিসি একটু চিন্তা করে বললেন—'তাহলে? এখন কি কর্তব্য?'

—'আপাতত বাড়ি ফেরা। কিঞ্চিৎ জলযোগ। অর্ণবরাও এতক্ষণে নিশ্চয়ই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ফিরে এসেছে। ওদের রিপোর্ট শোনা।' অধিরাজ একটা হাই তুলে বলে—'তারপর একটি পরিপাটি ঘুম।'

—'জুয়েলার জীবনলাল আর ক্যাপ্টেন প্রধান?'

—'কাল হবে।'

৬

ক্যাপ্টেন প্রধান অবশ্য এখানে থাকেন না। ভুবনেশ্বরে তাঁর বাড়ি। অনেক চেষ্টার পর টেলিফোনে তাঁকে ধরা গেল। তিনি তিমির বৈদ্যের অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে চাইছিলেন না। অধিরাজের অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু বললেন— 'ভদ্রলোক সম্ভবত শোভনজিত সিং এর ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিলেন। আই অ্যাম নট শিওর। তবে আমাকে একবার-দুবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শোভনজিতের ব্যাপারটার কোনও নিষ্পত্তি হয়েছিল কি না।'

'শোভনজিত সিং? সে কে?'

—'দেখুন...।' ক্যাপ্টেন প্রধানের গলার স্বর নেমে যায়—'এসব কথা অত্যন্ত গোপনীয়। একমাত্র এয়ারফোর্সের টপ-বসরাই জানেন। আর এই ভদ্রলোক কিভাবে জানলেন, জানি না। বুঝতে পারছি না, বলা উচিত হবে কি না!'

—'স্যার।' অধিরাজ কাতর মিনতি করে—'বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এই তথ্যটা জানার জন্যই তিমির বৈদ্য আপনার সঙ্গে মিট করতে চাইছিলেন। এবং সম্ভবত এই কারণেই তিনি আই সি ইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। যদি এই মুহূর্তে আপনি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট না করেন...।'

—'ওকে বলছি।' ক্যাপ্টেন প্রধান বললেন—'বাট, প্লিজ এ কথা পাবলিকলি ফাঁস করবেন না...।'

একটু একটু করে শোভনজিত সিং এর ব্যাপারে সবকিছু বললেন ক্যাপ্টেন প্রধান। কটক থেকে দশ কিমি দূরে চারবটিয়া এয়ার বেসে চাকরি করত শোভনজিত সিং। চারবটিয়া এয়ার বেসকে অবশ্য ২০১১ সালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স স্টেশন হিসাবে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। তার আগে এখানে এয়ারফোর্সের ব্যাপারে নানারকম গবেষণা হত। নানারকম টেকনোলজি নিয়ে কাজকর্মটাই তখন ছিল মূল ব্যাপার। শোভনজিত সিং সেই টেকনোলজি চড়া দামে অন্য দেশকে বেশ কয়েকবার বেচে দিয়েছিল। প্রথমে ব্যাপারটা কেউই ধরতে পারেনি। যখন চুরি ধরা পড়ল, ততক্ষণে অনেক

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দেরি হয়ে গিয়েছে। শোভনজিত সিং পুরো বেপাত্তা! অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

—'এটা কত সালের ঘটনা ক্যাপ্টেন?'

—'৭০ সালের কেস অফিসার ব্যানার্জী।' ক্যাপ্টেন প্রধান বললেন—'তখন তার বয়েস ছিল বাইশ।'

—'থ্যাঙ্কস স্যার। অ্যান্ড সরি টু ডিস্টার্ব ইউ।'

আজ সকালেই অফিসার মহারাণা এসে হানা দিয়েছেন পলাপিসির বাড়িতে। অধিরাজ কতদূর এগোতে পারল সে বিষয়ে জানার কৌতূহল আছে। তবে এই মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত পকোড়া, স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে। গরম পকোড়ায় কামড় দিতে দিতেই কান খাড়া করে একতরফা কথোপকথন শুনছিলেন। অধিরাজ ফোনটা রাখতেই জিজ্ঞাসা করলেন— 'শোভনজিত সিং কে?'

—'মোস্ট প্রব্যাবলি আমরা যে মহাপ্রভুকে খুঁজছি।' অধিরাজ হাসল—'তিমির বৈদ্য এই লোকটির সম্পর্কে কৌতূহল দেখিয়েছিলেন। অ্যাকর্ডিং টু রেকর্ড তিনি চারবটিয়া এয়ার বেসের অনেক তথ্যই শত্রুর কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।'

—'ইন্টারেস্টিং!'

—'১৯৭০ সালে তিনি বেপাত্তা হয়ে যান। আই মিন ফেরার হয়ে যান।' সে বলে— 'তখন তার বয়স ছিল বাইশ।'

—'তার মানে এখন শোভনজিত সিং এর বয়েস প্রায় চৌষট্টি বা পঁয়ষট্টি হওয়া উচিত।'

—'বয়েস না ভাঁড়ালে তাই হওয়াই উচিত।' অধিরাজ কফির কাপ তুলে নিয়ে বলে—'আর এই এজ গ্রুপের, মানে চৌষট্টি বা পঁয়ষট্টির মধ্যে অন্তত দুজন আছেন। কালকেই মোলাকাত হয়েছে। মিঃ সুখরাম দাস আর মিঃ সুমন মোহান্তি। দুজনের বয়েসই ওরকম। জুয়েলার জীবনলালের বয়স কিরকম হবে?'

—'সেম স্যার।' মহারাণা বললেন—'হি ইজ বিটউইন সিক্সটি এ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ।'

সে একটু থেকে বলল—'আই সি।'

—'ইউ সি নাথিং!'

ওদের অজান্তেই কখন যেন পলাপিসি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হাতে নতুন করে ভাজা একবাটি পকোড়া। ঠক করে টেবিলের উপরে বাটিটা রেখে বললেন—'ইউ সি নাথিং বিকজ ইউ আর অলরেডি বায়াস্‌ড্‌। ক্যাপ্টেন প্রধানের বয়েস কত সেটা জিজ্ঞাসা করেছিস? ঐ ভদ্রলোককেও তো ফোন করেছিল তিমির। দেখাও করতে চেয়েছিল। কি ভাবে দেখা করত? ভুবনেশ্বরে গিয়ে? যদি তাই হয় তবে ঐ একই দিনে বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেলল কেন? পুরীতে দুজনের সঙ্গে দেখা করে সে কি ঐ সময়ের মধ্যেই চিল্কার জুয়েলার আর ভুবনেশ্বরের এয়ারফোর্সের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মোলাকাত করতে যেত! এক বিকেলের মধ্যে কি এতগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা সম্ভব? অবশ্য যদি না চারজনই একজায়গায় থাকে!'

অধিরাজ স্তম্ভিতের মতো পলাপিসির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই তো! একদম মোক্ষম যুক্তি। তার মানে ক্যাপ্টেন প্রধানও হয়তো ঘটনার দিন পুরীতেই ছিলেন। এয়ারফোর্সের লোক যখন, তখন জগিং করার অভ্যেসও নিশ্চয়ই আছে...! আর পলাপিসির থিওরি মেনে নিলে জীবনলালেরও এখানে থাকার কথা!

—'আই অ্যাডমিট।' সে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকায় পলাপিসির দিকে—'ভেরি গুড পয়েন্ট!'

—'ক্যাপ্টেন প্রধান অলসো সিক্সটি ফোর স্যার।' মহারাণা বললেন—'ওঁর চৌষট্টি বছর হয়েছে।'

পলাপিসি সোফার উপর আয়েশ করে বসলেন—'আমার মনে হয় ঐ লোকটাই আসল কালপ্রিট। ভুলভাল বকে তোদের কনফিউজ করছে। কে কোথাকার এক শোভনজিত সিং, সে বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে তার ঠিক নেই, তোদের এখন তার পিছনে লাগাতে চাইছে। প্রধান নিজেই শোভনজিত সিং কিনা তার ঠিক নেই!'

অধিরাজ চোখ পাকায়—'তার মানে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলে!'

—'বেশ করেছি। গোয়েন্দাগিরি তুই একাই করবি ভুতুরাজা? কত বড় হয়েছিস? নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয়...!'

সেরেছে! এখন মহারাণার সামনেই পলাপিসি অধিরাজের প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন দিতে শুরু করেছেন! মহারাণা অবশ্য এমন মুখ করে আছেন যেন কিছুই শোনেননি! যেন এখন পিসি-ভাইপোর কথা শোনার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাথার উপরে ঘুরন্ত পাখাটাকে পর্যবেক্ষণ করা। হয়তো ওর মধ্যেই সমস্ত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ একটা গলা খাঁকারি দিয়ে বলে—'ইয়ে, মানে...অর্ণব আর ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘুম ভেঙেছে? ওদের ব্রেকফাস্ট দিয়েছ?'

—'ডাঃ চট্টরাজ?' পলাপিসি মুচকি হাসলেন—'না, তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আমি একটু আগেই শুনেছি।'

—'আর অর্ণব?'

—'সে আজ দেরি করে উঠবে। কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি। নতুন জায়গা কি না।'

সে মাথা চুলকে বলে—'ইয়ে...মানে, পলাপিসি—আমি সাতসকালে পকোড়া খাই না। যদি স্যান্ডউইচ আর ফ্রুট জুস দাও...'

—'এক থালা স্যান্ডউইচ টেবিলের উপরেই আছে।' পলাপিসির সোফা ছেড়ে নড়া-চড়ার কোনও লক্ষণই নেই—'আগে ওগুলো শেষ কর।'

অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও যখন পলাপিসিকে নড়ানো গেল না, তখন প্রায় অসভ্যের মতোই বলল অধিরাজ—'তাহলে তুমি আর অফিসার মহারাণা মিলে কেসটা ডিসকাস করো। আমি বরং লাঞ্চের ব্যবস্থা করি...। ইয়ে, কিচেনটা কোন দিকে?'

—'থাক...হয়েছে!' পলা অভিমানী মেয়ের মতো ঠোঁট ফোলালেন—'তোকে আর কিচেন খুঁজতে হবে না! আমাকে তাড়াতে চাইছিস তো? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেলেন তিনি। মহারাণা শশব্যস্তে বললেন—'উনি বোধহয় রাগ করলেন স্যার...।'

—'নো প্রবলেম।' অধিরাজ হেসে বলে—'আমি সামলে নেব। বাই দ্য ওয়ে অফিসার, আপনি চমৎকার বাংলা বলেন। ওড়িয়া বলতে পারেন না?'

মহারাণা অদ্ভুত প্রশ্নটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কোনমতে সামলে নিয়ে বলেন—'কেন বলতে পারব না স্যার? আমি তো এখানকারই ছেলে!'

—'কই, বলতে শুনিনি তো?'

—'আপনার সঙ্গে বলব কেন? আপনি তো বাঙালি! ওড়িয়াদের সঙ্গেই উড়ে ভাষাতেই কথা বলি।'

—'তাই তো!' অধিরাজ মাথা চুলকে বলল—'সরি, মাথাটা বোধহয় একদম গিয়েছে। কাল থেকে এমন সব উদ্ভট উদ্ভট কথা শুনছি যে সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। জল থেকে আগুন লাগছে! দুধ চুরি! ভূতে ট্রাক চালাচ্ছে, কারণ ঐ ট্রাকের কোনও চালক ছিল না। ইনফ্যাক্ট ট্রাকটাও আসল ট্রাক না ট্রাকের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভূত—সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অন্তর্যামী হাসছেন...? সিম্পলি আর নিতে পারছি না!'

মহারাণা হাসলেন। অধিরাজের অবস্থা তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রায় একইরকম। তিনি অবশ্য কেসটার ব্যাপারে বিশেষ আশাবাদী নন। আদৌ এ কেসের ফয়সালা হবে বলে মনে হয় না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হয়। এত সহজে তো আর ফাইল ক্লোজ করা যায় না।

—'তাহলে কি করব স্যার?'

সে একটু ভেবে নিয়ে বলে—'রাতে টিম নিয়ে রেডি থাকবেন। আজ রাতে আরও একটা ট্রাক দুধ নিয়ে চিল্কার দিকে যাবে। আমরাও ভাবছি সকালের দিকে চিল্কাটা একটু ঘুরে আসব। জীবনলালের সঙ্গেও কথা হয়ে যাবে। আমরা আর ফিরব না। চিল্কা থেকে একটু এগিয়ে এসে ওয়েট করব। এখান থেকে মিল্কট্রাকটা যখন বেরোবে তখন আপনি একটু দূর থেকেই ট্রাকটাকে ফলো করবেন। আজও ভূতুড়ে ট্রাকের আবির্ভাব হওয়ার চান্স আছে। আপনি আমার মোবাইলে ফোন করে আপনার লোকেশন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উল্টোদিক থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চার ধরে এদিকেই আসবো। যদি সত্যিই এর পিছনে কোনও ট্রাক থেকে থাকে তবে আজই লোকেটেড হয়ে যাবে।'

মহারাণা অস্বস্তিতে পড়লেন। আজ পর্যন্ত পুলিশ শত চেষ্টা করে ভূতুড়ে ট্রাকের টিকিটও দেখতে পায়নি। সি আই ডি অফিসার কি পারবেন?

তবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'ওকে স্যার।'

—'আর ফরেনসিক টিমকেও রেডি রাখবেন।' অধিরাজ তীক্ষ্ণ চোখ দুটো তুলে তাকায়—'অ্যাক্সিডেন্ট যদি সত্যিই ঘটে তবে বিশেষজ্ঞরা যেন তৈরি থাকেন। আমার সঙ্গেও আছেন একজন...।'

—'জানি। ডাঃ চ্যাটার্জী।' মহারাণা দৃঢ় গলায় বললেন—'ডোন্ট ওরি স্যার। আপনার কথামতো সব রেডি থাকবে।'

অধিরাজের প্ল্যানমাফিক ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্নান-টান করে সকলেই চিল্কার পথে বেরিয়ে পড়ল। পিসো রীতিমতো দক্ষ ড্রাইভার। চিল্কায় অগুনতিবার গিয়েছেন। রোডম্যাপ হাতের রেখার মতোই মুখস্থ। তাই তিনিই স্টিয়ারিঙে বসলেন। পাশে পলাপিসি। অধিরাজ তাঁকে আলোচনার মাঝখান থেকে কাটিয়ে দিয়েছে বলে এখনও রেগে আছেন। আদরের 'ভূতুরাজা'র সঙ্গে কথাই বলছেন না!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পিছনের সিটে অধিরাজ, অর্ণব ও ডাঃ চ্যাটার্জী। ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘুমের রেশ এখনও কাটেনি। বিশাল বিশাল হাই তুলছেন। বেশ কয়েকবার আড়চোখে তাঁর প্রকাণ্ড হাই তোলা দেখল অধিরাজ। ইশারায় অর্ণবকেও দেখাল। তারপই হঠাৎই বলল—'অর্ণব...! কাল রাতে কি হয়েছিল জানো?'

অর্ণব বুঝল ফের স্যারের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছে। সে কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়—'কি হয়েছিল?'

—'তোমরা কেউ জানো না!' অধিরাজ বলল—'কাল রাতে নন্দনকানন থেকে একটা সাদা বাঘ পালিয়ে গিয়েছিল। পালাতে পালাতে বাঘটা ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছিল। বাপ রে—তার কি ডাক! গর্ গর্ হালুম হালুম আঁউম আঁউম! আমার তো ঘুম লাটে উঠল! সে ডাকে একেবারে ত্রিভুবন কাঁপছিল!'

পিসো সম্ভবত কথাটা সরল মনেই বিশ্বাস করেছেন। অবাক হয়ে বললেন—'সে কি রাজা! নন্দনকাননের সাদা বাঘ এখানে! বলো কি! ইম্পসিব্‌ল্!'

অর্ণবও বলে—'হতে পারে পিসো। আমিও কিন্তু কাল রাতে একটা ভয়াবহ আওয়াজ শুনেছি।'

ডাঃ চ্যাটার্জীর হাই তোলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে তাকালেন—'গুল মারার আর জায়গা পাওনি। নন্দনকাননের সাদা বাঘ তোমার জানলার নীচে বসে গান গাইছিল! জাস্ট বোগাস!'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না তো!' সে নিজের ফোনটা বের ক'রে এনেছে—'জানতাম, আপনি বিশ্বাস করবেন না। সেই জন্যই চুপিচুপি বাঘটার ডাক রেকর্ড করে রেখেছি।'

ডাঃ চ্যাটার্জী এবার লাফিয়ে উঠলেন—'রেকর্ড করে রেখেছ মানে! কি করে রেকর্ড করলে?'

—'বাঘটা সামনের দরজার সামনে বসে ডাকছিল। আমি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ব্যাটার পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকটা রেকর্ড করেছি।'

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবার সিরিয়াস হয়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন, ভয়ার্ত স্বরে বললেন—'দুঃসাহসের একটা লিমিট আছে রাজা! বাঘের পিছনে দাঁড়িয়ে তার ডাক রেকর্ড করছ তুমি! যদি কিছু হয়ে যেত। যদি বাঘটা অ্যাটাক করত!'

অধিরাজ নিরীহ মুখে বলে—'তাহলে পালিয়ে যেতাম!'

ডাঃ চ্যাটার্জী রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। পিসো তার আগেই বললেন—'বাঘের ডাকটা একবার শোনাও দেখি। আমার বাঘের ডাক

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শোনার বিশেষ সৌভাগ্য কখনও হয়নি। তোমার দৌলতে এবার হয়ে যাবে।'

—'শিওর।'

মোবাইল ফোনে সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভয়ঙ্কর গর্জন। সে শব্দে প্রায় সকলেরই পিলে চমকে যাওয়ার উপক্রম! ঘর্ ঘর্, গর্ গর্, ঘঁউম ঘঁউম, হুম হাম, ঘুম ঘাম্ করে কি ভয়ঙ্কর সে ডাক! ডাঃ চ্যাটার্জীর রক্ত হিম হয়ে যায়। রাজার কি ভয়াবহ দুঃসাহস! একটা আস্ত মানুষখেকো সাদা বাঘের পিছন থেকে তার গর্জন রেকর্ড করেছে। যদি কিছু মিসহ্যাপ হয়ে যেত...!

তিনি অধিরাজকে আরও একচোট ধমক দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই চোখে পড়ল সে দুষ্টু দুষ্টু হাসছে! অর্ণব মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। এমনকি পলাও গম্ভীর থাকার চেষ্টা করেও পারছেন না!

সমস্ত ব্যাপারটাই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। নিজের মূর্খামির জন্য আফসোস হচ্ছে। এ ব্যাপারটা বুঝতে এত দেরি হল কেন! এটা কোনও বাঘের ডাকই নয়!

তিনি আস্তে আস্তে বললেন—'আমি মোটেও এমন ভয়ঙ্কর ভাবে নাক ডাকি না!'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। অধিরাজ হাসতে হাসতে বলে—'কাল রাতেই রেকর্ড করেছি। একেবারে তাজা তাজা প্রুফ! আপনি অস্বীকার করতে পারেন না ডাঃ চ্যাটার্জী। শুধু ডাকই নয়, সঙ্গে ভিশ্যুয়ালও আছে। দেখাবো?'

ডাঃ চ্যাটার্জী হাঁ হাঁ করে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভিডিও দেখার ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল। অধিরাজ হঠাৎ পিসোর কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল—'পিসো...গাড়িটা একটু সাইড করাও...কুইক...।'

পিসো ব্রেক কষলেন। গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

—'কি হল রাজা?' তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে অধিরাজের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। অধিরাজ ততক্ষণে গাড়ির ডোরলক খুলে রাস্তায় নেমে পড়েছে। তার দৃষ্টি সামনের রেস্তোরাঁর দিকে নিবদ্ধ! রেস্তোরাঁয় বসে এক প্রৌঢ় আপনমনে মাট্‌ন বিরিয়ানি খেতে ব্যস্ত। সেদিকেই আঙুল তুলে বলল—'উনি মিঃ সুখরাম দাস না? ওঁর না হার্টের অসুখ! সর্বক্ষণ সঙ্গে সরবিট্রেট নিয়ে ঘোরেন। অথচ রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকে মনের আনন্দে মাটন বিরিয়ানি সাঁটাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি?'

—'হাইলি সাসপিশাস।' পিছন থেকে পলাপিসি ফোড়ন কাটেন।

—'চলো, দেখে আসা যাক।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সুখরাম দাস তখন মনের সুখে মাটনের হাড় চিবোচ্ছিলেন। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, তার সামনে দুই আগন্তুক ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হল। অধিরাজ আর পিসো!

—'এ কি মিঃ দাস।' পিসো অবাক হওয়ার ভান করেন—'আপনার না হার্টের অসুখ। ডাক্তার আপনাকে রেডমিট খেতে স্ট্রিক্টলি বারণ করেছেন না? আর আপনি মাটন বিরিয়ানি খাচ্ছেন। ঘি চপচপে হাই কোলেস্টেরল ভর্তি! মিসেস দাস জানেন? উনি আপনাকে এসব খেতে অ্যালাও করেন?'

সুখরাম দাসের মুখ থেকে পাঁঠার হাড়টা পড়ে গেল! কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কোনমতে আমতা আমতা করে বললেন—'এই মানে...ইয়ে... মানে...বন্ধুরা জোর করল তাই...!'

—'বন্ধুরা?' পিসো এদিক ওদিক তাকালেন—'কোথায় আপনার বন্ধুরা? তাদের একটু জানিয়ে দিই যে এসব খাবার আপনার পক্ষে ক্ষতিকারক। তাদেরও জানা উচিত যে বন্ধু হয়ে কি সর্বনাশ করছে আপনার...!'

মিঃ সুখরাম দাস কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ধারও ধারলেন না। বরং স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে উঠে বললেন—'আমার হয়ে গিয়েছে...।' বলেই হনহন করে হাঁটা!

—'আরে...আরে...।' পিসো আর অধিরাজও তাঁর পিছনে দৌড়চ্ছে—'এত উত্তেজনা ভালো নয় মিঃ দাস। চতুর্দিকে আজকাল যা রোগের ছড়াছড়ি!'

মিঃ দাস তড়িঘড়ি করে এসে দাঁড়ালেন একটা ওষুধের দোকানের সামনে। পিসো তখনও তাঁকে বুঝিয়ে চলেছেন—'এই দেখুন, এইটুকু আসতেই কেমন হাঁপাচ্ছেন! এটা কি সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ? আপনার এখন রেস্ট প্রয়োজন...!'

ভদ্রলোক তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই কেমিস্টকে বললেন—'এক পাতা সরবিট্রেট আর দুটো ইন্সট্যান্ট কোল্ড প্যাক।'

এতক্ষণে মুখ খুলল অধিরাজ—'ইন্সট্যান্ট কোল্ড প্যাক কার জন্য স্যার? কারুর চোট আঘাত লেগেছে নাকি?'

মিঃ দাস তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখদুটোয় ধারালো নিষ্ঠুরতা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—'মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস!'

পিসো আরও কিছু বলার আগেই তাঁর হাত ধরে টান মারে অধিরাজ। অর্থাৎ এখন কেটে পড়াই ভালো। সে মৃদু হেসে বলল—'ওকে...ইটস ওকে... এনজয় ইওর সরবিট্রেট অ্যান্ড ইন্সট্যান্ট কোল্ড প্যাক। বাই।'

মিঃ দাসকে ওখানেই রেখে দুজনে সরে পড়ল। রাস্তা ক্রস করতে করতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বললেন পিসো—'লোকটাকে তো চিরকালই নিরীহ বলে জানতাম। হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন বল দিকিন?'

অধিরাজ মৃদু হাসল—'অনেক সময় সিংহরা গাধার চামড়া পরে থাকে। শরদিন্দুবাবুর ভাষায়—গর্দভচর্মাবৃত সিংহ। বাইরে থেকে যতই নিরীহ হোক, ভিতরে ভিতরে হিংস্র। এ লোকটাও তেমনই। যতটা নিরীহ তোমরা ভাবো—অতটা নিরীহ বোধহয় নন মিঃ দাস।' বলতে বলতেই তার চোখ পড়ল আরেকটা দোকানের ভিতরে—'ঐ দ্যাখো, আমাদের আরেক মক্কেল।'

মিঃ সুমন মোহান্তি একটা ফার্নিচারের দোকানে ঢুকে কি যেন দরদাম করছিলেন। অধিরাজ একখানা প্লাস্টিক হাসি নিয়ে তাঁর সামনে উদয় হল—'কি কিনলেন মিঃ মোহান্তি?'

—'আমার জন্য কিছুই না।' ব্যাজার মুখে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক—'মিসেস দাসের নতুন আয়নার ডেলিভারি নিতে এসেছি। মিঃ দাস আমার বন্ধু মানুষ। তাঁর রিকোয়েস্ট ফেলতে পারি না।'

—'মিসেস দাসের আয়নার ডেলিভারি আপনি নিচ্ছেন!' অধিরাজ আকাশ থেকে পড়ে—'কেন? মিঃ দাস কোথায়?'

—'মিঃ দাস অসুস্থ। সকাল থেকেই তাঁর বুকে পেইন। তাই আমিই...!'

—'মিঃ দাস অসুস্থ! কিন্তু...!'

পিসো সম্ভবত বলতে যাচ্ছিলেন যে একটু আগেই তিনি মিঃ দাসকে মাটন বিরিয়ানি খেতে দেখে এসেছেন। কিন্তু অধিরাজের ঠ্যালা খেয়ে থেমে গেলেন।

—'দেখি, আয়নাটা কিরকম!' অধিরাজ কথা ঘুরিয়ে দেয়—'মিসেস দাসের কালেকশনের আয়নাগুলো কিন্তু ভারি চমৎকার। এক্সক্লুসিভও বটে!'

—'দেখুন।' মোহান্তি একটা আয়নার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন—'এটাও এক্সক্লুসিভ!'

এক্সক্লুসিভই বটে। এমন আয়না সম্ভবত রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের পর আর কেউ ব্যবহার করেনি। রীতিমতো ঢাউস আয়নাটার চতুর্দিকে সোনালি রঙের কাঠের কারুকার্য। দোকানি ফসফস করে বলতে শুরু করল—'অ্যান্টিক পিস স্যার! এইটিন্থ সেঞ্চুরির আয়না। ফ্রেঞ্চ গ্লাইডেড উড ওভার ম্যান্টল। আটচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া, বিরাশি ইঞ্চি লম্বা। কাঁচ দেখুন। একদম পার্ফেক্ট রিফ্লেকশন দেখাবে। ট্যারা-ব্যাঁকা, লম্বাটে—খুদকুড়ি—কোনরকম রিফ্লেকশন দেয় না। একদম রিয়ালিস্টিক। এ জিনিস পাওয়া খুব মুশকিল। অনেক কষ্টে ম্যাডামের জন্য আনিয়েছি!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'তাই?' পিসো উৎসাহিত। নিজের মুখ আয়নায় দেখে খুশি হয়ে বললেন—'আহা! দারুণ রিফ্লেকশন তো। আমার বাড়ির আয়নায় তো সবসময়ই হাঁড়ির মতো মুখ দেখায়। এখানে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে।'

মোহান্তি ব্যাজার মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকা তাঁকে একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল অধিরাজ—'আপনি আজকে চিল্কা যাচ্ছেন না?'

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন—'চিল্কা! কই...ন্‌ন্‌না তো!'

সে হেসে ফেলল—'ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? এল ও সি ক্রস করার কথা তো বলিনি। চিল্কা যাওয়া কোনও ক্রাইম নয়!'

—'না...না...আমি চিল্কা যাচ্ছি না!'

—'কালকে যেন বলছিলেন...!'

—'আমি না...আমার ডেয়ারির দুধ যাবে ওদিকে। আজ ডেলিভারি আছে।'

বলতে বলতেই সুড়ুৎ করে কেটে পড়লেন ভদ্রলোক। তাঁর পলায়নের ভঙ্গি দেখে না হেসে পারল না অধিরাজ। এমন ভাবে দৌড়চ্ছেন যেন নন্দনকাননের কাল্পনিক সাদা বাঘটা তাঁকে তাড়া করেছে!

—'এসব কি হচ্ছে রাজা!' পিসো অধৈর্য হয়ে বললেন—'ওদিকে মিঃ দাস মাটন বিরিয়ানি খাচ্ছেন। এদিকে তাঁর মিসেসের জন্য আয়না কিনছেন মিঃ মোহান্তি। মিঃ দাস নাকি অসুস্থ! এসব কি বিটকেল ব্যাপার!'

—'ভূতুড়ে ট্রাকের চেয়ে বিটকেল নয়!' বলতে বলতেই কি যেন দেখে থমকে গেল অধিরাজ। ফার্নিচারের দোকানির সম্ভবত ফটো সংগ্রহের শখ। নানারকম ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছেন দোকানে। ফ্রেমগুলো বিক্রয়যোগ্য। কিন্তু অধিরাজের লক্ষ্য ফ্রেম নয়—একটি বিশেষ ছবি। সেদিকে তাকিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

—'কি দেখছ?'

অধিরাজের চোখ অর্ধনিমীলিত। কিন্তু দৃষ্টি তরোয়ালের মতো তীক্ষ্ণ। সে অস্ফুটে বিড়বিড় করে বলল—'হাসে অন্তর্যামী...হাসে অন্তর্যামী...ওঃ ঈশ্বর। বুঝতেই পারিনি! কি বোকা আমি...! অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল...!'

পিসো তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন দেওয়ালে হিরোসিমা-নাগাসাকির উপরে অ্যাটম বম্ব ফেলার ছবি। কিন্তু তার সঙ্গে দেবতার হাসির কি সম্পর্ক!

—'১৯৭৪ সালের ১৮ই মে, পোখরানের প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা মনে আছে পিসো?' আত্মমগ্ন ভাবেই বলে অধিরাজ—'তার কোড নেম কি ছিল মনে আছে?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পিসো খুব সহজেই উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, মনে আছে। অপারেশন শক্তি।'

—'উঁহু। ওটা দ্বিতীয় অপারেশনটার নাম ছিল, যেটা ১৯৯৮ সালের ১১ই মে তে হয়েছিল—প্রথমটার কোড নেম?'

—'কোড নেম...কোড নেম...!' বলতে বলতেই প্রায় চমকে উঠলেন পিসো—'কি সর্বনাশ! স্মাইলিং বুদ্ধ।'

—'এগজ্যাক্টলি!' অধিরাজ উত্তেজিত—'স্মাইলিং বুদ্ধ! হাসে অন্তর্যামী! মা-ই গড!...মা-ই গড! তেমনই কিছু একটা হতে চলেছে। তেমনই কিছু...!'

সে আর কথা না বাড়িয়ে অফিসার মহারাণাকে ফোন করল—'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর মহারাণা? হ্যাঁ...শুনুন...যে করেই হোক শোভনজিত সিং এর এক কপি ফটো আমার আজ রাতেই চাই...মেক ইট পসিবল!...এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না...বাট আমার ইনট্যুইশন বলছে অন্তর্যামীর হাসি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার!...সো ডু ইট নাও...!'

৭

সারা রাস্তা আর কোনও কথা বলল না অধিরাজ। তার মুখ ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠেছে। মাথার ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু ঐ চারটে লাইন—'পথ ভাবে 'আমি দেব'/রথ ভাবে 'আমি'/মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'/হাসে অন্তর্যামী।' এখন আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোটা কবিতার অর্থটা! তিমির বৈদ্য 'হাসে অন্তর্যামী'র পর জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়েছিলেন, কারণ তখনও তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু অধিরাজের মনে আর কোনও সংশয় নেই।

—'রাজা...।' ডাঃ চ্যাটার্জী জানতে চান—'তাহলে এটা স্মাগলিঙেরই কেস?'

শক্ত চিবুক চুঁইয়ে কয়েকট শব্দে উত্তর এল—'কোনও সন্দেহই নেই।'

আসার পথেই অধিরাজ লক্ষ্য করেছে এই রাস্তায় তেমন ঘন জনবসতি নেই। কোথাও দুপাশ ঘিরে জঙ্গল। কোথাও বা দিগন্তবিস্তৃত খাঁ খাঁ প্রস্তরভূমি! দু একটা ছোট ছোট গ্রাম থাকলেও, তেমন সরগরম নয়। রাস্তার দু পাশে আলো আছে ঠিকই—কিন্তু অপ্রতুল! এমন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো কোথায় হবে!

—'কি স্মাগলিং হচ্ছে? দুধ?'

অধিরাজ উজ্জ্বল চোখ দুটো মেলে তাকাল—'আপনার কী মনে হয়?'

ডাঃ চ্যাটার্জী চুপ করে গেলেন। দুধ কোনওদিন স্মাগলিং হয় বলে শোনেননি।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'আর ভূতুড়ে ট্রাকটা?'

—'বাংলায় ধোঁকার টাটি বলে একটা শব্দ আছে জানেন তো?' সে বলে—'ভূতুড়ে ট্রাকটা হল স্রেফ ধোঁকার টাটি। পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি—মূর্তি ভাবে আমি দেব, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজেকে ইম্পর্ট্যান্ট ভাবছে। সবাই ভাবছে যে জনগণের প্রণাম, শ্রদ্ধার মূল লক্ষ্য সে—ই। অথচ অলক্ষ্যে অন্তর্যামী হাসছেন। কারণ তিনি জানেন গোটাটাই আসলে মস্ত বড় ভ্রান্তি। একই ঘটনা এখানেও।'

বলতে বলতেই অধিরাজ সিগারেট ধরাল— 'আমরা ভাবছি ট্রাকটা গুরুত্বপূর্ণ, দুধ গুরুত্বপূর্ণ, ভূতুড়ে ট্রাকের অ্যাক্সিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এগুলো স্রেফ শিখণ্ডী। শিখণ্ডীর পিছনেই লুকিয়ে আছেন আমাদের ধনুর্ধারী অর্জুন! অথচ তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ইনফ্যাক্ট এতগুলো ঘটনার ঘনঘটায় কনফিউজড হয়ে গিয়ে আসল ঘটনাটাই লক্ষ্য করছি না!'

—'মানে?' ডাঃ চ্যাটার্জী অবাক—'তাহলে আসল ঘটনা কোনটা?'

—'দুধের কন্টেনারগুলো হাপিশ হয়ে যাওয়া। ভুলে যান যে এই ঘটনায় কোন ভূতুড়ে ট্রাক আছে। ভুলে যান যে সেই ট্রাকটা কোনও ড্রাইভার চালায় না! গোস্ট ট্রাকের যাবতীয় ডিটেলস ভুলে গেলে 'নেতি...নেতি' করে পড়ে রইল কি?'

তিনি একটু ভেবে বলেন—'মিল্ক ট্রাকের অ্যাক্সিডেন্ট আর দুধ চুরি।'

—'এগজ্যাক্টলি।' অধিরাজের চোখ চকচক করে ওঠে—'আর একটা ভারি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? ট্রাকের অ্যাক্সিডেন্ট হলে কম-সে কম কয়েকটা দুধের ক্যান এদিক ওদিক ছিটকে পড়বে। রাস্তায় দুধ ছিটকে পড়বে। যদি ধরে নিই যে কন্টেনারগুলোর মুখগুলো বজ্র আঁটুনিতে আঁটা থাকে, তা সত্ত্বেও অমন একটা অ্যাক্সিডেন্টে অন্তত একটা কি দুটো কন্টেনারের মুখ খোলা অবধারিত। যদি নাও খোলে, তবু রাস্তার উপর দুধ পড়বে। কারণ দুধ লিকুইড জিনিস। ক্যানের মুখ চুঁইয়ে পড়তেই পারে। ফরেনসিক টিম, পুলিশ বারবার বলেছে যে রাস্তার উপরে ভূতুড়ে ট্রাকের টায়ারের ছাপ পাওয়া যায়নি। কারণ তারা ভূতুড়ে ট্রাকটাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু একবারও বলেনি যে রাস্তার উপরে দুধ পড়েছিল কি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পড়েনি। পড়লে অন্তত একবার কথাটা মহারাণা বলতেন।'

—'মানে?'

—'মানে খুব সিম্পল। ট্রাকে দুধ ছিল না। অন্য কিছু ছিল।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'কি?' ডাঃ চ্যাটার্জী উত্তেজিত হয়ে বলেন—'তাহলে এসব সুমন মোহান্তিরই কারসাজি।'

—'মিঃ অ্যান্ড মিসেস দাসও হতে পারেন। ভেহিকল তো তাদেরই। অথবা অন্য কেউও হতে পারে।' অধিরাজ মাথা নাড়ল—'এখনই কিছু বলা যায় না ডক। তবে আপনার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আজ রাতে আমাকে ডোবাবেন না।'

তার কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ডাঃ চ্যাটার্জীকে ভীষণ ভাবে স্পর্শ করে। তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

—'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট রাজা।'

চিল্কা লেক একটা দেখার জিনিস বটে। তার অতিকায় দেহ পুরী, খুরদা আর গঞ্জাম রাজ্য জুড়ে আছে। প্রায় এগারোশো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে জল কলকল ছলছল করে বেড়াচ্ছে। যখন সূর্যালোক তার উপরে পড়েছে তখন মনে হচ্ছে জলের ভিতরে হয়তো সবুজাভ নীল রঙের মৎস্যকন্যারা ছোট ছোট আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে ব্যস্ত, আর তাদের আয়নার কাচে সূর্যরশ্মি ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এমন অর্বুদ অর্বুদ জলের মহোৎসব দেখলে মনে পড়ে যায় রূপকথার রাক্ষসের কথা। সবুজাভ জলের স্রোতের ভিতরে অদ্ভুত রহস্যময় এক জগৎ। কে জানে এখানেই আগে রাক্ষসেরা নিজেদের প্রাণভোমরা লুকিয়ে রাখত কি না!

পলাপিসি এখানে এসে প্রায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছেন। সকালের রাগ-টাগ ভুলে অধিরাজের কাছে এসে নাচতে নাচতে বললেন—'খোঁজ নিয়েছি বুঝলি। এখানে টাইগার প্রন পাওয়া যায়। তার সঙ্গে পার্শে, ভেটকি...উল্‌ল্‌স্‌! আমি তো দুটোরই অর্ডার দিয়েছি—তোর পিসো আর অর্ণব প্রন খাবে। তুই কোনটা খাবি?'

—'তোমরা এখন খাবে!' অধিরাজ চোখ কপালে তুলে বলে—'চিল্কা ঘুরবে না?'

—'সে তো ঘুরবই।' তিনি বললেন—'বোটের লোকটা বলল পুরো চিল্কা ঘুরতে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। আমি ভাবলাম বরং আগেই হোটেলে খাওয়ার অর্ডারটা দিয়ে যাই। ফিরে এসে গরম গরম ভাত পেয়ে যাব। নয়তো পাঁচ ঘণ্টা বাদে অর্ডার দিলে কপালে কখন খাওয়া জুটবে ঠিক নেই!'

—'বেশ করেছ।' সে বলল—'আমি ভেজ খাবো। একটা ভেজ প্লেট বলে দাও।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পলাপিসি অবাক—'চিল্কায় এসে তুই ভেজ খাবি! পাগল নাকি!'

—'পাগলই বটে।' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'আমার জন্যও একটা ভেজ প্লিজ।'

—'সে কি! ডাঃ চট্টরাজ! আপনি প্রন খাবেন না?'

—'না ম্যাডাম!' ডাঃ চ্যাটার্জী নিরীহ মুখে বললেন—'মাথার চুলের সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান আর বুদ্ধি তো গেছেই, তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস গেছে। হজমশক্তি। অবেলায় চিংড়ি সহ্য হবে না।'

একেই বলে বুমেরাং! পলাপিসি স্মিত হেসে বললেন—'বেশ, তাহলে দুজনের জন্যেই ভেজ বলে দিচ্ছি। তোরা আসছিস তো? পিসো অনেকক্ষণ বেটি বুক করে বসে আছে।'

—'না।' অধিরাজ মাথা নাড়ল—আমি এখন জীবনলালের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। অ্যাড্রেসটা সকালেই অফিসার মহারাণার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। তুমি, অর্ণব আর ডাঃ চ্যাটার্জী জলভ্রমণ পর্ব সারো। আমি পিসোকে নিয়ে জীবনলালের মুখ দর্শন করে আসি।'

পলাপিসি ফের অভিমান করেছেন—'আমাকে নিয়ে যাবি না?'

—'তুমি এনজয় করো। ডোন্ট ওরি।' অধিরাজ হাসল—'আমি এসে সব বলবো তোমাকে। খুশি?'

জীবনলালের জুয়েলারি শপে যেখন পৌঁছল দুজনে তখন সেখানে রীতিমতো হুলুস্থূলু হচ্ছে। একটু আগেই নাকি দোকানে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। দুজন সশস্ত্র ডাকাত এসে পুরো দোকান তছনছ করেছে। বাইকের পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে।

ওরা যখন দোকানে ঢুকল তখন জীবনলাল হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পুলিশের জেরার উত্তর দিচ্ছেন। চতুর্দিকে মুক্তোর মালা, আংটি, বালা—প্রভৃতি তছনছ হয়ে পড়ে আছে। ভদ্রলোক প্রায় কেঁদেই ফেলেন আর কি। কিছু কিছু মুখ আছে, ঈশ্বর যাদের ক্রন্দনরত মোডেই সেট করেছেন। জীবনলালের মুখও তেমনই।

স্থানীয় পুলিশ অফিসার অধিরাজকে চিনতেন না। সে নিজের পরিচয় জানাতেই ভদ্রলোক বললেন—'স্রেফ ছিঁচকে চোরের কাজ স্যার। তেমন কিছু চুরি যায়নি। হয়তো সুযোগই পায়নি। ভাগ্যিস, উলটো দিকের দোকানের এক দোকানীর ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। উনি সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে ফোন করেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আমাদের ভ্যানটা এদিকেই রাউন্ড দিচ্ছিল। চোরেরা বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে যাবে। তাই গোটা কয়েক নকল মুক্তোর মালা, আর কিছু ক্যাশ নিয়েই পালিয়েছে। বেশি ক্যাশ ছিল না—হাজার পাঁচেক। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছু দামি দামি গয়নাও কিন্তু ছিল এখানে! চোরেরা সেগুলো নেয়নি অথবা নিতে পারেনি।'

—'হয়তো নবিশ চোর। নকল আসলের প্রভেদটা বুঝতে পারেনি।' অধিরাজ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জীবনলালের দিকে তাকায়—'অথবা চুরির ব্যাপারটা নেহৎই ভাঁওতা। চোরেরা খুব দামি কিছুর খোঁজে এসেছিল। খুঁজে পায়নি। তাই না?'

পুলিশের ফরেনসিক এক্সপার্ট তখন সারা দোকান তন্নতন্ন করে হাতের ছাপ খুঁজছিলেন। এতক্ষণ তাঁর হতাশ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে কিছুই খুঁজে পাননি। হঠাৎ ডাস্টবিন পরীক্ষা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে বললেন—'ডাস্টবিনে হাতের ছাপ আছে স্যার। একদম ফ্রেশ।'

জীবনলাল মুখ কাঁচুমাচু করে জানান—'ওটা তো আমারই হাতের ছাপ স্যার।'

অধিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—'আপনার হাতের ছাপ ডাস্টবিনে কেন?'

—'মানে...ওটা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল...! আমি ওটাকে সোজা করে রাখছিলাম!'

অধিরাজ জীবনলালের দিকে চোখ গোলগোল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেন কি বলবে বুঝতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বিস্মিত স্বরে বলল— 'মা—নে? আপনার দোকানে দামি দামি পদার্থ, নেকলেস, মূল্যবান সোনার আংটি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে...ইনফ্যাক্ট এখনও পড়ে আছে—আপনি সেসব ছেড়ে শেষপর্যন্ত এই অপদার্থ, মূল্যহীন ডাস্টবিনটাকে তুলে রাখলেন!'

জীবনলাল কি উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন হয়তো। তার আগেই কড়াৎ করে একটা শব্দ! তার হাতে চেপে বসেছে হাতকড়া! অধিরাজ ডিউটিরত পুলিশের কোমর থেকে নিয়ে পরিয়ে দিয়েছে তাকে।'

—'সরি, অফিসার।' সে বলল—'এক্সপ্ল্যানেশনের সময় নেই। আপাতত এই লোকটাকে কাস্টডিতে রাখুন। কোনও কথা বলতে দেবেন না। অন্তত আজ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

রাত বারোটা পর্যন্ত নয়। আর ডাস্টবিনটাকেও সিজ করুন। ওর ভিতরের মালপত্রের একটা লিস্ট বানিয়ে অফিসার মহারাণার কাছে জমা দেবেন। কোনও অসুবিধে থাকলে ওঁকে ফোনও করতে পারেন।'

—'ওকে স্যার।'

জীবনলালের দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুজনেই। পিসো গোটা ঘটনাটাই নির্বাক দর্শক হয়ে দেখছিলেন। এবার মুখ খুললেন—'ডাস্টবিনে কি আছে রাজা?'

—'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ।' অধিরাজ হাসছে—'ডাকাতিটা স্রেফ ভাঁওতা। ভূতুড়ে ট্রাকের মতোই। আসলে প্রমাণটা লোপাট করার চেষ্টা করেছিল জীবনলাল। বুঝতে পারেনি যে তার এক শুভানুধ্যায়ী তখনই পুলিশে খবর দিয়ে দেবে, আর পুলিশও এসে কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই হাজির হয়ে যাবে। যে লোকগুলোকে কাজটা করার জন্য লাগিয়েছিল তারা তাড়াহুড়োয় আসল জিনিসটাই ফেলে চলে গিয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে জীবনলাল ডাস্টবিনেই জিনিসটা রেখেছিল। ভেবেছিল, পুলিশ আর যাই হোক, ডাস্টবিন ঘেঁটে দেখবে না!'

—'কিন্তু জিনিসটা কি?'

অধিরাজ মৃদু হাসল—'রাত বারোটার পর সন্তোষজনক জবাব পাবে। এখন আমি মুখে কুলুপ আঁটলুম।'

পিসো চুপ করে গেলেন। বুঝলেন অধিরাজ এখন কিছু বলবে না। তার উপর তাঁর একটা আশঙ্কাও ছিল। জীবনলালের দোকানের ঝুটো মুক্তোগুলো দেখা ইস্তক আশঙ্কাটা আরও বেশি চেপে ধরেছে। চিল্কায় একদল ছেলেপুলে ঝিনুক ভেঙে ভেঙে মুক্তো দেখায়। ট্যুরিস্টদের কাছে জিনিসটা বেশ চিত্তাকর্ষক। সচরাচর এমনভাবে চোখের সামনে ঝিনুকের পেট থেকে মুক্তো বের হতে দেখার সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু পলা তো দেখেই ক্ষান্ত হবেন না! তিনি মুক্তোপ্রেমী। মুক্তো দেখলেই লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু কে বলবে তাঁকে যে মুক্তোগুলো বেশির ভাগই ঝুটো।

শেষপর্যন্ত দেখা গেল পিসোর আশঙ্কাই সঠিক। সাদা, হলদে, কালো আর গোলাপি মিলিয়ে পলাপিসি প্রায় পঞ্চাশটারও বেশি মুক্তো কিনে বসে আছেন। কিছুতেই মানবেন না মুক্তোগুলো ঝুটো। কিছু বলতে গেলেই পিসোকে উলটে ধমক দিয়ে দিচ্ছেন—'নিজের চোখের সামনে দেখলাম ঝিনুকের পেট থেকে বেরুলো। আর তুমি কি না বলছ নকল।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

শেষপর্যন্ত বেচারি পিসো মিউমিউ করে বললেন—'আচ্ছা...আচ্ছা... তাহলে হয়তো আসল...!'

—'দ্যাটস লাইক আ গুডবয়!' পলাপিসি বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর মতো পোজ দিয়েছেন—'আমি হচ্ছি সি আই ডির আই জি সাহেবের পিসি! আমাকে ঐ বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো নকল মুক্তো দিয়ে ঠকাবে! অসম্ভব!'

সকলেই তাঁর কথা অকপটে স্বীকার করে নেয়। স্বীকার না করে উপায় নেই। এর অন্যথা হলে দুপুরের খাওয়া কপালে আর লেখা থাকবে না।

খেতে খেতে জীবনলালের সমস্ত ঘটনাটা বলল অধিরাজ। শুনে অর্ণব আর ডাঃ চ্যাটার্জীর ভুরু কুঁচকে গেল। এত সহজে অপরাধী ধরা পড়তে পারে তা কেউ ভাবেনি। সম্ভবত দুজনেই সন্দেহ করেছে, এটা নিতান্তই স্টার্টার। মূল মেনুকার্ডটা রাত্রে দেখা যাবে। পলাপিসি অবশ্য বেশ খুশি হলেন। বললেন—'এই লোকটাই কালপ্রিট। আমার আগেই সন্দেহ হচ্ছিল...!'

—'অ্যাজ ইউজুয়াল! এটাই তোমার ফাইনাল সন্দেহ তো?' অধিরাজ হাসতে হাসতে বলে—'তুমি শিওর যে চিল্কার ডলফিনগুলো এ কাজ করেনি?'

পলাপিসি চোখ পাকালেন।

৮

অন্ধকার নেমে এলে ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চারকে কেমন যেন অলৌকিক লাগে। দুপাশে জমাট অন্ধকার যেন তেড়ে খেতে আসছে। দু পাশের আলোর রাশি অদ্ভুত ম্লান। যতখানি শক্তি ততখানি আলো দেওয়ার চেষ্টা করছে ঠিকই। কিন্তু দু পাশে কালো রঙের বাহুল্য এতটাই বেশি যে আলো পিচের রাস্তার উপর পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। অর্ণবের মনে হচ্ছিল, রাস্তার দুধারে হয়তো ব্ল্যাকহোলের দল ঘাপটি মেরে বসে আছে। আলো দেখতে পেলেই হাঁ করে গিলে ফেলছে।

জানলা দিয়ে সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে অন্ধকার বাঁশবনের ছায়া। সমস্ত গ্রামগঞ্জের দৃশ্য বোধহয় একই রকম। ছোট ছোট ডোবা—বাঁশবন, শস্যক্ষেত। গ্রামের একটা অদ্ভুত অথচ তাজা হাওয়া আছে। অর্ণব হাওয়াটা বুক ভরে নিচ্ছিল। হাওয়ার সঙ্গে জলজ উদ্ভিদের আঁশটে গন্ধও মিশে আছে। তবু ডিজেলের গন্ধওয়ালা হাওয়ার থেকে অনেক ভালো।

অধিরাজের মোবাইল ফোন বেজে উঠেছে। অফিসার মহারাণা ফোন করছেন।

—'ইয়েস?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ওপ্রান্ত থেকে মহারাণার চাপা স্বর ভেসে এল—'আমরা ট্রাকটাকে ট্র্যাক করছি স্যার। এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা নেই।'

—'ফাইন।' সে বলে—'ড্রাইভার কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

—'না। যথেষ্ট দূর থেকেই ওয়াচ করছি। এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি।'

—'ওকে। আমরাও উলটো দিক দিয়ে আসছি। আশা করছি সময়মতো পৌঁছে যাবো।'

—'ওকে।'

ফোন কেটে গেল। সম্ভবত পিসো পিছনের কথা শুনতে পেয়েছেন। গাড়ির গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলেন। রাস্তার অবস্থা যদিও খুব ভালো নয়। মাঝেমধ্যেই বাম্পারের ধাক্কায়, বা খানাখন্দে পড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। কিন্তু ভিতরের মানুষগুলোর মুখে একটাও কথা নেই। আশঙ্কায়, চিন্তায় তারা নির্বাক। অর্ণবের বুকের ভিতরে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। সত্যিই কি কোনও ভূতুড়ে ট্রাকের অস্তিত্ব আছে? যদি থাকে, তবে কি আজ সেই অশরীরী ট্রাকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তাদের?

অধিরাজের মুখে অবশ্য বিশেষ চিন্তার ছাপ নেই। কিন্তু টেনশনে সেও আছে। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। বাদামি চোখদুটো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল।

একমাত্র পলাপিসিই নিরুদ্বেগে আছেন। সদ্য কেনা মুক্তোগুলো দেখছেন আর আপনমনে একটার পর একটা চিপস খেয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কোনও চিন্তাই নেই।

আরও মিনিট পাঁচেক এভাবেই কাটল। অধিরাজদের গাড়িটা চিল্কা থেকে পুরীর দিকে আসছিল। আচমকা পাশ দিয়ে একটা মহাকায় ট্রাক উল্কার গতিবেগে হুশ করে বেরিয়ে গেল। অধিরাজ প্রায় লাফিয়ে উঠেছে—'এই সেই ট্রাক...এটাই মিল্কট্রাক। গাড়ি ঘোরাও পিসো...চেজ করো...!'

গাড়ির মুখ বিদ্যুৎবেগে ফের চিল্কার দিকে ঘুরল। ট্রাকটা ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তার দৈত্যের মতো চেহারা লাইটপোস্টের আলোয় স্পষ্ট। তীব্রবেগে হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে চিল্কার পথে।

অধিরাজ উত্তেজিত হাতে ফের ডায়াল করল মহারাণার নম্বর। ওপ্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে আসতেই বলল—'হ্যাঁ অফিসার...ট্রাকটাকে দেখতে পেয়েছি...আমরা ঠিক তার পেছনেই...আপনারা কোথায়...?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

প্রশ্নটার উত্তরের জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হল না। ডিপারের আলো গাড়ির পিছনের কাঁচে এসে পিছলে পড়েছে। আলোর সঙ্কেত দু-তিনবার দপদপ করে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

—'পিছনেই আছেন আপনারা?' অধিরাজ বলল—'ফাইন, এবার আলো নিভিয়ে দিন। আমাদের গাড়ির ব্যাকলাইট দেখে ফলো করুন।'

বলতে বলতেই সে পিসোর দিকে তাকায়—'পিসো, হেডলাইটটা কি নিভিয়ে দেওয়া যাবে?'

পিসো কোনও উত্তর না দিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিলেন। এখন চতুর্দিক অন্ধকার। শুধু ট্রাকের ব্যাকলাইট দানবের চোখের মতো জ্বলছে। তার পিছনে দুটো গাড়ি নিঃশব্দে চেজ করে চলেছে তাকে। কোনও বাহুল্য নেই। অত্যন্ত সন্তর্পণে দুটো গাড়ি অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে অস্তিত্বহীন ছায়ার মতো পিছনে পিছনে আসছে। সামনে থেকে দেখে বোঝারও উপায় নেই যে ট্রাকের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে আরও দুটো গাড়ি।

ট্রাকটা আপনমনে নিরুপদ্রবেই এগোচ্ছিল। অধিরাজ অস্থিরভাবে ঘড়ি দেখছে। তার ঘড়ির রেডিয়াম বলছে যে এখন দশটা বাজতে পনেরো। যা ঘটার এখনই ঘটা উচিত...

ভাবতে ভাবতেই সামনের ট্রাকটা আচমকা ব্রেক কষল। তারপরই সর্বনাশ! অতবড় ট্রাকটা মুহূর্তের মধ্যে উলটে গিয়েছে। স্পিডের মাথায় ব্রেক কষলে যা হয় আর কি! ভীমভবানীর মতো দেহটা গোটা দুয়েক ভল্ট খেয়ে তারপর স্কিড করে খানিকটা এগিয়ে এল। পিসো প্রাণপণে ব্রেক কষলেন। ট্রাকটার ভিতর থেকে ছিটকে পড়েছে দুধের কন্টেনারগুলো তার মধ্যে একটা এসে পড়ল এই গাড়ির কাচের উপরে। মুহূর্তের মধ্যে কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে!

—'মাই গড!' কোনমতে গাড়িটাকে সাইড করে বললেন পিসো—'আরেকটু হলেই...!'

অধিরাজ বিদ্যুৎবেগে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়েছে ট্রাকটার দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার! অন্ধকারের মধ্যে কতগুলো ছায়ামূর্তি কোথায় ওঁৎ পেতেছিল কে জানে। আচমকা পিছন থেকে আরেকটা লোককে ছুটে আসতে দেখে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। অর্ণব আর অপেক্ষা করল না। লোকগুলোর যদি হাতাহাতি করার শখ হয়ে থাকে তবে তাদের জবাব দিতে হবে।

অধিরাজ অবশ্য যেন এই ঘটনাটার জন্য প্রস্তুতই ছিল। সে ক্যারাটের প্যাঁচে বেশ কয়েকজনকে ততক্ষণে উল্টে ফেলেছে। অর্ণবও তেড়ে গিয়েছে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

লোকগুলোর দিকে। সেও ঘুঁষি মেরে দুষ্কৃতিদের মাথেল করল। অধিরাজ লড়তে লড়তেই বলল—'গেট পাঞ্চ!'

মারপিটটা অবশ্য বেশিক্ষণ চলল না। ইন্সপেক্টর মহারাণা ততক্ষণে সদলবলে নেমে এসেছেন। পুলিশ দেখেই দুষ্কৃতিরা তাদের ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে দৌড় লাগাল। পুলিশের লোক তাদের পিছনে দৌড়ল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে একটু পরেই ফিরে এল। অন্ধকারে হামলাকারীরা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, খুঁজে পায়নি।

—'ওদের ধরা কষ্ট। বাটিরা দুধের কানগুলো মোপাট করার ভালো ছিল। নেহাতই ফুনোপুটি।' অধিরাজ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'ওরা ভাড়া করা লোকাল গুন্ডা। এখানকার রাস্তাঘাট আপনাদের চেয়েও ভালো চেনে।'

মহারাণা উৎকণ্ঠিত—'আপনারা ঠিক আছেন?'

—'একদম ঠিক।' সে বলতে বলতেই এগিয়ে গেল ধরাশায়ী ট্রাকটার দিকে— 'ড্রাইভারকে আগে উদ্ধার করা দরকার। সে বেচারি কোথায় কে জানে!'

একটু খোঁজাখুঁজির পর ড্রাইভারকেও পাওয়া গেল। সে শেষমুহূর্তে ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পুলিশ দেখে প্রায় হাতজোড় করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল— 'আমি কিছু জানি না স্যার! ঐ ভূতুড়ে ট্রাকটা আমাকেও খেতে আসছিল। আমি কোনমতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচেছি। বিশ্বাস করুন...!'

অধিরাজ তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে—'আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি। শুধু এইটুকু বল, ট্রাকে কোনও ড্রাইভার ছিল?'

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায় লোকটার—'জগন্নাথ প্রভুর কিরে! কোনও ড্রাইভার ছিল না। ট্রাকটা এমনি এমনি চলছিল...এমনি...এমনি...!'

অধিরাজ মহারাণার দিকে তাকায়—'অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। কোরা ইনজিওর্ড!'

—'ইয়েস স্যার।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এসে আহত ড্রাইভারটিকে নিয়ে চলে গেল। ফরেনসিক টিম ততক্ষণে নিজের কাজে নেমে পড়েছে। রাস্তাঘাট ভালো করে চেক করে জানাল তারা—কোনও ট্রাকের টায়ারের চিহ্ন নেই।

—'না থাকারই কথা।' অধিরাজ পড়ে থাকা মিল্ককানগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। গায়ে 'শুধ্' ডেয়ারির স্ট্যাম্প দেওয়া লেবেল। বিশেষ কোনও বিশেষত্ব নেই। বেশ কয়েকবার টোকা মেরেও দেখল সে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'ওর ভিতরে কি আছে বলুন তো!'

মহারাণার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল—'আর যাই হোক, দুধ নেই। ট্রিমেন্ডাস ভারি। একবার খোলার চেষ্টা করবেন না কি!'

—'শিওর!'

শুরু হল দুধের ক্যান খোলার প্রচেষ্টা। অদ্ভুত ব্যাপার। মহারাণার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মিল্ক ক্যানের মুখ খোলা গেল না। শুধু মহারাণাই নন, গোটা পুলিশ টিম হাত লাগাল। প্লাস, স্প্যানার দিয়ে, এমনকি লোহার মজবুত রড দিয়েও চাড় মেরে খোলার চেষ্টা হল— তবু কন্টেনারের মুখ খুলল না।

অনেক চেষ্টার পর শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন মহারাণা—'নাহ, অসম্ভব! মুখ খোলা যাবে না। কাটতে হবে।'

—'ঐ বোকামিটা করবেন না।' অধিরাজ বলে—'আপনি সবরকম মেটাল কাটার ইউজ করে দেখতেই পারেন। কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি—ক্যানের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়বে না।'

অবাক হয়ে তাকালেন মহারাণা। তাঁর বিস্ময় দেখে হেসে ফেলল অধিরাজ—'কন্টেনারগুলোর মেটাল কোনমতেই অ্যালুমিনিয়াম নয়। সম্ভবত টাইটানিয়াম অ্যালয়!'

—'টাইটানিয়াম!' মহারাণার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

—'শুধু তাই নয়—আপনি না জেনেশুনে মূর্খের মতো একটা মিসাইলকে কাটার কথা ভাবছিলেন!' সে বলে—'এগুলো একটাও দুধের ক্যান নয়। টোকা মেরে দেখেছি। ভিতরটা পুরো সলিড। আর যেটাকে এতক্ষণ কন্টেনারের ঢাকনা ভেবে টানাটানি চলছিল, ওগুলো ঢাকনা নয়। সুইচ। একটু জোরে প্রেস করে দেখুন!'

মহারাণা ঢাকনার মতো দেখতে নবটাকে গায়ের জোরে চেপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধাতব ঘং ঘং শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে দুধের ক্যানের আকৃতি পাল্টাতে শুরু করল। আসলে যেটাকে দুধের কন্টেনার ভাবা হচ্ছিল সেটা মিসাইলের ভোঁতা ও চ্যাপ্টা দিকটা। সুইচটা টিপতেই ভিতর থেকে সশব্দে সূঁচলো অংশটা বেরিয়ে এল।

—'একেই বলে নব কলেবর! ডাঃ চ্যাটার্জীর কাছে জগন্নাথদেবের নব কলেবরের গল্প শুনে সন্দেহ হয়েছিল—এখানেও নব কলেবরের ব্যাপার আছে।' অধিরাজ হাসল—'এবার বুঝতে পারছেন কি স্মাগলিং হচ্ছিল? টাইটানিয়াম কাটারটাও জুয়েলার জীবনলালের ডাস্টবিন থেকে এতক্ষণে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ওটা দিয়েই টাইটানিয়াম কেটে সাইজ করা হত। ওর দোকানে আমি টাইটানিয়াম রিং লক্ষ্য করেছি। টাইটানিয়ামের আংটি তৈরি করতে গেলে অবধারিত ভাবেই টাইটানিয়াম কাটার প্রয়োজন—এবং মিসাইল বানাতে গেলেও।'

—'তাহলে জীবনলালই...?'

—'উঁহু...শোভনজিত সিং।' সে আবার হাসে—'যথারীতি সেই চিরপরিচিত ঘরশত্রু বিভীষণই আছে এর পিছনে। একটি মাত্র দেশদ্রোহীর মাথাতেই এই মাস্টারপ্ল্যান আসতে পারে। তার ছবি এনেছেন?'

—'ইয়েস স্যার...।'

শোভনজিত সিং এর ছবিটা এগিয়ে দিলেন মহারাণা। অনেকদিন আগের ছবি। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। মাথায় পাগড়ি। ডানগালে চোখের নীচে মস্তবড় আঁচিল। এ ছবি দেখে বর্তমান লোকটিকে শনাক্ত করা মুস্কিল। যদি সে দাড়ি-গোঁফ কেটে ফেলে, মাথার চুল ছেঁটে ফেলে—তাহলেই ওকে আর চেনা যাবে না! আর এতদিনে তার বয়েসও হয়েছে। সুতরাং এ ছবি থেকে শনাক্তকরণ অসম্ভব।

অবিকল একই কথা বললেন মহারাণা—'স্যার...এ ছবি কাজের নয়। এ থেকে লোকটিকে শনাক্ত করা ইম্পসিবল।'

—'চিন্তার কিছু নেই।' সে বলল—এমনিতেই হয়তো আসল পাপীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তবু ছবিটা রাখলাম। অধিকন্তু ন দোষায়!'

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ অ্যাক্সিডেন্ট স্পটের সরেজমিনে তদন্ত করছিলেন। যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়—তাই খুঁজছেন। এবার হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে এগিয়ে এলেন এদিকেই—'রাজা, সন্দেহজনক কিছু নেই। তবে কাচের ভ্যারাইটি একটু কনফিউশনে ফেলেছে।'

—'কি রকম?'

তিনি তিনটে কাচের টুকরো তুলে দেখালেন—'এর মধ্যে একটা স্যাম্পল ট্রাকের কাচের। পুরো ছত্রখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে। আরেকটা আমাদের গাড়ির। কিন্তু তিননম্বরটা কোনমতেই কোনও গাড়ির জানলার কাচ হতে পারে না। এটা অত্যন্ত ভারি ও দামি জাতের কাচে। গাড়ির জানলায় এই কাচ লাগাতে গেলে গাড়ির কোম্পানিরা ফতুর হয়ে যাবে। অথচ এই কাচের ভাঙা টুকরোও প্রচুর পরিমাণে আছে অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে!'

—'কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই! থাকবেই তো!' অধিরাজ বলে—'ওটা তো ভূতুড়ে ট্রাকের কাচ!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'মানে?' ডাঃ চ্যাটার্জী আর মহারাণা দুজনেই অবাক—'ভূতুড়ে ট্রাক তবে সত্যিই আছে?'

—'আছে, আবার নেই ও।' সে হেসে ফেলে—'ওটা নেহাৎই একটা আয়না। এক্সক্লুসিভ! অ্যান্টিক পিস। এইটিন্থ সেঞ্চুরির আয়না। ফ্রেঞ্চ গ্লাইডেড উড ওভার ম্যান্টল। আটচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া, বিরাশি ইঞ্চি লম্বা। একদম পার্ফেক্ট রিফ্লেকশন দেখায়। ট্যারা-ব্যাঁকা, লম্বাটে—খুদকুড়ি—কোনরকম রিফ্লেকশন দেয় না। একদম রিয়ালিস্টিক। সেই রিয়ালিস্টিক রিফ্লেকশন যুক্ত আয়নার কাচটাকেই প্ল্যানমাফিক রাস্তার উপর ধরে রাখে দুষ্কৃতিরা! দূর থেকে নিজেরই রিফ্লেকশন দেখে ট্রাক চালক ভাবে উলটো দিক থেকে আরও একটা ট্রাক আসছে। সে যেদিকে যায়, রিফ্লেকশনও সেদিকেই যায়। বাধ্য হয়ে সে ড্রাইভারের সিটের দিকে তাকায়। কিন্তু আয়নায় তো ড্রাইভারের সিট উলটো দিকে চলে গেছে। তাই বেচারি সেখানে কাউকে দেখতে পায় না। ডিপারের আলোর তীব্র রিফ্লেকশনে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওদিকে আয়নার মধ্যে তো ভূতুড়ে ট্রাক একদম তার সামনাসামনি ধেয়ে আসছে! উল্টোদিকের গাড়িকে থামানো যায়। কিন্তু নিজেরই প্রতিবিম্বকে কিভাবে ঠেকাবে। অগত্যা ড্রাইভাররা লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে। বেসামাল গাড়ি গিয়ে আয়নার কাচটাকে ধাক্কা মারে। কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। লোকে ভাবে ট্রাকের ভেঙে পড়া কাচ। ব্যস, অপরাধের প্রমাণ লোপাট! আর অ্যাক্সিডেন্টের ফাঁকেতালে একদল স্থানীয় গুণ্ডা মিসাইলগুলো পাচার করে দেয়। এই হচ্ছে ভূতুড়ে ট্রাকের ইতিহাস।'

—'আয়না!' অফিসার মহারাণা স্তম্ভিত—'একটা আয়না দিয়ে এতসব কাণ্ড হচ্ছিল?'

—'হচ্ছিল তো বটেই!' সে বলে—'সেইজন্যই ফরেনসিক রাস্তায় কোনও ট্রাকের চাকার ছাপ পায়নি। পুলিশ বুথের পুলিশেরা কোনও ট্রাককে আসতে বা যেতে দেখেনি। ট্রাকটাকে শুধু ড্রাইভাররা ছাড়া আর কেউ দেখেনি। কারণ আদতে কোনও ট্রাক ছিলই না। যা ছিল—তা নেহাতই একটা কাচের কারিকুরি!'

—'কিন্তু...কিন্তু এসব করল কে?'

অধিরাজ একটা লম্বা শ্বাস টানল—'সেটা জানার জন্য আমাদের একবার হাউস অব মিররস-এ যেতে হবে।'

—'হাউস অব মিররস?'

—'ইয়েস। মিঃ সুখরাম দাসের বাড়ি। ওখানে জুয়েলার জীবনলাল, সুমন

Scanned by CamScanner

মোহান্তি ও ক্যাপ্টেন প্রধানকেও হাজির করবেন। ক্যাপ্টেন প্রধান সম্ভবত আসতে চাইবেন না। কিন্তু তাঁর আসাটা জরুরি।'

—'ওকে স্যার।'

৯

ক্যাপ্টেন প্রধান অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভুবনেশ্বরের বাড়িতে দিব্যি নিরুপদ্রবে ঘুমোচ্ছিলেন। কোথাও কোনও সমস্যা ছিল না। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই রাতদুপুরে কতগুলো পুলিশ যমদূতের মতো টপকে পড়ল। কোনও ওজর-আপত্তিই শুনতে চায় না। একই কথা ফাটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলেছে—'স্যার, আপনাকে যেতে হবে। আর্জেন্ট। ওপরতলার অর্ডার আছে।'

অগত্যা তিনি এসে হাজির হয়েছেন। যদিও হাবেভাবেই স্পষ্ট, ভিতরে ভিতরে ভীষণ রেগে আছেন। প্রায় আধঘন্টা হল একটা আয়নাওয়ালা ঘরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে রেখে উর্দিধারীরা চলে গিয়েছে। তারপর থেকেই ভীষণ বোর্ড হচ্ছেন!

তাঁর ডানদিকে এক হমদো চেহারার মহিলা বসে আছেন। পরনে কমলা রঙের সাউথ সিল্ক। এই ভোর রাতেও এমন সেজেগুজে বসে আছেন, যেন এখনই তাঁকে বিশ্বসুন্দরীর খেতাব দেওয়ার জন্য স্টেজে ডাকা হবে। ভদ্রমহিলা একবারও এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি ঘরভর্তি আয়নায় নিবদ্ধ! একমুখ পান-সুপারি চিবিয়েই যাচ্ছেন। মহিলার পাশেই এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক। অদ্ভুত ভীতু ভীতু হাবভাব!

উল্টোদিকের চেয়ারে আরেকজন বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখেও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। ফোলা ফোলা চোখ-মুখ। এইমাত্রই হয়তো ঘুম থেকে উঠে এসেছেন।

ঘরের চতুর্থজনের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন প্রধান! বলাই বাহুল্য সে জুয়েলার জীবনলাল! স্তম্ভিত গলায় বললেন—'তুমি এখানে!'

—'চিনতে পেরেছেন তাহলে।' অধিরাজ এবং পুলিশের গোটা টিমটা সবাইকে চমকে দিয়ে গটগট করে পুলিশে তৎপরতায় ঘরে ঢুকেছে—'আপনার পুরনো বন্ধু—তাই না?'

—'পুরনো বন্ধু! মাই ফুট!' ক্যাপ্টেন প্রধান বললেন—'ও একটা চোর! দেশদ্রোহী কখনও কারুর বন্ধু হয় না!'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

—'শোভনজিত সিং?'

—'নো।' তিনি বললেন—'বাট, ও শোভনজিতের সঙ্গী ছিল।'

—'একটু ভুল হল স্যার।' অধিরাজ হাসল—'আই মিন টেন্সে! বন্ধু ছিল না, এখনও আছে।'

ক্যাপ্টেন প্রধান হাঁ। কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। অধিরাজ তাঁকে আশ্বস্ত করে—'ঠিকই ধরেছেন। মিরজাফর আমাদেরই মধ্যেই আছে। বহুদিন আগের কথা, তবু একবার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিন। দেখুন তো, শোভনজিত সিংকে চিনতে পারেন কি না!'

ক্যাপ্টেন প্রধানের দৃষ্টি ঘুরল! মিঃ দাস শামুকের মতো যেন খোলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। সুমন মোহান্তি একদৃষ্টে দেখছেন ক্যাপ্টেন প্রধানকে...।

—'নোঃ!' তিনি হতাশভাবে বললেন—'আই মিন, থাকলেও চেনা অসম্ভব। ওঁরা সবাই ক্লিন শেভড। তাছাড়া এ ক-বছরে অনেক চেহারা পালটে গিয়েছে।'

—'তা ঠিক।' অধিরাজ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—'তাহলে আমিই চেষ্টা করে দেখি। অফিসার মহারাণা, অর্ণব—হাতাহাতি হওয়ার চান্স আছে।'

অফিসার মহারাণা সবার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে দেখছেন। অর্ণব মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল যে সে তৈরি।

—'মিঃ দাস।' সে মিঃ দাসের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—'আজ সকালে আপনি অসুস্থ ছিলেন? কি অসুখ হয়েছিল আপনার?'

মিঃ দাস জবাবে কি বলবেন ভেবে পেলেন না! মিসেস দাস ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'এসব কি উদ্ভট প্রশ্ন! তাছাড়া তুমিই বা জানতে চাইছ কেন? উনি অসুস্থ মানুষ...।'

মিসেস দাসের কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সে ফের বলে—'ঠিক আছে, প্রশ্নটা পালটে দিচ্ছি। কোন রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ মাটন বিরিয়ানি খেতে ছোটে—স্পোর্টসের মাঠে ব্যবহৃত ইনস্ট্যান্ট কোল্ড প্যাক কেনে বলুন তো?'

—'শোনো ছেলে'...মিসের দাস গর্জন করে উঠলেন—'একটা হার্টের পেশেন্টকে এইভাবে চাপ দেওয়া অন্যায়...!'

—'মিসেস দাস।' অধিরাজ হিসহিস করে বলে—'আপনার কাছে একটু পরে আসছি। তার আগে কর্তার মিথ্যেটা শুনে রাখুন। কিস্যু হয়নি ওঁর। উনি রীতিমতো মাটন বিরিয়ানি খান। আসলে উনি একটি অলস লোক। কোনও কাজ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করতে ইচ্ছে করে না। বিজনেসের চাপ নিতে চান না। কিন্তু আপনার অজান্তে সম্ভবত খেলাধুলো করতেও ওঁর আপত্তি নেই। আপনাদের বাড়ির বাইরের ডাস্টবিনটা পারলে একবার ঘেঁটে দেখবেন। গাদা গাদা সরবিট্রেটের ফয়েল পাওয়া যাবে। একটা ওষুধও উনি খাননি। কি খেলতে ভালোবাসেন মিঃ দাস? ক্রিকেট না ফুটবল? গিন্নীর ঘাড়ে সমস্ত চিন্তা চাপিয়ে আপনি মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছেন, বিরিয়ানি খেয়ে বেড়াচ্ছেন—এ খবর কি তাঁর জানা আছে?'

মিসেস দাস ভাঁটার মতো চোখ করে তাকিয়ে আছেন মিঃ দাসের দিকে। মিঃ দাসের মুখ নীচু।

—'বললেন না তো? কী খেলেন? আপনি না বললেও আমি বলে দিতে পারি। কারণ আপনার জুতোয় এখনও সাদা খড়ির রংটা মিলিয়ে যায়নি। হাতের বিশেষ কয়েকটা গাঁটে কড়া পরে আছে।'

—'ক্রিকেট।' নীচুস্বরে উত্তর এল।

—'কার সঙ্গে?'

মিঃ দাস নিশ্চুপ!

—'বলবেন না? ঠিক আছে। তাহলে এই কথাটা বলুন যে প্রত্যেকবার মিসেস দাস প্রচুর টাকা খরচ করে যে অ্যান্টিক আয়নাগুলো কেনেন, তার অত্যন্ত দামি কাচগুলো আপনি কাকে বেচে দেন?'

মিসেস দাস হাঁ করে তাকিয়েছিলেন। অধিরাজ হাসল—'অবাক হবেন না ম্যাম। প্রথম দিনই আপনার আয়নাগুলো আমার নজরে পড়েছিল। ওর ফ্রেমগুলো অ্যান্টিক নিঃসন্দেহে, কিন্তু সরি টু সে—কাচগুলো জঘন্য। ইনফ্যাক্ট ঐ ধরনের সস্তা কাচ এই আয়নায় থাকতেই পারে না। তবে আসল কাচগুলো কোথায় গেল?'

—'কোথায়?'

—'মিঃ দাস ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন। আপনার টাকায় কেনা বহুমূল্য অ্যান্টিক কাচ উনি দ্বিগুণ দামে বিক্রি করেছেন। এবং বলাই বাহুল্য, সমস্ত টাকাটা নিজের পকেটেই পুরেছেন। একে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। এখন কথা হল—কাকে বিক্রি করেছেন?'

মিঃ দাসের কণ্ঠার হাড় নড়ে উঠল। একবার মনে হল, হয়তো কিছু বলবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মুখে কুলুপ। মিসেস দাস সর্বহারার মতো ওঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছে না!

—'বেশ, তবে আমিই বলি...।' অধিরাজ মিঃ সুমন মোহান্তির দিকে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তাকাল—'মিঃ মোহান্তি, আপনি চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। সচরাচর যাঁরা বাংলা বলতে পারে, তাঁরা বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা বলে। অফিসার মহারাণা জাত উড়িষ্যার লোক। উড়িয়া ওনারও মাতৃভাষা। তা সত্ত্বেও উনি সবসময়ই আমাদেরই সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। যাঁরা জানেন না, তাঁদের ব্যাপার আলাদা...।'

—'কি বলতে চাইছেন?' সুমন মোহান্তি রেগে যান।

—'শুধু একটা কথাই জানতে চাইছি।' অধিরাজ শান্তস্বরে বলে—'যখন আমি আপনার ডেয়ারিতে গেলাম, সেদিন যতদূর মনে পড়ছে আমি পরিষ্কার বাংলাতেই বলেছিলাম—থানা থেকে আসছি। আপনি তার উত্তরে ভয়াবহ লম্ফঝম্প করে উড়িয়া ভাষায় অনর্গল বকবক করে গেলেন! কেন বলুন তো? আপনি চমৎকার বাংলা বলেন। যতদূর মনে হয়—'থানা থেকে আসছি' বাক্যটাও উড়িয়া নয়। তবে অত উচ্চস্বরে উড়িয়া ভাষায় কি বলছিলেন বলুন তো?'

—'মানে!'

—'সরি, প্রশ্নটা পালটে দিই। কাকে বলছিলেন?' তার কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়—'কে ছিল সেদিন আপনার ডেয়ারিতে? মিঃ সুখরাম দাস? না জীবনলাল? কাকে সাবধান করছিলেন?'

—'হোয়াট রাবিশ!'

—'রাবিশ!' অধিরাজ হাসল—'বেশ, তাহলে প্রসঙ্গান্তরে যাই। আপনি তো ১৯৮৫ সাল থেকে ডেয়ারির বিজনেসে আছেন। তার আগে কি করতেন?'

—'আমি তো আগেই বলেছি...তার আগে আহমেদাবাদে একটা ডেয়ারিতে মজুরি করতাম...।'

—'কোন ডেয়ারিতে?'

—'সুগন্ধা ডেয়ারি।' সুমন মোহান্তি যোগ করলেন—'সে ডেয়ারি অবশ্য আর নেই।'

—'ডেয়ারির দরকার নেই। শুধু বলুন ব্যবসার প্রয়োজনীয় মূলধন পেলেন কোথায়?'

ভদ্রলোক ভয়াবহ চটে গেলেন—'আগেই তো বলেছি। আমার কাজে মালিক খুশি হয়ে আমায় একটা পাঁচশো টাকার নোট বখশিস দেন। সেটা দিয়েই একটু একটু করে...।'

—'হ্যাঁ—সে তো আগেই শুনেছি। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সাপ্লাই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করতেন—এটসেট্রা এটসেট্রা...।' অধিরাজ বলল—'কিন্তু পাঁচশো টাকার নোটটা আপনি পেলেন কোথায়?'

—'মানে!' মিঃ মোহান্তি রেগে লাল—'এইমাত্রই তো বললাম যে মালিক দিয়েছিলেন।'

—'আপনার মালিকই বা পেলেন কোথায়?'

ভদ্রলোক হাল ছেড়ে দিলেন অসহায়ের মতো হাত তুলে বললেন—'এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব? যে লোকটা ডেয়ারির মালিক সে পাঁচশো টাকার নোট রাখতে পারে না?'

—'না...পারে না!' বজ্রের মতো শাণিত অথচ ঠান্ডা গলায় বলল অধিরাজ—'কারণ যে সময়ের কথা আপনি বলছেন তা ১৯৮৫ সালের আগের কথা! অথচ পাঁচশো টাকার প্রথম নোট ভারতে প্রথম বার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ইন্ট্রোডিউস করে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে। অর্থাৎ আপনার ডেয়ারি খোলার দু-বছর পরে! তার আগেই আপনার মালিক কি করে পাঁচশো টাকার নোট পেলেন মিঃ মোহান্তি! আপনিই বা কি করে সেই নোটটাকেই মূলধন হিসাবে অবলম্বন করলেন যেটা ভারতীয় কারেন্সির বাজারে তখনও আসেইনি!'

মিঃ মোহান্তি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। আলতো ঢোঁক গিললেন। অধিরাজের কণ্ঠস্বর এবার চড়েছে। সে প্রায় গর্জন করে উঠল—'আসলে আপনার ব্যবসা কোনওদিনই সাদা ছিল না মিঃ মোহান্তি। আপনি কোনদিনই সৎ পথে চলেননি। চারবটিয়া এয়ারবেসের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে দেশদ্রোহিতা করেছেন। সেই টাকায় কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে দাড়ি গোঁফ চুল ছেঁটে, নতুন রূপ, নতুন নামে ডেয়ারির মালিক হয়ে বসলেন। কিন্তু দেশের সঙ্গে বেইমানি করার স্বভাব আপনার এখনও যায়নি। আমরা ভেবে মরি—শত্রু দেশের হাতে এত মারণাস্ত্র আসে কোথা থেকে, জঙ্গিরা উন্নতমানের মিসাইল, এ কে ফর্টিসেভেন পায় কোথায়! অথচ আপনার মতো কিছু দেশদ্রোহী জানোয়ার কয়েক মুঠো টাকার বিনিময়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়! যে মহাত্মা গান্ধী সবাইকে নির্লোভ হতে বলেছিলেন, তাঁর ছবি আঁটা কাগজের লোভে আপনারা নিজেদের বেচেন, নিজেদের বিবেককে বেচেন, যে দেশ মায়ের মতো যত্ন করে আপনাদের বড় করে তুলেছে, শিক্ষিত করে তুলেছে...বাঁচিয়ে রেখেছে—সেই দেশমাতৃকাকেও বিক্রি করে দিতে আপনাদের বিবেকে বাঁধে না। এই অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়...এই অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। ফাঁসিও আপনাদের মতো

Scanned by CamScanner

জানোয়ারদের জন্য কম শাস্তি মিঃ মোহান্তি, অর আই শুড বেটার কল ইউ মিঃ শোভনজিত সিং! আপনিই সেই লোক যে জীবনলাল জুয়েলারের সাহায্যে টাইটানিয়াম কেটে মিসাইল বানান, আপনিই সেই লোক যে মিঃ সুখরাম দাসের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন এবং তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে এক্সক্লুসিভ আয়নার কাচগুলো কিনে নেন। আপনার ভাড়া করা গুন্ডারাই ন্যাশনাল হাইওয়ে দুশো চারে সেই আয়নার কাচ দেখিয়ে বেচারা ড্রাইভারকে বিভ্রান্ত করে। আপনিই সেই লোক, যে মর্নিং ওয়াকের সুযোগ মিঃ তিমির বৈদ্যর শিশিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও জিঙ্ক পাউডার ঢেলে দেন, এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই শিশিটা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন! আপনিই সেই রাজপ্রাসাদের ছুঁচো, যে তলে তলে সব ধ্বংস করছে! কাম অন, অ্যাডমিট ইট! অ্যাডমিট ইট মিঃ শোভনজিত সিং!'

—'হোয়াট ননসেন্স!' প্রতিবাদ করলেন মিঃ মোহান্তি। কিন্তু তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। অধিরাজ আঙুল তুলে বলল—'মিথ্যে কথা বলবেন না মিঃ সিং। আপনি সব চেঞ্জ করেছেন। এমনকি আঁচিলটাও অপারেশনের মাধ্যমে রিমুভ করেছেন। কিন্তু এখনও সেই দাগটা আপনার গালে রয়ে গিয়েছে...সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন, কিন্তু ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না...যে কোনও ডাক্তার আপনার গাল পরীক্ষা করে বলে দেবে ওখানে একটা অপারেশনের দাগ আছে...ডাঃ চ্যাটার্জী...দেখুন তো!'

ডাঃ চ্যাটার্জী এগিয়ে আসার আগেই বিদ্যুৎগতিতে মিঃ মোহান্তির আঙুলগুলো ডানগালের চোখের তলার চামড়া স্পর্শ করেছে। অধিরাজ খপ করে তার হাত চেপে ধরে—'ইয়েস...ইয়েস মিঃ শোভনজিত সিং। আঁচিলটা ঠিক ওখানেই ছিল। আমার এগজ্যাক্ট লোকেশনটা মনে ছিল না। আপনার অপারেশনও নিখুঁত। নব কলেবরও জব্বর! কোনও দাগ নেই ওখানে! আমি মিথ্যে বলেছি। কিন্তু আপনার অপরাধীমন আর রিফ্লেক্স অ্যাকশনই ধরিয়ে দিল আপনাকে।'

মিঃ মোহান্তি ওরফে শোভনজিত সিং এতক্ষণে বুঝতে পারল যে ভুলটা কোথায় হয়েছে। সে অধিরাজকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু আগেই লোকটার মাথা লক্ষ্য করে পুলিশি রুল বসিয়ে দিয়েছেন অফিসার মহারাণা। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

—'লোক হইতে আমি দূরে থাকি যতক্ষণ/আমার গর্জনে বলে হুটারের গর্জন!/ সার্চলাইট জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে/ব্যাটন পড়িলে তবে বলে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'পুলিশ বটে।' অধিরাজ হেসে বলল—'সরি, রবি ঠাকুর...! দেশের এক রক্ষকের লাঠিতে ভক্ষককে কাত হতে দেখে কবিতাটি বলার লোভ সামলাতে পারলাম না...!'

১০

—'আপনি এত কম সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝলেন কি করে বলুন তো? আমার প্রায় সপ্তাহখানেক লেগেছিল। কিন্তু তাও গোটা ব্যাপারটা বুঝিনি! ইনফ্যাক্ট মিঃ মোহান্তিকে তো সন্দেহই করিনি!'

নার্সিংহোমে শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলেন তিমির বৈদ্য। এখন তিনি খানিকটা ভালো। কথাবার্তা বলছিলেন। অধিরাজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সমস্ত ঘটনাটাই ইতিমধ্যে পলাপিসির কাছে জেনেছেন। পলাপিসি তাঁর ভাইপোর সুখ্যাতি করতে শুরু করলে আর থামেন না। যদিও এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার বলে ফেলেছেন—'আমি কিন্তু শুরু থেকেই ঐ লোকটাকে সন্দেহ করেছিলাম!' কিন্তু এতবড় অবদান থাকা সত্ত্বেও গোটা কৃতিত্বটাই সস্নেহে তাঁর আদরের ভূতুরাজাকে দিয়ে দিয়েছেন।

তিমিরবাবুর কথা শুনে হেসে ফেলল অধিরাজ—'আমারও হয়তো এক সপ্তাহ লাগত—যদি না আপনি রবিঠাকুরের কোটেশনটা লিখতেন! থ্যাঙ্কস টু রবিঠাকুর। বাড়ি ফিরেই ফের সঞ্চয়িতাটা ভালো করে পড়ব।'

ভদ্রলোক হাসার চেষ্টা করলেন—'তবু...।'

—'প্রথমে মিসেস দাসের ঘরে অতগুলো আয়না দেখে ওদেরই সন্দেহ করতে যাচ্ছিলাম। কারণ শুরু থেকেই মনে হয়েছিল যে ভূতুড়ে ট্রাকের গোটা কেসটাই ভুয়ো। ফরেনসিক টিম অত বোকা নয়। ট্রাক সত্যিই থাকলে তার চাকার দাগ নিশ্চয়ই পেত। আবার ড্রাইভাররা সবাই ট্রাকটাকে দেখেছে। তাই একজন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে গোস্ট ট্রাকের চালককে সে দেখেছে কি না! যখন বলল—দেখেনি, তখনই আসল খেলাটা মাথায় এল। ভূতুড়ে ট্রাক আসলে মিল্কট্রাকেরই রিফ্লেকশন। স্বাভাবিক ভাবে ড্রাইভার উলটো ট্রাকের দৃশ্যে ট্রাকের ড্রাইভারকে খুঁজে পায়নি। পরে অবশ্য মিঃ মোহান্তি ওরফে শোভনজিত সিং যখন পাঁচশো টাকার মিথ্যে গল্পটা শোনাল তখন থেকেই ওকে সন্দেহ করে আসছি। একটা লোক অমন আলটপকা মিথ্যে কথা বলবে কেন? তারপর ভেবে দেখুন, ক্যানগুলো ওর ফ্যাক্টরি থেকেই যাচ্ছে। তার উপর যখন দেখলাম মিঃ দাস সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেই লোকটাই আয়নার ডেলিভারি নিচ্ছে তখনই ব্যাপারটা বুঝলাম। ও আয়নাটা নিয়ে গিয়ে কাচটা সরিয়ে নিয়ে, সস্তার কাচ

Scanned by CamScanner

লাগিয়ে সেটাই মিঃ দাসকে দিয়ে দিত। তখনও অবশ্য স্মাগলিং হওয়া বস্তুটার সম্পর্কে ধারণা ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত অন্তর্যামী হাসলেন—এবং বুঝলাম, নিঃসন্দেহে সেটা কোনও যুদ্ধাস্ত্র!' অধিরাজ তাঁকে স্যালুট করল—'আপনি না থাকলে কিন্তু এর কিছুই হত না!'

—'ওঃ।' তিমির বলল—'লোকটা কতবড় শয়তান এখন টের পাচ্ছি। সেদিনই লোকটা বিচে এসেছিল। হঠাৎ বলল—"কি তেল মাখেন আপনি একটু দেখি...!" আমার তদন্তের লিস্টে ওরা চারজন ছিল। কিন্তু আমি ওকে সন্দেহ করিনি। আর সেই ফাঁকেই...!'

—'এখন তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে উঠুন স্যার!' সে বলল—'কোর্টে লোকটার কেরামতি ফাঁস করতে হবে না?'

তিমির হাসলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার মুখ খুললেন—'যখন জানতেই, তখন অত ভাষণ মারার কি দরকার ছিল? শুরুতেই ওকে গ্রেফতার করলে ল্যাটা চুকত!'

—'চুকত। কিন্তু লোকটার ক্রিমিন্যাল ইন্সটিঙ্কটা আপনারা দেখতে পেতেন না। আমি শুধু টেম্পোটা তুলছিলাম যাতে ও বেফাঁস কিছু করে বসে। করলও তাই! ওর রিফ্লেক্স অ্যাকশন বিশ্বাসঘাতকতা করল। মুহূর্তের ভুলে হাতটা ঠিক আঁচিলের জায়গাতেই চলে গেল! যখন বুঝল ধরা পড়ে গিয়েছে, তখন ভয় পেয়ে পালানোর চেষ্টা করল! আমিও জানতাম, করবে...!'

—'কিন্তু ঐ কবিতাটি, যেটা শেষে বললে!' ডাঃ চ্যাটার্জী টাক চুলকে বলেন—'ওটা কি রবি ঠাকুরের লেখা!...আমি তো এমন কবিতা পড়িনি...!'

তাঁর কথাকে পাত্তা না দিয়েই সে বলে—'আমি বরং এখন কেটে পড়ি। নীচে অনেক ভিজিটর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদেরও তো আসতে দিতে হবে। চলি স্যার। গেট ওয়েল সুন।'

বলেই আর না দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা মারল অধিরাজ। তার পিছন পিছন দৌড়লেন ডাঃ চ্যাটার্জী। ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইছেন ভদ্রলোক—'বলো না রাজা!...ঐ কবিতাটি কার...? ব্যাটন পড়িলে তবে বলে, পুলিশ বটে...এমন কোনও কবিতা কি রবিঠাকুর লিখেছেন?...আমি তো পড়িনি...!'

সত্যি! এই লোকটাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

বহুরূপী

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com

১

'হিউম্যান ফোটোকপিয়ার কাকে বলে জানো?'

অধিরাজ শান্তদৃষ্টিতে তাকায় অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, শিশির সেনের দিকে—'নো স্যার।'

শিশির সেনকে আজ বেশ চিন্তিত লাগছে। কপালের ভাঁজগুলো প্রকট। এমনিতে ভদ্রলোক হম্বিতম্বি খুব কমই করেন। খুবই হাসিখুশি আর শান্তস্বভাবের মানুষ। কিন্তু আজ সকাল থেকেই তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। বিনা কারণেই ধমক খেয়ে মরছে সবাই। অধিরাজ অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই তার অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্ণব গুটিগুটি এসে খবর দিয়ে গেল—'আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ হয়েছে স্যার। পম্পেই তথা সি আই ডি ব্যুরো ধ্বংস হওয়ার পথে!'

'কোন আগ্নেয়গিরি?' অধিরাজ হেসে বলল—'ডাঃ চ্যাটার্জী? তিনি তো রোজই অগ্ন্যুৎপাত করেছেন। সাধে কি আর মাথার চুল লুপ্ত হয়ে ইন্দ্রলুপ্ত সৃষ্টি হয়েছে?'

'উনি তো আস্ত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ! ওঁর বিস্ফোরণের খবর ডেইলি নিউজ। কিন্তু এই খবরটা ব্রেকিং নিউজ।' অর্ণব ফিসফিসিয়ে বলে—'আজ ভিসুভিয়াস ফেটেছে! এডিজি সেন!'

খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল অধিরাজ। এডিজি শিশির সেন অসম্ভব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। হঠাৎ করে তিনি ক্ষেপলেন কেন? সে কৌতূহলী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় অর্ণবের দিকে।

'মিঃ নো-বডি কলকাতাতে পদার্পণ করেছেন স্যার। আজই এসেছেন।' অর্ণব উত্তরটা আস্তে আস্তে দিয়ে দেয়। অধিরাজ এমন খবরের প্রত্যাশা করেনি। খবরটা শুনতেই তারও মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। খবরটা আর যাই হোক, সুখবর নয়! বরং চূড়ান্ত দুঃসংবাদ! অন্তত এডিজি শিশির সেনের বরফশীতল মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করার জন্য এই খবরটাই যথেষ্ট!

'ঠিক জানো?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অর্ণবকে মেপে নেয় সে—'খবরটা পাকা?'

'পাকা খবর স্যার। ইনফর্মাররা প্রায় জান কবুল, মান কবুল করে খবরটা দিয়েছে।' অধিরাজের গম্ভীর, চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে অর্ণব ভয়ে ভয়ে বলে—'স্যার, আপনিও কি এখন ফাটবেন ফাটবেন করছেন?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। অর্ণব তার নীরবতায় সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এমনিতেই সে বেচারা 'মিঃ নো-বডি' সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না। শুধু নামটাই শুনেছে। তিনি কে, কেন কলকাতায় উদয় হলেন, আর তাঁর আসার খবর পেয়েই সবার মুখ এমন হাঁড়ি হচ্ছে কেন তাও বুঝতে পারছে না। তার মনের কথা বুঝেই যেন অধিরাজ মুখ খুলল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'তুমি বোধহয় 'মিঃ নো-বডি' সম্পর্কে কিছুই জানো না অর্ণব।'

'নো স্যার।'

'জানা উচিত ছিল।' সে রকিং চেয়ারটাকে আস্তে আস্তে দুলিয়ে বলে—'এই নো-বডিকে সাম-বডি করার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চালাচ্ছে ভারতের পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনী। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হয়নি।'

'আরেকটু খুলে বলবেন স্যার?' অর্ণব কৌতূহলে বলল—'নামটা আজ অফিসে আসার পর বারবার শুনছি। লোকে বোধহয় ঈশ্বরের নামও এতবার নেয় না! তবে ইনি এমন কি...?'

'ইনি শয়তান। যত রকমের ক্রাইম দুনিয়ায় আছে সব করেছেন। মেইনলি কন্ট্র্যাক্টে কাজ করেন। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে শয়তানি করে বেড়ান। মার্ডার, কিডন্যাপ, ফ্রড, ব্যাঙ্ক ডাকাতি—আরও অনেক বড় বড় কাজের ফিরিস্তি তার নামের পাশে। পাক্কা ক্রিমিন্যাল— মানে তোমরা যাকে বলো "হিস্ট্রি শিটার"! ইনি তাই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়!' অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—'এই পাকা মাথার শয়তানটির সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র হল ছদ্মবেশ— ডিজগাইজিং পাওয়ার! তিনি পুরুষ না মহিলা, বৃদ্ধ না যুবক, ফর্সা না কালো, লম্বা না বেঁটে, আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি! "মিঃ" শব্দটা নেহাৎই আন্দাজ। উনি মিস বা মিসেসও হতে পারেন। দেশের পুলিশবিভাগ আর গোয়েন্দাবাহিনী বহু কষ্টে লোক লাগিয়ে তার কিছু ছবি জোগাড় করতে পেরেছে। তাতে তার আসল চেহারার আভাস পাওয়া তো দূর—গোয়েন্দাবিভাগ কনফিউজড হয়েছে আরও বেশি! সেই জন্যই জেমস বন্ড সিরিজের "ডঃ নো"-এর নামের অনুকরণে ওর নাম মিঃ নো-বডি!'

'তা কি করে হয় স্যার?' অর্ণব ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না—'ছবি উঠল, অথচ আসল চেহারা বোঝা গেল না!'

'এখানেই "মিঃ নো-বডি" সবাইকেই টেক্কা দিয়েছেন।' অধিরাজ আপনমনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে—'ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় ব্যাঙ্কের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সিসিটিভি ফুটেজে যাকে দেখা যাচ্ছে তিনি একজন আঠেরো বছরের টিন এজার ছেলে! একজন কিডন্যাপিং কেসের ভিকটিম পুলিশকে জানিয়েছিল, যিনি তাকে অপহরণ করেছিলেন, তিনি মধ্য ত্রিশের একজন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা! তার ডেসক্রিপশনে পুলিশের আর্টিস্ট ছবিও এঁকেছিল। ছবিতে যাকে দেখা গেল তিনি নিঃসন্দেহে সুন্দরী, কিন্তু তার সঙ্গে আঠেরো বছরের টিনএজারটির কোনও মিল পাওয়া গেল না! আবার অন্যদিকে একটা মার্ডার কেসে ভিকটিমের বাড়ির সিসিটিভিতে তাকে ফের দেখা গেল। ফুটেজে যিনি আছেন তিনি না টিনএজার ছেলে, না সুন্দরী মহিলা! বরং একজন ফ্রেঞ্চকাটওয়ালা কালো বৃদ্ধ! বলাইবাহুল্য এই ছবির সঙ্গেও উপরের দুটি ছবির কোনও মিল নেই! কোথাও তার নাক খাড়া, কোথাও নাক ছোট! এক একটা ছবিতে চোখ, মুখ, এমনকি ভুরু, ঠোঁটের লাইনও অদ্ভুতভাবে পালটে গিয়েছে। এক একজায়গায় তার গায়ের রঙ এক এক রকম! কোথাও কালো, কোথাও ফর্সা—কোথাও তামাটে!'

'যাব্বাবা!' অর্ণব একটু ভেবে বলে—'স্যার, এমনও তো হতে পারে যে তিনটে কাজ আলাদা আলাদা লোক করেছে। অথবা ''নো-বডি''র লোকজন করেছে। দুটো ক্ষেত্রেই তিনজন তিনরকম দেখতে হতেই পারে।'

'পুলিশও প্রথমে তাই ভেবেছিল। কিন্তু ''নো-বডি''র কাজের একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। প্রথমত সে কোনও দলবল নিয়ে কাজ করে না। সবসময়ই একা কাজে নামে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটা অপরাধ করার পরেই সে টাইপ করা চিঠিতে স্বীকারোক্তি লিখে যায়।' অধিরাজ হাসল—'এটা তার একরকমের অহঙ্কার! সে নিজের কৃতকর্ম লুকোনোর কোনও চেষ্টাই করে না। অত্যন্ত কনফিডেন্ট! এমনকি কখনও সে হাতে গ্লাভস পরারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। কিংবা অকুস্থল থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দেওয়ার চেষ্টাই করেনি।'

'তার মানে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুলিশের কাছে আছে!'

অধিরাজ সজোরে হেসে উঠল—'নাঃ, নেই। পুলিশ যখন স্পটে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠল—তখনই ফরেনসিক এক্সপার্টরা সেই হাতের ছাপ ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এমন কোনও ব্যক্তির যিনি বেশ কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছেন!'

অর্ণব প্রায় আকাশ থেকে পড়ল—'তা কি করে সম্ভব স্যার! ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রে এমন কারচুপি হয় না! প্রত্যেকটা মানুষের হাতের রেখা সম্পূর্ণ আলাদা! তবে একজনের আঙুলের ছাপ আরেকজনের সঙ্গে মিলে যায় কি করে?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'টেকনোলজি অর্ণব!' সে মৃদু হাসল—'তাছাড়া একজন নয়, বহু মৃত মানুষের আঙুলের ছাপই ওর হাতের ছাপের সঙ্গে মিলে গিয়েছে! অর্থাৎ কোনটাই ওর নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নয়!'

'কিন্তু...!' অর্ণব আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই অধিরাজের আরেক জুনিয়র অফিসার এসে হাজির। ব্যস্তসমস্ত হয়ে নার্ভাস হাতে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল— 'স্যার, আপনাকে এডিজি সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। আর্জেন্ট!'

অধিরাজ মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক ইশারা করে। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—'তলব পড়েছে। মনে হচ্ছে ছদ্মবেশী শয়তানের সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ পেলেও পেতে পারো অর্ণব। গেট রেডি।'

এডিজি সেনের ঘরে তখন রীতিমতো গম্ভীর আবহাওয়া! শিশির সেনের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসীম চ্যাটার্জীকে দেখে মনে হচ্ছে, এই বুঝি কেঁদেই ফেললেন ভদ্রলোক! অধিরাজ তার পাশের চেয়ারটাতে বসতে না বসতেই আলটপকা প্রশ্নটা করে বসলেন এডিজি সেন—'হিউম্যান ফোটোকপিয়ার কাকে বলে জানো?'

অধিরাজ তার অজ্ঞতা প্রকাশ করতেই রেগে গেলেন ভদ্রলোক—'কেন এসব টেকনোলজির খবর রাখো না তোমরা! এই জ্ঞান নিয়ে "নো-বডি"র সঙ্গে লড়বে কি করে? ডু ইউ নো হি ইজ ইন কলকাতা?'

সে চোরাদৃষ্টিতে একবার ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে নেয়। তিনি তখন কাঁপা হাতে নিজের টাক টিস্যু পেপার দিয়ে মুছছেন! মুখটা যেন আরও বেশি কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছে।

'ডাঃ চ্যাটার্জী! প্লিজ হিউম্যান ফোটোকপিয়ারের ব্যাপারটা অধিরাজকে খুলে বলুন।' এডিজি সেন ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকালেন—'আমার থেকে আপনিই ভালো বুঝিয়ে বলতে পারবেন।'

এইবার যেন একটু ধাতস্থ হলেন ডাঃ চ্যাটার্জী। গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন—'মিঃ নো-বডির এই অদ্ভুত ছদ্মবেশের পিছনে একটা জিনিসই থাকতে পারে। হিউম্যান ফোটোকপিয়ারের প্রত্যক্ষ ব্যবহার! প্রত্যেকবার তার আলাদা আলাদা রূপ দেখতে পাচ্ছি, এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্টও আলাদা, এটা শুধুমাত্র মেক-আপে সম্ভব নয়! যতই মেক-আপ করা হোক, আসল মুখের আদল কখনই লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ বদলানো সম্ভব। কিন্তু একটা লোক বারবার প্লাস্টিক সার্জারি করছে— এটাও মেনে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নেওয়া যায় না। তাই যে টেকনোলজিটা "নো-বডি" ব্যবহার করে সম্ভবত সেটা হিউম্যান ফোটোকপিয়ারের চূড়ান্ত স্টেজ!'

তিনি কথা থামিয়ে সামনে রাখা জলের গ্লাসটায় আলতো করে চুমুক দিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁকে বোধহয় নোবেল প্রাইজ দেওয়ার আগে প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে বলা হয়েছে! সামান্য গলা ভিজিয়ে নিয়ে আবার বক্তৃতার খেই ধরলেন ডাঃ চ্যাটার্জী—

'এমনিতেই আমরা আজকাল ল্যাটেক্স মাস্ক সম্পর্কে প্রচুর কথা শুনতে পাই। অল্পবিস্তর সকলেই জানে যে ল্যাটেক্স মাস্ক আসলে কি! হ্যালোউইন পার্টি বা ভূতের ফিল্মে ব্যবহার করা হত ল্যাটেক্স মাস্ক। সচরাচর বিশেষ ধরনের কিছু ফুলের গাছের আঠা থেকেই তৈরি হয় ল্যাটেক্স। কিন্তু ল্যাটেক্স মাস্ক দেখলেই চেনা যায়। নানান গোয়েন্দা সিরিয়ালে যে দেখা যায় যে ক্রিমিনালরা ল্যাটেক্স মাস্ক পরে হুবহু অন্য মানুষের মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে, লোকের চোখে ধুলো দিচ্ছে—তা বাস্তবে সম্ভব নয়! চাচি-৪২০ বা 'মিসেস ডাউটফায়ারে' এমন মাস্ক পরে নায়ক সবার চোখে ধুলো দিয়েছিল। কিন্তু ওটা শুধু ফিল্মেই সম্ভব! ক্যামেরার কারিকুরিতে যেটা ধরা পড়ে না, চোখের সামনে দেখলেই সেই অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। বাট...', ডাঃ চ্যাটার্জী মাথা ঝাঁকালেন— 'সিলিকন রাবার মাস্কে কিন্তু চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব। ইনফ্যাক্ট, আন্ডারওয়ার্ল্ডের নামজাদা ক্রিমিনালরাও ছদ্মবেশের জন্য সিলিকন রাবার মাস্ক ব্যবহার করে। ভিনাইল মাস্কেও সম্ভব। ইনফ্যাক্ট, প্রথম হিউম্যান ফোটোকপিয়ারের প্রয়োগ হয় হার্ড ভিনাইল ক্লোরাইডের তৈরি মুখোশের উপরে। প্রথমে হিউম্যান ফোটোকপি করে জাপানের একটি কোম্পানি। একটা মানুষের মুখের চতুর্দিক থেকে আগে ফোটো তোলা হয়। ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে গোটা মুখের স্টিল ফোটো তুলে নেওয়া হয়। তারপর হুবহু সেই মুখের অনুকরণে তৈরি করা হয় হার্ড ভিনাইল ক্লোরাইডের একটা শক্ত মুখোশ! থ্রি ডি মাস্ক—অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল মাস্ক। এবং সেই মাস্ক যে মানুষটির ছবির অনুকরণে তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলবে। মানে, তুমি যদি শাহরুখ খানের মুখোশ বানাতে চাও তাহলে শুধুমাত্র কয়েকটা ছবির মাধ্যমেই তা সম্ভব! এবং যদি সেই মুখোশ কোনমতে মুখের সঙ্গে এঁটে দাও, তবে লোকে তোমায় শাহরুখ খান বলেই ভুল করবে। কারণ তোমার মুখ তখন অবিকল শাহরুখ খানের মতন! ইনফ্যাক্ট শাহরুখের অতিবড় ভক্ত, কিংবা সবচেয়ে কাছের মানুষটিও আসল নকলের প্রভেদ শুধু মুখ দেখে করতে পারবে না। একেই বলে হিউম্যান ফোটোকপিয়ার।'

Scanned by CamScanner

'আপনি বলতে চাইছেন যে "নো-বডি"ও এই টেকনোলজিটাই ব্যবহার করছে।'

'এগজ্যাক্টলি', ডাঃ চ্যাটার্জী জোর গলায় বললেন—'সে হিউম্যান ফোটোকপিয়ার ইউজ করছে ঠিকই। কিন্তু হার্ড ভিনাইল ক্লোরাইডের মাস্কের উপরে নয়। হার্ড ভিনাইল ক্লোরাইডের মুখোশ শক্ত হয়। পরা যায় না। ইনফ্যাক্ট এই জাতীয় মুখোশকে শুধু ম্যানিকুইন সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনও কাজে এই মাস্কের কোনও ব্যবহার নেই।'

'তবে?'

'সে আরও একধাপ এগিয়ে এই টেকনোলজিটাকে সিলিকন মাস্কে ব্যবহার করছে। সিলিকন রাবার নরম। পরাও সম্ভব। যে কোনও কাজে নামার আগে সে যে কোনও পুরুষ বা মহিলাকে টার্গেট করে তার ছবি তোলে। তারপর সিলিকন রাবার মাস্ক আর "হিউম্যান ফেটোকপিয়ার" নামের টেকনোলজির সাহায্যে অবিকল সেই মানুষটির মুখের মতো মুখোশ ও খোলস বানিয়ে কাজে নেমে পড়ে। যার জন্য সে যে কোনও রূপ ধরতে পারে। হাতের ছাপের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। যে কোনও মানুষের পাঁচটা আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট শুধু জোগাড় করতে হবে। বাদবাকিটা নেহাতই ছেলেখেলা! "নো-বডি" আসলে খোলস মানুষ। যেমন ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ডমরুধর একটি বাঘের খোলসে ঢুকে পড়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল! সবাই তাকে বাঘ বলে ভাবছিল! নো-বডিও অনেকটা তাই। এক একটা মানুষের ফুলবডি খোলস তৈরি করে ফেলে সে। তারপর তার মধ্যে ঢুকে যায়।' তিনি একটু থেমে যোগ করলেন—'সি আই ডি দিল্লি ফরেনসিক এক্সপার্ট ক্রাইম সিনে বেশ কয়েকবার সিলিকন রাবারের ট্রেস পেয়েছে। তার উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত।'

অধিরাজ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একসময় ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাহায্যে ফরেনসিক সায়েন্স প্রভূত উন্নতি করেছিল। কিন্তু এখন সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টও নকল করা যায়। অপরাধীদের মাথায় কতরকমের যে বদমায়েশি বুদ্ধি ঘুরছে! ক্রাইমের ক্ষেত্রে যার মস্তিষ্কে এত বুদ্ধি খোলে, তার মাথাটাই যে কেন কোনও ভালো কাজে ব্যবহার হয় না কে জানে! প্রতিভাবান বদমায়েশদের এটাই ট্র্যাজেডি!

'তার মানে নো-বডি চাইলে আপনার বা আমার রূপও নিতে পারে!'

ডাঃ চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন—'একদম। এমনকি এডিজি স্যারের গোটা চেহারাটাই সে নকল করে নিতে পারে! স্যারের মতোই যদি হাবভাব করতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করতে আমাদের সামনে দিয়ে গটগট করে হেঁটেও যায়—আমরা কেউ চিনতে পারব না! ইনফ্যাক্ট বুঝতেই পারবো না যে ওটা এডিজি সেন নন! বরং তাঁর নকল।'

'আর আমাদের কেসের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটাই সবচেয়ে মারাত্মক।' এডিজি শিশির সেন চিন্তিতভাবে বললেন—'যখন "নো-বডি"র মতো পাকা ক্রিমিন্যাল যে কোনও রূপ ধরতে পারে, তখন বুঝতে হবে পরিস্থিতি অ্যালার্মিং। আর তার কলকাতায় আসার টাইমিংটাও মারাত্মক। ইনফর্মাররা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে জানতে পেরেছে যে তার কলকাতায় আসার কারণ ডাঃ শীতল সিংহ-র কেস।'

ডাঃ শীতল সিংহ! নামটা মনে পড়ে গেল অধিরাজের। অদ্ভুত নিপুণভাবে কিডনি পাচারের একটা র‍্যাকেট তৈরি করেছিলেন ভদ্রলোক। এক নামজাদা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারের ছবিতে ধরা পড়ে না গেলে তার এই অপকীর্তির কথা কেউ জানতে পারত না। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকের নাম সন্দীপন মিত্র। উনি ডাঃ শীতল সিংহ-র নার্সিংহোমের উল্টোদিকের বহুতলে দাঁড়িয়ে নিজের ডিজিট্যাল ক্যামেরায় রাতের কলকাতার রাজপথের ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ নার্সিংহোমের জানলায় কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার নর্মাল লেন্স বদলে ফেলে টেলিফটো লেন্স লাগালেন। নার্সিংহোমের দৃশ্যটা তখন হাতছোঁয়া দূরত্বে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কিছু বোঝার আগেই উঠে গেল ছবি। ডাঃ শীতল সিংহ বুঝতেও পারেননি উল্টোদিক থেকে কেউ তাঁর দিকে ক্যামেরা তাক করে আছে। ফলস্বরূপ এমন কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দী হয়ে গেল যা ডাঃ সিংহকে প্রায় পথে বসিয়ে দিল। ফটোগুলোয় টাকার লেনদেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডাঃ সিংহ যে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর হাত থেকে টাকা নিচ্ছেন তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট তাঁর হাতে ধরা ছোট্ট থার্মোবক্স! ঐ জাতীয় থার্মোবক্স সচরাচর অর্গ্যান প্রিসার্ভেশনের জন্যই ব্যবহার করা হয়। সন্দীপন বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তাঁর ডিজিট্যাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো দেখালেন। পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে সেই মাড়োয়ারিকে পাকড়াও করে ফেলল। থার্মোবক্স থেকে বের হল সদ্যছিন্ন তাজা কিডনি! ব্যস, আর যায় কোথায়! পুলিশ পুরো নার্সিংহোম তন্ন তন্ন করে এমন প্রায় এক ডজন বে-আইনি কিডনি খুঁজে বের করল। পুরো র‍্যাকেটটাই ধরা পড়ে গেল হাতেনাতে।

একটা লোকের কৃতিত্বেই মূলত ধরা পড়েছিল গোটা দলটা। সন্দীপনই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

মূলত পুলিশের তুরুপের তাস ছিলেন। একমাত্র সাক্ষী, যিনি পুরো লেনদেনটা নিজের চোখে দেখেছেন। এবং অবশ্যই তাঁর তোলা 'র-ইমেজ' তথা আন-এডিটেড ফটোগুলো চূড়ান্ত প্রমাণ! কিন্তু কপাল খারাপ। সন্দীপনের আকস্মিক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। কেউ তাঁর গাড়ির ব্রেকের তার কেটে দিয়েছিল! প্রাণে বাঁচলেও মাথায় আর স্পাইনাল কর্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগার দরুন অমন সাহসী মানুষটি সম্পূর্ণ জড়ভাব হয়ে গিয়েছেন। এখন হুইলচেয়ারে বসে স্রেফ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। কোনও স্মৃতি নেই! কিছুই মনে নেই! শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই!

সন্দীপনের ক্যামেরাটাও পায়নি পুলিশ! কেউ বা কারা ওটাকেও লোপাট করে দিয়েছে। সচরাচর তাঁর সবসময়ের সঙ্গী ছিল ক্যামেরাটা। সেদিনও ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলেন। ক্যামেরাটা তাঁর গাড়ির ব্যাকসিটেই রাখা থাকত। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের পর ডিজিটাল ক্যামেরাটাকে আর পাওয়াই গেল না!

ছবিগুলোর একসেট কপি অবশ্য পুলিশ আগেভাগেই নিয়ে নিয়েছিল সন্দীপনের থেকে। কিন্তু পুলিশ হেফাজতে থেকেও সেটা কী করে যেন হাওয়া গেল! সর্ষের মধ্যেই ভূত!

পুলিশ পড়ল মহাবিপদে! এই ঘটনার পিছনে যে ডাঃ শীতল সিংহ-র হাত আছে তা বুঝতে পারলেও প্রমাণ করার উপায় নেই। যে প্রধান সাক্ষী আর ফোটোর জোরে চার্জশিট বানাচ্ছিল, সেই দুটো প্রধান ও অমোঘ প্রমাণই হাওয়া! কেস কমজোর হয়ে গেলেও তবু হাল ছাড়ল না তারা। তদন্ত চালিয়ে আরও কিছু প্রমাণ বের করে আনল। কিন্তু তা ডাঃ সিংহকে আটকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তিনি জামিনে ছাড়া পেলেন।

সেই তদন্তের শুনানি ঠিক তিনদিন পরেই। পুলিশ প্রাণপণে আরও মারাত্মক এভিডেন্স খুঁজছে। আজ থেকে তিনদিন পরেই মামলার এস্পার বা ওস্পার হয়ে যাবে! যদিও এখনও ডাঃ শীতল সিংহ-র দিকেই আইনের পাল্লা ভারি!

ঠিক এমন সময়ে হঠাৎ এই চতুর ক্রিমিন্যালটির আবির্ভাব কেন? তাও আবার এই কেসের জন্য! 'নো-বডি' কন্ট্র্যাক্ট ছাড়া কাজ করে না। তাহলে কে তাকে কন্ট্র্যাক্ট দিল। ডাঃ শীতল সিংহ? কেন? তিনি তো এখনও সেফ সাইডে। এখনও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে মোক্ষম প্রমাণ কিছু খুঁজে পায়নি। একমাত্র মারাত্মক প্রমাণ ছিল ফোটোগুলো...! কিন্তু...!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'স্যার নো-বডির আসার খবরটা কি একদম সঠিক? ইনফর্মাররা সঠিক খবর দিয়েছে তো?'

'ওদের তাই দাবি।' এডিজি সেন বললেন—'এবং ওরা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে এই কেসের জন্যই এসেছে সে।'

'তাহলে খবরটার একটা পজিটিভ দিকও আছে স্যার।' সে শান্তভাবে বললেও তার চোখ চকচক করছে—'নো-বডির কাজটা এখানে কী হতে পারে? যে লোকটা প্যারালাইজড হয়ে প্রায় জীবন্মৃত হয়েই আছে—তাকে সরানোর জন্য নিশ্চয়ই সে আসেনি। এই কেসে আর কোনও এমন মারাত্মক লিড নেই যার জোরে ডাঃ সিংহ-র দোষ প্রমাণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটাই কারণ হতে পারে। ডাঃ সিংহ এবং তার দলবল এখনও ছবিগুলো কব্জা করতে পারেনি। ক্যামেরাটা সরাতে পেরেছে ঠিকই। কিন্তু সম্ভবত ক্যামেরার সি এফ কার্ডটা পায়নি।'

'সি এফ কার্ড?'

'কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাশ কার্ড!' সে মুচকি হেসে বলে—'ডিজিটাল ক্যামেরার ভেতরে একটা চিপ থাকে স্যার। অনেকটা মোবাইলের সিমকার্ড বা মেমোরি কার্ডের মতো। প্রায় দেশলাই বাক্সের সাইজের। ওর ভেতরেই স্টোর করা থাকে ছবিগুলো। ডিজিটাল ফটোগ্রাফি করে যারা, তারা এমন বেশ কয়েকটি সি এফ কার্ড মজুত রাখে। অতএব ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে বেরোলেই যে ক্যামেরার মধ্যে প্রয়োজনীয় সি এফ কার্ডটাও থাকবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় ঐ ছবিগুলোর অন্তত আরেকটা ব্যাক-আপ কপিও আছে। যার খোঁজ এখনও পুলিশ বা দুষ্কৃতিরা কেউই পায়নি।'

'তোমার হঠাৎ এমন মনে হল কেন?'

অধিরাজ মুচকি হাসল—'স্যার, নো-বডি তো ট্যাক্সি নয়, যে চাইলেই তাকে ভাড়ায় খাটানো যাবে। অত্যন্ত উঁচুদরের দামি ক্রিমিন্যাল। তাকে কাজে লাগাতে হলে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া "হিস্ট্রি শিটার" কলকাতাতেও কিছু কম নেই। তবে তাদের সবাইকে ছেড়ে নো-বডি কেন? ডাঃ শীতল সিংহ কি এতই বোকা যে মশা মারতে কামান দাগবেন? অতএব এটা পরিষ্কার যে কামান বেশ বড় শিকার মারতে দাগা হচ্ছে। নো-বডির অ্যাসাইনমেন্টটা ডাঃ শীতল সিংহ-র কাছে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা। তবে কাজটা কী? অন্যদিকে সন্দীপন মিত্রর চরিত্রটাও ভেবে দেখুন। যিনি নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এতবড় ক্রাইমকে এক্সপোজ

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করলেন তিনি কি বোকার মতো স্রেফ নিজের ডিজিটাল ক্যামেরাতেই অমন মারাত্মক ছবিগুলো রেখে দেবেন? সি এফ কার্ডটা সরিয়ে কোনও সেফ জায়গায় রাখবেন না? কিংবা নিতান্ত একটা ব্যাক-আপও রাখবেন না?'

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্ব ভাবে তাকিয়ে থাকলেন এডিজি সেন। ডাঃ চ্যাটার্জী প্রশংসাসূচক দৃষ্টিপাত করে বিড়বিড় করে বললেন—'ভ্যালিড পয়েন্ট।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে সম্ভবত সন্দীপন ছবিগুলোর কপি রেখেছিলেন! কিন্তু পুলিশ তো অ্যাক্সিডেন্টের পর ওঁর ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে! কোথাও কিছু নেই। ইনফ্যাক্ট ওঁর স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তিনিও কিছু জানেন না।'

'আমি জাস্ট একটা ওয়াইল্ড গেস করছি।' অধিরাজ শান্ত স্বরে বলে—'অনুমানটা সত্যি নাও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে সন্দীপন তাঁর স্ত্রীকে কিছুই বলেননি। হয়তো সি এফ কার্ডটা লুকিয়ে রেখেছেন, অথবা কোথাও একটা ব্যাক-আপ রেখেছেন, কিংবা হয়তো নিজেই নিজেকে ই-মেল করে আরও সেফ জায়গায় রেখেছেন। ইলেক্ট্রনিকসের যুগ তো। সবই হতে পারে।'

'হতে পারে...হতে পারে...!' শিশির সেন বিড়বিড় করে বললেন—'অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! এতক্ষণ ভাবছিলাম যে "নো-বডি"কে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোমায় দেব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নো-বডিও ঐ ছবিগুলোই খুঁজতে এসেছে! দায়িত্বটা অনেক বেড়ে গেল রাজা।'

তিনি অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার চোখে উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা। যেন বলতে চাইছেন, 'পারবে তো? আমাদের সবার সম্মান এখন তোমার হাতে।'

অধিরাজ মৃদু হাসল। সে জানে এখন তাকে কী করতে হবে। সে এও জানে, যে তার অনুমানটাই সম্ভবত সঠিক। সেক্ষেত্রে পরিশ্রম অনেকটাই কমে গেল। নো-বডি সম্ভবত সন্দীপনের ফ্ল্যাটের আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। শুধু দুটো কাজই করতে হবে। প্রথমত, নো-বডিকে খুঁজে বের করা, দ্বিতীয়ত যদি সত্যিই তার অনুমান অনুযায়ী ছবিগুলোর কোন কপি থাকে, তাও খুঁজে বের করা। উল্টোদিকের দুর্দান্ত ক্রিমিন্যালটিও বুদ্ধিতে কিছু কম যায় না। সে ছবিগুলোর সন্ধান পাওয়ার আগেই কেল্লা ফতে করতে হবে।

অথচ সময় মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা! আর বাহাত্তর ঘণ্টা পরেই এই কেসের

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভাগ্য নির্ধারিত হবে। হয় ডাঃ শীতল সিংহ-র শাস্তি হবে। নয়তো প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন।

শেষপর্যন্ত যাই হোক, সময় মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা—অর্থাৎ তিনদিন!

২

'জ্যাক নীল, হ্যালো...জ্যাক নীল?'

উল্টোদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল—'ইয়েস স্যার। বলুন।'

'একটা ই-মেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি তোমাকে।' অধিরাজ ব্লু-টুথের ওয়্যারলেস সেটটাকে ঠিক করে পরতে পরতে বলল—'এসএমফো অ্যাট দ্য রেট জি-মেল ডট কম।'

'বানানটা?'

'টেক্সট করে জানাচ্ছি। কিন্তু জরুরি কথাটা আগে শোনো।' সে সিগারেট ধরিয়েছে—'এই ই-মেল অ্যাকাউন্টের মালিক হলেন সন্দীপন মিত্র। তোমায় অ্যাকাউন্টটা হ্যাক করতে হবে। ঐ অ্যাড্রেস থেকে যত মেল গিয়েছে তার একটা লিস্ট চাই আমার। বিশেষ করে যদি কোনও মেল-এ অ্যাটাচমেন্ট থেকে থাকে, বা ছবি থাকে তবে সেগুলোকে ডাইরেক্ট আমার মেল-অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবে। আর্জেন্ট।'

'ওকে স্যার।'

ফোন কেটে গেল। অধিরাজ তার কথোপকথন শেষ করে অর্ণব এবং ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকাল—'প্রথম কাজটা তো হল। এবার পরের স্টেপে আসি?'

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ মুখটাকে বেগুনির মতো লম্বাটে করে বসেছিলেন। মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটা তার একটুও পছন্দ হচ্ছে না! এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—'শেষপর্যন্ত হ্যাকারদের শরণাপন্ন হলে রাজা? ই-মেলটা মানুষের ব্যক্তিগত জিনিস! ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো কি ঠিক হচ্ছে?'

অধিরাজ মুচকি হাসছে—'এখন আর কিছুই ব্যক্তিগত নয় ডাঃ চ্যাটার্জী! আপনি কি মনে করেন? "নো-বডি" এতক্ষণে ঐ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা করেনি? আমরা যেমন ভাবছি যে সন্দীপন ফটোগুলো নিজেরই অন্য আই ডিতে পাঠিয়ে থাকতে পারেন, একই কথা সেও হয়তো ভাবছে! আর আমি তো যে কোনও হ্যাকারের শরণাপন্ন হইনি। জ্যাক নীল সি আই ডি-র পার্সোনাল হ্যাকার। এই সব কাজ করার জন্যই ওকে রীতিমতো তোয়াজ করে রাখা হয়েছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। শুধু সি আই ডি নয়, সমস্তরকমের পুলিশবাহিনী ও গোয়েন্দাবিভাগে এমন একজন সাইবার স্পেশালিস্ট কেউ না কেউ থাকে। এরা প্রত্যেকেই অতীতে চূড়ান্ত বদমায়েশ হ্যাকার ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের বয়েস কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে। এই সাইবার অপরাধীদের জ্বালায় একসময় গোয়েন্দাবাহিনী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এরাই হয়ে উঠল গোয়েন্দাবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কোনরকম সাইবার ক্রাইম হলেই এই ভূতপূর্ব হ্যাকারদের প্রয়োজন পড়ে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সবচেয়ে প্রাচীন স্ট্র্যাটেজি আর কি!

ডাঃ চ্যাটার্জী নাক দিয়ে ঘুড়ুৎ ঘুড়ুৎ আওয়াজ করলেন। অর্থাৎ, এই জাতীয় কার্যকলাপ তার মোটেই পছন্দ নয়।

'কাম অন ডক!' সে মিষ্টি হাসে—'আপনি এখনও দেখছি মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার যুগে পড়ে আছেন! এখন চতুর্দিকে এতরকমের টেকনোলজি, আর অপরাধীরাও এমন এক্সপার্ট যে মাঝেমধ্যে আমাদেরও একটু বিলো দ্য বেল্ট খেলতে হয়! শাস্ত্রে লেখা আছে 'অপরাধীকে ধরতে যদি কিঞ্চিৎ নির্দোষ অপরাধ করিতে হয়, তবে তাও করিবে!'

ডাঃ চ্যাটার্জীর ভুরু দুটো ফের শুঁয়োপকোমূর্তি ধারণ করেছে—'হ্যাঁ। আমি হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর যুগেই পড়ে আছি। কারণ তখনও মানুষ মরত। এখনও মরে। তাছাড়া এমন বিটকেল জ্ঞান কোন শাস্ত্রে লেখা আছে সেটাও একবার বলে দাও!'

অধিরাজ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে—'ইয়ে! শাস্ত্রের নামটা ভুলে গেছি। মে বি, অধ্যায়ের নামটা ছিল—"টাকস্যপরিবেদন!" মানে টাক সম্বন্ধীয় বেদনা...মানে হল...!'

'চো-ও-প!' ডাঃ চ্যাটার্জী চিড়বিড় করে উঠলেন—'ফাজলামি করার কি কোনও সময় নেই তোমার? কাজের কথা বলবে? না আমি উঠবো?'

'প্লিজ!' অধিরাজ মাথা ঝাঁকাল—'অভিশাপ দেবেন না। কাজের কথায় ফিরছি।' বলতে বলতেই সে তার ল্যাপটপটা অন করে—'এখন আমরা একটু সন্দীপনবাবুর ফ্যামিলি, ফ্ল্যাট এবং প্রতিবেশীদের প্রসঙ্গে আসছি। পুলিশ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমরাও সেসব দেখে নিই। হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে।'

'হোমওয়ার্ক!' ডাঃ চ্যাটার্জী ফের ভুরু কুঁচকেছেন—'হোমওয়ার্ক মানে? ক্লাসওয়ার্কও কিছু আছে নাকি?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'নিশ্চয়ই ডক।' সে বলল—'আগে হোমওয়ার্ক না করলে আমার প্ল্যানিংগুলো বুঝবেন কী করে?'

'প্রসিড।'

সে ল্যাপটপের কী-বোর্ডে আঙুল রাখতেই একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল। অনেকটা স্লাইড শোয়ের মতো ভেসে উঠছিল ছবিগুলো। প্রথমেই যে ছবিটা এল সেটা এক বহুতলের।

'এখানে সন্দীপন গত পাঁচবছর ধরে আছেন।' অধিরাজ বিরাট বিল্ডিংটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল—'মালাবার টাওয়ার। অত্যন্ত পশ বিল্ডিং। নামকরা বিজনেসম্যান থেকে প্লেয়ার, মডেল, রাজনীতিবিদ ইনফ্যাক্ট ফিল্মস্টারদের ফ্ল্যাটও আছে এখানে। সুইমিং পুল, টেনিসকোর্ট, গলফক্লাব—কি নেই! চতুর্দিকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। চতুর্দিকে কাঁটাতারওয়ালা পাঁচিলের বহর দেখেছেন! চীনের প্রাচীর টপকানোও এই দেওয়াল টপকানের চেয়ে সহজ! গেটের সামনে কড়া সিকিউরিটি মোতায়েন। কে কখন ঢুকছে, কখন বেরোচ্ছে সমস্তই নথিভুক্ত করা থাকে। ভিজিটর এলে তার সম্পর্কে পুরো ডিটেলস নেওয়া হয়! কে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, কতক্ষণ থাকছে, সবকিছুর রেকর্ড থাকে। এমনকি ভিজিটর এলে প্রথমেই তাকে বিল্ডিঙে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তার নাম, ধাম আসার উদ্দেশ্য, যার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার সঙ্গে কি সম্পর্ক, সব কিছু জেনে নেওয়া হয়। তারপর ইন্টারকমে সিকিউরিটি অফিসার উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানতে চান যে তিনি আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে চান কি না! ওপর থেকে অনুমতি মিললে তবেই ভিতরে যাওয়ার সুযোগ মেলে। তার আগে অবশ্য মেটাল ডিটেক্টরে মানুষটিকে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়!'

'বাপ রে!' অর্ণব ঢোঁক গেলে—'এ তো রীতিমতো বজ্র আঁটুনি!'

'বজ্র আঁটুনি বলেই তো "ফস্কা গেরো"টিকে আমদানি করেছেন ডাঃ সিংহ। বহুরূপধারী কি আর এমনি এমনি এসেছেন?' অধিরাজ ল্যাপটপে আঙুল বোলাতে বেলাতে বলে—'সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে আরও একটু ডিটেলস জানা দরকার। সিকিউরিটির গল্প কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গেট থেকে শুরু করে লিফট, করিডোর—এমনকি প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের দরজার সামনেও রয়েছে অগুনতি সিসিটিভি ক্যামেরা! সিকিউরিটির একটা গ্রুপ নীচে বসে সবসময়ই মনিটরে চোখ রাখছে! কোনওরকম সমস্যা দেখলেই ওরা অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবে। মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে যাবে ডিউটিতে থাকা সমস্ত নিরাপত্তাকর্মীরা! তাই চট করে বিল্ডিঙে ঢুকে কিছু করা সম্ভব নয়। যার জন্য

Scanned by CamScanner

সন্দীপনকে খুন করার অন্য রাস্তা ধরতে হয়েছিল ডাঃ সিংহকে। ব্রেকের তার কেটে দিতে হয়েছিল। নয়তো কোনও সুপারি-কিলারকে দিয়েই কাজটা হয়ে যেত। এক্ষেত্রে সন্দীপন প্রাণে বাঁচলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটি বুলেটেই শেষ হয়ে যেতেন।'

'বেশ।' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'ভাষণের পরবর্তী স্টেজ?'

'পরবর্তী স্টেজে আমরা একটু সন্দীপনের ফ্যামিলি ও প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জেনে নেবো।' ল্যাপটপে আবার অনেকগুলো ছবি পরপর ভেসে উঠেছে—'ফিফথ ফ্লোরে পাঁচশ তিন নম্বর ফ্ল্যাটটা সন্দীপনের। বাড়িতে একজন সবসময়ের কাজের লোক থাকে। নাম— হরিদাস। সে খুব একটা বাইরে বেরোয় না। সন্দীপনের স্ত্রী সোনালি হোমমেকার। তিনিও বিশেষ বেরোন না। এই গোটা হাউজিং এর নিজস্ব শপিংমল রয়েছে। মালাবার শপিং মল। সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। এমনকি কাঁচা বাজারের বন্দোবস্তও রয়েছে। তাই বাইরে বাজার করতে যেতে হয় না। অর্থাৎ হাউজিঙের বাইরে এঁদের মধ্যে কেউই যান না। তবে মালাবার শপিং মলে বাইরের লোকেরাও শপিং করতে আসে। কিংবা সিনেমা দেখতেও প্রচুর ভিড় হয়, এই শপিং মলের থার্ডফ্লোরে। সেখানেও সিকিউরিটির কড়াকড়ি। প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা মুভমেন্ট সিসিটিভি ক্যামেরায় সবসময়ই রেকর্ড হচ্ছে। সোনালি মাঝেমধ্যে বড় ছেলেকে নিয়ে শপিংমলে যান। উইক-এন্ডে ফিল্ম টিল্ম দেখেন বা শখের কেনাকাটি করেন। ঐ পর্যন্তই।' অধিরাজ একটু থেমে বলে—'এর মধ্যে যে মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ আছে, তার মধ্যে সন্দীপন-সোনালির বড় ছেলে, শৌনক বা সানি। মাত্র দশ বছর বয়েস। নো-বডি আর যাই করুক, এই ছেলেটির রূপ ধরতে পারবে না। কারণ একটা দশবছরের ছেলের মুখ নকল করা গেলেও তার কমনীয় ছোটখাটো বডিস্ট্রাকচার, এবং একটি বাচ্চার চোখ-মুখের ইনোসেন্স বা অপাপবিদ্ধ ভঙ্গি তৈরি করা হিউম্যান ফোটোকপিয়ার এবং সিলিকন রাবার মাস্কের পক্ষেও সম্ভব নয়! সুতরাং শৌনককে আমরা লিস্ট থেকে বাদ দিতে পারি। তার জেনুইনিটি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে না সোনালি সম্পর্কেও। কারণ তিনি দুই ছেলের মা। তাঁর ছদ্মবেশ নেওয়া কঠিন! শিশুরা সবচেয়ে ভালো চেনে তার মাকে। সেক্ষেত্রে শৌনক কয়েক সেকেন্ডেই কারচুপি ধরে ফেলবে। শৌনক ছাড়াও আরও একজন আছে যার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভব!' অধিরাজ একটু দম নিয়ে ফের বলে—'ও বাড়ির কুকুর গদাই। সন্দীপন কেন যে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এত নাম থাকতে কুকুরের নাম "গদাই" রেখেছিলেন তা ভগবানই জানেন। অসম্ভব শিক্ষিত এবং শান্ত স্বভাবের একটি ল্যাব্রাডর। কিন্তু তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। ছোট ছেলেটির বয়স তিন বছর। সে তো সিনেই আসে না। বাকি রইল একজনই। যে বাইরে থেকে ঐ বাড়িতে আসে, এবং যার ছদ্মবেশ নিয়ে কাজ হাসিল করা সবচেয়ে সহজ।'

'কে?' অর্ণব ও ডাঃ চ্যাটার্জী—দুজনের প্রশ্নই একসঙ্গে এল।

'সিস্টার রিটা!' অধিরাজের ল্যাপটপে নার্সের সাদা পোষাকপরা এক মধ্যবয়স্কা মহিলার ছবি ফুটে উঠল—'ইনি রোজই সন্দীপনকে দেখভাল করার জন্য আসেন। তাকে স্নান করানো থেকে শুরু করে, খাওয়ানো দাওয়ানো, ম্যাসাজ কিংবা নানারকম থেরাপি দেওয়া ওঁরই কাজ। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সিস্টারের ডিউটি। তারপর ভদ্রমহিলা চলে যান। যেখানে নো-বডির কাছে যে কোনও রূপ ধরার স্বাধীনতা আছে, সেক্ষেত্রে এই ভদ্রমহিলার চেহারাই তার সবচেয়ে ফেভারিট অপশন হতে পারে। তাছাড়া "গদাই"ও ব্যক্তিগতভাবে এই মহিলাকে পছন্দ করে না। ইনি এলেই সে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে।'

'স্বাভাবিক!' ডাঃ চ্যাটার্জী স্বগতোক্তি করেন—'মহিলার চেহারা দেখেছ! ইনি যদি মহিলা হন, তবে "শাড়ি পরা পিপে" আর কাকে বলে! আমারই ছবিটা দেখে চেঁচাতে ইচ্ছে করছে, গদাইয়ের কি দোষ!'

অধিরাজ মুখ টিপল—'অমন বলবেন না ডক। যতদূর আমি জানি, আপনাকে দেখে আপনার পাড়ার কুকুররাও কিন্তু বিস্তর চেঁচায়!'

গুগলিটা খেয়ে চেপে গেলেন ডাঃ চ্যাটার্জী। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—'আগে?'

অধিরাজ মৃদু হাসল—'বাড়ির ভিতরে ঢোকার সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে সিস্টার রিটার ছদ্মবেশ। এছাড়াও আরেকটা অপশন অবশ্য আছে। তিনি হলেন সন্দীপনের একমাত্র প্রতিবেশী ডাঃ জগন্নাথ। পাঁচশো দুই নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন। পেশায় ডেন্টিস্ট। যে অনুপাতে লম্বা, সেই অনুপাতেই চওড়া। ভদ্রলোক একাই থাকেন। পরিবার বলতে কেউ নেই। মিত্র ফ্যামিলির কাছের মানুষ। একা থাকেন বলে প্রায়ই ডিনারের নেমন্তন্ন থাকে সন্দীপনের বাড়িতে।

শৌনককে মাঝেমধ্যে পড়া বলে দেন। আমার সন্দেহ—'নো-বডি' এই দুজনের যে কোনও একজনকে রিপ্লেস করবে।'

'এমন বিটকেল মনে হওয়ার কারণ?' ডাঃ চ্যাটার্জী নাক কুঁচকেছেন।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

উত্তেজিত হলেই তাঁর নাক কুঁচকে যায়—'যে মানুষটা যে কোনও লোকের গোটা চেহারাটাই নকল করার ক্ষমতা রাখে, সে যে কোনও রূপই ধরতে পারে। লিফটম্যান থেকে শুরু করে সিকিউরিটি গার্ড অবধি যে কোন মানুষের চেহারায় এসে হাজির হতে পারে। তাহলে বিশেষ করে এই দুজনই কেন?'

'কারণ এই দুজনেরই শুধু সন্দীপনের ফ্ল্যাটের সবজায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা আছে।' অধিরাজ মৃদু হেসে বলল—'সিকিউরিটি গার্ড বা লিফটম্যানের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ইমার্জেন্সি ছাড়া সিকিউরিটি কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারে না। লিফটম্যানের তো চান্সই নেই।'

'স্যার।' অর্ণব বলে—'প্লাম্বার বা ইলেকট্রিশিয়ানের পক্ষেও কিন্তু ভিতরে ঢোকা সম্ভব।'

অধিরাজ প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে তাকায়—'ফ্যান্টাস্টিক! ঠিক বলেছ। সেজন্যই একটু আগে সি আই ডি ব্যুরো থেকে ফোন করে মিসেস মিত্রকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিন তিনি কোনও প্লাম্বার বা ইলেকট্রিশিয়ানকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না। অপরিচিত কোনও ভিজিটরকে অ্যালাউ করবেন না। শুধুমাত্র প্রতিবেশীদের ছাড়া আর কাউকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবেন না।'

'বেশ। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এই দুজনই কেন? অন্য কোনও ছদ্মবেশ হতে পারে।'

'হতেও পারে। কিন্তু আমার আন্দাজ অনুযায়ী এই দুজনের যে কোনও একজনের ছদ্মবেশই বেশি প্রেফার করবে নো-বডি।' সে রহস্যমাখানো একটা অদ্ভুত হাসি হাসল— 'কারণ এই দুজনকে কখনই নির্দিষ্ট সময় ছাড়া দেখা যায় না। সিলিকন রাবার মাস্ক যতই আধুনিক হোক, সর্বক্ষণ পরে থাকা যায় না। মিসেস ডাউটফায়ার বা চাচি-৪২০-এও নায়ককে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরোতেই হত। সেক্ষেত্রে সিস্টার রিটার ডিউটির একটা বাঁধা সময় আছে। তারপরে তিনি কি করছেন, কোথায় যাচ্ছেন—কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ডাঃ জগন্নাথের ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনই। তিনি একলা মানুষ। ফ্ল্যাটের ভিতরে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তাই তিনি মেক-আপে আছেন কি নেই, কেউ দেখতে যাবে না। দ্বিতীয়ত, সিস্টার রিটা ও ডাঃ জগন্নাথ যদি কিছুদিনের জন্য হাপিশ হয়ে যান, তবে তাদের অনুপস্থিতি নিয়ে হৈ চৈ করার কেউ নেই। দুজনেই একা। এবং তৃতীয়ত ও সর্বশেষ কারণ ঐ বিল্ডিঙের কারোর মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। আজ যদি আপনাকে আমি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

একজন ডাক্তার অথবা একজন বিজনেস ম্যাগনেট কিংবা পলিটিশিয়ানের রোলে অভিনয় করতে বলি, তবে আপনি কোন রোলটা বেছে নেবেন?'

'অফকোর্স, ডাক্তার।'

'কেন?'

ডাঃ চ্যাটার্জী টাক চুলকে বললেন—'তাতে আমার অভিনয়টা অনেক বেশি সহজ হবে। আই মিন ন্যাচারাল। কারণ আমার মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। পলিটিকস বা বিজনেসের আমি কচু বুঝি! সহজেই ধরা পড়ে যাবো।'

'এক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি।' অধিরাজ বলল—'সন্দীপন মিত্র-র ঘরে ঢুকে একদিনেই সকলের নজর এড়িয়ে তল্লাশি চালানো সম্ভব নয়। অতএব পরিচিত ব্যক্তির মুখোশে তাকে একাধিকবার ও ফ্ল্যাটে ঢুকতে হবে। কথাবার্তাও বলতে হবে। সেক্ষেত্রে নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, যার ভূমিকায় নামতে হবে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডও যদি মিলে যায় তবে তো সোনায় সোহাগা!'

'কিন্তু স্যার...', অর্ণব আমতা আমতা করে বলে—'কি করে বুঝলেন যে ''নো-বডি''র মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে?'

'খুব সহজে।' অধিরাজ মৃদু স্বরে জানায়—'নো-বডির যতগুলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গিয়েছে সবই কোনও না কোন মৃতব্যক্তির! এখনও পর্যন্ত তার ছাব্বিশ রকমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গিয়েছে। সেই ছাব্বিশটা স্যাম্পলই ছাব্বিশজন সদ্য মৃত ব্যক্তির! এখন প্রশ্ন হল এত মৃতদেহ সে পাচ্ছে কোথায়? কিলোদরে নিশ্চয়ই মৃতদেহ পাওয়া যায় না! তবে ধরে নিতে হবে যে সে এমন কোন জায়গার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছে, যেখান থেকে খুব সহজেই মৃতদেহের হাতের ছাপ পাওয়া যায়! আন্দাজ করো, সেটা কোন জায়গা হতে পারে?'

অর্ণব একটু চিন্তা করে বলে—'শ্মশান?'

'শ্মশান!' সে হেসে ফেলে—'ভালোই ভেবেছ! কিন্তু শ্মশানে গিয়ে একটা লোক মৃতদেহের আঙুলের ছাপ নিয়ে যাচ্ছে—অথচ কেউ দেখছে না, বা আপত্তি করছে না—এটা একটু বাড়াবাড়ি নয়?'

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে বললেন—'মর্গ! কোনও হসপিটালের মর্গ!'

'খুব সম্ভবত তাই। কিন্তু হসপিটালের মর্গেও কি যে সে লোক পৌঁছতে পারে?'

'না। ডাক্তারি ছাত্র কিংবা...!' অসীম চ্যাটার্জী উত্তেজিত—'আশ্চর্য! এই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

কথাটা মাথায় আসেনি কেন! সত্যিই তো! মর্গওলোতে একমাত্র তারাই পৌঁছতে পারে, যাদের মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে! ডাক্তার, সিস্টার, ওয়ার্ডবয় কিংবা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ! তবে কি...!'

'হ্যাঁ।' অধিরাজ বলল—'হতে পারে সে কোনও সিস্টার অথবা ডাক্তার, কিংবা ডাক্তারি ছাত্র অথবা আপনার মতোই একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ! যাই হোক না কেন, তার একটা মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বলেই মনে হয়।'

ডাঃ চ্যাটার্জী মাথা নীচু করে একটু চিন্তা করেন—'যুক্তিটা খুব জোরালো। ইনফ্যাক্ট এখন আমারও মনে হচ্ছে সিস্টার রিটা, কিংবা ডাঃ জগন্নাথই তার টার্গেট হওয়ার জন্য আদর্শ!'

অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়—'এই তো, এতক্ষণে আপনার মাথার গ্রে-মাটার নড়েচড়ে বসেছে। একদম ঠিক ডিডাকশন করেছেন। সেজন্যই ডাঃ সিংহ এত টাকা খরচ করে এই ছদ্মবেশী কপি-ক্যাটকে আমদানি করেছেন। অন্য কাউকে দিয়ে এ কাজটা হত না। অত্যন্ত ধুরন্ধর ক্রিমিন্যাল। তাই খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে আমাদের।'

'কি প্ল্যানের কথা বলছিলে যেন?'

'ইয়েস।' অধিরাজ বলল—'শুধু নো-বডিকে ধরা নয়, আমাদের আরও একটা কাজ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্দীপনের ক্যামেরা চুরি গেলেও আসল জিনিসটা এখনও ডাঃ সিংহ পাননি। হয় সি এফ কার্ডটা, অথবা ঐ ছবির কোনও কপি সন্দীপনের কাছে আছে। এবং সেটা ঐ ফ্ল্যাটেই আছে। সেটাকেও খুঁজে বের করতে হবে।'

'কি করে বুঝলে যে বাড়িতেই আছে।' ডাঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়ছেন—'কোনও লকারে বা ভল্টেও রাখতে পারেন।'

'সিম্পল।' সে আস্তে আস্তে বলল—'ভুলে যাবেন না, মালাবার টাওয়ার হাই সিকিউরিটি জোন! অনেক বিখ্যাত মানুষ ও তথাকথিত ভি-আই-পিরা থাকেন ওখানে। একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এমন নিরাপদ জায়গা ছেড়ে সন্দীপন অন্য জায়গায় অমন মারাত্মক এভিডেন্স রাখতে যাবেন কেন? দেখছেন না, কাজটা কলকাতার কুখ্যাত অপরাধীদের দিয়ে হল না। এমনকি অন্য কাউকে দিয়েও হবে না! 'নো-বডি'কেই কাজটা করতে দেওয়া হল, যার স্পেশ্যালিটিই হল মানুষের চেহারার কপি করা। তাহলে ভাবুন— সিকিউরিটি কতটা টাইট! সন্দীপন হাতের কাছে এমন নিরাপদ জায়গা থাকতে অন্য কোথাও যাবেন কেন?' অধিরাজ একটু থেমে আবার বলে—'ইনফ্যাক্ট, আমার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ধারণা— উনি ই-মেল এর মাধ্যমেও ছবিগুলো কোথাও পাঠাননি। জ্যাক নীলের মতো যে কেউ ওঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনে যেতে পারে ছবিগুলো উনি কোথায় পাঠিয়েছেন। একটা ই-মেল হ্যাকিং সফটওয়্যার থাকলেই হল। এসব সফটওয়্যার আজকাল ফ্রিতেই ডাউনলোড করা যায়। সব জেনেশুনে এতবড় ঝুঁকি কি নেবেন সন্দীপন?'

'তবে? জ্যাক নীলকে লাগালেন যে!' অর্ণবের প্রশ্নটা শুনে একটু হাসল অধিরাজ।

'অধিকন্তু ন দোষায়। যদিও জানি, হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। তবু খুঁজে দেখতে দোষ কী?'

'বেশ—এরপর?'

'এরপর আর কিছুই নয়। আমাদের অকুস্থলে পৌঁছতে হবে। খোঁজ করতে হবে। প্রথম খোঁজ ঐ মারাত্মক এভিডেন্সটার। দ্বিতীয় খোঁজ ছদ্মবেশী শয়তানের।'

'বাঃ, শুনতে ভালোই লাগছে।' ডাঃ চ্যাটার্জী ফিক করে হেসে বললেন— 'ঠিক যেন টোস্টের উপর মাখন লাগানোর মতো মসৃণ ব্যাপার! কিন্তু তিস মার খাঁ—কাজটা করবে কি করে বাবা? ঐ হাই সিকিউরিটি জোন ভেঙে ঢুকবে কি করে?'

অধিরাজ অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি করেছে। অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল—'ওয়াচ মি!'

৩

মালাবার টাওয়ারে ঢোকাটা যে কি পরিমাণ কঠিন তা সেদিন বিকেলেই হাড়ে হাড়ে টের পেল অর্ণব।

হাউজিংটা বাইরে থেকে দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল তার। অধিরাজ ভুল বলেনি। প্রায় কেল্লার মতোই বিরাট প্রাচীর দিয়ে গোটা হাউজিংটাই ঘেরা। পাঁচিলের উপরে কাঁটাতার লাগানো। কাঁটাতারের মধ্যেই কোথাও কোথাও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাও চোখে পড়ে! শুধু হাউজিঙের ভিতরেই নয়, বাইরেও নিরাপত্তার কড়া নজর! হাউজিঙের আশেপাশে কারোর ঘোরাঘুরি করাও সম্ভব নয়! তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলেই নিরাপত্তারক্ষীরা তেড়ে যাবে!

অর্ণবের মনে হচ্ছিল—নো-বডির পক্ষেও এখানে ঢোকা অসম্ভব! এই সদাজাগ্রত সিকিউরিটি পেরিয়ে ভিতরে যাবে কি করে সে? চেহারা নয় নকল

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করল, কিন্তু ওদের সতর্ক চোখগুলো এই টাওয়ারের প্রতিটি বাসিন্দাকে ভালোভাবে চেনে। তাদের কণ্ঠস্বর, প্রতিটা অভ্যাস, মুদ্রাদোষ ভালোভাবে জানে। সামান্য ভুল হলেই মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে।

অধিরাজকে সে কথা বলতেই সে মৃদু হাসল—'তুমি নো-বডিকে চেনো না অর্ণব। সে ভেন্ট্রিলোকুইজম এক্সপার্ট। গলা নকল করতে ওস্তাদ! তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সতর্ক থেকো।'

'ইয়েস স্যার।'

মালাবার টাওয়ারের পাঁচশো এক নম্বর ফ্ল্যাটটা আপাতত ফাঁকা। ফ্ল্যাটের মালিক মিঃ দিব্যেন্দু সেন এডিজি শিশির সেনের আত্মীয়। ভদ্রলোক আমেরিকায় থাকেন। মাঝেমধ্যে কলকাতায় এলে এখানেই ওঠেন। দিব্যেন্দু শুধু এ ফ্ল্যাটের বাসিন্দাই নন, হাউজিঙের প্রেসিডেন্টও বটে। বর্তমানে তিনি এখানে নেই। কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাটে তিনজন থাকতে এসেছে। ভদ্রলোকের দূর সম্পর্কের ভাই ও দুই ভাইপো। দূর সম্পর্কের ভাইটি মালদায় থাকেন। ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় এসেছেন। সপ্তাহখানেক দুই ছেলেকে নিয়ে থাকবেন।

সিকিউরিটি গার্ডরা আগন্তুক তিনজনকে কড়া চোখে মেপে নিচ্ছিল। বয়স্ক লোকটির বিরাট পাওয়ারের চশমার ঠ্যালায় চোখদুটো একেবারে আকর্ণবিস্তৃত বলে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন কোল্ডড্রিঙ্কের বোতলের তলায় দুটো কাঁচ ঠেসে চশমার ফ্রেমে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ! বড় বড় চোখদুটো থেকে থেকে পিটপিট করছেন। মাথার উপর জাবুলানি ফুটবল সদৃশ চকচকে টাক। সিকিউরিটি চিফ তার দিকে একঝলক তাকিয়েই বিরক্ত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন—'চিঠি এনেছেন? মিঃ দিব্যেন্দু সেন যে আপনাদের রেফার করে পাঠিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বললেন। অনাবশ্যক গলা চড়িয়ে বললেন—'কি? পি.টি? ওসব ছেলেবেলায় ইস্কুলে করেছি। এখন করবো কেন?'

সিকিউরিটি অফিসার বেকুবের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দুই ছেলের দিকে তাকালেন। তাদের পরনে না গোঁজা শার্ট। মাথায় বোধহয় গোটা তেলের পিপেই ঢেলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা ছেলেটি ইশারায় বোঝাল যে তাদের বাবা কানে কম শোনেন।

বাধ্য হয়েই সিকিউরিটি অফিসার গলা চড়ালেন—'পি.টি. নয়...পি.টি. নয়—চি-ঠি! চি-ঠি!'

'ই-টি!' লোকটা বিরাট চোখ দুটোকে আরও বড় করে ফেলেছেন—

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'আমাদের দেখে আপনাদের ই.টি. বলে মনে হচ্ছে। কেন? আমরা গরীব বলে কি আমাদের পৃথিবীতে থাকতে নেই! কলকাতার লোকদের এই সমস্যা! গ্রামের মানুষদের মানুষ বলেই ভাবে না!'

সর্বনাশ করেছে। সিকিউরিটি চিফ অসহায় ভাবে ছেলেদুটোর দিকে তাকালেন। তারা তখন সটান আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে! যেন এখনই আকাশ না দেখলে চলছে না!

বাধ্য হয়েই গলার শিরা ফুলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচালেন তিনি—'ই.টি. নয়—চি-ই-ঠি!...চি-ই-ই-ই-ঠি-ই-ই!'

তারস্বরে চিৎকার করতে গিয়ে সিকিউরিটি চিফের গলা ভেঙে গেল। কোনমতে সামলাতে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে বিষম খেলেন। কাশতে কাশতে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক এবার খুশি হয়ে বলেন—'তাই বলুন। চিঠি! হ্যাঁ, দিবু দিয়েছে তো! সে কথা বললেই তো হত! তখন থেকে পি.টি—ই.টি. এসব বলছেন কেন? তাছাড়া এমন গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছেনই বা কেন? আমি কি কালা!'

চিফের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডরা ততক্ষণে মুখ টিপে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। চিফ কড়া দৃষ্টিতে তাকাতেই আবার তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল! সিকিউরিটি চিফ আর কোনও কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক একটা বাদামি খাম তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তিনি সচকিতে একবার চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে অন্য একজন গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন—'চিঠির নীচের সাইনের সঙ্গে দিব্যেন্দু সেনের সাইন মিলিয়ে নাও।' বলতে বলতেই ফের ফিরেছেন ভদ্রলোকের দিকে—'আপনার ভাই আমেরিকা থেকে ফোন করে আপনাদের আসার কথা জানিয়েছেন। আপনারা ওর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন। তবে কিছু ফর্ম্যালিটি আছে...।'

এই অবধিই বলতে পেরেছিলেন বেচারি। বাকিটা বলার আগেই ফের খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন ভদ্রলোক—'বো-ন! কে বোন! আমাদের কোনও বোন নেই। আমরা দুই ভাই। আর অ্যাবনর্মালিটি কোথায় পেলেন? আমি অসুস্থ হতে পারি, তাই বলে আপনারা আমাকে অ্যাবনর্মাল বলবেন!'

এবার আক্ষরিক অর্থেই মাথায় হাত পড়ে গেল চিফের! অসহায় ভাবে পিছনের ছেলেদুটোর দিকে তাকালেন—'আপনারা কেউ ওঁকে একটু কথাটা বুঝিয়ে বলবেন? আমি আর চিৎকার করতে পারছি না!'

দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো চেহারার একজন এগিয়ে ইশারায়,

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভাবেভঙ্গিতে কথাটা বুঝিয়ে বলল। ভদ্রলোক ফের চোখ পিটপিটিয়ে বললেন—'ও ফর্ম্যালিটি! তা এভাবেই বললেই তো হত! অত লম্ফঝম্প করার কি হয়েছিল?'

'প্যানকার্ড আছে?' সিকিউরিটি অফিসার ভয়ে ভয়ে জানতে চান—'আপনাদের প্যানকার্ড বা অন্য কোনও ফটো সমেত আইডেন্টিটি কার্ড আছে?'

'ফ্যান আছে মানে?' ভদ্রলোক প্রচণ্ড চটে গিয়ে বললেন—'কেন? আপনাদের ফ্ল্যাটে কি ফ্যানের ব্যবস্থাও নেই? সেটাকেও সঙ্গে করে আনতে হবে!'

চিফ হাল ছেড়ে দিলেন। ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'ফর্ম্যালিটিগুলো আপনারাই সেরে নিন প্লিজ! আর বেশিক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বললে আমার ফ্যারেনজাইটিস অবধারিত!'

প্রায় আধঘণ্টা লাগল সমস্ত কাজ শেষ করতে। প্যানকার্ডের জেরক্স নিয়ে, সমস্ত মালপত্র চেক করে অবশেষে সিকিউরিটি ওদের ছেড়ে দিল। ওদের মধ্যে একটি গার্ড একখানা পেটমোটা ব্যাগ খুলে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাগের ভিতরে থরে থরে সাজানো আছে আম! সে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলেছিল—'স্যার! আম!'

'কি-ই-ই-ই? ভাম!' ভদ্রলোক প্রায় নাচতে শুরু করেছেন—'আমায় বুড়ো ভাম বলা! একবার ই.টি. বলে, একবার অ্যাবনর্মাল। এবার বুড়ো ভাম বলে গাল দিচ্ছে! এ কি জাতীয় ভদ্রতা! আমি দিবুকে বলব। রিপোর্ট করব আপনাদের নামে! কোন বে-আক্কেলে জায়গার প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে...!'

চিফ এবার প্রমাদ গুনলেন। দিব্যেন্দু সেন হাউজিঙের প্রেসিডেন্ট। আর এই লোকটা তার ভাই! সত্যিই যদি রিপোর্ট করে দেয় তবে মুশকিল! তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সিকিউরিটি গার্ডের উপরে! হতচ্ছাড়ার আম দেখে এত অবাক হওয়ার কি আছে! মালদা থেকে আম আসবে না তো কি আমড়া আসবে! তিনি এক ধমক দিলেন—'কি হচ্ছে? আম দেখোনি কখন? ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...!'

শেষপর্যন্ত এক নিরাপত্তারক্ষীই ওদের পৌঁছে দিল পাঁচশো এক নম্বর ফ্ল্যাটে। নীচ থেকে এইটুকু আসার পথে সে ভয়ের চোটে কোনও কথাই বলেনি। ভগবান জানে, কি বলতে কি শুনে বসে থাকবে লোকটি! কোনমতে নিঃশব্দে চাবিটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে সে যেন পালিয়ে বাঁচল!

ডাঃ চ্যাটার্জী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতক্ষণ ধরে কালার অভিনয়

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

করতে করতে কানটা বোধহয় সত্যিই গিয়েছে। অধিরাজেরও বুদ্ধি বলিহারি! এতকিছু থাকতে শেষপর্যন্ত প্রায় বধির লোকের ভূমিকাতেই নামিয়ে ছাড়ল হতভাগা! মোটা কাঁচের চশমাটা তবু সহ্য হয়! কিন্তু এই কালার অ্যাকটিং! অসহ্য! প্ল্যান শুনে প্রথমেই আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন—'কেন? কেন? আমায় কানে কম শুনতে হবে কেন? আমি কানে যথেষ্ট ভালোই শুনি!'

'প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই ভালো শোনেন।' অধিরাজ হেসে বলে—'আপনার শ্রবণশক্তি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কোনও লোককে আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে চিলচিৎকার করে কথা বলতে হবে। আর এটাই আমি চাই।'

'কেন শুনি?' তিনি রেগে গিয়ে বলেন—'তোমার কি মতলব? আমার কান দুটোর বারোটা বাজাতে চাও?'

'নাঃ।' সে দুষ্টু হাসে—'সচরাচর আমরা যখন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলি, তখন সেই কণ্ঠস্বরকে নকল করা সম্ভব। যে কোনও মিমিক আর্টিস্ট বা ভেন্ট্রিলোকুইজম জানা লোক স্বাভাবিক পিচে অন্য লোকের গলা নকল করতে পারে। কিন্তু যখনই চিলচিৎকার করে কথা বলতে হয়, তখনই তার নিজের গলা বেরিয়ে পড়ে। নো-বডি শুধু লোকের চেহারাই নকল করে না, কণ্ঠস্বরও হুবহু নকল করে। কিন্তু সেই কারিকুরিটা নর্ম্যাল পিচেই খাটবে। কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলতে গেলেই আসল আওয়াজ, আসল উচ্চারণভঙ্গি বেরিয়ে পড়ার হাইচান্স! দুটো গলার মধ্যে ডিফারেন্সও বেরিয়ে পড়বে।'

'হুম!' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে, স্বীকার করছি। কিন্তু নো-বডির মতো মারাত্মক ক্রিমিন্যাল কি জানে না যে চেঁচাতে গেলে তার নকল করা বিদ্যেটা ধরা পড়ে যাবে?'

'জানলেও ক্ষতি নেই। সেক্ষেত্রে সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে না। কোনওভাবে এড়িয়ে যাবে। সেটাও কিন্তু সন্দেহজনক।'

'গুড বুদ্ধি!' ডাঃ চ্যাটার্জী প্রশংসা করতে গিয়ে বাংলা-ইংলিশ গুলিয়ে ফেলেছিলেন! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে বুঝলেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়! কানের কাছে কেউ যদি গাঁক গাঁক করে চেঁচায়, তবে সেটাও সহ্য করা কঠিন।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে বসার ঘরের সোফার ওপরেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন ডাঃ চ্যাটার্জী। গরগর করতে করতে বললেন—'ঘাট হয়েছে! এরপর থেকে তোমার কোনও প্রস্তাবে রাজি হচ্ছি না। কানদুটো এখনও ভোঁ ভোঁ করছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'করুক।' অধিরাজ ততক্ষণে আমভর্তি ব্যাগটা খুলে ফেলেছে। আমগুলো আসলে ধোঁকার টাটি! উপরে বেশ কয়েকটা মাত্র আসল আম আছে। ভিতরের গুলো একটাও আসল নয়—প্লাস্টিকের। বেবাক ফাঁকা। শুধু আম নয়, সিকিউরিটি গার্ড আরও একটু হাতড়ালে বেশ কয়েকটা তরমুজও পেত। সে আর অর্ণব তখন চটপট নকল ফলগুলো খুলতে ব্যস্ত। ডাঃ চ্যাটার্জী উপর থেকে একটা আসল আম নিয়ে খেতে শুরু করেছেন। আয়েশ করে আম খেতে খেতে আড়চোখে দেখলেন দুজন তখন প্রয়োজনীয় গ্যাজেটগুলো বের করে ফেলেছে। বেরিয়ে পড়েছে ফরেনসিক ল্যাবের প্রয়োজনীয় কেমিক্যালের শিশি! তরমুজ থেকে বেরোল একজোড়া রিভলবার। কিছু ছোট ছোট 'বাগ'—অর্থাৎ মিনি মাইক্রোফোন! পোকার মতো দেখতে বলে এই মাইক্রোফোনকে 'বাগ' বলে। দেখতে ছোট এবং যেখানে সেখানে দিব্যি সহজে লাগিয়ে দেওয়া যায়! কেউ জানতেও পারবে না কখন চুপিচুপি এই গুপ্ত মাইক্রোফোন তার কথোপকথন পাঠিয়ে দিচ্ছে অন্যের কানে লাগানো ধারকযন্ত্রে! এছাড়াও আছে চোরাক্যামেরা! অর্থাৎ স্পাই ক্যামেরা! তিনটে পেনের মাথায় খুব সাবধানে লাগানো। দেখতে একটা নিরীহ পেনের ক্যাপ মাত্র। কিন্তু আসলে স্পাই ক্যামেরা!

'এতকিছু নিয়ে এসেছ কেন?' ডাঃ চ্যাটার্জী অবাক হয়ে তাদের কাণ্ড দেখতে দেখতে বললেন—'জেমস বন্ডও এত গ্যাজেট নিয়ে ঘোরে না!'

'জেমস বন্ড তো সঙ্গে ফরেনসিক ল্যাব নিয়েও ঘোরে না।' অধিরাজ গ্যাজেটগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে—'কিন্তু যুগ বদলেছে ডক! তাই আপনাকেও প্রায় আসবাব বানিয়ে ঘুরতে হচ্ছে আমাদের।'

'কিন্তু এই গ্যাজেটগুলো কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে?'

'লাগবে...লাগবে!' সে হাত নেড়ে বলল—'একটু ধৈর্য ধরুন। সব দেখতে পাবেন!'

প্রথম আমটা প্রায় চেটেপুটে খেয়ে আরেকটা আমের দিকে হাত বাড়ালেন ডাঃ চ্যাটার্জী—'উফফফ! কি গেরোয় পড়েছি! ক্রিমিন্যাল তো নয়! ধুম-২-এর ঋত্বিক রোশন! এই লোকটাকে খুঁজে পেলে বলিউডে পাঠিয়ে দিও রাজা! "ধুম" ফিল্মের গোটা কয়েক সিরিজ তো শুধু ওকে নিয়েই তৈরি করে ফেলা যায়!'

'দেখা যাক।' বলতে বলতেই তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়েছে অধিরাজ—'ও কি! ফের আম! আপনি কি এখানে আম খেতে এসেছেন? উঠুন, উঠুন। কাজে লেগে পড়তে হবে যে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জী চোখ গোল করে ফেলেছেন—'সে কি! এই তো সবে এলুম! এখন আবার কী কাজ?'

'অনেক কাজ আছে।' অধিরাজ নিজেই এবার সোফায় বসে পড়েছে—'প্রথমত আমি কিংবা অর্ণব—কেউই রান্না-বান্না করতে জানি না। আপনি জানেন?'

তিনি সটান উঠে দাঁড়ালেন—'খাবার আনতে হবে তো? সেটা সরাসরি বললেই তো হয়!'

'শুধু খাবার আনাই যদি কাজ হত তবে আপনাকে জ্বালাতন করতাম না। খাবার আনাটা নিতান্তই সহজ কাজ। মালাবার শপিং মলের রেস্টোর‍্যান্ট থেকেই নিয়ে আসা যায়।' সে বলল—'কিন্তু এরপরের কাজটা আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। খাবার আনার সময়ে আপনি লিফটে চড়ে উঠে আসবেন এই ফ্লোরে। তারপর লিফট থেকে বেরিয়েই একটা মোক্ষম আছাড় খাবেন! আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার চশমা মেঝেতে পড়ে ভেঙে যাবে। ফলস্বরূপ আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না!'

'দেখতে পাবো না কেন শুনি? ডাঃ চ্যাটার্জী ভ্রুকুটি করলেন—'আমি কি চোখে কম দেখি?'

'অফকোর্স!' অধিরাজ হাসল—'সাধে কি আপনাকে অমন দাদুর চশমা পরিয়ে এনেছি! ঐ চশমার পাওয়ার জানেন? ঐ পাওয়ারের চশমা যারা পরে তারা খালি চোখে কিছুই দেখতে পায় না! অর্থাৎ চশমাটা যে মুহূর্তে পড়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকেই আপনি অন্ধ!'

'রাজা!' অসীম চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে ওঠেন—'আগে জানতুম আমি কানে ঠিকমতো শুনতে পাই না! এখন জানতে পারছি যে চোখেও ঠিকঠাক দেখতে পাই না! আর সব বডি পার্টস ঠিকঠাক আছে তো? নাকি একদিন এ-ও জানতে পারবো যে আমি আদতে বেঁচেই নেই!'

'নাঃ। আপাতত এইটুকুই।' অধিরাজের মুখ গম্ভীর—'কাজের কথা শুনুন। আপনি যেহেতু পড়ে গিয়েছেন, এবং চশমাটা আপনার চোখে নেই, অতএব ঠিকমতো কিছুই দেখতে পাবেন না! এমনকি নিজের ফ্ল্যাটের দরজাটাও চিনতে পারবেন না! কোনমতে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে পড়বেন সন্দীপন মিত্র-র ফ্ল্যাটের দরজায়। সেখানে দরজা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। দরজা খুলবে না। অগত্যা আপনি ফের গিয়ে পড়বেন ডাঃ জগন্নাথের ফ্ল্যাটের সামনে। সেখানেও একই কীর্তি করতে হবে। সিসিটিভি ফুটেজে আপনার কাণ্ড

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সিকিউরিটি গার্ডরা দেখতে পেয়ে মোটামুটি ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই চলে আসবে। এবং চশমাটা পড়ে ভেঙে যাওয়ার দরুণ আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন না তা বুঝতে পেরে সহানুভূতি সহ আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে। ঐ ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই আপনাকে দুটো দরজার হাতল সমেত আশেপাশে হাতড়াতে হবে।'

'কিন্তু এতে লাভটা কী হবে?'

অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর দুই হাতের পাতায় পাতলা, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শিট আঠা দিয়ে আটকাতে আটকাতে বলল—'আপাতত একটাই লাভ হবে। ঐ দুটো দরজায় যত আঙুলের ছাপ আছে তা আপনার হাতের প্লাস্টিকে উঠে আসবে। অথচ কেউ কিছুই সন্দেহ করবে না।'

তিনি হতভম্ব—'তাতে কী?'

'তাতে কী সেটা একটু বাদেই বুঝতে পারবেন।' সে তার পাঞ্জাবির পকেটে স্পাই ক্যামেরা তথা পেনটা গুঁজে দিয়ে বলল—'এখন আর কথা নয়। "জয় মা" বলে বেরিয়ে পড়ুন। নার্ভাস হবেন না। আপনার পকেটে স্পাই ক্যামেরা আছে। আমরা এখানে বসে সব দেখতে পাবো। কোনরকম সমস্যা হচ্ছে বুঝলেই পৌঁছে যাব। টেনশন নেবেন না। একদম ফুল কনফিডেন্সে চলে যান!'

ডাঃ চ্যাটার্জী দুহাত কপালে ঠেকালেন—'রক্ষে করো ঠাকুর! অন্ধ ভাবুক ক্ষতি নেই। কিন্তু কেউ ডাকাত না ভেবে বসে!'

এরপর প্রায় আধঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকল দুজন। ডাঃ চ্যাটার্জীর প্রতিটা পদক্ষেপ ঘরে বসেই মনিটরে দেখতে পাচ্ছে ওরা। কোনও গোলমাল করলেন না ভদ্রলোক। দিব্যি গটগটিয়ে গেলেন। এবং ফেরার সময় চমৎকার ভাবে আছাড় খেলেন। পরিকল্পনা মাফিক যথারীতি অন্ধের মতো দরজায় দরজায় হাতড়েও বেড়ালেন! সিকিউরিটি গার্ডরা যতক্ষণে তাঁকে উদ্ধার করল, এবং 'আহা-উঁহু' করে সহানুভূতি জানিয়ে সযত্নে তার নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিল, ততক্ষণে তিনি দুটো দরজাই হাতড়ে ফেলেছেন।

'এবার দেখা যাক।' ডাঃ চ্যাটার্জীর হাত থেকে প্লাস্টিকটা খুলে নিয়ে অধিরাজ আলতো ভাবে চোখ বোলায়—'আছে। অনেক ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। কোনটা কার বোঝা মুস্কিল, তবু একবার চেষ্টা করে দেখি।'

ডাঃ চ্যাটার্জী স্ক্যানারের সাহায্যে আঙুলের ছাপগুলো নিয়ে কম্পিউটারে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ফেললেন। ডেটাবেসের সঙ্গে একের পর এক মিলিয়ে দেখছেন তিনি। তার পিছনে বসে অধিরাজ অধীর আগ্রহে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশনের রেজাল্ট দেখছে। দেখতে দেখতেই হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। উত্তেজিত হয়ে বলল—'আছে...আছে...দ্যাটস ইট! পেয়ে গিয়েছি ডক! থামুন!'

অর্ণব অবাক হয়ে দেখল একটি বিশেষ আঙুলের ছাপের মালিক সম্বন্ধে ডেটাবেস জানাচ্ছে—'ডায়েড থ্রি মান্থস এগো!' অর্থাৎ তিনমাস আগেই ঐ হাতের ছাপের মালিক মারা গিয়েছেন!

'ঠিক এটাই আন্দাজ করেছিলাম!' অধিরাজ লাফিয়ে ওঠে—'একজন মৃতব্যক্তির আঙুলের ছাপ ঐ দুটো দরজার কোনও একটাতে আছে। এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নো-বডির ছাড়া আর কার হবে? একদম ঠিক পথেই চলেছি অর্ণব! "নো-বডি" এখানেই আছে। এরমধ্যেই ঐ দুটো ফ্ল্যাটের যেকোনও একটাতে তার শুভাগমন হয়েছে। বুদ্ধিমান লোকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, তার অহঙ্কার! সেই অহঙ্কারের ফলেই ফাঁস হয়ে গেল যে এখানে সে উপস্থিত! গেট রেডি!'

অর্ণবের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল! নো-বডি তাহলে আগেই চলে এসেছে! এরপর কি হবে!

৪

'ব্রাউ-উ! ভুক-ভুক!'

ডাঃ চ্যাটার্জী ঘাবড়ে গিয়ে তিন পা পিছিয়ে এলেন! সভয়ে তাকালেন কুচকুচে কালো ল্যাব্রাডরটার দিকে! 'গদাই' নামটা শুনলে মনে হয় একটি ভোলাভোলা, মোটাসোটা নিরীহ প্রাণী গুটিগুটি পায়ে হেলতে দুলতে চলেছে। কিন্তু এই গদাই মোটেই তেমন নয়! বরং তীক্ষ্ণ চোখদুটো দিয়ে সর্বক্ষণই প্রতিপক্ষকে মাপছে। কালো মসৃণ দেহ থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে! ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে সে গর্জন করে উঠল!

অধিরাজ অর্ণবকে ফিসফিসিয়ে বলে—'জানতাম, ওঁকে দেখলেই চেঁচাবে!'

ডাঃ চ্যাটার্জীর গা বেয়ে তখন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে গদাই। অবস্থা দেখে সন্দীপনের স্ত্রী সোনালি এগিয়ে এলেন—'গদাই! এ কি অসভ্যতা হচ্ছে! ছেড়ে দাও ওঁকে।'

অধিরাজ এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার ডাঃ চ্যাটার্জীর সামনে এগিয়ে এসে গদাইকে সামলাল। তার থাবাদুটো ধরে ঝাঁকিয়ে বলল—'গুড মর্নিং মিঃ গদাই। কেমন আছেন?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সোনালি ব্যস্ত হয়ে বললেন—'ওমা! আপনি যে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন! এমনিতেই অচেনা লোক দেখলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে! আপনাকে যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয়...!'

'কিচ্ছু করবে না। বরং যতক্ষণ না আমাদের শুঁকে দেখছে, ততক্ষণই চেঁচাবে।' অধিরাজ তার ডানহাতটা গদাইয়ের ঠান্ডা ভেজা নাকের সামনে ধরল—'এই নিন গদাইদাদা। শুঁকে দেখুন। এই মাত্রই চিকেন রোস্ট খেয়ে এসেছি।'

সত্যিই! গদাই একে একে ওদের তিনজনকে শুঁকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল। এখন সে আড়চোখে থেকে থেকে অধিরাজের দিকে তাকাচ্ছে।

'আপনারা কালই পাশের ফ্ল্যাটে এসেছেন—তাই না?' সোনালি নম্র অথচ আন্তরিক ভাবে বললেন—'সিকিউরিটি চিফ বলছিলেন। আপনারা দিব্যেন্দুদার আত্মীয় হন। তাই তো? আসুন...আসুন...!'

ডাঃ চ্যাটার্জী ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ সোনালির দিকে তাকিয়ে সজোরে বলেন— 'অ্যাঁ? কাশুন! এমনি এমনি কেন কাশব? আমার তো কাশি হয়নি!'

সোনালি থতমত খেয়ে অধিরাজ ও অর্ণবের দিকে তাকান। ডাঃ চ্যাটার্জী ফের নিজের রোলে ফিরে গিয়েছেন। অধিরাজ মৃদু হেসে বলে—'বাবা কানে একটু কম শোনেন। একটু জোরে বলুন, শুনতে পাবেন।'

'আপনি তো দিব্যেন্দুদার ভাই—তাই না?' বেশ চিৎকার করেই কথাগুলো বললেন তিনি। অর্ণব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নাঃ, হাই পিচেও ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গি একই।

'কে দিব্যেন্দু?'

মাটি করেছে! অধিরাজ ও অর্ণব পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ডাঃ চ্যাটার্জী তার নকল ভাইয়ের নামটা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন!

'বা-বা!' অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর কানের কাছে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে— 'উনি দিবু কাকুর কথা বলছেন। দিবু কাকুর ভালো নাম দিব্যেন্দু!'

'ও-ও! দিবু!' এবার মনে পড়েছে ভদ্রলোকের। সামলে নিয়ে বললেন—'হ্যাঁ! আমার ভাই হয় তো!'

সোনালি হেসে ফেললেন। গলা চড়িয়েই বললেন—'প্লিজ ভিতরে আসুন। বসুন।'

'আচ্ছা।'

সোনালি-সন্দীপনের ফ্ল্যাটের ভিতরটা চমৎকার সাজানো। যেমন রুচিশীল, তেমনই অভিজাত আসবাব শোভা পাচ্ছে বসার ঘরে। মোটা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

গদিওয়ালা সোফাগুলোকে গাঢ় রঙের ভেলভেটের কভার পরানো হয়েছে। সামনেই কাঁচের সেন্টার টেবিল। সেন্টার টেবিলের ওপরে দামি ফুলদানিতে গোলাপের গুচ্ছ। ক্রিম রঙের দেওয়ালে অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি। হাতে আঁকা নয়, ফটোগ্রাফ। সম্ভবত সন্দীপনেরই তোলা। কখন যেন অজান্তেই অধিরাজের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা—'বাঃ! ছবিগুলো দারুণ তো!'

'আমার স্বামীর তোলা।' বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সোনালি—'উনি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার।'

'তাই?' অধিরাজ ভারি উৎসাহিত হয়ে বলে—'আমারও ফটোগ্রাফির খুব শখ! ওঁর কাছ থেকে দু-একটা টিপস নেওয়া যাবে?'

তাঁর দুচোখে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে এসেছে—'মনে হয় না। উনি টিপস দেওয়ার অবস্থায় নেই। তার আগে আপনাদের একটু চা দিই?'

'মা!' ডাঃ চ্যাটার্জী আপনমনেই মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন—'না...না...ওদের মা আসেনি। আমি একাই ওদের নিয়ে এসেছি!'

সোনালি এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেললেন। তারপর গলা চড়িয়ে বলেন—'মা নয়! চা! চা খাবেন তো-ও-ও!'

'ওমা! খাবো না কখন বললাম!' তিনি ইতিবাচক ভাবে মাথা নাড়ছেন—'নিশ্চয়ই খাবো।'

সোনালি গলা তুলে ডাকলেন—'হরিদাস...হরিদা-স...!'

একজন ভয়ঙ্কর কালো চেহারার লোক তৎক্ষণাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল! তাকে দেখলেই সন্দেহ হয়—নির্ঘাৎ ভূতের মুখোশ পরে বসে আছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কালো মিশমিশে মুখ! কথা যখন বলল, তখন একটা জিনিসই ভালোভাবে দেখা গেল! তার দাঁত! আকস্মিকভাবে মনে হল কোনও মানুষ নয়, একজোড়া সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বলে উঠল—'বৌদি?'

'ওঁদের জন্য চা আনো।' বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছেন তিনি— 'আর সিস্টার রিটাকে বলো দাদাবাবুকে এখানে নিয়ে আসতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হরিদাস চলে গেল। অধিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিদাসকে লক্ষ্য করছে। এটা কি 'নো-বডি' হতে পারে? বোধহয় না। এ বাড়ির সর্বক্ষণের লোক হরিদাস। এতগুলো প্রাণীর চোখের সামনে সে চব্বিশঘণ্টা মুখোশ পরে কাটাচ্ছে—তা সম্ভব নয়!

'শুনেছিলাম আপনি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসেছেন?' সোনালি ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি প্রবলেম?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জী কিছু বলার আগেই অধিরাজ বলল—'কিডনি! বাবার কিডনির সমস্যা!'

ডাঃ চ্যাটার্জী ভয়ঙ্কর একটা বিষম খেলেন! কাশতে কাশতে ধরা গলায় কোনমতে বললেন—'কিডনি! এবার আমার কিডনিও খারাপ হল!'

সোনালির মুখ হাঁ হয়ে যায়—'সেকি! উনি জানেন না ওঁর কি হয়েছে?'

এই ভদ্রলোক মাটি করবেন। অর্ণব কোনমতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মুখ ব্যাজার করে বলে—'সবই জানেন। তবে ইদানিং বাবার এই আরেক সমস্যা হয়েছে দেখছি। সব ভুলে যাচ্ছেন! রোগের কথা তো দূর! নিজের নাম, বাবার নাম—এমনকি আমাদের নামও ঠিকমতো সবসময় মনে রাখতে পারেন না!'

তার কথা প্রায় লুফে নিল অধিরাজ—'ঠিক তাই। আমাদের ডাক্তারবাবু বললেন এবারে ডায়ালিসিসের পাশাপাশি মাথার চেক-আপও করাতে। এই ভুলে যাওয়া রোগটা "অ্যালঝাইমারের" প্রথম স্টেজও হতে পারে। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করেছি। তিনি যদি নিউরোলজিস্ট, মানে নার্ভের ডাক্তারকে রেফার করেন তবে সেখানেও যেতে হবে।'

কিডনির পর এবার ব্রেন! ডায়ালিসিসের পর 'অ্যালঝাইমার?' অর্ণব ও অধিরাজ দুঃখ দুঃখ মুখে বসে রইল। সোনালির মুখও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। ডাঃ চ্যাটার্জী এখন তাদের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন। পারলে ধরে এখনই স্রেফ জ্বালিয়ে দেন! হয়তো স্থান, কাল, পাত্র ভুলে এখানেই লম্ফঝম্প শুরু করে দিতেন। কিন্তু সেসব কিছু করার আগেই সিস্টার রিটা সন্দীপনকে হুইল চেয়ারে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অধিরাজের দৃষ্টি প্রায় সার্চলাইটের মতো সিস্টার রিটাকে মেপে নিল। বাপ রে! কি চেহারা! দারা সিং যদি মহিলা হয়ে জন্মাতেন তবে বোধহয় ওঁকে দেখতে এমনই হত!

সন্দীপন মিত্রকে এই প্রথম সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য হল অর্ণবের। অসম্ভব প্রিয়দর্শন মানুষ। দেহের কাঠামো শক্তপোক্ত। মুখের গড়ন দেখলেই বোঝা যায় দুঃসাহস দেখানোর ক্ষমতা মানুষটির আছে। কিন্তু ভাষাহীন চোখদুটোর শীতল দৃষ্টি গোটা মুখটাকেই মুখোশের মতো ভাবলেশহীন করে দিয়েছে।

সোনালি আলাপ করিয়ে দিলেন। সন্দীপনের অ্যাক্সিডেন্টের কথাও জানালেন। শুধু অ্যাক্সিডেন্টের পেছনের কারণটা জানালেন না। অবশ্য সেটা নতুন করে জানারও কিছু ছিল না। অধিরাজ আফসোস করল—'আমারই কপাল খারাপ! ভেবেছিলাম ফটোগ্রাফির উপর টিপস নেবো। কিন্তু...!' বলতে বলতেই

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সে আড়চোখে তাকাল সন্দীপনের পায়ের দিকে। অর্ণব লক্ষ্য করল, তার চোখ কুঁচকে গিয়েছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখল, অধিরাজ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সন্দীপনের চামড়ার জুতোর দিকে দেখছে। অর্ণব ভেবে পেল না জুতোর প্রতি স্যারের মনোনিবেশের কারণ কি। সংবরণ বাদানি চামড়ার চকচকে শু!

অধিরাজ সেদিকে তাকিয়ে থেকেই অন্যমনস্কভাবে বলে—'মি মিত্র কি ঘরেও শু পরে থাকেন?'

'হ্যাঁ।' সোনালি জানালেন—'এটা ওর চিরকালেরই অভ্যাস।'

'এই জুতোটা কবে কিনেছেন?' তার চোখমুখে উত্তেজনা—'অ্যাক্সিডেন্টের আগে না পরে?'

'পরে।' সোনালি প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারেন না—'কেন?'

'আপনারা কি ওঁকে কোনও কারণে বাইরে বের করেছিলেন?'

উত্তর দিলেন মিস্টার রিটা—'হ্যাঁ, অজ্ঞান হওয়ার পর একটু রোদে বের করেছিলাম। ঘরে থেকে থেকে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া মানুষের শরীরে একটু রোদ লাগাও জরুরি। তাই নীচে নামিয়েছিলাম।'

'আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন?' অধিরাজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়—'সবসময়ই সঙ্গে ছিলেন ওঁর?'

'অলমোস্ট।' মিস্টার রিটা অবাক হয়ে বলেন—'তবে আমি জস্ট মিনিট পাঁচেকের জন্য ওপরে এসেছিলাম...কিন্তু...!'

তিনি আর কিছু বলার আগেই চায়ের ট্রে নিয়ে হরিদাস ঢুকেছে। এরপর যা ঘটল, তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি অর্ণব। অধিরাজ একলাফে উঠে গিয়ে গরম ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সন্দীপনের মুখের দিকে।

'একি! কি করছেন...!' সোনালি চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু আরও কিছু বলার আগেই ঘটে গেল আরেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। জড় বস্তুর মতো বসে থাকা সন্দীপন তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছেন। কেউ কিছু বোঝার আগেই বিদ্যুৎগতিতে দরজার বাইরে ছুটে গেলেন।

'য়া-ক্কে-ল!' অধিরাজও তড়িৎগতিতে ছুটে গেল বাইরে। সোনালি, মিস্টার রিটা এমনকি ডাঃ চ্যাটার্জীও হতভম্ব। অর্ণব বিস্ময়ের ধাক্কাটা কোনমতে কাটিয়ে উঠে স্যারের পিছনে দৌড়ল।

সন্দীপন নন, তার মুখোশে ছদ্মবেশী শয়তান ততক্ষণে নিকটে চলে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পড়েছে! গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে মুচকি হেসে হাত নাড়ল! অধিরাজ অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। তবু হাল ছাড়ল না। সে সিঁড়ি বেয়ে প্রাণপণে নীচের দিকে দৌড়েছে। কিন্তু লিফটকে দৌড়ে ধরার চেষ্টা ব্যর্থ। যতক্ষণে লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অর্ণব কোনমতে হুড়মুড়িয়ে পৌঁছে দেখল, লিফটের দরজা খোলা। তার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে অধিরাজ। অর্ণবকে বলল— 'কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফস্কে গেল! ক্র্যা-প!'

'যাঃ!' অর্ণব হতাশ হয়ে বলে—'কিন্তু স্যার, যদি সন্দীপনের ছদ্মবেশে নো-বডি থেকে থাকে, তবে আসল সন্দীপন গেলেন কোথায়?'

'যাবেন আর কোথায়?' সে বাইরের দিকে পা বাড়ায়—'এখানেই কোথাও আছেন নিশ্চয়ই! হাই সিকিউরিটি জোন ভেঙে অতবড় একটা লোককে ঘাড়ে করে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, অন্য কোনও ছদ্মবেশে ঢুকেছিল লোকটা। তারপর সুযোগ বুঝে খোলস পালটে নিয়েছে!'

'মানে!' অর্ণব হতভম্ব—'তার মানে কতগুলো লোকের ফুলবডি মাস্ক তার কাছে আছে স্যার?'

'এখন শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে একাধিক খোলস নিয়েই ঢুকেছে লোকটা।' অধিরাজ আশঙ্কিত কণ্ঠস্বরে বলে—'কিছু বুঝতে পারছি না অর্ণব। কে জানে কার কার খোলস আছে ওর কাছে! এখন তো মনে হচ্ছে যে কোনও রূপে এসে হাজির হতে পারে! ভাগ্যিস সন্দীপনের জুতোর দিকে নজর গিয়েছিল! নয়তো বুঝতেই পারতাম না!'

'জুতো দেখে কি করে বুঝলেন?'

'কি করে আর!' সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'ভদ্রলোকের জুতোটা বেশ কয়েকটা জায়গায় ভাঁজ খেয়ে গিয়েছিল। তাই...।'

অর্ণব বুঝতে পারে না যে জুতোর ভাঁজের সঙ্গে সন্দীপনের নকল হওয়ার সম্পর্ক কী! তাদের নিজেদের জুতোতেও তো যথেষ্ট ভাঁজ আছে! এতে অস্বাভাবিকতা কোথায়?

প্রশ্নটা করতেই অধিরাজ জবাব দেয়—'তোমার আমার জুতোয় ভাঁজ থাকাটাই স্বাভাবিক। যেহেতু আমরা অষ্টপ্রহর হেঁটে বেড়াচ্ছি সেহেতু আমাদের জুতোয় ভাঁজ পড়ে। কিন্তু যে লোকটা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে একদম চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে তার জুতোয় ভাঁজ আসবে কি করে? হেঁটে না বেড়ালে জুতোয় ভাঁজ পড়ে না। পুরনো জুতো হলে বুঝতাম। কিন্তু সোনালি বললেন যে এটা ব্র্যান্ড নিউ শু! তবে? ভাঁজ কোথা থেকে এল?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এইবার বুঝল অর্ণব।

অনতিবিলম্বেই অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেল সন্দীপনকে। সিকিউরিটি গার্ডরা ততক্ষণে সচকিত হয়ে উঠেছে। চিন্তান্বিত ও বিহ্বল সোনালি, সিস্টার রিটা ততক্ষণে নেমে এসেছেন নীচে। নেমে এসেছেন ডাঃ চ্যাটার্জীও। ফিসফিস করে জানতে চাইলেন—'পেলে না?'

ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল অধিরাজ। সোনালি বোধহয় ব্যাপারটা আঁচ করেছেন। আগের দিনই সি আই ডি অফিস থেকে তাকে সাবধান করা হয়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। গোটা ব্যাপারটা একা হাতেই সামলে নিলেন। সিকিউরিটিকে জানালেন যে তাঁরা সন্দীপনকে খুঁজে পাচ্ছেন না।

একটি সিকিউরিটি গার্ড জানায়—'সে কি! সিস্টার রিটা যে মিঃ মিত্রকে নিয়ে সুইমিং পুলের দিকে চলে গেলেন!'

সিস্টার রিটা আকাশ থেকে পড়লেন—'আমি! আমি কখন সুইমিং পুলের দিকে গেলাম! আমি তো...!'

সোনালি তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়েছেন। সিকিউরিটি গার্ডরা সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়েছে সুইমিং পুলের দিকে! সুইমিং পুলের ঠিক পাশেই চেঞ্জিংরুম। সঙ্গে স্টিম বাথ, স্পা, সনা বাথের বন্দোবস্ত। সেখানেই পাওয়া গেল সন্দীপনকে। চেঞ্জিংরুমের একপাশে স্থির হয়ে বসে আছেন। সিকিউরিটিরাই হাত লাগিয়ে তাকে ওপরে নিয়ে চলল। সোনালি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে চলে গেলেন। অর্ণব ফিসফিস করে জানতে চায়—'স্যার, এটা আসল সন্দীপনই তো?'

'নিঃসন্দেহে।' অধিরাজ বলে—'নো-বডির সিলিকন রাবার মাস্কে কি এমনিই গরম চা ছুঁড়েছিলাম। ঐ মাস্কটা ও এখন আর পরতে পারবে না। কিন্তু চিন্তার কথা সেটা নয়! সিকিউরিটি কি বলল শুনলে?'

'কী স্যার?'

'তারা সিস্টার রিটাকে সন্দীপনকে নিয়ে সুইমিং পুলের দিকে যেতে দেখেছে। অথচ সিস্টার রিটা অস্বীকার করছেন। এর একটাই অর্থ হতে পারে...।' সে আপনমনে বিড়বিড় করে বলে—'তার মানে সিস্টার রূপও সে অনায়াসেই ধরতে পারে! আরও কার কার রূপ ধরবে সে তা ভগবানই জানে! ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না!...একেবারেই ভালো ঠেকছে না!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

৫

'প্রথমে কান খারাপ হল, তারপর চোখ! এখন শুনছি কিডনি আর ব্রেনও খারাপ!' ডাঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফাতে শুরু করেছেন—'আরও কিছু খারাপ হওয়ার আগেই আমি কেটে পড়ছি। এসব ভয়ঙ্কর মিশনে আমি নেই! একেই ক্রিমিন্যাল জামা পাল্টানোর মতো থেকে থেকে খোলস পাল্টাচ্ছে! ও ব্যাটা হাওড়া ব্রিজ আর ময়দান ছাড়া বোধহয় সবকিছুই সাজতে পারে! তার উপর আমার কিডনি আর ব্রেনও গিয়েছে! এরপর কবে শুনব মাল্টি-অর্গ্যান ফেইলিওর হয়ে আমি পটল তুলেছি! অসম্ভব—এই মিশনে আমি আর নেই!'

অধিরাজ গম্ভীরভাবে তাঁর লম্ফঝম্প দেখছে। কিন্তু কিছু বলছে না। তার নীরবতাই প্রমাণ করে দেয় যে এবারের কেসটা তাকে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ি করিয়ে দিয়েছে। যখন প্রতিদ্বন্দ্বী নো-বডির মতো মুখোশধারী শয়তান হয়, তখন যে কোনও অফিসারই অসহায়বোধ করেন! সেও এই প্রথম একটু নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে! এমনিতে কেস যত কঠিনই হোক না কেন, কখনই সে খুব চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে না। অথচ এবারের কেসটা সত্যিই ভাবাচ্ছে।

'স্যার?'

অর্ণবের ডাকে সম্বিৎ ফিরল অধিরাজের। একটু আত্মমগ্ন ভাবে উত্তর দেয়—'উঁ।'

'খাবেন না?'

এখন লাঞ্চটাইম। একটু আগেই শপিংমলের সেন্টার রেস্টোর‍্যান্ট থেকে প্যাকেটে করে খাবার নিয়ে এসেছে অর্ণব। কিন্তু খাবার খাওয়ার ইচ্ছে বোধহয় কারোর নেই।

'একটা প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই পাচ্ছি না অর্ণব।' অধিরাজ বোধহয় অর্ণবের কথা শোনেইনি। তেমনই অন্যমনস্কভাবে বলল—'একটা আস্ত মানুষ পালটে গেল, বাড়ির লোক কেউ বুঝল না—ঠিক আছে। কিন্তু গদাইয়ের কী হল? মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু কুকুরের কখনও ভুল হয় না! অথচ গদাই একবারও চিৎকার চেঁচামেচি করল না! কেন? কেন?...'

সে আবার ডুবে গেল চিন্তায়। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কতক্ষণ লোকটা ও ফ্ল্যাটে ছিল? কিছু করতে পেরেছে কি? যদি ঐ সময়ের মধ্যেই কাজ হাসিল করে ফেলে! এখন লোকটার পক্ষে কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না!

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'ডাঃ চ্যাটার্জী...!' অধিরাজ অন্যমনস্ক স্বরে ডাকে।

ডাঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন—'কী? কী হয়েছে? এবার আবার কোনটা গেল? হার্ট না লাংস!'

সে বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকাল—'ওসব কিছু নয়। অন্য একটা কথা জানার ছিল।'

'অন্য কথা?' তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন—'বাঁচা গিয়েছে। বলো।'

'লোকটা এবার খুব সাবধানে খেলবে।' সে সিগারেট ধরাল—'ও জেনে গিয়েছে আমরাও খেলায় ঢুকে পড়েছি। তাই স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করা দরকার। ওর প্লাস পয়েন্ট যদি বারবার খোলস পালটে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া হয়, তবে ঐ খোলস পাল্টানোর খেলায় কিছু মাইনাস পয়েন্টও থাকবে। আই মিন, একটা লোক যদি বেশির ভাগ সময়ই সিলিকন রাবার মাস্ক পরে থাকে তবে তার কিছু সাইড এফেক্টও থাকতে বাধ্য।'

'অফকোর্স আছে।' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'সিলিকন মাস্ক যেহেতু খুব টাইট সেজন্য মুখে অনেকসময় লাল লাল দাগ পড়ে। আর যে লোকটা দিনের বেশিরভাগ সময়টাই সিলিকন রাবার পরে থাকে তাকে মুখে ও গায়ে একটা বিশেষ ধরনের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতেই হবে। এছাড়া অনেকক্ষণ একটানা আঁটোসাঁটো মুখোশ পরে থাকলে নাক, জিভ, মুখ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাই তাকে হিটেড হিউমিডিফায়ার বা 'নোজ লুব্রিক্যান্ট' ইউজ করতে হবে। "নোজ লুব্রিক্যান্ট" তো মাস্ট। জিনিসটা দেখতে লিপস্টিক বা লিপবামের মতো। নাকের ভিতরটাকে তেলতেলে রাখে। নয়তো নাকের ভিতরে ঘাও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সিলিকন মাস্কের আরেকটা অসুবিধা হল এটা মানুষের সাইনাসের ওপর এফেক্ট করে। ফলে মাথা যন্ত্রণা হয়। তাই 'সাইনাস রিনস' নামের একটা কিট ব্যবহার করতে হয়। একদম নাকের ড্রপের মতো। সাইনাস রিনস সাইনাসকে পরিষ্কার করে। অথবা সাইনাস পরিষ্কার করার জন্য কেউ ফিটকিরিও ব্যবহার করতে পারে। ফিটকিরির মিহি গুঁড়ো অবিকল নস্যির মতো করে নাকে টানতে হয়। তারপর নাক দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে। ঐ জলের মাধ্যমেই সাইনাসের ভিতরে জমে থাকা জিনিসপত্রও বেরিয়ে যায়।'

'ফ্যান্টাস্টিক।' অধিরাজের চোখ চকচক করে উঠেছে—'এতক্ষণে কাজের কথা বলেছেন আপনি। তার মানে এই ওষুধগুলো তাকে নিয়মিত ব্যবহার করতে হয়।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'করতেই হবে।' ডাঃ চ্যাটার্জী আত্মবিশ্বাসী ঢঙে বলেন—'না করলে ও সাইড এফেক্টেই মরে যাবে।'

'দারুণ...।' অধিরাজ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই দরজায় টোকার শব্দ! সে সচকিত হয়ে উঠল। অর্ণব সশঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। সে একটু থেমে বলল—'দেখো, কে এল!'

দরজার বাইরে সোনালি দাঁড়িয়েছিলেন। কোলে একটি বাচ্চা। পিছনে গদাই। অর্ণবকে দেখে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। আসুন...!'

সোনালির কোলে বছর তিনেকের একটি ছেলে। সম্ভবত ইনিই কনিষ্ঠ পুত্র! সে জুলজুল করে একবার চতুর্দিকটা দেখে নিল! তারপর মায়ের গালে গাল ঠেকিয়ে বলল— 'মা এখানে থাকবো না! এখানে গুপি-বাঘা নেই!'

অধিরাজ, অর্ণব এবং ডাঃ চ্যাটার্জী উৎসুকভাবে তাকালেন! সোনালি একটু অপ্রস্তুত হাসলেন।

'আর বলবেন না!' তিনি হাসিমুখে জানালেন—'আমার বাড়িতে সকাল-বিকেল সবসময়ই গুপি-বাঘার ডিভিডি চলছে! এনার ফেভারিট ফিল্ম! একবার শেষ হয়ে গেলে আবার শুরু থেকে চালাতে হয়! অষ্টপ্রহর কানের কাছে 'ভূতের রাজা দিল বর' শুনতে শুনতে আমাদের সবার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।'

'তাই?' অধিরাজ হেসে ফেলল—'তা ছোটু সাহেবের নাম কি?'

'ওর নাম কিকি!'

'কিকি?' সে কিকিকে কোলে তুলে নিল। ভারি মিষ্টি বাচ্চা। দিব্যি নির্বিবাদে কোলে চলে এল। অধিরাজ তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলে—'কিকিবাবু, তোমার গুপি বাঘা ভালো লাগে?'

কিকি দুহাত তুলে জানায়—'এত্ত-টা ভালো লাগে!'

'এ-ত্ত ভালো লাগে!' অধিরাজ একটু চিন্তিত হওয়ার ভান করেছে—'তাহলে তো মুশকিল হল! এখানে তো গুপি-বাঘা নেই। কিন্তু ভূতের রাজা আছে। দেখবে?'

'কই?' কিকি উৎসাহিত। অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে দেখিয়ে বলল—'ঐ যে! ঐ তো ভূতের রাজা!'

ডাঃ চ্যাটার্জী এমন অভিনব বিশেষণ শুনে রাগবেন কি রাগবেন না

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ভাবছিলেন। তার আগেই কিকি এক লাফে উঠে পড়ল তার কোলে। টাকে হাত রেখে বলল—'তুমি ভূতের রাজা?'

তিনি মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—'হ্যাঁ সোনা।'

'তাহলে তোমার মাথায় চুল নেই কেন?'

ডাঃ চ্যাটার্জী এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন ভাবছিলেন। তার আগেই অধিরাজ বলল—'চুলগুলো সব ইঁদুরে নিয়ে গিয়েছে। ভূতের রাজা, আপনি দয়া করে কিকিকে একটু গান শুনিয়ে দিন। আমরা ততক্ষণে একটু কথা বলে নিই।'

ডাঃ চ্যাটার্জী আর কী করবেন! বাধ্য হয়েই নাকি সুরে গান জুড়লেন—'গুঁপি বাঁঘা... গুঁপি বাঁঘা...কাঁছে আঁয়-কাঁছে আঁয়, তোঁরা বঁড় ভাঁলো ছেঁলে...!'

কিকি হাততালি দিয়ে ওঠে। সেদিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করে অধিরাজ। শিশু কি সুন্দর! কত সহজেই ভোলানো যায় তাকে। দুনিয়ার কোনও কলঙ্ক, কোনও জটিলতা তার সরল মনে দাগও কাটে না! ডাঃ চ্যাটার্জী দিব্যি মাথা নেড়ে হাঁউ মাঁউ করে ভূতের রাজার অভিনয় করে চলেছেন। যথারীতি গানের কথা ভুলে গিয়েছেন! কেঁউ কেঁউ করে কী যে বলছেন, সুর করে নিজের বাড়ির ঠিকানা বা কেমিক্যালের নাম মুখস্থ বলে যাচ্ছেন কি না তা ভগবানই জানেন! কিন্তু বাচ্চাটা ভারি মজা পেয়েছে।

গদাই অধিরাজের পায়ের কাছে চুপ করে বসে ইতিউতি তাকাচ্ছিল। সে হাত বাড়িয়ে ইশারা করে—'আসুন তো গদাইবাবু। সোফায় বসুন।'

আশ্চর্য! গদাই যেন তার কথা বুঝতে পেরেছে। সে লাফ মেরে দিব্যি তার পাশে গিয়ে বসে।

সোনালি অবাক—'অদ্ভুত তো! ও তো আপনার সব কথাই শুনছে দেখছি!'

অধিরাজ গদাইকে আদর করে বলে—'ওরা সরল সহজ প্রাণী। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে কে ওকে পছন্দ করে, কে করে না। তেমনই বুঝতে পারে যে কে ওর চেনা, কে অচেনা! কিন্তু আজ এতবড় ভুলটা কী করে করলেন গদাইবাবু? বুঝতে পারলেন না কেন যে বহুরূপী ঘরে ঢুকেছে!'

বলতে বলতেই তার ভেজা ভেজা নাকের উপর নাক রেখেছে সে। সেই ফাঁকে গদাই তার মুখ চুকচুক করে চেটে দিল।

'কফি!' অধিরাজ মুখ তুলে বিস্মিতভাবে বলে—'গদাইয়ের নাকে কফির গন্ধ কেন? ও কফি খায় নাকি!'

'না তো!' অবাক হলেন সোনালি—'গদাই কফি খাবে কেন? কফি তো

Scanned by CamScanner

দুর—দুধের সর আর বিস্কুট ছাড়া সকালে কিছুই খেতে চায় না! দুধের সরে বোর্নভিটা মেখে দিতে হয়। নয়তো কিকির মতো গাল ফুলিয়ে বসে থাকে! আপনি বোধহয় বোর্নভিটার গন্ধই পেয়েছেন।'

'একদম না!' অধিরাজ বলে—'এটা কফিরই গন্ধ! হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর!'

এতক্ষণে ডাঃ চ্যাটার্জী একটু দম নিতে থেমেছেন। যতই ভূতের রাজা সাজুন, কানটা এদিকেই ছিল। চুপচাপ সবই শুনছিলেন। এবার জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বললেন—'কফিই হবে। কারণ কিছুক্ষণের জন্য যে কোনও কুকুরকে কনফিউজ করার জন্য সবচেয়ে সহজ ও অব্যর্থ উপায় হচ্ছে কফি বা কোকোর ব্যবহার করা। কফি বা কোকোর গন্ধ অসম্ভব স্ট্রং! কোনও কুকুর বা বিড়ালের নাকে যদি ড্রপার দিয়ে কয়েক ফোঁটা কফি, লিকুইড কোকো বা হট চকলেট ফেলে দেওয়া হয়—তবে কিছুক্ষণের জন্য সে বেচারি পুরো কনফিউজ হয়ে যাবে। কফির গন্ধ ছাড়া আর কোনও গন্ধই পাবে না! একেই ওদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে প্রায় একহাজার থেকে দশহাজার গুণ বেশি! তুমি যে কফির গন্ধ পাচ্ছ, গদাই তার থেকেও দশহাজার গুণ বেশি পাচ্ছে। ল্যাব্রাডর রিট্রিভার তো। ও বেচারি তাই বেশ কিছুক্ষণের জন্য একদম ডিস্টার্বড ছিল! সম্ভবত সেইজন্যই বদলটা ধরতে পারেনি!'

সোনালির যেন কিছু মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন—'ঠিকই বলেছেন! আপনারা আসার কিছুক্ষণ আগেই গদাই পাগলের মতো করছিল! খালি টয়লেটে গিয়ে বালতির জলে বারবার মুখ ডুবিয়ে ধুচ্ছিল। তখন কারণটা বুঝিনি! সচরাচর এমন করে না!'

'ব্লাডহাউন্ড, জার্মান শেফার্ড, ল্যাব্রাডর—এই প্রজাতির কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি মারাত্মক। সেইজন্যই পুলিশবাহিনী ওদের স্নিফার ডগ হিসাবে ব্যবহার করে। 'ডিটেকটিভ হোলি' নামের ব্লাডহাউড কিংবা 'ভেস্পা' ল্যাব্রাডর রীতিমতো স্নিফারডগের মধ্যে লিজেন্ড।' অধিরাজ গদাইয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে—'বেচারির খুব কষ্ট হয়েছে আজ। কতবড় পাষণ্ড হলে এমন সুন্দর একটা প্রাণীকে কষ্ট দেয় মানুষ!'

'হুঁ।' সোনালি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন— 'আপনারা বোধহয় সি আই ডি ব্যুরো থেকে এসেছেন, তাই না?'

অধিরাজ হাসল—'আমরা জানতাম যে আপনি ধরে ফেলেছেন। শুধু আপনিই নন, যার জন্য এসেছি, সেও ধরে ফেলেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'আপনার কী ধারণা?' তিনি চিন্তিত—'ঐ প্রমাণটা কি আমাদের বাড়িতেই আছে?'

সে ইতিবাচক ইঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বাড়িতে না থাকলে কি আর বহুরূপী শয়তান ছদ্মবেশে সোজা বাড়িতে এসে হানা দেয়? এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। জিনিসটা ঐ ফ্ল্যাটের মধ্যেই আছে!

'এখন বাড়িতে কে কে আছে?'

অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন সোনালি—'সিস্টার রিটা, হরিদাস, আর আমার বড় ছেলে সানি। সকালবেলায় স্কুলে গিয়েছিল। তাই দেখতে পাননি। এখন ফিরেছে।'

'ফাইন। চলুন আপনার ফ্ল্যাটটা একবার ভালো করে দেখে আসি।' অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়। তার দেখাদেখি অর্ণবও। সোনালি ইতস্ততঃ করছিলেন। এখন হয়তো আশেপাশের কাউকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। একটু আগেই অপরাধীর ছদ্মবেশের যা নমুনা দেখেছেন, তাতে এখন নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছেন সোনালি। সে ভদ্রমহিলাকে আশ্বস্ত করে— 'চিন্তা করবেন না। এত তাড়াতাড়ি সে সেকেন্ড অ্যাটেম্পট নেবে না। নিজেকে গুছিয়ে নিতে একটু সময় নেবে। এরমধ্যে আপনারা কেউ ফ্ল্যাটের বাইরে যাননি তো? কিংবা এমন কোনও জায়গায় যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই? যেমন চেঞ্জিংরুম, স্পা, কিংবা সনা বাথ...!'

'না।' সোনালি মাথা নাড়লেন—'সকালের ঘটনার পরে আমরা কেউ ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোইনি। শুধু সানি...!'

'নাঃ!' অধিরাজ বলে—'সানি আর কিকিকে হিসেবের বাইরে রাখতে পারেন। চলুন, আপনার ফ্ল্যাটটা দেখা যাক।'

'আসুন।'

ওরা আবার ফিরে এল সন্দীপনের ফ্ল্যাটে। সিস্টার রিটা একবার কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে চলে গেলেন। সন্দীপন সম্ভবত ঘুমোচ্ছেন। তাই তাঁকেও দেখা গেল না। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ আসছে। হরিদাস রান্না করছে।

একটি দশ বছরের বাচ্চা ছেলে খুব মনোযোগ সহকারে খাবার টেবিলে বসে ছবির খাতায় ছবি আঁকছে। ইনিই সম্ভবত শৌনক মিত্র, তথা সানি। খোঁচা খোঁচা চুল, খাড়া খাড়া কান দেখলেই মনে হয়—অসম্ভব দুষ্টু। কিন্তু উপস্থিত

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

দুষ্টুমির কোনও লক্ষণ নেই। ভীষণ শান্তভঙ্গিতে সে এখন সূর্য আঁকতেই ব্যস্ত। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে তাকাল। ডাঃ চ্যাটার্জীর কোলে কিকিকে দেখে তার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি ঝলসে উঠেছে—'কিকি, নক নক!'

কিকি সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখস্থ বলার মতো বলল—'কে যে এলো!'

সানি উত্তর দিল—'দিদি এলো।'

'আর কে এলো?'

'পিসি এলো।' উত্তরটা শুনেই খিলখিল করে হেসে উঠল কিকি। সানি মৃদু হেসে ফের আঁকায় মন দিয়েছে। সোনালি তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললেন—'শুধু নক নক খেললেই হবে? কতবার বলেছি, খাওয়ার টেবিলে বসে ড্রয়িং করবে না!'

'সরি, মা।'

সানি বাধ্যছেলের মতো উঠে গিয়ে সোফার ওপর বসল। অধিরাজ তাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছিল! সানি সূর্যটাকে রঙ করার চেষ্টা করছে। সবুজ, লাল, নীল রঙ মিশিয়ে চেষ্টা সূর্যের তেজোদীপ্ত রূপ আঁকার! কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না! নিজেই বারবার মাথা নাড়ছে আর আপনমনে বলছে—'হচ্ছে না!...হচ্ছে না!'

অধিরাজ গুটিগুটি গিয়ে তার পাশে বসল—'কি সুন্দর আঁকছ! তুমি আঁকতে ভালোবাসো?'

'হুম!' প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো উত্তরটা দিয়ে বলল সে—'কিন্তু হচ্ছে না।'

'কী হচ্ছে না?'

'সূর্যের রঙটা।' সানি অসন্তুষ্ট ভাবেই জবাব দেয়—'কত চেষ্টা করছি। কিছুতেই হচ্ছে না। বলো তো, সূর্যের রঙ কী হবে?'

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল অধিরাজ—'সূর্যের রঙ? উউউউ! কমলা?'

'ধ্যুৎ।' সানি মাথা নাড়ল—'তুমি কিচ্ছু জানো না! এটা কি সন্ধ্যের সূর্য? দিনের বেলায় সূর্য। দুপুরের সূর্যের রঙ কী হবে?'

'কী?' সে একটু ভেবে উত্তর দেয়—'হলুদ?'

'নাঃ।' বাচ্চাটা হাসল—'তুমি কিছুই জানো না দেখছি। পড়াশোনা করনি? দুপুরের বেলায় সূর্যের রঙ একদম ঝকঝকে সাদা হবে। ডে-লাইটের রঙ হবে সূর্যের। বুঝেছ?'

অধিরাজ গোবেচারার মতো মাথা নাড়ে। সে ছবির ব্যাপারে বিশেষ কিছু

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

জানে না। বোঝেও না। কিন্তু সানির চিন্তাভাবনা তাকে অবাক করেছে। সচরাচর ছোট বাচ্চারা কমলা, হলুদ সূর্য আঁকে। অথচ এ ছেলে সাদা রঙের সূর্য আঁকতে চায়! তাও ধবধবে সাদা সূর্য নয়! ঝকঝকে দিনের আলোর রঙের সূর্য! আশ্চর্য গভীর চিন্তাধারা! ঐ ছেলের হবে।

খুব মন দিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সানি—'বাই দ্য ওয়ে। তুমি কে?'

'আমরা তোমার "নেবার"। মানে প্রতিবেশী।' অর্ণব উল্টোদিক দিয়ে জবাব দেয়। সানি যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। অবাক চোখে তাকিয়ে ফের বলল—'তোমায় তো চিনি না! তুমি কে?'

অধিরাজ হেসে বলে—'আমরা তোমাদের পাশের ফ্ল্যাটটায় এসেছি।'

'ও! ডিবস আঙ্কেলের ফ্ল্যাটে? আচ্ছা।'

'ডিবস' আঙ্কেল সম্ভবত দিব্যেন্দু সেনের সংক্ষিপ্ত নাম। এইটুকু বলেই সে আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। অধিরাজের চোখে তখনও বিস্ময়। কী অদ্ভুত ছেলে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর তার খেয়াল হল যে অধিরাজদের সে চেনে না! অর্ণবের কথাও যেন ওর কানে ঢুকল না। এমনকি দিব্যেন্দু সেনের ফ্ল্যাটে এসেছে ওরা, সে কথা শোনার পরও ওর কোনও কৌতূহল নেই! একবারও জানতে চাইল না—'তোমরা ডিবস আঙ্কেলের কে হও?'

'ভিতরে আসুন আপনারা!' সোনালি অধিরাজদের নিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

এরপর শুরু হল খোঁজাখুঁজি। ড্রয়িংরুম থেকে শুরু করে বেডরুম, স্টুডিও এমনকি সন্দীপনের পার্সোনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। সচরাচর গোয়েন্দাগল্পে দেখা যায় যে এমন কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস লুকোতে হলে, খুব প্রকাশ্যেই রাখা হয়! সকলের নজরই ওটার ওপর যায়। কিন্তু কেউ ভাবতেই পারে না যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অমন প্রকাশ্য জায়গায় থাকতে পারে! কিন্তু অধিরাজ গোয়েন্দাগল্পের থিওরিতে বিশ্বাসী নয়। সে রীতিমতো আঁতিপাঁতি করেই সব জায়গা খুঁজল। সন্দীপনের লাইব্রেরির প্রত্যেকটা বই ঝেড়েঝুড়ে, খুলে দেখল, তার মধ্যে কোনও ফাঁপা খোপ আছে কি না! এমনকি দেওয়াল, মেঝে, ছাত পর্যন্ত ঠুকে ঠুকে দেখল কোথাও কোনও ফাঁপা জায়গা আছে কিনা!

'অর্ণব।' সে অর্ণবের দিকে ফিরল—'তোমাকে যে মাপার ফিতেটা রাখতে বলেছিলাম সেটা কোথায়?'

Scanned by CamScanner

মাপার ফিতেটা অর্ণবের পকেটেই ছিল। সে এগিয়ে দিতেই অধিরাজ ওদের প্রত্যেকটা ঘরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে শুরু করল। তার মনে হয়েছিল যে ঘরের মধ্যেই হয়তো সন্দীপন কোনো গুপ্তস্থান তৈরি করে রেখেছেন। "প্যানিক রুম" যেমন হয় আর কি! কিন্তু নাঃ, তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই। ঘরের প্রতিটা বর্গফুটের হিসাব ফ্ল্যাটের মাপ অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে! এক বর্গফুটও এদিক ওদিক নেই। অর্থাৎ কোনও গুপ্তকক্ষ বা প্যানিকরুমের থাকার সম্ভাবনাই নেই!

'নাঃ।' সে হতাশ হয়ে বলে—'কিচ্ছু নেই! কিচ্ছু পাচ্ছি না! এমন কোনও লিড নেই যার সাহায্যে জিনিসটা খুঁজে পাওয়া যায়!'

ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ কিকিকে নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন! সে কিছুতেই তাঁকে ছাড়ছে না। বারবার বলছে—'ঐ গানটা আবার গাও!' কোর্টি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ অনুনাসিক স্বরে 'গুঁপি বাঘাঁ, ফিঁরে আঁয়, ফিঁরে আঁয়' গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ডিভিডিতে একটা গান বারবার রিওয়াইন্ড করে শোনা যায়। কিন্তু একটা মানুষ কাঁহাতক এক গান বারবার গাইতে পারে!

কিকির বায়নাক্কা সামলাতে সামলাতেই বললেন তিনি—'রাজা, তোমার ভুল হচ্ছে না তো? তুমি শিওর যে জিনিসটা এখানেই আছে?'

'ড্যা-ম শিওর!' অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়—'যদি না থাকত তাহলে বহুরূপী এখানে আসত না। অতএব প্রয়োজনীয় প্রমাণ এখানেই আছে।'

'তবে কোথায়?'

'সেটা জানলে তো গল্প শেষ ডাঃ চ্যাটার্জী!' সে হতাশভাবে বলে—'আবার দেখতে হবে। তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে।'

'এতক্ষণ তো কম খুঁজলে না!' ডাঃ চ্যাটার্জী বললেন—'এরপরও খুঁজতে হবে?'

'এতক্ষণ তো চোখ দিয়ে খুঁজছিলাম।' অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল— 'এরপর মাথা দিয়ে খুঁজবো।' বলতে বলতেই সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখ গেল বসার ঘরের সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির ওপরে মেজেনাইন ফ্লোর!

'ওখানে কি আছে?' অধিরাজ সোনালিকে প্রশ্নটা করে। সোনালি জানালেন—'ওটা ওঁর ডার্করুম।'

'ডার্করুম?' সে একটু অবাক হয়—'উনি কি ছবি তোলার জন্য ফিল্মরোল ইউজ করতেন?'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'অনেকদিন আগে।' সোনালি জানালেন—'তখন আমরা রানীগঞ্জে থাকতাম। উনি কোল্ডফিল্ডের ছবি তুলতে প্রায়ই যেতেন। মাইনের ভিতরের ছবিও তুলেছিলেন। তখন ফিল্মরোল ব্যবহার করতেন। কিন্তু গত দশবছর ধরে আমি ওঁকে ডিজিটাল ক্যামেরা ছাড়া আর কিছুই ইউজ করতে দেখিনি।'

অধিরাজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার ঘরটার দিকে তাকায়—'ও ঘরটা একটু দেখা যায়?'

'নিশ্চয়ই। আসুন না।'

ডার্করুমটা বোধহয় অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখাও যাচ্ছে না। অর্ণবের মুখে ঘন মাকড়সার জাল লেগে গেল। সে বিরক্ত হয়ে শার্টের হাতায় মুখ মুছছে। অধিরাজ অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে গিয়েই কিসে যেন পা বেজে ধড়াস করে পড়ে গেল! ডাঃ চ্যাটার্জী পিছন থেকে নীচু গলায় ফোড়ন কাটলেন—'বেশ হয়েছে! একা আমিই শুধু আছাড় খাবো?'

'এটা কী!' অন্ধকারেই শোনা গেল অধিরাজের গলা—'লাইটস্ট্যান্ড?'

সোনালি উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ। উনি ছবি তোলার জন্য নানারঙের লাইট ব্যবহার করতেন। দাঁড়ান জ্বেলে দিচ্ছি।'

অন্ধকারের মধ্যেই টুক করে সুইচ টেপার শব্দ কানে এল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে স্ট্যান্ডলাইট জ্বলে উঠেছে। কিন্তু আলোর রংটা লাল!

'লাল রঙের আলো!' অধিরাজ বিস্মিত—'ডার্করুমের মধ্যে লাল রঙের আলো!'

'উনি হয়তো কোনও কাজে ব্যবহার করতেন।' সোনালি একটু অপ্রস্তুত ভাবে জবাব দিলেন—'আমি ঠিক জানি না।'

শুধু লালরঙের লাইট স্ট্যান্ডই নয়, আরও দুটো লাইটস্ট্যান্ড আছে এ ঘরে। তিনি জানালেন যে ও দুটো যথাক্রমে নীল ও সবুজ রঙের আলো। এবার অর্ণবও অবাক হয়। কী কিম্ভূতকিমাকার শখ ভদ্রলোকের! ডার্করুমের মধ্যে তিনরঙের আলো রেখে দিয়েছেন! অথচ একটা বাল্ব বা টিউবও নেই! শুধু তাই নয়, লাল আলোটা জ্বলে উঠতেই ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোও দেখা গেল! ওরা সবাই অবাক হয়ে দেখল দেওয়ালে ছ-টা আয়না বসানো! হ্যাঁ, একটা দুটো নয়—পুরো ছ-টা আয়না! একদম মুখোমুখি বসানো আয়নাগুলো!

'স্যার!' অর্ণব প্রায় আকাশ থেকে পড়ে—'এতগুলো আয়না এখানে কী করছে! ডার্করুমে কি কেউ মুখ দেখে? তাছাড়া এই অন্ধকারে কে মুখ দেখবে!'

Scanned by CamScanner

অধিরাজ একবার চতুর্দিকটা দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'হুঁ। যথারীতি এখানেও কিছু নেই!'

সত্যিই তাই। আলো আর আয়না ছাড়া আর কিছুই নেই। যথারীতি ভোঁ ভোঁ! সাদা দেওয়াল চারদিকে খাঁ খাঁ করছে। ব্যাগ, পোর্টফোলিও, নিদেনপক্ষে একটা হাতবাক্সও নেই! কোনও কাবার্ড কিংবা ড্রয়ারও নেই, যে তার মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে!

'চলুন।' অধিরাজ বলল—'দেখা হয়েছে।'

ফেরার সময় আবার সানিকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে! সানি তখনও খাতার উপরে উপুড় হয়ে প্রাণপণে সূর্য আঁকার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত সবুজ, লাল, নীল রঙ মিশিয়ে সূর্যের রঙ তৈরি করছে সে। কিন্তু যেই তিনটে রঙ মিলে যাচ্ছে অমনি রঙটা কেমন যেন কালচে হয়ে যাচ্ছে। কালো রঙের সূর্য আবার হয় না কি! অগত্যা সানি হতাশ হয়ে মাথা নাড়ছে এবং আপনমনে বলে যাচ্ছে—'হচ্ছে না!...হচ্ছে না!...কিছুতেই হচ্ছে না!'

অধিরাজ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

নিজেদের ফ্ল্যাটে এসে বেশ কিছুক্ষণ ব্যোম হয়ে বসে রইল অধিরাজ। অবিকল যেন ধ্যানস্থ বক! একরকম তাকে দেখিয়ে দেখিয়েই লাঞ্চে বিরিয়ানির প্যাকেটটা সাবাড় করলেন ডাঃ চ্যাটার্জী! বেশ কিছুক্ষণ জুলজুলে দৃষ্টিতে তাকে মেপেও নিলেন! কিন্তু তার নড়ন-চড়নই নেই! শেষপর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'মনে হচ্ছে দুপুরে পেটে বোমা মেরেই বসে থাকবে! রাজা, তুমি কি নির্বিকল্প সমাধি নিয়েছ?'

অধিরাজ কটমট করে তার দিকে তাকিয়েছে। ডাঃ চ্যাটার্জী সামলে নিয়েছেন—'মানে তুমি যদি দুপুরবেলা অনশন করার প্ল্যান করে থাকো তো বলো। আমি আর অর্ণব তোমার ভাগের মাটন বিরিয়ানিটাও সাঁটিয়ে ফেলি!'

সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'নাঃ, আমারও খিদে পেয়েছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী বিড়বিড় করে বলেন—'মনে করিয়ে দিয়েই ভুল করলাম দেখছি। এক্সট্রা বিরিয়ানি কপালে লেখা নেই।'

অধিরাজের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। সে মুহূর্তের মধ্যে বিরিয়ানির প্যাকেটটা প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ক্ষুধা নিবারণ করে সামান্য উদ্বৃত্ত বিরিয়ানি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এগিয়ে দিল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দিকে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—'একি! আমাকে দিচ্ছ কেন?'

'যেভাবে নজর দিচ্ছেন তাতে না দিয়ে উপায় কি?' সে গম্ভীর মুখেই বলে—'প্রসাদ গ্রহণ করুন। নয়তো আমার হজম হবে না!'

ডাঃ চ্যাটার্জী কিন্তু রাগ করলেন না। বরং ভারি খুশি হয়ে বিরিয়ানিতে মনোনিবেশ করলেন।

অধিরাজ বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার চোখ ছাতের দিকে নিবদ্ধ। অর্ণব এঁটো প্যাকেটগুলোর সদগতি করতে করতে শুনল সে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কিচেন থেকে বেডরুমের কথা খুব স্পষ্ট শোনা যায় না। তাই কাজ সেরে এসে নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রশ্ন করল—'কার ফোন ছিল স্যার?'

অধিরাজ শান্তভাবে বলে—'জ্যাক নীল ফোন করেছিল।'

অর্ণব কৌতূহলী—'কিছু পেয়েছে?'

'নাঃ! আমার ধারণাই ঠিক ছিল।' সে একটা পাশবালিশকে জড়িয়ে ধরেছে—'সন্দীপন কাউকে ই-মেল করে ছবিগুলি পাঠাননি। একটা জিনিসই শুধু তাঁর পাঠানো ই-মেলের মধ্যে একটু অদ্ভুত!'

'কী?'

'তিনি "অন্ধকারের উৎস হতে" নামে একজনকে অনেক মেল পাঠিয়েছেন! সব ব্ল্যাঙ্ক মেল! মেলগুলোয় কিছুই লেখা নেই! অথচ ঐ নামে কোনও ই-মেল অ্যাড্রেসই নেই। তাঁর ই-মেলগুলো কোথাও পৌঁছয়নি। সব ফেরত এসেছে!'

'সে আবার কী!' সে অবাক—যে ই-মেল-এ অ্যাড্রেসই নেই, সেই অ্যাড্রেসে মেল করার কী অর্থ!'

'অর্থ আছে অর্ণব।' অধিরাজ বলে—'আজ সন্দীপন মিত্রর ঘরে তোমার কোন জিনিসটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল?'

'আলোগুলো স্যার!' অর্ণব জানায়—'একটাও স্বাভাবিক আলো নেই! লাল, নীল, সবুজ! আরও অদ্ভুত ঐ ঘরের আয়নাগুলো! ডার্করুমে কে নিজের মুখ দেখতে যায় বলুন তো! অথচ ডার্করুমেই কি না ছ-টা আয়না!'

'পুরীর কেসের পর থেকে তুমি খালি আয়না নিয়েই ভাবছ অর্ণব।' সে মুচকি হেসে বলে—'আমার চিন্তা ঐ লাল, নীল আলো আর আয়নার চেয়েও বেশি ডার্করুমটাকে নিয়ে।'

Scanned by CamScanner

'ডার্করুম!'

'নিশ্চয়!' অধিরাজ উঠে বসেছে—'ঐ লাল-নীল-আলোর চেয়েও বেশি অদ্ভুত ঐ ডার্করুমটা। যাঁরা ডিজিটাল ক্যামেরায় ফটো তোলেন তাদের ডার্করুমের কী প্রয়োজন বল তো? যিনি শুধুই ডিজিটাল ফটোগ্রাফি করেন তাঁর বাড়িতে ডার্করুম থাকবে কেন? ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে কোনও ফিল্মরোলের প্রয়োজন হয় না। ক্যামেরা থেকে ডাইরেক্ট কম্পিউটারে আপলোড করে কালার, সাইজ—সব অ্যাডজাস্ট করে ডাইরেক্ট প্রিন্ট করে দেওয়া হয়। কোনও ডার্করুমের প্রয়োজনই পড়ে না। তবে ডার্করুম ওখানে কী করছে?'

'কিন্তু উনি তো ফিল্মরোলেও ফটোগ্রাফি করতেন। সোনালি বলছিলেন...!'

অধিরাজ অর্ণবকে থামিয়ে দিয়েছে—'তুমি পুরো কথাটি শোনোনি অর্ণব। সোনালি বলেছেন—বছর দশেক আগে সন্দীপন ফিল্মরোলে ফটোগ্রাফি করতেন। তখন ওঁরা রানীগঞ্জে থাকতেন। কিন্তু তারপর থেকে ডিজিটাল ক্যামেরাই ব্যবহার করে আসছেন। আর এই হাউজিং-এ এসেছেন বছর পাঁচেক আগে। তখন উনি পুরোপুরি ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতেই অভ্যস্ত! তবে ফ্ল্যাটের মধ্যে ডার্করুম কেন?'

অর্ণব একটু চিন্তায় পড়ে। স্যার সত্যি কথাই বলছেন। যে লোক ডিজিটাল ফটোগ্রাফি করে তার ঘরে ডার্করুম কী করছে! এ যেন ডাঃ অসীম চ্যাটার্জীর পকেটে চিরুনি থাকার মতো ব্যাপার! টাকলু লোকের যেমন চিরুনি লাগে না, তেমন ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতেও ডার্করুম লাগে না! তাছাড়া ডার্করুমে কোনও নেগেটিভও ছিল না! নেগেটিভ ডেভেলপ করার কোনও কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ব্যবস্থাও নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু তিনটে লাইট স্ট্যান্ড আর হাফ ডজন আয়না!

অধিরাজ আপনমনেই অন্যমনস্ক ভাবে বলে—'তার ওপরে দেখো, ভদ্রলোক যে আই ডি তে ব্ল্যাঙ্ক মেলগুলো পাঠিয়েছেন সেই আই ডির নাম কী? 'অন্ধকারের উৎস হতে!' এই 'অন্ধকারের উৎস হতে'র সঙ্গে কি ডার্করুমের কোনও সম্পর্ক আছে? মনে হচ্ছে আছে! অন্ধকার আর ডার্করুম। ডার্করুমটা বড় ভাবাচ্ছে অর্ণব! বড্ড ভাবাচ্ছে!'

৬

ডাঃ জগন্নাথ কিন্তু ভারি মজার লোক। প্রতিবেশীদের বেশ খোশমেজাজেই আপ্যায়ন করলেন। চেহারা দশাসই হলেও মনটা ভারি নরম। দাড়ি গোঁফের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ফাঁক দিয়ে যখন ছেলেমানুষের মতো নরম হাসি হাসেন, মনে হয় তিরতির করে একটা ঝোরা বয়ে গেল। ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনার অসুখ নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। আজকাল মেডিক্যাল সায়েন্স প্রভূত উন্নতি করেছে। তেমন হলে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে নেবেন। অসুবিধে কী? আসল কথা হল মনের জোর, বুঝলেন?'

ডাঃ চ্যাটার্জী এর মধ্যে তার কিডনি এবং ব্রেনের সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। সম্ভবত দুপুরের এক্সট্রা মাটন বিরিয়ানি ঘুষ দেওয়াটা কাজে লেগেছে। এবার আর বিশেষ আপত্তি করলেন না। কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে বললেন—'ভোর? হ্যাঁ— রোজ ভোরে তো মর্নিং ওয়াক করি।'

ডাঃ জগন্নাথ যথারীতি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়েছেন অধিরাজের দিকে। অধিরাজ মৃদু হাসল—'বাবা কানে একটু কম শোনেন।'

'সেরেছে!' তিনি ঘাবড়ে গিয়েছেন—'আমি যে একদমই চিৎকার করতে পারি না! আমার গলার অবস্থা দেখেছেন? এই গলা নিয়ে চেঁচানো খুব মুশকিল! টনসিল অপারেশনের পর থেকেই গলা একদম ভেঙে বসে গিয়েছে! এখন তো নিজের কণ্ঠস্বরই নিজের কানে অসহ্য ঠেকে! মনে হয় ভোকাল কর্ডে একটা ব্যাঙ ঢুকে পড়ে গান জুড়েছে।'

বাস্তবেই ভদ্রলোকের গলা অসম্ভব বসা! শুনলেই মনে হয়, ঠান্ডা লেগে গলা ভেঙে গিয়েছে। ঘ্যাঁসঘ্যাঁসে কণ্ঠস্বরেই বললেন—'ডাক্তার আমায় কোল্ডড্রিঙ্কস, আইসক্রিম খেতে বারণ করেছেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই দিব্যি খেয়ে ফেলি! তবে চেঁচিয়ে কথা বলাও বারণ। তাই চেঁচাই না!'

অধিরাজ আর অর্ণব ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে। ডাঃ জগন্নাথ চেঁচিয়ে কথা বলছেন না! সত্যিই কি ওঁর গলায় সমস্যা আছে? নাকি অজুহাত? সে আড়চোখে তাকায় ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে। ভদ্রলোক আগের মতোই নির্লিপ্ত মুখ করে বসে আছেন। ডানহাতের তর্জনী একটু একটু নড়ছে। অর্থাৎ 'এখনই কিছু কোরো না। কথাটা সত্যিও হতে পারে। ধৈর্য্য ধরো।'

হতে পারে। অন্তত সত্যি হওয়া অসম্ভব নয়। টনসিলের সমস্যা থাকলে এমন কণ্ঠস্বর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু সন্দেহ যায় না। অধিরাজ ও অর্ণব আরেকবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল! বুঝতে পারছে না, এখন কী করা উচিত!

অধিরাজই শেষমেষ উদ্ধার করল। বলল—'আপনি বাবার জন্য ভাববেন না। যা বোঝানোর দরকার, তা আমরাই ইশারায় বুঝিয়ে দেব।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'আপনারা কেন বোঝাবেন?' ডাঃ জগন্নাথ হেসে বললেন—'আমার ক্লিনিকেও এমন অনেক রোগী আসে যাঁদের কানে শোনার সমস্যা আছে। তাঁদের যদি বোঝাতে পারি, তবে ওঁকেও পারবো।' বলতে বলতেই ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে ফিরেছেন। ইশারা করে বললেন— 'আপনি হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেন না কেন? তাহলে তো শুনতে সুবিধে হয়।'

ডাঃ চ্যাটার্জী ভ্রূকুটি করেছেন—'হিয়ারিং এইড! মানে কানে শোনার যন্ত্র? সেটা দিয়ে কি করবো? আমি তো কালা নই! দিব্যি শুনতে পাই!'

ডাঃ জগন্নাথ মুখ টিপে হেসে ফের হাত-পা নেড়ে বললেন—'তা তো ভালোই শুনতে পান। কিন্তু হিয়ারিং এইড পরলে আরও ভালো শুনতে পাবেন।'

ডাঃ চ্যাটার্জী একটু মুচকি হাসলেন—'যন্ত্রপাতির ওপর আর বিশ্বাস নেই বুঝলেন! এই তো কয়েকদিন আগেই হার্ট গোলমাল করছিল! ছেলেরা জোর করে পেসমেকার বসিয়ে দিল। তার সাইড এফেক্টেই প্রায় মারতে বসেছিলাম।'

'কি হয়েছিল? ডাঃ জগন্নাথ উৎসুক—'হার্ট ব্লক?'

'হয়তো তাই!' ডাঃ চ্যাটার্জী মহানন্দে নিজের হৃৎযন্ত্রের দুরবস্থার কথা বলতে শুরু করলেন। ডাঃ জগন্নাথ খুব মন দিয়ে শুনছেন। ডাঃ চ্যাটার্জী নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তার মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছেন! দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে বলে চলেছেন সিম্পটমগুলো! স্বাভাবিক। নিজে ডাক্তার হওয়ার দরুণ সিম্পটমগুলো সবই জানেন! ডাঃ জগন্নাথ মাঝেমধ্যে সিম্পটমগুলোর মেডিক্যাল টার্মগুলো বলে দিচ্ছিলেন। 'সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, কনফিউশন' আরও কত কী!

অধিরাজ ফিসফিস করে অর্ণবকে বলে—'কান, চোখ, কিডনি, ব্রেনের পর এবার হার্টও গেল! তবে বুড়ো এবার লাফাতে পারবে না! নিজেই এই অসুখটা বাঁধিয়েছে! তাও আবার মহাখুশি হয়ে!'

'দুপুরের এক্সট্রা বিরিয়ানির সুফল স্যার।' অর্ণব ফিসফিস করে বলল—'বলেন তো রাতে চারটে প্যাকেট নিয়ে আসি। আপনি, আমি আর ডাঃ চ্যাটার্জীর দু প্যাকেট। যা পারফরম্যান্স দিচ্ছেন তাতে এক প্যাকেট বিরিয়ানি এক্সট্রা পেতেই পারে!'

অধিরাজ গম্ভীরভাবে বলে—'হুম!'

'সাবধানে থাকবেন বুঝলেন?' ডাঃ জগন্নাথ চিন্তিত মুখ করেছেন—'সেল ফোন ইউজ করেন? ইউজ করলে বুক পকেটে একদম রাখবেন না। খুব ক্ষতি

Scanned by CamScanner

হয়। খুব স্ট্রং ইলেকট্রিক বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাভয়েড করবেন। নয়তো পেসমেকার কিন্তু থেমে যাবে। কষ্ট পাবেন। আর বিশেষ করে এম আর আই, বা ঐ জাতীয় পরীক্ষা একদম করাবেন না। আমাদের বিল্ডিঙের নীচে দেখবেন অ্যান্টি-থেফট ডিভাইস আছে, যেমন মেটাল ডিটেক্টর কিংবা ম্যাগনেটিক ইলেকট্রনিক আর্টিকল সার্ভেইল্যান্স আছে। চেষ্টা করবেন ওগুলো থেকে দূরে থাকার। আপনার আই ডি কার্ড আছে?'

ডাঃ চ্যাটার্জী একটু থেমে বললেন—'আইভি? হ্যাঁ, আমার আইভিলতা খুব পছন্দ।'

ভদ্রলোক হেসে ফেলেছেন—'আইভি লতা নয়। আই ডি কার্ড!' তিনি ফের হাত-পা নেড়ে বোঝালেন—'আই ডি কার্ড একটা সবসময় সঙ্গে রাখবেন। তাতে নিজের নাম, নিজের অসুস্থতার কথা, ডাক্তারের নাম, বাড়ির ফোন নম্বর বা ছেলেদের ফোন নম্বর থাকবে। আজকাল যা অবস্থা! যদি রাস্তা-ঘাটে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ঐ আই ডি কার্ডই সবচেয়ে বড় সহায়।'

'হুঁ। বললেন যখন তখন রাখবো।' তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'আপনি তো ডেন্টিস্ট। নয়? আমার ছোট ছেলেটির আবার দাঁতে খুব সমস্যা। ঠান্ডা, গরম কিছুই খেতে পারে না। একটু ঠান্ডা খেলেই দাঁত ঝিনঝিন করে! একটু দেখে দেবেন?'

'তাই?' তিনি দুই মূর্তিমানের দিকে তাকিয়েছেন—'কোনজন? দেখি, এদিকে একটু এসো তো ভাই।'

অর্ণব প্রায় শহীদের মতো মুখভঙ্গী করে এগিয়ে গিয়েছে।

'না। এখানে নয়।' ডাঃ জগন্নাথ উঠে দাঁড়ালেন—'ভিতরের ঘরে চলো। ওখানে আমার যন্ত্রপাতির সেট থাকে।' বলতে বলতেই হাসলেন—'আমি এখন এই সোসাইটিরও ডেন্টিস্ট কি না! তাই বাড়িতেই একসেট বন্দোবস্ত রেখেছি।'

'সেটটাকে যথারীতি ডাঃ চ্যাটার্জী পেট শুনেছেন! বললেন—'না...না। পেট নয়। দাঁতের সমস্যা।'

তিনি হেসে অর্ণবকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। এই ফাঁকে অধিরাজ ফিসফিস করে ডাঃ চ্যাটার্জীকে বলে—'এটা কী হল? আপনি অর্ণবকে ভদ্রলোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন? ইনিই আসলে ডাঃ জগন্নাথ কি না তাও জানি না। আপনার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছেন, চেঁচিয়ে কথা বলছেন না। আমার কিন্তু বেশ সন্দেহ হচ্ছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী ভুরু কুঁচকেছেন—'তুমি বাপু সব কিছুতেই বড় বেশি সন্দেহ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করো! ওঁর গলাটা শুনলে না? যে কোনও কান-নাক-ডাক্তার এরকম পেশেন্টদের জোরে কথা বলতে বারণই করবে! উপায় নেই বলেই আস্তে কথা বলছেন!'

'উপায় নেই? না জোরে কথা বললে ধরা পড়ার ভয় আছে?'

তিনি এবার বিরক্ত হলেন—'তুমি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছ! বেনিফিট অব ডাউট বলে একটা কথা আছে শুনেছ? তাছাড়া, ভদ্রলোক আসল না নকল, একটু পরেই বোঝা যাবে।'

'কি করে?'

'অর্ণবের ডেন্টাল প্রবলেম আছে।' তিনি জানালেন—'সেইজন্যই ওর দাঁত দেখতে পাঠালাম ভদ্রলোককে। সত্যিই যদি উনি ডেন্টিস্ট হন, তবে ঠিক ডায়গনোসিস করবেন। নয়তো তোমার যা খুশি তাই কোরো। খোলস পরে আছেন কিনা দেখার জন্য মাথার চুল ধরে টান মারো, কিংবা হাত-পা টানাটানি কোরো। কিন্তু ততক্ষণ একটু চুপ করে বসে থাকো দেখি!'

'স্বীকার করছি, আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে!' অধিরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোফায় গা এলিয়ে দেয়।

'তাও ভালো।' ডাঃ চ্যাটার্জী বিড়বিড় করেন—'আমার মাথার অন্য ফাংশনও এতদিনে দেখতে পেলে। নয়তো এতদিন জানতাম আমার মাথায় শুধু টাকটাই আছে! টাকের ভিতরে যে বুদ্ধিও আছে, সেটা এই প্রথম আবিষ্কার করলাম!'

'এই আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্য আপনাকে অভিনন্দন!'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ। ডাঃ জগন্নাথের বসার ঘরের একপাশে সুদৃশ্য কাঁচের আলমারিতে রাখা রয়েছে মেডিক্যাল বক্স। তার সন্ধানী চোখ বাক্সটাকে একবার মেপে নিল। সে নীচু গলায় বলে—'ডক, যতক্ষণ ডাঃ জগন্নাথ অর্ণবকে চেক করছেন, ততক্ষণ আমরা একটু ওনার ওষুধের বাক্সটাকে চেক করে নিই। কে বলতে পারে, এর মধ্যে একটা নোজ লুব্রিক্যান্ট নেই! কিংবা বিশেষ ধরনের কোনও ময়েশ্চারাইজার, অথবা 'সাইনাস রিনস' কিংবা ফিটকিরি!'

'তোমার মতলবটা কী বল দেখি!' ডাঃ চ্যাটার্জী ভুরু কুঁচকেছেন—'তুমি নিজেও ফাঁসবে, আমাদেরও ফাঁসাবে! ভদ্রলোক যে কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। চুপচাপ বসতে কি কষ্ট হয়?'

'না।' সে ওষুধের বাক্সটা খুলে ফেলেছে—'তবু একবার বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পলিথিনের সাদা বাক্সটার ঢাকনা খুলে ফেলতেই ওষুধের একটা তীব্র গন্ধ নাকে ঝাপটা দিল। সচরাচর ভিটামিনের ক্যাপসুল বা ট্যাবলেটের এমন বিটকেল গন্ধ হয়। অধিরাজ বাক্সটা এগিয়ে দিয়েছে ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে—'দেখুন। এর মধ্যে কিছু সন্দেহজনক দেখতে পাচ্ছেন?'

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ একটা একটা করে ওষুধ তুলে দেখছেন। একটা নাকের ড্রপ দেখে থমকে গেলেন।

'কী হল?' অধিরাজ উত্তেজিত—'কী ওটা? সাইনাস রিনস?'

'বুঝতে পারছি না।' ডাঃ চ্যাটার্জী একটু ইতস্তত করছেন—'এই জাতীয় ন্যাসাল ড্রপ আগে কখনও দেখিনি। দাঁড়াও, আগে দেখি কম্পোজিশনটা কী!'

'দেখুন।'

তিনি চোখ কুঁচকে পিছনের ছোট ছোট লেখাগুলো পড়ছেন—'হুমম! জাইলোমেটাজলিন হাইড্রোক্লোরাইড! নাঃ, এটা রীতিমতো নিরীহ ন্যাসাল ড্রপ! সাইনাস রিনস নয়। সচরাচর সাইনাস রিনসে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সোডিয়াম বাইকার্বোনেট থাকে।'

'হুঁ।' সে আবার চিন্তামগ্ন—'তার মানে এখানে ঐ জাতীয় কোনও মেডিসিন নেই।'

'না, নেই।' ডাঃ চ্যাটার্জী বাক্সটা বন্ধ করে ফেলেছেন—'এবার দয়া করে এটাকে জায়গামতন রেখে এসো। আর ঝুলিও না।'

'ওকে।'

বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। বাইরের ঘরে অধিরাজ ও ডাঃ চ্যাটার্জী অপেক্ষারত। ভিতরের ঘরে অর্ণব ও ডাঃ জগন্নাথ কী করছেন কে জানে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। দুজনের কথোপকথনও কিছু শোনা যাচ্ছে না। অধিরাজ মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠে। কী করছেন ভদ্রলোক? রোগী দেখতে এত সময় লাগে? অর্ণব ঠিকঠাক আছে তো! কে জানে, যদি ইনি আসল ডাঃ জগন্নাথ না হন! সে ভিতরে ভিতরে ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছে। ঘড়ির কাঁটা যেন নড়তেই চায় না! এত দেরি হচ্ছে কেন?

'ব্যাপারটা ঠিক ঠেকছে না ডক!' সে ফের উঠে দাঁড়িয়েছে—'আমি একবার দেখে আসি...!'

'আরে...!' ডাঃ চ্যাটার্জী চটে গিয়ে বললেন—'তোমার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি! দাঁত তো হাত-পায়ের মতো সহজ ব্যাপার নয়! বত্রিশ পাটির ব্যাপার। সময় তো একটু লাগবেই।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'তবু...!' অধিরাজ এগোতেই যাচ্ছিল। তার হাত চেপে ধরেছেন তিনি—'চুপচাপ বোসো। পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ভদ্রলোক আসছেন।'

সে একলাফে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। প্রায় সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ জগন্নাথ। পিছন পিছন ভিজে বেড়ালের মতো অর্ণব। ভদ্রলোক নিজের হাতের ফিনফিনে পাতলা ডিজপোজেবল গ্লাভল খুলতে খুলতে বললেন—'চিন্তার কিছু নেই। নাথিং বাট টুথ ইরোশন। খুব ফার্স্ট ফুড, চকোলেট, কোল্ড ড্রিঙ্ক বা মিল্ক শেক খাওয়া হয়? সুযোগ পেলেই চিজ স্যান্ডউইচ—হ্যাম বার্গার, সসেজ বা আইসক্রিম সাঁটানো হয়, তাই না?'

অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল—'একদম ঠিক!'

তিনি বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলেন—'ওগুলো ছাড়তে হবে। আজকাল অল্পবয়েসিদের তো বটেই, এমনকি বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরও এই এক সমস্যা। ভীষণ ফাস্টফুড খায়। আইসক্রিম, চকোলেট আর কোল্ডড্রিঙ্ক পেলে তো কথাই নেই! গপাগপ খেয়ে নেবে। যথারীতি ঠিকমতো দাঁত ব্রাশও করবে না। কত বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে যে ক্লিনিকে আসে। কারোর ক্যাভিটি। কারোর টুথ ইরোশন! এই বয়েসেই এসব বাঁধিয়ে বসে আছে। বোঝে না যে, যে খাবারগুলো খাচ্ছে সব অ্যাসিডিক ফুড! স্যান্ডউইচ, পিৎজা বা পাস্তায় ভর্তি চিজ থাকে। চিজ হচ্ছে অন্যতম হাই অ্যাসিডিক খাবার, চকোলেট, আইসক্রিম, কার্বোনেটেড ওয়াটার বা সোডা ওয়াটার—কোল্ড ড্রিঙ্ক, কোলা, এমনকি দাঁতে এঁটে থাকা চকোলেট বা টফি, চুইংগাম—এসবই দাঁতের উপরে ছাপ ফেলে। এইসব হাই অ্যাসিডিক ফুড খেতে ভালো, কিন্তু দাঁতের সর্বনাশ করে। ঠিকমতো ব্রাশ না করলে এই খাবারগুলোর অ্যাসিডে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়! দাঁতের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায়। দাঁত সেন্সেটিভ হয়ে যায়। মানে, ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলেই ঝনঝন করে। অনেকসময় দাঁত আপনা থেকেই ভেঙে যায়! দিস ইজ কলড টুথ ইরোশন।'

অধিরাজ ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়। ডাঃ চ্যাটার্জী ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে হাত নাড়লেন। অর্থাৎ ঠিকই বলছেন ভদ্রলোক।

ডাঃ জগন্নাথ এবার নিজের ব্রিফকেস খুলে প্রেসক্রিপশনের প্যাডটা বের করে এনেছেন। খসখস করে তাতে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে কি যেন লিখছেন!

'নো অ্যাসিডিক ফুড।' তিনি লিখতে লিখতেই হাসলেন—'কোল্ড ড্রিঙ্ক বা কোলা জাতীয় ড্রিঙ্ক একদম চলবে না। আইসক্রিম, চকোলেট, স্টিকি টফি বা চুইংগাম, ফাস্টফুডের কথা একদম ভুলে যেতে হবে। প্রত্যেকবার খাবার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

খাওয়ার একঘণ্টা পরে ভালো করে ব্রাশ করতে হবে। সেইসঙ্গে একটা মাউথওয়াশ লিখে দিচ্ছি। ব্রাশ করার পর প্রত্যেকবার মাউথওয়াশ দিয়ে একমিনিট কুলকুচি। রাতে ডিনারের পরে ব্রাশ আর কুলকুচি করার পর একটা পেস্ট অ্যাফেক্টেড দাঁতগুলোতে লাগিয়ে রেখে ঘুমোতে যাবে। পনেরোদিন ব্যবহার করো। যদি কোনও প্রবলেম হয়, তবে হাতের কাছে আমি তো আছিই।'

গদগদ ভাবে মাথা নাড়লেন ডাঃ চ্যাটার্জী। অর্ণব করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার সব ফেভারিট খাবারই বাতিলের লিস্টে পড়েছে!

বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনজনই ফিরে এল নিজেদের ফ্ল্যাটে। দরজা খোলার সময় অধিরাজ লক্ষ্য করল, উলটো দিকের ফ্ল্যাট থেকে সোনালি উঁকি মারছেন। তার চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা—'কিছু হল?'

সে চোখের ইশারায় জানায়—'চেষ্টা চলছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী খুব মন দিয়ে ডাঃ জগন্নাথের প্রেসক্রিপশনটা দেখছেন। দেখতে দেখতে আপনমনেই বললেন—'ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার! কয়েকদিন আগে অর্ণবের ডেন্টিস্টও ঠিক এই ওষুধগুলোই প্রেসক্রাইব করেছেন। কোম্পানি আলাদা। কিন্তু জিনিস একই! রোগটাও ঠিকই ধরেছেন।'

'তার মানে উনিই আসল ডাঃ জগন্নাথ।' অধিরাজ ল্যাপটপ খুলতে খুলতে বলে— 'দেখা যাক। আপনার কথা কতটা ঠিক।'

'মানে?' তিনি অবাক—'তুমি এখানে বসে ফের লোকটার ওপরে গোয়েন্দাগিরি করবে?'

'নিশ্চয়ই।' সে ল্যাপটপ খুলে হেডসেট পরছে—'নয়তো কি এমনি এমনি ভদ্রলোকের সেন্টার টেবিলের নীচে একটা বাগ ফিট করে এসেছি? এখন উনি ঘরের মধ্যে যা যা বলবেন, যার সঙ্গে কথা বলবেন, সব আমরা শুনতে পাবো।'

ডাঃ চ্যাটার্জী বিরক্তিতিক্ত মুখভঙ্গী করেছেন। পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। অধিরাজ তাঁর খুঁতখুঁতুনিকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে হেডসেট পরে ফেলেছে। বেশ কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর একটু অবাক হয়েই বলল—'কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না! হল কি!'

ডাঃ চ্যাটার্জী হেসে বললেন—'কী শুনতে চাও? ভদ্রলোক একাই থাকেন। ঘরে আর কেউ নেই। উনি কি 'শাহজাহান' নাটকের শাহজাহানের মতো

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

পায়চারি করতে করতে স্বগতোক্তি করবেন? না পাগলের মতো আপনমনে একা একাই বকবক করবেন?'

'তা নয়।' সে অস্থির হয়ে বলে—'কিন্তু কিছু না কিছু তো শোনা যাবে। একা মানুষেরা কি ফোনটোন করেন না? কিংবা তার হাঁটার শব্দ হয় না? অথবা গান-টান শোনেন না, টিভি দেখেন না! এটা এত শক্তিশালী বাগ যেকোনও সামান্য শব্দকেই ক্যাচ করে।'

'হয়তো উনি একটু বেরিয়েছেন।' অর্ণব বলল—'হয়তো দেখুন সোনালির ফ্ল্যাটে গিয়ে আড্ডা মারছেন।'

'তুমি কি ওখানেও বাগ করেছ?' ডাঃ চ্যাটার্জী ভ্রূকুটি করেছেন—'তোমায় বিশ্বাস নেই বাপু! তুমি সব পারো।'

'করেছি।' অধিরাজ নির্লিপ্ত মুখে জানায়—'তবে বসার ঘরে নয়। ডার্করুমে।'

ডার্করুমে! ডাঃ চ্যাটার্জী চোখ কপালে তুলে বললেন—'ওখানে কী করতে বাগ লাগিয়েছ? টিকটিকি আর আরশোলার যুদ্ধের আওয়াজ শুনবে? না ভূতের বাপ ওখানে এসে ফিসফিসিয়ে কথা বলবে?'

'আমি ঐ ডার্করুমটাকে সন্দেহ করছি।' তার কপালে চিন্তার ভাঁজ—'ওটা ডার্করুম নয়। অন্য কিছু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্দীপন যদি সত্যিই প্রমাণটা বাড়িতে রেখে থাকেন, তবে সেটা ঐ ডার্করুমেই আছে। আর আমি শত্রুকে আদৌ বোকা ভাবছি না। বরং সে হয়তো আমাদের থেকেও বেশি চালাক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ ডার্করুমটা একবার খুঁজে দেখবেই! আশা করছি আজ রাতেই হয়তো তিনি পদার্পণ করবেন ঐ ডার্করুমে। সেইজন্যই ওখানেও একটা বাগ ছেড়ে এসেছি।'

'রাতে কেন? দিনের বেলা কেন নয় স্যার?' অর্ণব আমতা আমতা করে প্রশ্ন করে।

'লক্ষ্য করেছ ডার্করুমটার কী দুরবস্থা! কেউ ওখানে ঢোকে না! দিনের বেলা যদি খোলস পালটে ফ্ল্যাটে ঢুকেও পড়ে, তবু ডার্করুমের দিকে যেতে গেলেই লোকের চোখে পড়বে। যেখানে কেউ ঢোকে না, সেখানে ঢুকতে গেলেই সন্দেহ ওর ওপর গিয়ে পড়বে। এতবড় ঝুঁকি নেবে না বলেই মনে হয়। রাতে কারোর চোখে পড়ার রিস্ক নেই।'

'তোমার তো অনেক কিছুই মনে হয়!' ডাঃ চ্যাটার্জী গজগজ করতে করতে বলেন— 'তোমার তো ডাঃ জগন্নাথকেও ভিলেন বলে মনে হয়। ডার্করুমটাকে ব্যাঙ্কের লকার বলে মনে হয়...!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই সজোরে কলিংবেল বেজে উঠেছে। অর্ণব উঠে গেল দরজার দিকে। অধিরাজ তাড়াতাড়ি ল্যাপটপ, হেডসেট—সমস্ত গুছিয়ে রেখেছে! ডাঃ চ্যাটার্জী উদগ্রীব হয়ে তাকালেন। এখন প্রায় ন-টা বাজে! এখন আবার কে এল!

দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল ডাঃ জগন্নাথের দশাসই চেহারা। ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হেসে একটা পলিথিনের প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছেন। যথারীতি খ্যাঁসখ্যাঁসে ভাঙা কণ্ঠে বললেন—'এই যে আপনাদের ওষুধ!'

অর্ণব প্যাকেটটা নিয়ে নিল। একটু আগেই ডাঃ জগন্নাথ নিজেই প্রেসক্রাইব করেছেন এই মাউথওয়াশ ও পেস্ট। নিজেই ওষুধগুলো নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। ততক্ষণে অধিরাজও এগিয়ে এসেছে দরজার কাছে। হেসে বলল—'আপনি নিজে কষ্ট করলেন কেন? আমরা একটু পরেই যেতাম।'

'না...না! ঠিক আছে।' ডাঃ জগন্নাথ লাজুক হাসলেন—'আমি তো ওপরে আসছিলামই। সিকিউরিটি বলল এই ওষুধগুলো আপনাদের আর্জেন্ট দরকার, সে বেচারি অন্য ডিউটিতে আছে বলে নিজে আসতে পারল না। তবে বলল, আপনারা যেন কিছু মাইন্ড না করেন।'

'অ্যাঁ!' ডাঃ চ্যাটার্জী অবাক! অধিরাজ ও অর্ণব ফের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ভদ্রলোক কি হিব্রু ভাষায় কথা বলছেন!

অধিরাজ এবার এগিয়ে গেল—'সিকিউরিটি বলল মানে? আমরা তো সিকিউরিটিকে কোনও ওষুধ আনতে বলিনি! এই তো জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই আপনি প্রেসক্রাইব করলেন...!'

এবার ডাঃ জগন্নাথের চক্ষু চড়কগাছ—'আমি প্রেসক্রাইব করেছি মানে? কখন প্রেসক্রাইব করলাম? ইনফ্যাক্ট আপনাদেরই আমি এই প্রথম দেখছি, ওষুধ প্রেসক্রাইব তো দূর! ক্লিনিকের কাজ শেষ করে জাস্ট এই ঢুকছি। সিকিউরিটি গার্ড অনুরোধ করল তাই...!'

তিনজনেই তখন প্রায় আকাশ থেকে পড়েছে! ডাঃ চ্যাটার্জীর তবু বিশ্বাস হয় না। তিনি ফের কালা হয়ে গিয়েছেন। চড়া গলায় বললেন—'বার্ড? কী ধরণের বার্ড?'

'বা-র্ড নয়... গা-র্ড...গা-র্ড। ভদ্রলোক ঐ ভাঙা কণ্ঠস্বরেই দিব্যি চেঁচিয়ে জবাব দিলেন—'সি-কি-উ-রি-টি গা-র্ড!'

অধিরাজ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'বেনিফিট অব ডাউট! তাই না?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডাঃ চ্যাটার্জীর মুখ কাঁদো কাঁদো। অধিরাজ কোনমতে রাগ সামলে নিয়েছে। ডাঃ জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে হাসল—'সরি, কোনও মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাকবে। কিছু মনে করবেন না।'

'নো, ইটস ওকে।' তিনি হেসে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়িয়েছেন। সে পিছু ডাকল—'স্যার, একটা কথা ছিল।'

'ইয়েস?' ডাঃ জগন্নাথ থমকে দাঁড়াল—'বলুন।'

'এক মিনিট।' অধিরাজ একছুটে গিয়ে একটা ঝকঝকে চকচকে পেন নিয়ে এসেছে। অর্ণব আড়চোখে দেখল—এই সেই স্পাই ক্যামেরা। কালো রঙের চকচকে মোহনীয় পেনটাকে এগিয়ে দিল সে—'আমরা এখানে আসছি জেনে দিবুকাকু আপনার জন্য এই গিফটটা পাঠিয়েছে। ভেবেছিলাম, পরে দেখা করে দেবো। কিন্তু যখন দেখা হয়েই গেল...!'

'দিব্যেন্দুদা পাঠিয়েছেন! বাঃ!' ভদ্রলোক নির্বিবাদে পেনটা বুকপকেটে রেখে দিলেন—'থ্যাঙ্কস!'

অধিরাজ মুচকি হাসল—'এনি টাইম!'

ডাঃ জগন্নাথ হেসে চলে গেলেন। তার বুক পকেটে আটকে রইল স্পাই ক্যামেরা। এখন থেকে ভদ্রলোক কোথায় আছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন, সবই মনিটরিং করা হবে। এখন 'নো-বডি'র পক্ষে ভদ্রলোকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ডাঃ জগন্নাথ সাজা সম্ভব নয়। যেখানে আসল মানুষটির সমস্ত মুভমেন্ট ট্র্যাক করছে তারা, সেখানে নকল মানুষটির ধরা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। অধিরাজ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক, একটা কাজ হল!

ডাঃ চ্যাটার্জী ততক্ষণে কৌতূহলবশত ওষুধের প্যাকেটটা খুলে দেখছেন। ওষুধ আছে ঠিকই। তবে তার সঙ্গে একটা চিরকুট। তিনি এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিরকুটটা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তেই তার মুখ লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ দরজা লক করে পিছন ফিরতেই চিরকুটটা এগিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বললেন—'রা-জা!'

অধিরাজ চিরকুটটা নিয়ে নিয়েছে। অসীম কৌতূহলে অর্ণব উঁকি মেরে দেখল কাগজটায় বাংলা অক্ষরে টাইপ করা আছে—

'প্রিয় অফিসারগণ,'

আশা করেছিলাম আপনাদের শুভাগমন এখানে খুব তাড়াতাড়িই হতে চলেছে। তবে আশা করিনি এত তাড়াতাড়ি আমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলবেন। আমার অতিযত্নে তৈরি করা সন্দীপন মিত্রের মুখোশটির উপর গরম চা ঢেলে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নষ্ট করে না দিলেও পারতেন। জানেন তো, সিলিকন রাবার মাস্ক অত্যন্ত দামি জিনিস! এভাবে নষ্ট হয়ে গেলে মন খারাপ হয়! যাই হোক, তার জন্য ডাঃ জগন্নাথের ছদ্মবেশে একটু মধুর প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম। প্রতিশোধটা মন্দ হয়নি। আশা করি, এই সামান্য রসিকতায় কিছু মনে করেননি। দুবার ফসকেছেন, তাতে লজ্জার কিছু নেই। আরও অনেক সুযোগ হবে মুখোমুখি হওয়ার।

কিন্তু এরপর দেখা হলে চিনতে পারবেন তো? দেখা যাক!

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ...!'

অধিরাজ চিঠিটা পড়া শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল! ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে রাগত ভাবে বলল—'আপনার বেনিফিট অব ডাউটে লোকটা এবারও ফসকে গেল! নয়তো আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিলাম! এখন সে আমাদের কনফিউজ করার সমস্ত চেষ্টা করবে। সিকিউরিটির ছদ্মবেশও যে সে নিতে পারে সেটাও কায়দা করে জানিয়ে দিল! যতকরকম ভাবে সম্ভব লুকোচুরি করবে! এটা চিঠি নয়, রীতিমতো ওপন চ্যালেঞ্জ!'

ডাঃ চ্যাটার্জী ঢোঁক গিলে বিড়বিড় করলেন—'বাপরে, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি! এই লোকটা কি তবে ডেন্টিস্ট? অ্যাঁ?'

ঠিক দশটা বাজতেই সোনালিদের ঘরের আলো নিভে গেল। হাউজিঙের ফ্ল্যাটগুলোর জানলাগুলোর আলো টুকটুক করে নিভছে। কোথাও হালকা নীল আলো জ্বলছে, কোথাও বা লালচে আভা! পাশের ফ্ল্যাট থেকে মৃদু গানের সুর ভেসে আসছে। ওস্তাদ রশিদ খানের গলায় মালকোষ। সম্ভবত ডাঃ জগন্নাথ শুনছেন। গোটা বিল্ডিঙে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

অধিরাজের পরনে কালো শার্ট ও ট্রাউজার! কানে হেডসেট পরে গুপ্ত মাইক্রোফোনের ওপ্রান্তের সাড়াশব্দ শোনার চেষ্টা করছে। আর অর্ণব ডাঃ জগন্নাথকে মনিটরিং করছে। ভদ্রলোকের ঘরে আলো নিভে গিয়েছে। স্পাই ক্যামেরায় তবু তার ছায়াশরীর স্পষ্ট। অর্ণব দেখতে পাচ্ছে ডাঃ জগন্নাথ পায়চারি করছেন।

'ডক্টর ঘরেই আছেন স্যার।' সে মুখ তুলে অধিরাজের দিকে তাকায়—'পায়চারি করছেন।'

'গুড।' অধিরাজ আপনমনেই বলে—'ওদিকেও এখন কোনও সাড়াশব্দ নেই। ডার্করুম চুপচাপ। তিনি এখনও ঢোকেননি।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব বুঝতে পারে না যে এত কড়াকড়ির মধ্যে লোকটা ডার্করুমে ঢুকবে কী করে! বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরার ছড়াছড়ি! সর্বক্ষণই সিকিউরিটি গার্ডরা সর্তক দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে! তাছাড়া এর মধ্যে সোনালিরা কেউ বাইরে বেরোননি। সিস্টার রিটা শুধু আটটা নাগাদ চলে গিয়েছেন। ডাঃ চ্যাটার্জী বলেছিলেন—'যেমন ডাঃ জগন্নাথকে স্পাই ক্যামেরা দিয়ে দিলে, তেমনি সোনালি মিত্র আর সিস্টার রিটাকেও দিয়ে দিতে। আপদ চুকত।'

অধিরাজ একটু ভেবে বলল—'অসুবিধে আছে ডক। ডাঃ জগন্নাথ ক্যামেরাটা ক্যারি করতে পারেন। বুক পকেটে দিব্যি আটকে চলে যেতে পারেন। কিন্তু মিসেস মিত্র বা সিস্টার রিটা ক্যামেরাটা রাখবেন কোথায়? দুজনেই শাড়ি পরেন। শাড়ির বুক পকেট হয় না।'

'ব্যাগে রাখতে পারেন।'

সে হেসে ফেলে—'স্পাই ক্যামেরাকে ব্যাগবন্দী করে রাখলে লাভ কী ডাঃ চ্যাটার্জী! আমরা ওঁদের গতিবিধি কিছুই বুঝবো না। মনিটরে শুধু ব্যাগের ভিতরের জিনিসপত্রই দেখা যাবে। তাছাড়া আর কত জন লোকের গতিবিধি ফলো করব? সে তো সিকিউরিটি গার্ডের রূপও ধরে বসে আছে।'

'তা ঠিক!' ডাঃ চ্যাটার্জী বিরক্তিতিক্ত মুখ করলেন—'সাপও এত তাড়াতাড়ি খোলস পালটায় না, যেমন এই লোকটা পালটাচ্ছে! মহাবিপদ!'

এসব কথাবার্তা বলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে রাত্রে ছ-টা নান সহযোগে কিমার ঘুগনি, দুই প্লেট চিকেন রেজালা, আর এক প্লেট কাশ্মীরি পোলাও খেয়ে ফেললেন! তারপর আরও চিন্তিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন! এখন তাঁর নাক প্রবল বিক্রমে ডাকছে। আপাতত অন্ধকার ফ্ল্যাটে অধিরাজ আর অর্ণব ভূতের মতো জেগে আছে।

'স্যার...।' অর্ণব ফিসফিস করে বলে—'লোকটা ও ঘরে ঢুকবে কী করে? চতুর্দিকে এত সিসিটিভি ক্যামেরা...'

অর্ণব কথাটা শেষ করার আগেই অধিরাজ হেডসেট শুদ্ধই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—'ঢুকবে মানে? ঢুকে পড়েছে অর্ণব। এই তো পায়ের শব্দ পাচ্ছি!'

'সে কি!' সে বিস্মিত—'ঢুকল কী ভাবে?'

'যেভাবে এখন আমি ঢুকবো।' অধিরাজ দ্রুতহাতে ব্যাগ থেকে একগাছা লম্বা দড়ি বের করে এনেছে—'দেখছ না, ফিফথ ফ্লোর বলে লোকজন জানলা খুলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যায়। সন্দীপনের ঘরটায় দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐ খোলা জানলা দিয়েই ঢুকেছে।'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব ভেবে পায় না অত ওপরে লোকটা উঠল কী করে। এখন স্যারই বা পৌঁছবেন কিভাবে! সিকিউরিটি ক্যামেরা যে চতুর্দিকে চোখ রাখছে!

'যখন ক্যামেরা সবসময় নজরদারি করে, তখন আত্মগোপনের সেরা উপায় হল অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।' সে হেসে বলে—'কালো জামাকাপড় কি সাথে পড়েছি? তুমি চিন্তা কোরো না অর্ণব।' অধিরাজ হেডসেটটা অর্ণবের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে—'শুধু সাউন্ড ফলো করো। যতক্ষণ না কিছু ঘটছে, ততক্ষণ নড়বে না।'

অর্ণব বেকুবের মতো মাথা নাড়ে। অধিরাজ ততক্ষণে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে দড়ি। এগুলো খুব সাধারণ দড়ি নয়। রক ক্লাইম্বিং রোপ। একটাকে বলে 'লো ইলোংগেশন রোপ' বা 'স্ট্যাটিক রোপ।' দড়ির মাথায় ধাতব হুক! সচরাচর এগুলোকে আঁকশির কাজে ব্যবহার করা হয়। মানে 'অ্যাংকরিং সিস্টেমে' এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আরেক ধরনের দড়ি আছে যেগুলোকে বলে 'ডায়নামিক রোপ।' এই দড়ি ক্লাইম্বারদের অতিরিক্ত শক্তি জোগায়, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কম করে।

সে অর্ণবকে 'থামস আপ' দেখিয়ে দড়ির সাহায্যেই রীতিমতো দেওয়াল বাইতে শুরু করেছে। ফিফথ ফ্লোরে তাদের ব্যালকনি থেকে প্রায় একশো আশি ডিগ্রি তফাতে রয়েছে সন্দীপনের জানলা! পায়ে ট্রেকিং শু রয়েছে বলে খুব অসুবিধে হচ্ছে না তার। হাউজিঙের রঙ গাঢ় বলে অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে অধিরাজ। কখনও কার্নিশে ভর দিয়ে দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছতে হবে। তাই প্রাণপণ দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে সে।

নীচে তখন সিকিউরিটি গার্ডরা সতর্ক চোখে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হাউজিঙের গাঢ় রঙের দেওয়ালে প্রায় নিজেকে চেপে ধরল অধিরাজ। একজন আবার দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলছে! আরেকটু হলেই ঘুমন্ত অ্যাপার্টমেন্টের গায়ে ঝুলে থাকা মানুষটিকে দেখেই ফেলত। কিন্তু তার আগেই সে ঝুপ করে বসে পড়ে কার্নিশে! কিছুক্ষণের জন্য দমবন্ধ করে অপেক্ষা করল। টর্চের আলোটা একটা লাইটবিমের মতো এদিক ওদিক নড়াচড়া করেই নিভে গেল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অর্ণব তখন উৎকর্ণ হয়ে কান পেতে আছে হেডসেটে। হ্যাঁ, একজনের নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে। খুব সন্তর্পণে হাঁটছে লোকটা। কিন্তু কি করছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আদৌ কিছু করছে কি? পায়ের আওয়াজটা স্রেফ একবার

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। আবার পরক্ষণেই ওদিক থেকে এদিকে আসছে। অর্ণব ভেবে পেল না, এতরাত্রে সে স্রেফ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেন! এত কষ্টে করে ঐ ডার্করুমে ঢুকেছে কি পায়চারি করার জন্য? স্যারই বা গেলেন কোথায়?

অর্ণবের হৃৎস্পন্দন যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। স্যার পারবেন তো ঠিকঠাক সময়ে পৌঁছতে? তার আগেই যদি লোকটা কাজ সেরে পালিয়ে যায়? স্যার রিভলবারটাও সঙ্গে নেননি। খালি হাতে কি এঁটে উঠতে পারবেন বহুরূপী শয়তানটার সঙ্গে? সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তার মনে হল, ঘড়ির কাঁটা যেন এগোচ্ছেই না! কতক্ষণ...আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে!

এই মুহূর্তে সে পুরোপুরি কর্ণময়! হাঁটাচলার শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। ঘরে আর কোনও দ্বিতীয় শব্দ নেই! চলতে চলতেই পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল! এখন অন্য ধরনের একটা আওয়াজ! কেউ যেন কিছু একটাকে ঠেলছে। ঠেলছে, কিন্তু ঠেলাই সার। সম্ভবত খুলতে পারছে না! লোকটার ক্লান্ত ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

আকস্মিক ভাবেই আরেকটা শব্দ! অর্ণব সচকিত হয়ে ওঠে। এটা স্যারের ট্রেকিং শু-এর আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ লেগে গেল! রীতিমতো হাতাহাতি হচ্ছে দুজনের মধ্যে। দুজনের মধ্যে একজনের পড়ে যাওয়ার জোরাল শব্দ এল! তারপরেই কানফাটানো প্রচণ্ড একটা আওয়াজ!

অর্ণব লাফ মেরে উঠল। কিসের আওয়াজ ওটা? বন্দুকের নয়? স্যারের কাছে তো রিভলবার নেই! তবে? বন্দুকের আওয়াজ এল কোথা থেকে? সব ঠিকঠাক আছে তো!

সে মাথা থেকে হেডসেট ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল সোনালিদের ফ্ল্যাটের দিকে। ঐ ফ্ল্যাটেও ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে! কানে এল গদাইয়ের উন্মত্ত চিৎকার! তার মধ্যেই সজোরে বেজে উঠেছে অ্যালার্ম। ডাঃ চ্যাটার্জী নাক ডাকা থামিয়ে হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। কোনমতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন—'অ্যাঁ! কি হল! বোম ফেটেছে নাকি! ডাকাত! ডা-কা-ত!'

আর ডাকাত! অর্ণব তখন প্রায় আছড়ে পড়েছে সোনালিদের ফ্ল্যাটের দরজায়। পাগলের মতো দরজা নক করছে। তার মধ্যেই শুনতে পেল অনেকগুলো ভারি বুটের শব্দ এদিকেই আসছে। সিকিউরিটি এর মধ্যেই চলে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

এল! সে আরও জোরে জোরে করাঘাত করে—'দরজা খুলুন...মিসেস মিত্র...দরজা খু-লু-উ-উ-ন!'

দরজা সেকেন্ডের ভগ্নাংশে খুলে গেল। ঘুম, বিস্ময় আর ভয়জড়িত দৃষ্টিতে তাকে দেখলেন সোনালি। তারপর কোনমতে বললেন—'কী! কী হয়েছে বলুন তো!'

'পরে বলছি। আপনি কোনমতে সিকিউরিটিকে সামলান!' কথাগুলো কোনমতে ছুঁড়ে দিয়ে হুড়মুড়িয়ে মেজেনাইন ফ্লোরের দিকে দৌড়ল সে। ডার্করুমে এখন কী দৃশ্য অপেক্ষা করছে কে জানে! স্যার কেমন আছেন...!

ডার্করুমে তখনও জমাট অন্ধকার। অর্ণব প্রথমেই কিছু দেখতে পেল না। আর্তস্বরে ডাকল—'স্যা-র! স্যা-র!'

অন্ধকার কোণ থেকেই উত্তর এল—'আমি ঠিক আছি অর্ণব। ওটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার ছিল। প্লিজ, একটা লাইট জ্বেলে দাও।'

অর্ণব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুইচবোর্ডের একটা সুইচ টিপে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুই হল না! আলো জ্বলল না! এখানে আলো তিনটে। কিন্তু একগাদা সুইচ! সে মরিয়া হয়ে যে কটা সুইচ হাতের কাছে পেল, সব টিপে দিল! এবার নীল আলো জ্বলে উঠেছে। নীল আলোতেই দেখা গেল অধিরাজ একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। কোনমতে দম নিয়ে বলল—'লোকটা এই আয়নাটাকে সরাতে চাইছিল। ব্যাটা বন্দুক নিয়ে এসেছিল! ধস্তাধস্তিতে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার হয়ে গেল! তবু চেপে ধরেছিলাম। শয়তানটা এমনভাবে হাত কামড়ে দিল যে গ্রিপটা ফস্কে গেল! এবারও ধরতে পারলাম না!'

তার মুখ দিয়ে একটা আফসোসসূচক শব্দ বের হল! লোকটা একটুর জন্য হাত ফসকে পালাল! সে ছ-নম্বর আয়নাটাকে প্রাণপণে সরানোর চেষ্টা করেছিল! অর্থাৎ ঐ আয়নাটার পিছনেই কিছু আছে। অধিরাজের সন্দেহ সঠিক। জিনিসটা এ ঘরেই আছে। এবং নো-বডি যখন ছ-নম্বর আয়নাটা সরানোর চেষ্টা করছিল, তখন জিনিসটা ঐ ছ-নম্বর আয়নার পিছনেই আছে। কিন্তু লোকটা এত চেষ্টা করেও আয়নাটা সরাতে পারল না কেন?'

'অর্ণব।' অধিরাজ অন্যমনস্কভাবে বলে—'লোকটা সিকিউরিটি গার্ডের ছদ্মবেশে এসেছিল। যখন ওর সঙ্গে হাতাহাতি হচ্ছিল তখন ওর বুকের ডানদিকে মেটাল প্লেটে আমার হাত একবার লেগে গিয়েছিল। এখানে একমাত্র সিকিউরিটি গার্ডদের ইউনিফর্মেই বুকের ডানদিকে মেটাল প্লেট থাকে। ওদের নাম ধাম ঐ

Scanned by CamScanner

প্লেটেই লেখা থাকে। এখনও বেশি দেরি হয়নি! ডাঃ চ্যাটার্জী কোথায়?'

'ঘরেই আছেন স্যার।'

'আর দেরি করা ঠিক হবে না।' অধিরাজ গম্ভীর স্বরে বলল—'এক্ষুনি সিকিউরিটি চিফকে ডেকে নিজের পরিচয় দাও। যত সিকিউরিটি গার্ড আছে, সবাইকে একজায়গায় জড়ো করতে বল! ডাঃ চ্যাটার্জীকে বলো, প্রত্যেকের হাতে প্যারাফিন টেস্ট করে দেখতে। বন্দুক যখন চালিয়েছে, তখন হাতে গান পাউডারের, মানে বারুদের ট্রেস থাকতেই হবে। ডু ইট নাও! আর সময় নষ্ট করা যাবে না। কাল বাদে পরশু ডাঃ সিংহ-র কেসের শুনানি। হাতে আর চব্বিশ ঘন্টা। সেও প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তার আগেই আমাদের কাজটা শেষ করতে হবে।'

'ওকে স্যার।' অর্ণব ত্রস্তগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখল, অধিরাজ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে ছ-নম্বর আয়নটাকে সরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আয়নাটা একদম স্টিফ! শত ধাক্কাধাক্কিতেও নড়ছে না! সম্পূর্ণ অটল! সে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। সত্যিই কি এর পিছনে কিছু আছে? না 'নো-বডি'রও ভুল হল!

'রাজা!' ডাঃ চ্যাটার্জী ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে এসেছেন। একটা হোঁচট খেতে খেতে কোনওমতে সামলে নিলেন—'অর্ণব বলছিল, নো-বডি নাকি তোমায় কামড়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ, হাতে।' সে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—'দাঁত তো নয়! করাত! হাতটা কেটে গেল কি না বুঝতে পারছি না!'

'কই দেখি!' ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ অধিরাজের হাত চেপে ধরেছেন—'কোথায় কামড়েছে দেখাও!'

'পরে হবে।' সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—'আপনি ইমিডিয়েটলি প্রত্যেক সিকিউরিটি গার্ডের হাতে প্যারাফিন টেস্ট করে দেখুন। দেখুন যে গান পাউডারের ট্রেস পাওয়া যায় কি না!'

'সে তো দেখবো।' ডাঃ চ্যাটার্জী নাছোড়বান্দা—'আগে হাতটা দেখাও!'

অগত্যা! অধিরাজ ডার্করুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বসার ঘরে তখন জোরালো আলো জ্বলছে। তাতে স্পষ্ট দেখা গেল অধিরাজের কব্জিতে দাঁতের দাগ। অল্প অল্প রক্তবিন্দুও বেরিয়ে এসেছে!

'এই তো! কেটে গিয়েছে!' ডাঃ চ্যাটার্জী আপনমনেই বকবক করছেন। তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে করতে বললেন—'এ ক্রিমিনাল না

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খেঁকশিয়াল! তুমিও বলিহারি বাপু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কামড় খেলে! খুতনিকে এক বিরাশি সিক্কার ঘুঁষি বসিয়ে দিতে পারলে না? পুরো বত্রিশ পাটিই উপড়ে আসত! থাটি-টু অল আউট!'

৮

যথারীতি প্যারাফিন টেস্টেও কিছু পাওয়া গেল না। অর্ণব সিকিউরিটি চিফকে যতক্ষণে সব বুঝিয়ে সমস্ত নিরাপত্তাকর্মীদের একজায়গায় জড়ো করল, ততক্ষণে বহুরূপী অকুস্থল থেকে হাওয়া। ডাঃ চ্যাটার্জী প্রত্যেকের হাতে প্যারাফিন টেস্ট করলেন। কিন্তু গান পাউডারের কোনও ট্রেসই পাওয়া গেল না।

'নাঃ।' শেষপর্যন্ত হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক—'এরা সবাই বোধহয় গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এসেছে। কিচ্ছু নেই! হাতে বারুদের কোনও চিহ্নই নেই!'

'ঠিক আছে।' অর্ণব সিকিউরিটি চিফের দিকে ফিরল—'আপনি শিওর তো যে সবাই এখানে উপস্থিত? কেউ মিসিং নেই?'

সিকিউরিটি চিফ বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে বললেন—'নাঃ। নাইট ডিউটির সবাই এখানেই আছে। কেউ বাকি নেই।'

'ওকে। ওদের এখন যেতে বলতে পারেন।' অধিরাজ এগিয়ে এসেছে—'পরে দরকার হলে আরেকবার বিরক্ত করব।'

'কিন্তু...কিন্তু...!' ভদ্রলোক তখনও স্তম্ভিত। একেই গুলির আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়েছেন, তার ওপর আবার তারই অজান্তে এক অপরাধী আর সি আই ডির মধ্যে ধুন্ধুমার চোর-পুলিশ খেলা চলছে! কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কোনমতে আমতা আমতা করে বললেন—'কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি হচ্ছে? মানে...।'

ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বলল সে—'সব বলব। কিন্তু আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে।'

'আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি স্যার? বুঝতেই পারছেন—সিকিউরিটির যদি বদনাম হয়ে যায়...!'

'চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সিকিউরিটি আরেকটু টাইট করে দিন। লাগাতার সিসিটিভি ক্যামেরায় চোখ রাখুন।' অধিরাজ হাসল—'এর বেশি আপাতত আর কিছু করার নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একরকম ব্যর্থ হয়েই ওরা তিনজন ফ্ল্যাটে ফিরে এল। অধিরাজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অর্ণবও এতক্ষণ টেনশনে জেরবার হয়ে থাকার পর এখন ঝিমঝিমে অবসন্নভাব টের পাচ্ছিল। এখন শরীর আর টানছে না! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে ঢকঢক করে জলের বোতলটা প্রায় শেষই করে ফেলল।

'তুমি বরং ঘুমিয়েই পড়ো অর্ণব।' অধিরাজ হেডসেটটা ফের পরে নিয়েছে—'কাল হাই টাইম! যা করার কালকের মধ্যেই করতে হবে। এডিজি সেন এখনও পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্য ধরে আছেন। কিন্তু কাল নির্ঘাৎ ফোন করবেন। তাঁকে কিছু তো বলতে হবে।'

অনেকক্ষণ ধরেই একটা প্রশ্ন অর্ণবের মাথায় ঘাঁই মারছিল। সে প্রশ্নটা করেই ফেলল—'সিকিউরিটি চিফকে সব কথা খুলে বললেন না কেন স্যার? যদি আজ রাতে লোকটা সেকেন্ড অ্যাটেম্পট করে? সেক্ষেত্রে উনিও আমাদের হেল্প করতে পারতেন।'

'উহুঁ!' অধিরাজ মাথা নাড়ল—'আজ দ্বিতীয়বার আসার চান্স কম। মনে হয় না সেকেন্ড চান্স নেবে। বুঝে গিয়েছে, সাম হাউ আমরা ওকে ট্র্যাক করছি। আর যদি সেকেন্ড অ্যাটেম্পট নেয়, সেক্ষেত্রে সিকিউরিটির ওকে থামানোর সাধ্য নেই। এটা পুরোপুরি ওয়ান টু ওয়ান ফাইট।'

'তবে?' অর্ণব একটু থেমে বলে—'আপনি আবার হেডসেট পরছেন যে?'

'সাবধানের মার নেই অর্ণব।' সে মৃদু হাসল—'ফের যদি ভুলবশত ব্যাঘ্রমশাই ফাঁদে পা দেন, সেই আশাতেই ওঁত পেতে থাকা! ওনার হাতেও তো সময় নেই।'

অর্ণব বুঝল বলে লাভ নেই। এখন অধিরাজ সারারাত কানে হেডসেট পরে সজাগ হয়ে বসে থাকবে। শত চেষ্টাতেও তাকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রাজি করানো যাবে না! কম দিন তো লোকটাকে দেখছে না! বড্ড জেদি! বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই। সে বিনাবাক্যব্যয়ে বেডরুমের দিকে চলল। তার চোখ দুটো তখন বেশি ভারি হয়ে আসছে। চক্ষুলজ্জা না থাকলে হয়তো এতক্ষণে অধিরাজের সামনেই বিকট বিকট হাই তুলতে শুরু করত!

কিন্তু বেডরুমে ঢুকতে গিয়েই থমকে গেল অর্ণব! এ কি! ডাঃ চ্যাটার্জীও ঘুমোতে যাননি! বরং ল্যাবকোট পরে তাঁর শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছেন! অমন শখের ঘুম ছেড়ে এতরাতে কী দেখছেন ভদ্রলোক! সে তার দিকে এগিয়ে যায়।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'আর, ঘুমোবেন না?'

অর্ণবের প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না ডাঃ চাটার্জী। বরং অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকালেন। চোখদুটো আচ্ছন্ন। কয়েক সেকেন্ড আপনমনে কী যেন ভাবলেন। তারপরই চোখ রেখেছেন মাইক্রোস্কোপে। অর্ণব শুনল তিনি বিড়বিড় করে বলছেন— 'আনারোবিক! ট্রোপোনিমা ডেন্টিকোলা কি? যা সন্দেহ করছি, তা কি ঠিক? দেখতে হচ্ছে! দেখতে হচ্ছে!'

সে বুঝল ডাঃ চাটার্জীকেও কিছু বলে লাভ নেই। উনি এখন মাইক্রোস্কোপে নাক লাগিয়ে বসে থাকবেন। অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ অসীম চাটার্জী, কাজের বেলায় দুজনেই সমান। সম্ভবত আজ রাতে কেউ ঘুমোবেন না। এ পরিস্থিতিতে অর্ণবই বা ঘুমোয় কী করে। সে বেচারির আর ঘুমোনো হল না। বসার ঘরে ফিরে এসে সোফায় একটু পা এলিয়ে দিল সে। তখনও অধিরাজ কানে হেডসেট লাগিয়ে বসে আছে। আর আপনমনেই বলছে—'ট্রেঞ্জ! আয়নাটাকে তো সরানোই গেল না! তবে? আয়নার পিছনে সত্যিই কি কিছু আছে?...যদি না থাকে তবে নো-বডি কি ভুল করল? এত বড় ভুল...! উঁহু...কিছু একটা আছে...কিছু তো আছেই। সময় বড্ড কম। পরশু শুনানি!'

এদিকে সে আপনমনে বকে চলেছে। অন্যদিকে ডাঃ অসীম চাটার্জীও বিড়বিড় করছেন। দুটো মানুষের বকবকানির জ্বালায় ঘুম আর আসে না। কিন্তু তার মধ্যেই কখন যেন অজান্তেই চোখ দুটো লেগে এসেছিল অর্ণবের। ছোট্ট করে একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল। দেখল নো-বডি একটা বিরাট অজগরের খোলস পরে তেড়ে আসছে! ডাঃ চাটার্জীকে সে গিলে ফেলেছে! ডাঃ চাটার্জী তার পেটের ভিতরে বসে মহানন্দে বার্নারে জল গরম করছেন এবং বলছেন— 'হুম! এন্টাবিমা হিস্টোলাইটিকা ভাইরাস আছে পেটে। অর্থাৎ অব্যর্থ অ্যামিবায়োসিস! তোমার তো আমাশার রোগ আছে দেখছি!' অজগররূপী নো-বডি ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর স্যার টিস্যুপেপার এগিয়ে দিয়ে বলছেন—'কেঁদো না! তুমি কোথায় থাকো? রানীগঞ্জে?'

এই পর্যন্ত এসেই একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বেচারার ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে দেখল অধিরাজ উত্তেজিত ভাবে তাকে ধাক্কা মারছে। সে প্রাথমিক বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে ঘুমজড়ানো গলায় বলে—'কী হল? ফের নো-বডি?'

'না!' অধিরাজ উত্তেজিত—'সোনালির কথাটা তোমার মনে আছে?

Scanned by CamScanner

সন্দীপনরা আগে কোথায় থাকতেন? রানীগঞ্জে না? কোলিয়ারিতে যাতায়াত ছিল না ভদ্রলোকের?'

'হ্যাঁ স্যার!'

অধিরাজ অবিকল আর্কিমিডিসের মতো লাফিয়ে উঠল—'ইউরেকা... ইউরেকা... পেয়েছি! আমি একটা আস্ত রামছাগল!'

অর্ণব আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন প্রায় চারটে বাজতে যায়। সারা রাত জেগে কী আবিষ্কার করলেন ভদ্রলোক!

'এতদিনে নিজের বংশকে চিনতে পারলে?' ডাঃ চ্যাটার্জীও চলে এসেছেন এ ঘরে— 'তাও ভালো! কিন্তু হঠাৎ এই ভোররাতে নৃত্য করার কারণ?'

'কারণ আমি সত্যিই একটা রামছাগল!' অধিরাজ হাসতে হাসতে বলে— 'সন্দীপন মিত্রকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত! কী মাথাটাই না খেলিয়েছেন ভদ্রলোক। প্রায় বাঁদর বানিয়েই ছেড়েছেন! উঃ!'

'তার মানে তুমি জানতে পেরেছ যে প্রমাণটা কোথায় আছে!'

'নিঃসন্দেহে।'

'কোথায়?'

'ডার্করুমের ছ-নম্বর আয়নার পিছনে।'

'বোঝো!' ডাঃ চ্যাটার্জী অদ্ভুত মুখভঙ্গী করেছেন—'সে তো আমরা সকলেই জানি। এতে এত লাফানোর কী হল?'

অধিরাজ মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে—'তাই তো। লাফানোর কিছুই নেই। আপনি কিছু পেলেন?'

'পেয়েছি বৈকি!' তিনি ভুরু কুঁচকে বলেন—'তোমাকে "নো-বডি" কামড়ে দিয়েছিল, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কামড়ানোর সময় তোমার হাতে ওর থুতু বা স্যালাইভা লেগে গিয়েছিল। আমি তুলো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম তুলোটা পরীক্ষা করে দেখি! যদি স্যালাইভার সঙ্গে একটা দুটো সেলও চলে আসে। কিন্তু আশ্চর্য! যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি।' ডাঃ চ্যাটার্জী বেশ উত্তেজিত—'ওর স্যালাইভা বা লালায় দুটো ব্যাক্টিরিয়ার খুব জোরালো উপস্থিতি! প্রথমটা হল অ্যানারোবিক স্পেশিজের ট্রেপোনিমা ডেন্টিকোলা, আরেকটা মাইক্রো-অ্যারোফিল ব্যাক্টিরিয়া, ক্যামপ্লাইওব্যাকটর রেকটাস।'

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'বাপ রে!' অধিরাজ শ্বাস ফেলে বলে—'দাঁত ভেঙে গেল যে! এত বড় ব্যাকটিরিয়ার নামের পিছনে আসল কথাটা কী?'

'দাঁত তো ভাঙবেই!' তিনি হাসছেন—'আসল ব্যাপার হল লোকটার ক্রনিক পাইরিয়া আছে। যাকে বলে ক্রনিক পেরিওডনটাইটিস।'

'পাইরিয়া?' সে অবাক হয়ে তাকায়—'এতক্ষণ তো ভাবছিলাম লোকটা নির্ঘাৎ ডেন্টিস্ট। কিন্তু পাইরিয়া থাকার মানে তো...!'

'ঠিক তাই, যা তুমি ভাবছ।' ডাঃ চ্যাটার্জী একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন—'কাজটা সহজ হল কিনা।'

অর্ণব হাঁ করে দুজনের কথা শুনে যাচ্ছে। দুজনে কি অন্য ভাষায় কথা বলছেন! নয়তো একটা কথাও তার মাথায় ঢুকছে না কেন?

অধিরাজ সস্নেহে তার দিকে তাকিয়েছে—'এবার ঘুমোতে যাও অর্ণব। ডাঃ চ্যাটার্জী আপনি রেস্ট নিন। প্রচুর ব্যাক-আপ দিয়েছেন। থ্যাঙ্কস!'

'এনি টাইম হোম্‌স!' হাসতে হাসতে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। অর্ণবও এগোতে গিয়ে থমকে গেল। সে দেখল অধিরাজ ল্যাপটপে ফের চোখ রেখেছে।

'আপনি আসবেন না?'

'আর পাঁচ মিনিট।' সে হাসল। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ আছে ঠিকই, কিন্তু হাসিটা একদম সকালের হাওয়ার মতো তাজা—'আমি একটু আর জি বি সম্পর্কে ইনফর্মেশন নিয়ে নিই।'

'আর জি বি!' সে অবাক—'রয়্যাল গ্রীন বে-প্যাকারস? না, রয়্যাল গ্রীন ব্যাঙ্ক?'

অধিরাজ হেসে উঠল—'তোমার মাথাটা গিয়েছে ওয়াটসন। যাও ঘুমিয়ে নাও। কাল সন্দীপনের মিস্ট্রি সলভ করতে হবে না? আর চব্বিশ ঘণ্টাও নেই যে!'

৯

পরদিন ঘুম ভাঙল ঠিক সকাল আটটায়। এমনিতেই সারারাত ঠিকমতো ঘুম হয়নি। চাপা উত্তেজনা ছিলই। না জানি এরপর কী হতে চলেছে! এ যেন গুপ্তধনের খোঁজ চলছে! দুই পক্ষই প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে একটা প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য। শক্তিতে বুদ্ধিতে কেউই কম যায় না। তবে শেষ হাসিটা কে হাসবে? কী হবে ডাঃ সিংহ-র কেসের? শাস্তি? না বেকসুর খালাস?

অর্ণবের বুকের ভিতরে যেন মস্ত একটা টারবাইন চলছে। অলস চোখে

Scanned by CamScanner

পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল ডাঃ চ্যাটার্জী তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার নাসিকা গর্জনে গোটা ফ্ল্যাটই কাঁপছে। তার পিছনে বসার ঘর থেকে একটা মিষ্টি গলার স্বর ভেসে আসছে। একটা বাচ্চার কণ্ঠস্বর! সঙ্গে কে যেন বেসুরো গলায় চিৎকার করে গান গাইছে—'আ-আ-আ- আ-দেখ রে, নয়ন মেলে—এ-এ-এ!'

সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বসার ঘরে চলে এসেছে। বসার ঘরের দৃশ্য দেখে তার প্রায় চক্ষু চড়কগাছ! অধিরাজের পিঠে মহা আরামে বসে আছে কিকি! মহানন্দে সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে 'ঘোড়া...ঘোড়া' খেলছে! আর অধিরাজ চিৎকার করে গাইছে—'দেখ রে, নয়ন মেলে, জগতের বাহার...।' খিলখিল করে হেসে উঠছে কিকি!

অর্ণব দৃশ্যটা দেখে কী বলবে বুঝতে পারছিল না। তাকে দেখেই কিকিকে পিঠ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ। লাজুক হেসে বলল—'কিকিকে সিস্টার রিটা জোর করে দুধ খাওয়াতে চাইছিলেন। সেইজন্যই উনি পালিয়ে এসেছেন। ভূতের রাজার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু ভূতের রাজা নাক ডাকাচ্ছেন! অগত্যা আমিই গুপি সেজে বসে আছি।' বলতে বলতেই হেসে ফেলেছে—'অফ কোর্স ভূতের রাজার বর পাওয়ার আগের গুপি!'

'কেন? দুধ খেতে ভালো লাগে না কিকিবাবু?' অর্ণব সহাস্যে প্রশ্ন করে।

কিকি গাল ফুলিয়েছেন—'না। দুধ পচা! বিচ্ছিরি!'

'কেন সোনা? দুধ খেতে হয়।' সে গম্ভীর হয়ে বলে—'দুধ না খেলে স্ট্রং হবে কী করে?'

'আমি বড় হয়ে লোকের দাঁত তুলব! ধরে ধরে টেনে তুলব।' কিকি ভয়ে জিজ্ঞাসা করে—'সেজন্য স্ট্রং হতে হয়?'

'নিশ্চয়ই।' অধিরাজ জানাল—'স্ট্রং না হলে দাঁত তুলবে কী করে? দাঁত তুলতে হলে আগে স্ট্রং হতে হবে। আর স্ট্রং হলে দুধ খেতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো দাদার দাঁত তুলে দিই! দাদার দাঁত নড়ে তো! আমি টেনে তুলে দিই!' কিকি হাত বাড়িয়েছে—'তোমার দাঁত তুলে দেবো?'

'সর্বনাশ!' অধিরাজ ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করেছে—'এ ছেলে বড় হলে এ বাংলায় কারোর দাঁত আস্ত থাকবে না অর্ণব! তাড়াতাড়ি ওকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাই, নয়তো বত্রিশ পাটির ওপর ফাঁড়া আছে! তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও অর্ণব।'

অর্ণব হেসে ফেলে। এতো চাপের মধ্যেও ছোট্ট বাচ্চাটা যেন একরাশ আরাম দিয়ে গেল। ওর পবিত্র মুখটা দেখে সকালটাই সুন্দর হয়ে গিয়েছে। সে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

আপনমনেই ফিক করে হেসে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। দাঁত ব্রাশ করতে করতেই শুনতে পেল দরজার আওয়াজ। অর্থাৎ অধিরাজ কিকিকে ফেরত দিয়ে চলে এসেছে। অজান্তেই কান খাড়া হয়ে গেল। অধিরাজ কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে! তবে কলের জলের আওয়াজে কথাগুলো ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না! সে কলটা বন্ধ করে দেয়। কৌতূহলী হয়ে ওয়াশরুমের দরজায় কান পাতে। কথাগুলো একদম স্পষ্ট। অধিরাজ তখন বলছে—'হ্যাঁ স্যার, একদম ফোর্স নিয়ে চলে আসুন।...আশা করছি এক ঢিলেই দুই পাখি মরবে...। ...সোনালি জাস্ট এই ফিরলেন।...একটু বেরিয়েছিলেন, আমিই বলেছিলাম।...হ্যাঁ স্যার, পুরোপুরি সর্তক থাকছি। কিন্তু ব্যাক-আপ যেন ঠিক সময়েই পাই।...হার্ডলি আর দশ মিনিট। তার বেশি সময় নেই... ওকে স্যার!'

'স্যার' মানে এডিজি শিশির সেন! তাঁকে ফুল ফোর্স নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে! তার মানে কেস সলভ্ড? কিন্তু অর্ণব তো যে অন্ধকারে ছিল এখনও সেই অন্ধকারে!

কোনমতে দাঁত মেজে, শেভ করে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল সে। ততক্ষণে অধিরাজ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জীকে ঘুম থেকে তুলেছে। ভদ্রলোক একেবারে ফাঁসির আসামীর মতো মুখ লম্বাটে করে বিছানায় বসেছিলেন। শত ধাক্কাধাক্কিতেও উঠছেন না। নাকি সুরে শুধু বলে চলেছেন—'আঁর পাঁচ মিনিট!'

'আর একমিনিটও নয়!' অধিরাজ ধমক দেয়—'উঠুন বলছি। ফ্রেশ হয়ে নিন। আর দশ মিনিটের মধ্যেই মিসেস মিত্র-র বাড়িতে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন আছে। যাবেন না?'

'আর পাঁচ মিনিট!' বলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ফের লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন— 'আরেকটু ঘুমিয়ে নিই...!'

'ওকে। ফাইন!' অধিরাজ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে—'অর্ণব, গেট রেডি। একটু আগেই দেখে এলাম আমাদের অনারে মিসেস মিত্র কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজছেন। সঙ্গে ফাস্টক্লাস ছোলার ডাল আর আলুর দম। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। নয়তো উনি দুঃখ পাবেন। একেই ডাঃ চ্যাটার্জী খাবেন না বলেছেন! ওঁর ভাগের খাবারটাও তো আমাদেরই খেতে হবে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী লাফ মেরে উঠে বসেছেন—'আমি কখন বললাম যে খাবো না! আশ্চর্য! তুমি কি আমায় না জ্বালিয়ে থাকতে পারো না?'

বলতে বলতেই আপনমনে বকবক করতে করতে টয়লেটের দিকে রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দুরন্ত গতিতে ধাবিত হলেন। অধিরাজ হাসতে

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

হাসতেই মাথা নাড়ছে। ভদ্রলোক কিছুতেই পাল্টালেন না। বাইরে থেকে তাকে যতটাই বদমেজাজি, খিটকেলু লাগুক না কেন, আসলে ভিতরটা একেবারে বাচ্চা ছেলের মতোই সরল। কোনও ঘোর প্যাঁচ বোঝেন না। ভালো থাকলে গঙ্গাজল, খেপে গেলে দাবানল।

অর্ণব উৎসুক দৃষ্টিতে অধিরাজকে দেখছে। তার মুখ অদ্ভুত প্রশান্ত। চিন্তার কোনও ছাপ নেই! কাল রাতেও যে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট ছিল, আজ সেখানে একটা রেখাও নেই!

'স্যার...,' সে আমতা আমতা করে বলল—'আপনি কি এডিজি স্যারকে ফোর্স নিয়ে আসতে বললেন?'

'হ্যাঁ অর্ণব।' অধিরাজ আগ্নেয়াস্ত্রটাকে কোমরের বেল্টে গুঁজে নেয়—'আজই আমাদের অপারেশন বহুরূপী শেষ।'

'শেষ?' সে অবাক—'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না!'

অধিরাজ ঘড়ি দেখল—'আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার। একটু বাদেই সব জানতে পারবে। ধৈর্য ধরো।'

ডাঃ চ্যাটার্জী নেমন্তন্নের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। বিশেষ করে কড়াইশুঁটির কচুরির ব্যাপারে তার কিঞ্চিৎ দুর্বলতাও আছে। তাই শেষপর্যন্ত দেখা গেল তাড়াটা তারই সবচেয়ে বেশি। টয়লেট থেকে বেরিয়েই তাড়া দিতে শুরু করেছেন—'কি হল? চলো...চলো...!'

অধিরাজ তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছে। একবার সহাস্য দৃষ্টিতে ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে ফের চুল আঁচড়ানোয় মন দিল।

'তুমি কি সারাদিন ধরেই চুল আঁচড়াবে?' ঘ্যানঘ্যান করে অভিযোগ জানালেন ভদ্রলোক—'আমার যে খিদে পেয়েছে!'

সে মুচকি হাসল—'আপনি কী করে জানবেন ডক, যে চুল থাকার কত কষ্ট! তেল দাও রে, শ্যাম্পু করো রে, আঁচড়াও রে...!'

'না, আমি জানি না!' তিনি গজগজ করলেন—'একেবারে টাকলু হয়েই জন্মেছিলাম কিনা। ওহে ছোকরা, তোমার বয়েসে আমারও এমন কেয়ারি করা চুল ছিল!'

অধিরাজ কথা না বাড়িয়ে চিরুনিটা সশব্দে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রেখে বলল— 'চলুন। তবে ফরেনসিক কিট বক্সটা নিয়ে চলুন।'

'ফরেনসিক কিট বক্স!' ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন—'কচুরি খাওয়ার সঙ্গে ফরেনসিকের কী সম্পর্ক?'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'আপাতদৃষ্টিতে কোনও সম্পর্ক নেই।' সে গম্ভীর মুখে বলে—'কিন্তু দরকার পড়তেই পারে। একটা পোঁটলায় করে নিয়ে নিন।'

'ওকে।' তিনি কথা বাড়ালেন না।

সোনালিদের ফ্ল্যাট তখন সরগরম। সিস্টার রিটা কিকির পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। সানি এখনও ছবি আঁকছে। হরিদাস রান্নাঘরে ব্যস্ত। কচুরির গন্ধে ঘর ম-ম করছে। অধিরাজদের দেখতে পেয়েই সোনালি কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'আপনারা একদম ঠিক সময়েই এসেছেন।' তিনি অধিরাজের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন—'ডাঃ জগন্নাথকেও আসতে বলেছি। উনি এখনও আসেননি।'

'কে বলল আসেননি?' দরজার কাছ থেকে ডাঃ জগন্নাথের ঘ্যাঁসঘ্যাঁসে ভাঙা গলা ভেসে এল—'শয়তানের নাম নিলেই শয়তান হাজির হয়ে যায়! এই প্রবাদটা শোনেননি?'

অধিরাজ ডাঃ জগন্নাথের দিকে তাকায়! দরজার পাল্লায় ভর দিয়ে ভারি ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। সোনালি তার দিকে এগিয়ে গেলেন—'আসুন... আসুন...। দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? আসতে আজ্ঞা হোক। বসতে আজ্ঞা হোক।'

'বেশ।' কোনরকম ভনিতা না করেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে এলেন। সোফায় গা ডুবিয়ে বসে বললেন—'আজকে যে কচুরি দেখছি! কি ব্যাপার? কোনও অকেশন?'

সোনালি কিছু বলার আগেই অধিরাজ মুখ খুলল—'আসলে আমি সদ্য সদ্যই ম্যাজিক শিখেছি। কিকি, সানি আর সবাইকে ম্যাজিকটা শেখাবো ভেবেছি। সেই আনন্দেই এই ট্রিট।'

'ম্যাজিক!' ডাঃ জগন্নাথ সোজা হয়ে বসেছেন—'আপনি ম্যাজিশিয়ান না কি?'

'খানিকটা তাই-ই বটে।' অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়—'খাওয়া-দাওয়ার আগে ম্যাজিকটাই নাহয় দেখিয়ে নিই। মিসেস মিত্র, আপনার আপত্তি নেই তো?'

এতক্ষণে সোনালির মুখে সামান্য নার্ভাসনেসের ছাপ পড়ল। কিন্তু কোনমতে সামলে নিলেন। অপ্রস্তুত হেসে বললেন—'নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই...!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'তাহলে চলুন ডার্করুমে। ম্যাজিকটা ওখানেই দেখানো সম্ভব!' অধিরাজ সোনালির দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছে—'সিস্টার রিটাকে বলুন সন্দীপনকেও নিয়ে আসতে। কারণ এই ম্যাজিকটার আসল স্রষ্টা উনিই।'

ডাঃ জগন্নাথ হাঁ করে কথাবার্তা শুনছেন। তাঁর হাবেভাবে স্পষ্ট যে কিছুই বুঝতে পারছেন না। সোনালির কপাল বেয়ে ঘামের রেখা! তিনি একটু হাসির চেষ্টা করে বললনে—'নিশ্চয়! সিস্টার রিটাকে এখনই বলে দিচ্ছি। কিন্তু ম্যাজিক দেখাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ নয়...ওরে বাবা...উঃ!' কথাটা শেষ করতে না করতেই কিকি এসে পড়েছে অধিরাজের ঘাড়ে! তার পিছন পিছন সিস্টার রিটা! ভদ্রমহিলা বুঝতে না পেরে অধিরাজের পা মাড়িয়ে দিয়েছেন। এবার তার কাতরোক্তিতে সচকিত হয়ে বললেন— 'সরি...! এক্সট্রিমলি সরি! লেগেছে?'

ডাঃ চ্যাটার্জী গজগজ করে অর্ণবকে বললেন—'না! লাগে নি! জুতোর হিলটা দেখেছ? হিল তো নয়, যেন মনুমেন্ট! অমন একখানা রণ-পা পরে ঘুরে বেড়াতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল ওঁকে? রাজার পা-টা বোধহয় গেল!'

অধিরাজের যথেষ্টই লেগেছিল। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ভদ্রমহিলাকে তো আর দায়ী করা যায় না! সে হেসে বলল—'না, ঠিক আছে।'

সিস্টার রিটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সোনালি তাকে ইশারায় একপাশে ডেকে নিলেন। দুজনের মধ্যে কী কথা হল কে জানে! কিন্তু সিস্টার রিটার মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সোনালি রুমাল দিয়ে বারবার মুখ মুছছেন। এখন এমন কিছু গরম পড়েনি। তা সত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত ঘামছেন।

'আসুন ডাঃ জগন্নাথ।' অধিরাজ ডাঃ জগন্নাথের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন— 'ডার্করুমে যাওয়া যাক। ম্যাজিক ওখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ডাঃ জগন্নাথ বোধহয় বিরক্ত হয়েছেন। তবু ভদ্রতারক্ষার্থে উঠে দাঁড়ালেন —'চলুন।'

সবাই মিলে ফের যাওয়া হল সন্দীপনের ডার্করুমে। অর্ণব আবার যথারীতি একগাদা সুইচের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে অনেক কষ্টে আলো জ্বালাতে পারল! ঘরে জ্বলে উঠল সবুজ আলো! দর্শকদের মধ্যে ডাঃ জগন্নাথ, সোনালি, কিকি, সানি, সিস্টার রিটা এবং হুইলচেয়ারে আসীন সন্দীপন মিত্র—সকলেই আছেন। এমনকি

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

গদাইও সবাইকে এখানে আসতে দেখে কৌতূহলবশত গুটিগুটি হাজির হয়েছে। সে সানির পিছনে বসে লেজ নাড়ছে। দর্শকমণ্ডলী অধীর প্রতীক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে অধিরাজ, অর্ণব ও ডাঃ চ্যাটার্জী।

দর্শকদের আরও কিছুক্ষণ ধাঁধায় রেখে শেষপর্যন্ত মুখ খুলল অধিরাজ। আস্তে আস্তে বলল—'এই ম্যাজিকের একটা প্রেক্ষাপট আছে। এবং সেই প্রেক্ষাপটের মূল নায়ক এই দুঃসাহসী মানুষটি।' সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সন্দীপন মিত্রের দিকে তাকায়—'অসম্ভব সাহসী মানুষ উনি। এবং একজন আদর্শ নাগরিকের সমস্ত দায়িত্বই নির্ভীক ভাবে পালন করেছেন। ওঁর মতো সবাই যদি চরম দুঃসাহসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, তবে পৃথিবীটাই হয়তো পাপমুক্ত হয়ে যাবে। অনেক সুন্দর হয়ে যাবে বিশ্ব। ওঁর কীর্তিকলাপ আপনারা হয়তো পুরোটাই জানেন। কিভাবে মিঃ মিত্র নিজের প্রাণ বাজি রেখে কিডনি পাচার চক্রের রহস্য ফাঁস করলেন, তা কারোর অজানা নেই। তার চরম খেসারত দিতে হয়েছে ওঁকে।' অধিরাজ একটু হাসল—'কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ হাসিটা হাসলেন উনিই। দুষ্কৃতিরা ওঁকে নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছে, কিন্তু ওঁর তোলা ছবি, যেগুলো মারাত্মক প্রমাণ, সেগুলো অনেক চেষ্টা করেও পায়নি। এর জন্য দায়ী এই মানুষটিই। উনি জানতেন ওঁর ওপরে কোপ পড়তে পারে। তাই তাঁর ডিজিট্যাল ক্যামেরার সি এফ কার্ডটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন, যে ডাঃ সিংহ-র পক্ষে সেগুলো খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এবং আমি আপনাদের জানাতে চাই যে সেই অমোঘ প্রমাণ এ ঘরেই আছে, যেগুলো একবার আদালতে পেশ করা হলে ডাঃ সিংহ-র শাস্তি ভগবানও ঠেকাতে পারবেন না।'

'এ ঘরে?' সোনালি ফের রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন—'কোথায়? এ ঘরে তো কিছুই নেই!'

'আপাতদৃষ্টিতে কিছুই নেই! কিন্তু এই "নেই"-এর মধ্যে আসল জিনিসটা লুকিয়ে আছে।' অধিরাজ মুচকি হাসল—'এমন মাথা খাটিয়েছেন উনি, যে ডার্করুমের আসল রহস্যটা বুঝতে আমি রীতিমতো হিমসিম খেয়েছি। আরেকজন তো বুঝতেই পারেনি! তার কথায় পরে আসছি। তার আগে প্রমাণের কথায় আসি। সন্দীপন বেশ কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক ই-মেল একটা অদ্ভুত ই-মেল আইডিতে পাঠিয়েছিলেন। ঐ আই-ডিটা আসলে এক্সিস্টই করে না। তাই একটাও ই-মেল ঐ ঠিকানায় পৌঁছয়নি। তার মানে ই-মেল গুরুত্বপূর্ণ নয়! গুরুত্বপূর্ণ ঐ আই-ডির নামটা। 'অন্ধকারের উৎস হতে!' ঐ নামের মধ্যেই প্রথম ক্লুটা লুকিয়ে রয়েছে। অন্ধকারের উৎস এক্ষেত্রে কী হতে পারে? অফকোর্স

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

ডার্করুম!' সে ডার্করুমের ছ-নম্বর আয়নাটা দেখায়—'আর প্রমাণটা রয়েছে ঐ আয়নার পিছনে! ডার্করুমে এতগুলো আয়না দেখেই প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। তারপর সবকটা আয়না ঠুকে ঠুকে দেখলাম। বাকি আয়নাগুলো সলিড দেওয়ালের ওপরে বসানো! কিন্তু এই আয়নাটার পিছনটা ফাঁপা।'

'আয়নার পিছনে!' ডাঃ জগন্নাথ এগিয়ে এলেন—'তবে আর দেরি কেন? আয়নাটা সরিয়ে প্রমাণটা বের করে আনুন।'

'অত সহজ নয় ডাঃ জগন্নাথ!' সে হাসল—'আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। আয়নাটাকে গায়ের জোরে সরানো যায় না। একদম স্টিফ।'

'তবে?' ডাঃ জগন্নাথ অবাক।

'ওটাকে খোলার একটাই উপায় আছে।' সে বলল—'ঐ আই ডি-টা একটা লাইনের অংশমাত্র। পুরো লাইনটা হল—'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো।' এখানেও আলো আছে। কারিকুরিটা ঐ আলোরই।'

'মানে?' এবার মুখ খুললেন ডাঃ চ্যাটার্জী—'আলোর আবার কারিকুরি কী? লেজার শো?'

অধিরাজ এবার জোরে হেসে উঠল—'প্রায় তাই। সোনালি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, এর আগে ওঁরা রানীগঞ্জে থাকতেন। সন্দীপনের কোলফিল্ডে যাতায়াত ছিল। কোলফিল্ডে এক জাতীয় সেন্সরড ডোর ব্যবহার করা হয়। ডে-লাইট সেন্সর। খনিতে যারা কাজ করে তাদের সুরক্ষার জন্য এই ধরনের দরজা বানানো হয়েছে। যখনই অন্ধকার খনির মধ্যে কোনও কারণে আগুন লেগে যায় তখনই এই ডে-লাইট সেন্সর সেটা বুঝতে পেরে যায়। এবং তৎক্ষণাৎ খনির মুখের দরজাগুলো আপনা থেকেই খুলে যায়—যাতে কর্মীরা সহজেই খনি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ঠিক এই টেকনিকটা ব্যবহার করেছেন সন্দীপন! ঐ আয়নাটাকে শত টানাটানিতেও খোলা যাবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে এই ঘরে ডে-লাইট এসে পড়বে, ঠিক তখনই খনির অটোম্যাটিক দরজার মতো ঐ আয়নাটাও সরে যাবে!'

'সে কি!' সোনালি অবাক—'কিন্তু এ ঘরে দিনের আলো আসবে কী করে? দিনের আলো আসার কোনও রাস্তাই তো নেই!'

'একটা রাস্তা আছে। আর সেটা সন্দীপন ছাড়াও আরেকজন জানেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে টেকনিকটা তার জানা!' অধিরাজ ডাকল—'সা-নি!'

সানি একটু অবাক হয়েই এগিয়ে যায়। বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে পারছে না, এর মধ্যে তার ভূমিকা কী।

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'বাবা, তুমি একটু সবাইকে বলে দাও তো যে, কেন তুমি লাল, সবুজ আর নীল রঙ মিশিয়ে সূর্য আঁকার চেষ্টা করছিলে? আর বারবার বলছিলে—হচ্ছে না! কেন বলছিলে বল তো?'

সানি এবার একটু আশ্বস্ত হয়। মাথা চুলকে বলল—'বাবা আমাকে বলেছিল। লাল, সবুজ আর নীল রঙ মিশিয়ে দিলে নাকি ডে-লাইট তৈরি হয়। বাট হি ওয়াজ রঙ! আমি তিনটে রঙ মিলিয়েই দেখেছি। ওয়াটার কালার বা প্যাস্টেল—কোনও কালারেই ওটা হয় না। বরং লাল, সবুজ, নীল রঙ একসঙ্গে মেশালে ডার্ক কালার হয়ে যায়!'

'রাইট।' অধিরাজ হেসে তার মাথায় হাত বোলায়—'তুমি যা বলছ সেটা ঠিকই। প্যাস্টেল কালার বা ওয়াটার কালারে রঙ তিনটে মেশালে ডে-লাইটের রঙ আসে না, বরং ডার্ক হয়ে যায়। কিন্তু তোমার বাবাও যেটা বলেছেন, সেটাও ঠিক। ওটাকে বলে আর জি বি টেকনিক। আর জি বি-র ফুলফর্ম রয়্যাল গ্রীন ব্যাঙ্ক নয়, একদম সোজা ভাষায় রেড, গ্রীন, ব্লু! যে তিনটে রঙকে ছবি আঁকার সময় একসঙ্গে মেলালে কালো হয়ে যায়, ঠিক সেই তিনটি রঙের রশ্মিকেই একসঙ্গে ফেললে একদম ডে-লাইটের আলো তৈরি হয়। মিসেস মিত্র, তিনটে লাইটস্ট্যান্ডকেই একসঙ্গে জ্বেলে দিন তো!'

এরপরের মুহূর্তটাকে ম্যাজিকের মতো মনে হল অর্ণবের! সোনালি যে মুহূর্তেই তিনটে আলো জ্বালালেন, তিনটে তিনরকমের আলোকরশ্মি একসঙ্গে মিলেমিশে উজ্জ্বল সাদা আলো হয়ে গেল! এবং সেই সাদা আলো গিয়ে পড়ল প্রথম আয়নাটায়। সেখান থেকে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় আয়নায়! সেখান থেকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়নায়! অর্ণবের চোখ ঝলসে গেল! চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছে! একি! মুহূর্তের ভগ্নাংশে সটাসট করে ছ-টা আয়নায় ধাক্কা খেতে খেতে আলোটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল! অন্ধকার ডার্করুম ভরে গেল সাদা আলোয়! সঙ্গে সঙ্গেই অবিকল দরজার মতো বা শাটারের মতো সট করে সরে গেল ছ-নম্বর আয়নাটা! তার পিছনে চতুষ্কোণ গর্ত! গর্তের মধ্যে একটা কম্পিউটারাইজড লকার!

'ইজিপশিয়ান মিরর ট্রিক!' অধিরাজ বলল—'প্রাচীন মিশরে পিরামিডের তলায় অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করার জন্য এই টেকনিক ব্যবহার করা হত! অনেকগুলো আয়না মুখোমুখি বসাত মিশরীয়রা। তার মধ্যে একটা আয়নায় সূর্যলোক এসে পড়লে সেই আলো এক আয়না থেকে আরেক আয়নায় প্রতিফলিত হতে হতে গোটা অন্ধকার ঘরটাকে আলোয় ভরিয়ে দিত। এখানেও

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সন্দীপন সেই টেকনিকটাই ব্যবহার করেছেন। আর ঐ দেখুন লাইট সেন্সর!'

সবাই অবাক হয়ে দেখল যেটাকে এতদিন সুইচবোর্ড বলে ভাবা হয়েছে সেটার তিনটে সুইচ ছাড়া, বাকি সুইচগুলোয় দপদপ করে লাল আলো ব্লিঙ্ক করছে!

'এ ঘরে তিনটে আলো আছে। সেজন্য তিনটে সুইচ দরকার। কিন্তু সুইচবোর্ডে অসংখ্য সুইচ! আমার ঐ অপ্রয়োজনীয় সুইচের ওপরে সন্দেহ ছিল। কাল লাইট সেন্সরের ফান্ডা পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক কী ভয়ঙ্কর মাথা খাটিয়েছেন। ঐ বোর্ডে তিনটের বেশি সুইচ নেই। বাকিটা লাইট সেন্সর সার্কিট! কিন্তু অবিকল সুইচের মতো করে তৈরি করে রঙ করে দিয়েছেন সন্দীপন! হোয়াট আ ব্রেন!'

সোনালি স্তম্ভিতের মতো গোটা ব্যাপারটা দেখছেন। তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই নিরীহ ডার্করুমের মধ্যে এত রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে! পুলিশ এসে গোটা ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন কিছু পেল না, তখন ভীষণ আফসোস হয়েছিল তার! সন্দীপন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, এত কষ্ট করে যে প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন, দুঃসাহসী মানুষটার সে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন! এখন দেখছেন, কিছুই হারায়নি! সবই রয়েছে—শুধু তার সন্ধান কেউ জানত না!

কম্পিউটারাইজড লকারের সামনে এগিয়ে গিয়ে অর্ণব। লকারের নীল পর্দায় ভেসে উঠেছে স্বাগত ভাষণ—'ওয়েলকাম সন্দীপন মিত্র, প্লিজ এন্টার সিক্সটিন ডিজিট পাসওয়ার্ড টু ওপেন ইওর সেফ।' সর্বনাশ! এ যে পাসওয়ার্ড চাইছে! এ গল্পে কি ট্যুইস্টের শেষ নেই? সন্দীপন একের পর এক গেরো বাঁধিয়ে বসে আছেন! এখন পাসওয়ার্ড কোথা থেকে পাওয়া যাবে?

'স্যার!' সে অধিরাজের দিকে তাকায়—'পাসওয়ার্ড!'

'দেখেছি।' অধিরাজ সোনালির দিকে তাকায়—'আপনার কোনো ধারণা আছে যে পাসওয়ার্ড কী হতে পারে?'

সোনালি মাথা নাড়লেন। তিনি এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি!

'ষোলো ডিজিটের পাসওয়ার্ড!' সে একটু ভাবল। লকারের পাশে একটা ছোট্ট কী-বোর্ড! তার মানে অসংখ্য পাসওয়ার্ড হতে পারে! কোনও শব্দ হতে পারে, কিংবা কোনও ফ্রেজ! সব কিছুই সম্ভব!

'এগেইন সারপ্রাইজ! আমি একটু আগেই প্রার্থনা করছিলাম—নো মোর

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সারপ্রাইজেস! কিন্তু ফের...!' অধিরাজ অসহায়ের মতো ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়— 'ডক, প্লিজ হেল্প! ফরেনসিক কিট বের করে ফেলুন। দেখুন কোন কোন অক্ষরের ওপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। তারপর চেষ্টা করা যাবে।'

সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখছে! ডাঃ চ্যাটার্জী ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার নিয়ে এগিয়ে এলেন। সাবধানে ব্রাশে করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার নিয়ে কী-বোর্ডের ওপর বোলাচ্ছেন। সবার চোখ তাঁর দিকেই নিবদ্ধ! যেন কোনও টানটান থ্রিলারের শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে! নাটক এখন পঞ্চম পর্বে! ডাঃ চ্যাটার্জীর অবশ্য কোনদিকেই খেয়াল নেই! তিনি এখন আতশকাঁচে চোখ রেখে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজছেন!

'আছে।' ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মনোযোগ দিয়ে কী-বোর্ডটা দেখতে দেখতে বললেন—'এর পাসওয়ার্ড কোনও নম্বর নয়। কোনও ওয়ার্ড। লেটারগুলো লিখে নাও।'

'বলুন।' অর্ণব একখানা পেন বের করেছে।

'cdjklopr'। তিনি তাকালেন—'লিখেছ?'

'হ্যাঁ।' অর্ণব অক্ষরগুলো পড়ে শোনায়—'cdjklopr'।

'হ্যাঁ। এই লেটারগুলোর ওপরেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে।' তিনি টাক চুলকে বললেন— 'কিন্তু এই অক্ষরগুলো দিয়ে কি কোনও শব্দ হয়? একমাত্র 'o' ছাড়া আর কোনও ভাওয়েল নেই।'

'তাই তো!' অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায়—'র‍্যান্ডামলি একবার ট্রাই করো তো! পরপর শব্দগুলো টাইপ করে দেখো কী বলে।'

'ওকে!'

প্রথমবার চেষ্টা করল অর্ণব! কিন্তু মনিটরে ভেসে উঠল—'পাসওয়ার্ড ডিনায়েড!'

পিছন থেকে ডাঃ জগন্নাথ বললেন—'ষোলটা ডিজিট হবে তো! এই কটা লেটার দিয়ে কি ষোলো ডিজিট হয়? নিশ্চয়ই একটা লেটার একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জী প্রশংসা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন—'হি ইজ রাইট! ইনফ্যাক্ট আমিও কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম। 'o' লেটারটা একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে। 'L' এর ওপরেও প্রচুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট। মানে ঐ অক্ষরদুটোই বার বার ইউজ হয়েছে। ইনফ্যাক্ট সব কটা লেটারই একাধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

'থ্যাঙ্কস। এই তথ্যটা কখন দিতেন?' অধিরাজ তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছে— 'ইন্টারভ্যালের পর?'

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করেছেন। অর্ণব ক্রমাগত কনফিউজড হচ্ছে। কতগুলো ওয়ার্ড একাধিকবার এসেছে? সে আমতা আমতা করে বলে—স্যার, এই লকটা কিন্তু তিনবারই চান্স দেবে। তিনবারেও যদি পাসওয়ার্ড ঠিক না হয়—একদম লকড হয়ে যাবে। খোলাই যাবে না! কি করবো?'

'আরেকবার ট্রাই করুন।' ডাঃ জগন্নাথ বললেন—'দরকার পড়লে সবকটা লেটারই দুবার করে লিখুন। 'cdjklopr'—মোট আটটা লেটার। দুবার লিখলে কিন্তু ষোলটা ডিজিটই হচ্ছে।'

'হুঁ।' অধিরাজ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গিয়েছে। অর্ণব ততক্ষণে লেটারগুলো দুবার টাইপ করল। ষোলটা ডিজিট হল ঠিকই। কিন্তু এবারও 'পাসওয়ার্ড ভিনায়েড!'

বারবার তিনবার! অর্ণব জোরে শ্বাস টানল। এবার যদি পাসওয়ার্ড না দেওয়া হয় তবে এ লকার আর খোলা যাবে না। সে কী-বোর্ডের ওপরে আঙুল রাখতেই যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ বাধা দিল—'L' আর 'O' বারবার ব্যবহার করা হয়েছে বললেন না? দাঁড়াও, বোধহয় পাসওয়ার্ডটা পেয়ে গিয়েছি।'

উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে কিকি ও সানির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নরম গলায় বলে—'সানি, তোমরা একটু নক নক খেলবে?'

সোনালি ও ডাঃ জগন্নাথ পরস্পরের দিকে তাকালেন। ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন—'মাথাটা গিয়েছে! এই ভয়ঙ্কর সময়ে নক নক!'

সানি সহাস্য দৃষ্টিতে কিকির দিকে তাকায়—'কিকি, নক নক!'

কিকি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'কে যে এলো!'

অধিরাজ অর্ণবের দিকে ফেরে—'টাইপ করো Kjlo!'

অর্ণব স্তম্ভিত। কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী টাইপ করল। সানি তখন বলছে—'দিদি এলো।'

'টাইপ—ddlo!'

কিকি হেসে বলল—'আর কে এলো?'

অধিরাজ বলে—'rklo!'

সানি বলে—'পিসি এলো।'

'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট।' অধিরাজ হেসে বলে—'pclo। পুরো ষোলটা! দিয়ে দেখো কী হয়!'

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

অর্ণব টাইপ করে এন্টারের বোতাম টিপে দিয়েছে। এবার মনিটরে ভেসে উঠল— 'পাসওয়ার্ড অ্যাক্সেপ্টেড!' এবং সঙ্গে সঙ্গে লকারের দরজা সশব্দে খুলে গিয়েছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। এবার ব্যাপারটা বুঝল সে। সচরাচর বাচ্চারা ইংরেজিতেই নক নক খেলে থাকে। কিন্তু দুজনকে বাংলায় নক নক খেলতে দেখে স্যার বোধহয় কিছু আঁচ করেছিলেন। সন্দীপন দুই ছেলেকে কায়দা করে পাসওয়ার্ডটাও মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন! কি মাথা লোকটার!

অধিরাজ ততক্ষণে লকারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা দেশলাই বাক্সের সাইজের জিনিস বের করে এনেছে। হেসে বলল—'যা ভেবেছিলাম। এই যে কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাশ কার্ড! অর্থাৎ সি এফ কার্ড! এর মধ্যেই ছবিগুলো স্টোর করা আছে। এই তো! সি এফ কার্ডের গায়ে স্টিকারও সেঁটে দিয়েছেন সন্দীপন, ডাঃ সিংহ নার্সিংহোম স্ক্যান্ডাল।'

সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এর মধ্যেই সিঁড়ি বেয়ে কয়েকজোড়া ভারি বুটের ওপরে উঠে আসার শব্দ! এডিজি সেন ফোর্স নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। অধিরাজের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন জানতে চাইলেন—'কিছু হল?'

অধিরাজ হেসে এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাশ কার্ডটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—'একদম সঠিক সময়ে এন্ট্রি নিয়েছেন। এই নিন আপনার সম্পত্তি। এর মধ্যেই আছে সব ফটোগুলো।'

এডিজি শিশির সেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর দৃষ্টি আরও কিছু জানতে চাইছিল। শুধু প্রমাণ নয়, তার সঙ্গে আরও একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অব্যক্ত প্রশ্নটা বুঝে নিল অধিরাজ—'হ্যাঁ। ঐ কাজটাও হয়েছে। নো-বডিকে চাই তো? ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার নো-বডি!'

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অর্ণব দেখল তার আঙুল নির্দেশ করছে সিস্টার রিটার দিকে! সিস্টার রিটা! নো-বডি! ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে দেখল তারও অবস্থা অনুরূপ! বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোয়াল অনেকটাই ঝুলে পড়েছে!

'কী বলছেন যা তা!' সিস্টার রিটা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'আমি নো-বডি কেন হতে যাব!'

'তাই তো! আপনি তো সিস্টার রিটা!' অধিরাজ হাসল—'যতবারই আপনার পাশ দিয়ে গেছি, বারবার মিন্টের গন্ধ পেয়েছি! আপনি তো মিন্ট খান না? কিংবা আজই খাচ্ছেন কেন? আগের দিনও তো আপনাকে মিন্ট খেতে

Scanned by CamScanner

দেখিনি! ইনফ্যাক্ট এত মিন্ট খাওয়ার দরকারই বা পড়ে কেন? এমনিই, না পাইরিয়ার গন্ধ ঢাকার জন্য?'

এইবার মনে পড়ল অর্ণবের। পাইরিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুখের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ! সেই দুর্গন্ধ ঢাকার অব্যর্থ উপায় মিন্ট!

'কি আশ্চর্য! মিন্ট খাওয়া কি অপরাধ? আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই খেয়েছি!' ভদ্রমহিলা ততক্ষণে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছেন।

অধিরাজ মুখ দিয়ে আফসোসসূচক আওয়াজ করে—'আপনার সমস্যা কী জানেন? আপনি সব কিছু নকল করেন। খোলসটাও নিখুঁত বানান! কিন্তু জুতোর দিকে একদমই নজর দেন না! প্রথমবার যখন সন্দীপনের ভেক ধরেছিলেন তখনও জুতোর দিকে নজর দেননি! এবারও একটা ভুল জুতো পরে এসেছেন!'

'ভুল জুতো!' সিস্টার রিটা বিহ্বল!

'একদম তাই! নার্স রিটার ছদ্মবেশে এসেছেন, অথচ পায়ে একখানা পেল্লায় পেন্সিল হিলের জুতো!' সে হেসে বলল—'মেয়েরা পেন্সিল হিল পরে ঠিকই। যে কেউ পরতে পারে। কিন্তু নার্সিঙের পেশায় যাঁরা আছেন, তাঁরা কখনও পেন্সিল-হিল পরেন না! কারণ তাঁরা রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলে ডিউটি টাইমের বেশিরভাগ সময়ই হেঁটে বেড়াতে হয় তাঁদের। এবং যারা নার্সদের হাঁটা দেখেছেন তারা জানেন ওঁরা অত্যন্ত দ্রুত হাঁটেন! এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে রীতিমতো দৌড়তেও হয় তাঁদের। পেশাগত কারণেই ওঁরা পেন্সিল হিল পরেন না! কারণ এতবড় হিল পরে দৌড়নো যায় না। উলটে পড়ার চান্স থাকে। তাছাড়া সর্বক্ষণ যদি ঐ হিল পরে কেউ হেঁটে বেড়ায় তবে তার পায়ে যন্ত্রণা, পিঠে যন্ত্রণা অবধারিত। লেগ স্প্রেইনও হতে পার! এখন বলুন আপনি কোন বুদ্ধিতে একজোড়া পেন্সিল হিল পরে এসেছেন! সিস্টার রিটার সমান লম্বা দেখানোর জন্য—তাই না?'

এইটুকু বলতে পেরেছিল সে। তার আগেই সিস্টার রিটা একলাফে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন! পালিয়েই হয়তো যেতেন। তার আগেই এডিজি সেন একলাফে চেপে ধরেছেন তাকে! চুল ধরে টানতেই সিস্টার রিটার মুখোশ খুলে এল! প্রকাশিত হয়ে পড়ল নো-বডির আসল মুখ! সে মুখ বছর পঁচিশের এক যুবকের! অর্ণব অবাক! এই নো বডি! অদ্ভুত সুপুরুষ এক যুবক!

'এই হল আসল সাজা! যতই ঢাকার চেষ্টা করো না কেন, পাপ কখনও চাপা থাকে না! নিজেকে লুকোতে পারেন, অপরাধকে কীভাবে লুকোবেন মিঃ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

নো-বডি!' বলতে বলতেই সে জিভ কেটেছে—'সরি, এখন তো আপনি আর নো-বডি নন! সামবডি! আসল সিস্টার রিটাকে কোথায় রেখেছেন, সেটা আশা করি আপনি নিজেই সি আই ডিকে জানিয়ে দেবেন। আপনি রূপ পাল্টাতে শিখেছেন, মানুষকে ধোঁকা দিতে শিখেছেন, প্রচুর টেকনোলজিও শিখেছেন। শুধু একটা কথার মর্মার্থ শেখেননি। ক্রাইম নেভার পে'স! এবার জেলখানায় বসে বসে ভাববেন যে এমন চমৎকার মস্তিষ্কটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারলে কী হতে পারতেন আপনি! আর কী হয়েছেন!'

অবশেষে গরম গরম কচুরি ও ছোলার ডাল-আলুর দমের সঙ্গে চমৎকার ব্রেকফাস্ট হল। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এবার ফিরে যাওয়ার পালা। কিকি-র মুখ করুণ হয়ে গিয়েছে। তার এত সাধের 'ভূতের রাজা,' 'গুপি' চলে যাচ্ছে! সে অধিরাজের আঙুল জড়িয়ে ধরেছে—'তোমরা চলে যাচ্ছ? আর আসবে না?'

অধিরাজ কিকিকে কোলে তুলে নেয়—'আসবো তো! তুমি যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তোমার কাছে দাঁত তুলতে আসব।'

'কিন্তু আমি তো বড় হয়ে আর দাঁত তুলব না।' সে বলল, 'আমি বাবার মতো ফটো তুলব।'

অধিরাজ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে—'ঠিক বলেছ। তুমি বাবার মতো ফটো তুলবে। আর বড় হয়ে একদম বাবার মতো সুপারহিরো হবে—কেমন?'

'আমার বাবা সুপারহিরো?' সরলভাবে প্রশ্ন করল কিকি—'কিন্তু বাবা তো উড়তে পারে না! বাবা তো টিসুম টিসুমও করে না!'

'একটা কথা বলি?' সে কিকিকে আস্তে আস্তে বলে—'আসল সুপারহিরোরা সত্যি সত্যি কেউ উড়তে পারে না! টিসুম টিসুমও করে না। আসল সুপারহিরোর শুধু একটা জিনিসই থাকে। সাহস। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করার সাহস, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও সবরকমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একা লড়ে যাওয়ার সাহস। তুমি বড় হয়ে যাই হও, বাবার মতো হওয়ার চেষ্টা কোরো। যদি তোমরা সবাই তোমার বাবার মতো সাহসী, সৎ এবং দেশের আদর্শ নাগরিক হতে পারো, তবে একদিন কোনও ডাঃ সিংহ বা কোনও নো-বডি অন্যায় করে পার পাবে না! প্রার্থনা করি দাঁত তোলো, কিংবা ফোটো—বাবার মতো হও।'

সোনালি ততক্ষণে সন্দীপনকে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

ডাঃ চ্যাটার্জী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সন্দীপনের দিকে দেখালেন—'রা-জা! দেখ! ঐ দে-খো! মিরাকল! এতক্ষণে আসল ম্যাজিক!'

সন্দীপন হুইলচেয়ারে অনড় হয়েই বসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! সেই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁর চোখ বেয়ে তখন ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে! ভদ্রলোক কাঁদছেন!

---

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সায়ন্তনী পূততুন্ড : জন্ম ভারতের কলকাতায় ১৯৮৫ সালে। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে কলাবিভাগ নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ।

পেশা–টেলিভিশন ও দৈনিক সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা। 'খবর এখন', 'আজ বিকাশ' ও 'একদিন লাইভ'-এও কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছেন। এখন সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চাই তাঁর অন্বিষ্ট। গান শোনা ও গান করা তাঁর নেশা। লিখছেন গল্প কবিতা উপন্যাস। বেশ কিছু পান্ডুলিপি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়। তরুণদের মধ্যে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshalablogspot.com